শক্তিশালী দানগুলো আপনার জন্য সহজলভ্য

প্রত্যেক ঈমানদারকে কমপক্ষে একটি করে পাক-রূহের অতিপ্রাকৃতিক দান দেওয়া হয়েছে। আপনি কি জানেন কি দান আপনাকে দেওয়া হয়েছে আর কিভাবে সেই দান ব্যবহার করতে হয়?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কিতাবুল মোকাদ্দসের শিক্ষক ডেরিক প্রিন্স ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেসব ঈমানদার পাক-রূহের নানরকম দান তাদের জীবনে প্রকাশ করেন নি, তারা আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানের অনেক নীচে জীবন-যাপন করছেন।

ডেরিক প্রিন্স দেখিয়েছেন কিভাবে:

- দানগুলোর মধ্য দিয়ে অন্যদের সেবা করতে হয়
- কোন্‌টা জাল তা উপলব্ধি করা যায়
- রূহানী দানগুলোর মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়
- আপনার মধ্যে যে দান আছে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়

আজ আমাদের মণ্ডলীতে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল পাক-রূহের শক্তির মধ্য দিয়ে এটা দেখানো যে, ঈসা মসীহ্‌ আজও জীবিত আছেন ও তাঁর সুসমাচার সত্য। এই পৃথিবীকে জীবন্ত আল্লাহ্‌র উপস্থিতি দেখা খুবই প্রয়োজন। রূহানী দানগুলোর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ঈমানদারদের মসীহের দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর সেবা করা প্রয়োজন। 'পাক-রূহের নানারকম দান' বইটির মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, কেমন করে আমরা কার্যকরভাবে ও শক্তিশালীভাবে এই প্রয়োজন মিটাতে পারি।

Plublished by:
Biblical Aids for Churches and Institutions in Bangladesh (BACIB)

পাক-রূহের নানারকম দান

ডেরেক প্রিন্স

BACIB

ডেরেক প্রিন্সের ২০ লক্ষেরও বেশি বই ছাপা হয়েছে

পাক-রূহের নানারকম দান

আপনার জীবনে আল্লাহ্‌র অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বুঝতে পারা ও তা লাভ করা

ডেরেক প্রিন্স

পাক-রূহের

নানারকম

দান

ডেরিক প্রিন্স এর লেখা বইগুলোর শিরোনাম (ইংরেজীতে)

Appointment in Jerusalem
(With Lydia Prince)
Derek Prince on Experiencing God's Power
Does You Tongue Need Healing
Entering the Presence of God
Faith to Live By
Fasting The Gifts of the Spirit
God's Medicine Bottle
God's Plan for Your Money
God's Remedy for Rejection
God's will for Your Life
The Grace of Yielding
The Holy Spirit in You
How to Fast Successfully
Judging: When? Why? How?
Lucifer Exposed
Marriage Covenant
Protection from Deception
Receiving God's Best
Rediscovering God's Church
Self-study Bible Course, Expanded Edition
Shaping History Through Prayer and Fasting
Spiritual Warfare
You Shall Receive Power

BACIB | International Bible CHURCH

পাক-রূহের

নানারকম

দান

আপনার জীবনে আল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা লাভ করা ও তা বুঝতে পারা

ডেরিক প্রিন্সং

পাক-রূহের নানারকম দান
The Gifts of the Spirit
By
Derek Prince

এই বইটি ইংরেজী ভাষায় যারা প্রকাশ করেছেন:
Derek Prince Ministries
P.O. Box 19501
Charlotte,
North Carolina 28219
www.derekprince.org

ইংরেজী ভাষায় এই বইটির কপিরাইট রয়েছে:
Copyright © 2007 by Derek Prince Ministries, International

বাংলা ভাষায় এই বইটির কপিরাইট রয়েছে:
Copyright © by Grace Network 2018

বইটি অনুবাদ করেছেন: রেভা: টমাস নির্ঝর বাড়ৈ
বইটির সার্বিক সম্পদনা করেছেন: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

বইটির মূল্য:
২০০.০০ টাকা মাত্র

বইটি মুদ্রিত হয়েছে:

বইটি প্রকাশ করেছেন:
Biblical Aids for Churches and Institutions in Bangladesh (BACIB)
House # 12, Road # 4, Sector # 7, Uttara Model Town,
Dhaka, Bangladesh

BACIB | International Bible CHURCH

সূচিপত্র

প্রথম বিভাগ
পাক-রূহের নানারকম দানের প্রকৃতি

১ অধ্যায়: পাক-রূহের নানারকম দান ৮
২ অধ্যায়: আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি: অনুগ্রহ দান ২৫
৩ অধ্যায়: পাক-রূহের প্রকাশ ৪০

দ্বিতীয় বিভাগ
প্রকাশ করার নানারকম দান

৪ অধ্যায়: প্রজ্ঞার বাক্য ৫২
৫ অধ্যায়: জ্ঞানের বাক্য ৭২
৬ অধ্যায়: ভাল -মন্দ চিনে নেবার রূহ্‌ ৮৩

তৃতীয় বিভাগ
ক্ষমতার নানারকম দান

৭ অধ্যায়: ঈমান ১০২
৮ অধ্যায়: আরোগ্য সাধনের দান ১২২
৯ অধ্যায়: কুদরতি কাজ ১৩৩

চতুর্থ বিভাগ
স্বরধ্বনির নানরকম দান

১০ অধ্যায়: নানারকম ভাষায় কথা বলার শক্তি এবং বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার শক্তি ১৪৮
১১ অধ্যায়: ভবিষ্যদ্বাণী ১৬৮
১২ অধ্যায়: কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করা যায় ১৯০
১৩ অধ্যায়: কিভাবে রূহানিক দান ব্যবহার করতে হয় ২১৬

পঞ্চম বিভাগ
পাক-রূহের নানারকম দান ব্যবহার করা

১৩ অধ্যায়: কিভাবে রূহানিক দান ব্যবহার করতে হয় ২১৬

প্রথম বিভাগ

পাক-রূহের নানারকম দানের প্রকৃতি

অধ্যায় ১

পাক-রূহের নানারকম দান

ইঞ্জিল শরীফে ঈসায়ী ধর্ম-বিশ্বাসকে জীবনের রূহানী পথ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মসীহের দেহের একজন সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্য এবং দুনিয়াতে তাঁর পক্ষে কার্যকর সাক্ষী হওয়ার জন্য পাক-রূহের নয়টি রূহানী দান এবং আমাদের জীবনে সেসবের কাজ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন রয়েছে। প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় পত্রের ১২ অধ্যায়ে এই দানগুলোর তালিকা দিয়েছেন।

> *"একই পাক-রূহের দেওয়া বিশেষ দান ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই প্রভুর সেবা করি। আমাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একই আল্লাহ্ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে থাকেন। সকলের উপকারের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পাক-রূহ্ প্রকাশিত হন। কাউকে কাউকে সেই পাক-রূহের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বা বুদ্ধির কথা বলতে দেওয়া হয়। অন্য কাউকে কাউকে সেই একই রূহের দ্বারা বিশ্বাস বা রোগ ভাল করবার ক্ষমতা বা অলৌকিক কাজ করবার ক্ষমতা বা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবার ক্ষমতা বা ভাল ও ভূতদের চিনে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আবার অন্য কাউকে কাউকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা বা বিভিন্ন ভাষার মানে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সমস্ত কাজ সেই একই পাক-রূহ্ করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন।"* (১ করিন্থীয় ১২:৪-১১)

এই দানগুলো অতিপ্রাকৃত বা রূহানী। কোন মানুষ তার সহজাত মেধা, শিক্ষা অথবা নৈপুণ্য দিয়ে এর ব্যাখ্যা করতে পারবে না। প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের বাক্য সে ধরনের কোন প্রজ্ঞা বা জ্ঞান নয় যা কলেজে পনের বছর অধ্যায়ন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে এবং তিনটি ডিগ্রি লাভ করার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়। এ এমন এক প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান যা পাক-রূহ্ দান করেন। আরোগ্য সাধন এমন কোন সুস্থতা দানের কাজ নয় যা একজন চিকিৎসক বা সার্জনের চিকিৎসার দ্বারা সাধিত হয়– যদিও আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমাদর করি এবং এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এটি হল রূহানী আরোগ্য লাভ।

পাক-রূহের নয়টি দান

এবার চলুন আমরা উপরে উল্লেখিত কিতাবের অংশে পাক-রূহের কয়েকটি দানের আক্ষরিক অর্থ দেখি, যা আমাদেরকে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। ৮ম আয়াতে বলা হয়েছে, *"কাউকে কাউকে সেই পাক-রূহের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বা বুদ্ধির কথা বলতে দেওয়া হয়।"* ইংরেজি কিং জেমস ভার্সনে এই একই আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, "For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;"। মূল গ্রীক ভার্সনে "the" শব্দটি নেই। সে কারণে আমি মনে করি এখানে বলা উচিত "a word of wisdom" বা প্রজ্ঞার একটি কথা এবং "a word of knowledge" বা জ্ঞানের একটি কথা। ১০ম আয়াতেও "to another the working of miracles" বা আর এক জনকে কুদরতি-কাজ করার গুণ– এর আক্ষরিক অনুবাদ হওয়া উচিত "কুদরতি-কাজসমূহ করার গুণ"। দুটো তাৎর্যপূর্ণ শব্দই বহুবচনে বলা হয়েছে। একইভাবে "ভাল-মন্দ রূহ্‌দের চিনে নেবার শক্তি" হওয়া উচিত "ভাল-মন্দ রূহ্‌দের চিনে নেবার শক্তিসমূহ"।

ঈসায়ী ধর্ম-বিশ্বাস একটি অতিপ্রকৃতিক জীবন ব্যবস্থা।

এই কারণে চারটি দান তাদের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বহুবচন:

১) সুস্থতা সাধনের নানা মেহেরবাণী দান, ২) কুদরতী কাজ করার গুণ, ৩) ভাল-মন্দ রূহ্‌দের চিনে নেওয়ার শক্তি, ৪) নানারকম ভাষা বলবার শক্তি। এই দানগুলো কিভাবে কাজ করে তা বুঝবার জন্য এই দানগুলোর বহুবচনের বৈশিষ্ট্য চিনতে পারা

BACIB
International Bible
CHURCH

খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যাদেশের দান, ক্ষমতার দান, এবং কণ্ঠের দান এই শিরোনামের নিচে পাক-রূহের নয়টি দানকে তিনভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে তিনটি করে দান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যাদেশের দান
- প্রজ্ঞার কথা
- জ্ঞানের কথা
- ভাল-মন্দ রূহ্‌দের চিনে নেবার শক্তি

ক্ষমতার দান
- বিশ্বাস
- সুস্থতা সাধনের দান
- কুদরতি কাজ করার দান

কণ্ঠের দান
- নানারকম ভাষায় কথা বলার দান
- বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করার দান
- ভবিষ্যদ্বাণী বলার দান

বহু বছর যাবৎ কিতাবের শিক্ষক এবং ব্যাখ্যাকারীগণ রূহানী বিবিধ দানকে সহজভাবে উল্লেখ করার জন্য এবং শ্রেণীবিভাগ করার জন্য তিনটি ভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনটি ভাগের প্রত্যেকটি তিনটি করে দান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাজন শুধুমাত্র রূহানী দানগুলোকে দেখার জন্য নয়, বরং এগুলোকে সাজাবার জন্য এবং রূহানী দানগুলোকে আরো ভালভাবে বুঝতে পারার জন্য এটি একটি কার্যকর উপায়।

প্রজ্ঞার কথা, জ্ঞানের কথা এবং ভাল-মন্দ রূহ্‌ চিনে নেবার দান হল প্রত্যাদেশের দান। এর মধ্য দিয়ে আমরা যে প্রত্যাদেশ পাই তা আমরা অন্য কোন উপায়ে পেতে পারি না। বিশ্বাস, সুস্থতা সাধনের দান এবং কুদরতি কাজ করার দান এই দানগুলোকে চমকপ্রদ দান হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই দানগুলো এমনই মানুষের মনোযোগকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করে ফেলে। নানা ভাষায় কথা বলা, বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলা হল কণ্ঠের দান, কারণ তা সাধারণত মানুষের স্বরতন্ত্রীর মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

পরিচর্যার দান এবং রূহানী দান

বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য পরিচর্যার দানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য ইফিষীয় ৪:১১ আয়াতে এবং পাক-রূহের নয়টি দানে পাওয়া যায়।

ইফিষীয় ৪:১১ আয়াতে এই দানগুলোর যে পটভূমি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে মসীহের পুনরুত্থান। আমরা ৮ ও ১০ আয়াত পাঠ করলে দেখতে পাই সেখানে লেখা রয়েছে, *"তিনি পাক-কিতাবে এজন্য লেখা আছে, তিনি যখন বেহেশতে উঠলেন, তখন বন্দীদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন, আর তিনি লোকদের অনেক দানও দিলেন। "তিনি উঠলেন," এই কথা থেকে কি এটাই বুঝা যায় না যে, মসীহ্‌ দুনিয়ার গভীরে নেমেছিলেন? যিনি নেমেছিলেন তিনিই সব কিছু পূর্ণ করবার জন্য আবার আসমান থেকেও অনেক উপরে উঠেছেন।"* ১১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পুনরুত্থিত মসীহ মানুষকে পাঁচটি প্রধান দান দিয়েছেন: *"তিনিই কিছু লোককে সাহাবী, কিছু লোককে নবী, কিছু লোককে সুসংবাদ তবলিগকারী এবং কিছু লোককে জামাতের ইমাম ও ওস্তাদ হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।"*

আসুন আমরা পাশাপাশি দুটি কলামে এই দানগুলো দেখি:

পরিচর্যার দান	রূহানী দান
প্রেরিত	প্রজ্ঞার বাক্য
নবী	জ্ঞানের বাক্য
সুসমাচার তবলিগকারী	বিশ্বাস
ইমাম	সুস্থতা সাধন করা
শিক্ষক	কুদরতি কাজ
	ভবিষ্যদ্বাণী বলা
	ভাল-মন্দ রূহদের চিনতে পারা
	নানা ভাষায় কথা বলা বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করা।

রূহানী দানের এই দুটো ভাগ তিনভাবে একটি থেকে অপরটি আলাদা।

দান হিসাবে মানুষকে রূহানী দান প্রদান করা

প্রথমত, পরিচর্যা দানের মাধ্যমে ঈমানদার স্বয়ং মসীহের মণ্ডলীর জন্য

BACIB
International Bible
CHURCH

প্রদত্ত তাঁর দান। *"তিনি কয়েকজনকে প্রেরিত...করেছেন"* – এই বাক্যগুলো জোরালোভাবে বলে যে, তিনি কয়েকজনকে "প্রেরিত পদ" দেন নি, কিন্তু কয়েকজনকে প্রেরিত করে মনোনীত করেছেন। প্রেরিত, নবী, সুসমাচার তবলিগকারী, ইমাম এবং শিক্ষক হলেন মণ্ডলীর জন্য দেওয়া ঈসায়ী পরিচর্যার দান। কারণ তিনি যা সংকল্প করেছেন তাদের ছাড়া মণ্ডলীতে তা পূর্ণ হবে না। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত পৌল ছিলেন অ-ইহুদী ঈমানদারদের জন্য মসীহের দান।

অন্যদিকে রূহানী দান এমন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে যিনি তার মাধ্যমে অন্যদের পরিচর্যা করতে সমর্থ হন। পৌল লিখেছেন, *"কাউকে কাউকে সেই পাক-রূহের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বা বুদ্ধির কথা বলতে দেওয়া হয় ..."* (১ করি ১২:৮)। এই জন্য পরিচর্যার দানের মাধ্যমে মানুষ দান হয়ে ওঠে এবং রূহানী দানের মাধ্যমে মানুষ দান লাভ করে।

জীবনের কার্যস্বরূপ দান/ক্ষণস্থায়ী প্রকাশস্বরূপ দান

দ্বিতীয়ত, পরিচর্যার দান দ্বারা সমগ্র পরিচর্যার প্রতিটি দিক এই দান গঠন করে। এ যেমন এক দৌড়বিদের মত যিনি মাঠে অন্য যে কারও চেয়ে দ্রুত বেগে দৌড়ে যান। তার সমগ্র জীবনের লক্ষ্য হল দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া। একইভাবে যিনি মণ্ডলীর জন্য দানস্বরূপ তার সমগ্র জীবনের লক্ষ্য হল প্রেরিত হিসাবে কাজ করে যাওয়া। পৌল প্রায়ই খেলোয়ারদের তৎপরতার সঙ্গে ঈসায়ী পরিচর্যার তুলনা করেছেন, কারণ দুটো কাজেই প্রশিক্ষণ, নিয়মানুবর্তিতা এবং নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পরিচর্যা কাজ হচ্ছে জীবনব্যাপী একটি কার্যক্রম।

অতিপ্রাকৃতিক দানগুলো সংক্ষিপ্ত, নাটকীয়, আশ্চর্যজনক ও প্রকাশিত।

অন্য দিকে নয়টি রূহানী দান হল ক্ষণস্থায়ী, চমকপ্রদ, মনোমুগ্ধকর এক প্রত্যাদেশ যা সাময়িকভাবে ঘটে এবং শেষ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন নবীর বলা ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট স্থায়ী হতে পারে এবং এরপর তা শেষ হয়ে যায়। সারাক্ষণ তা চলতে থাকে না। প্রজ্ঞার বাক্য কয়েক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত হতে পারে। একজন লোক হয়তো হঠাৎ করে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এমন কিছু করার নির্দেশনা পেলেন যা তিনি স্বাভাবিক জ্ঞান দিয়ে জানতে পারতেন না। যখন রূহের দৃশ্যমান দান প্রদান করা হয় তখন একজন

লোক হয়তো হঠাৎ দেখতে পেলেন যে সেখানে কয়েকজনের মধ্যে অহঙ্কারের রূহ্ এবং অথবা মন্দ লালসার রূহ্ আছে। রূহানী দান অনেকটা বিদ্যুৎ চমকের ঝলকানির মত অথবা বজ্রপাতের শব্দের মত। মুহূর্তের মধ্যে তা ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার শেষ হয়ে যায়।

উত্তম চরিত্র অপরিহার্য পূর্বশর্ত নয়

তৃতীয়ত, পরিচর্যার দান কোন ব্যক্তির চরিত্র থেকে আলাদা কিছু হতে পারে না। কারণ পরিচর্যা দানের কাজই হল ব্যক্তির চরিত্রের মধ্য দিয়ে অন্যের কাছে প্রকাশ পাওয়া। অপর দিকে রূহানী দানে সাধারণত চরিত্র সম্পর্কযুক্ত থাকে না। আমরা বলতে পারি যে, সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু সব সময় তেমনটা হয় না। এই বিষয়টি আমাদের আগে থেকে জানা প্রয়োজন, নতুবা আমরা হতাশ হয়ে পড়তে পারি। এমনকি অনেক সময় মানুষ যখন এমন কাউকে দেখে যার চরিত্রের সাথে তার রূহানী দানের কোন মিল নেই তখন তাদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ রূহানী দান পাওয়ার আগে কোন ব্যক্তি যদি অলস ও দায়িত্বজ্ঞানহীন থাকে তাহলে রূহানী দান পাওয়ার পরেও তিনি একই রকমভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন থাকতে পারেন। হয়তো তিনি দাঁড়িয়ে ফেরেশতার মত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, তথাপি আপনার সঙ্গে তার প্রতিটি সাক্ষাতের জন্য তিনি আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারেন। পৌল যেমন ইফিষীয় ৪:১১ আয়াতে লিখেছেন *"তিনি তিনিই কিছু লোককে সাহাবী, কিছু লোককে নবী, কিছু লোককে সুসংবাদ তবলিগকারী এবং কিছু লোককে জামাতের ইমাম ও ওস্তাদ হিসাবে নিযুক্ত করেছেন"*, তেমনি তিনি ১ করিন্থীয় ১৪:৩১ আয়াতে লিখেছেন *"এজন্য অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে সে মুনাজাত করুক যেন তার মানে সে বুঝিয়ে দিতে পারে।"*

সকল ঈমানদারগণ ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারেন। তথাপি আল্লাহ্ কখনো চান নি যে, আমরা সবাই নবী হব। ভবিষ্যদ্বাণী বলার মধ্য দিয়ে আপনাকে নবীর পরিচর্যার পদ দেওয়া হয় নি বা সেই চরিত্র দেওয়া হয় নি যা সাধারণত পরিচর্যা দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তথাপি যদি আপনি রূহানী দান গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তা আপনার দায়িত্ব বাড়িয়ে দেবে। আর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এমন উপায়ে নিজেকে চালিত করেন যে, তিনি অন্য যা কিছুই করেন তা তার সঙ্গে এই দান এগিয়ে যেতে থাকে। যিনি দান গ্রহণ করেন তিনি যে সব সময়ই দায়িত্বশীলতা বা

পরিপক্কতার সাথে তা ব্যবহার করেন তেমনটা কিন্তু আমরা সব সময় দেখতে পাই না।

এই ধারণাটি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য বলা যেতে পারে যে, পাক-রূহের দান ক্রীসমাস ট্রির নিচে রাখা উপহারের মত। ক্রীসমাস ট্রির নিচে দান রাখা এবং তা খোলার জন্য খুব একটা সময় লাগে না। এটি ক্ষণস্থায়ী কাজ। কোন এক বড়দিনে এমনই এক উপহারের বাক্স খুলে আমি দেখতে পাই সেখানে একটি জুতা পলিশ করার বৈদ্যুতিক যন্ত্র রয়েছে। কিন্তু এর আগে জুতা পালিশ করার যন্ত্র পাওয়া ব্যক্তি আর আমি কিন্তু আলাদা কোন ব্যক্তি ছিলাম না। আমার চরিত্রের কোন কিছুই আমি পরিবর্তন করি নি।

রূহানী দানকে ছোট করা কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই। আমার উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন উপায়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (তার উন্মুক্ত ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পাওয়া দান) এবং রূহানী কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখানো। একইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি রূহানী দান একজন মানুষকে কেবল মাত্র রূহানী মানুষ তৈরি করার জন্য কাজ করে তাহলে আমাদের অবশ্যই বিলিয়ামের গাধার কথা চিন্তা করতে হবে। তখন আমাদেরকে আবার চিন্তার শুরুতে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ্‌ একটি গাধাকে সৃষ্টি করেছিলেন যেন সে নবীর সঙ্গে কথা বলে কারণ সেই নবী আল্লাহ্‌র কথা শোনেন নি (দেখুন শুমারী ২২:২২-৪০)। পাঠটির সংক্ষিপ্তসার এভাবে করা যেতে পারে: যদি আপনি ভবিষ্যদ্বাণী বলার আগে গাধা থাকতেন তাহলে বলতে পারার পর আপনি কী হবেন? রূহানী দান কেবল স্বভাব এবং চরিত্র পরিবর্তন করে না। আল্লাহ্‌ শেষ অবলম্বন হিসেবে একটি গাধাকেও ব্যবহার করতে পারেন। আবার বলছি, এই সত্যটি দানকে তুচ্ছ করে না; কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, এসবই হল দান।

অতিপ্রাকৃতিক দানগুলো লাভ করা আপনার দায়িত্ব বৃদ্ধি করে।

পাক-রূহের দান এবং পাক-রূহের ফল

অন্যভাবে রূহানী দান এবং চরিত্রের দিকে তাকালে রূহানী দানকে মনে হবে একটি বিষয় এবং রূহানী ফলকে মনে হবে অন্য বিষয়। আমরা দেখেছি রূহানী দান হল নয়টি এবং গালাতীয় ৫:২২-২৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে নয় ধরনের রূহানী

ফল রয়েছে: *"কিন্তু পাক-রূহের ফল হল– মহব্বত, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন। এই সবের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই।"* অনেক ঈসায়ী ভুলে যান যে আল্লাহ্‌ তাদের গুনাহ্‌র জন্য কিভাবে কাজ করেছেন এবং এতে করে তারা রূহানী দান ও রূহানী ফলের যথার্থ পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হন। আমি এর আগে বলেছিলাম যে, রূহানী দান হল ক্রীসমাস ট্রির নিচে রাখা উপহারের মত। আমরা একথাও বলতে পারি রূহানী দান এবং এর ফলের মধ্যে পার্থক্য হল ক্রীসমাস ট্রির উপরে সাজানো অলঙ্করণ এবং ফলগাছের ফলের মধ্যে পার্থক্যের মত। ক্রীসমাস ট্রির উপরে অলঙ্করণ রাখার জন্য এক মুহূর্ত সময় লাগে এবং অলঙ্করণ প্রকৃতপক্ষে গাছের কোন অংশ নয়। তবুও আপনি আপেল গাছে আপেল স্থাপন করতে পারবেন না। গাছে এই ফল আসে চাষাবাদ, বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতার মধ্য দিয়ে। আপনি জানেন যে, যে আপেলটি আপনি খাবেন তা পরিপক্ক হওয়ার জন্য আপেল গাছটি আপেলটিকে গাছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধরে রাখে। একইভাবে রূহানী ফলের বৃদ্ধির সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া জড়িত আছে। পরিশ্রম, ধৈর্য এবং দক্ষতা দিয়ে এর অনুশীলন করতে হবে।

কোন গাছে আপেল কিংবা কমলা আগে থেকে প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়ার প্রত্যাশা করা অসম্ভব। প্রেরিত পৌল লিখেছেন, *"যে চাষী পরিশ্রম করে তারই প্রথমে ফসলের ভাগ পাওয়া উচিত"*(২ তীমথি ২:৬)। পরিশ্রম ছাড়া ফল উৎপন্ন হবে না। আমি মনে করি এই বিষয়টিকে আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি। আমরা স্বাভাবিকভাবে ফলের বেড়ে ওঠার বিষয়ে কথা বলেছি। ফল নিজেই বেড়ে উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে সম্ভবত এমন কোন বাজার নেই যেখানে আপনি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা কোন ফল পেতে পারেন। সমস্ত রকম ফলের জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত নিবিড় যত্ন এবং চাষাবাদ যার সাথে সময় এবং যত্ন জড়িয়ে থাকে। একইভাবে যারা অনুশীলন করে নি তাদের কেউ পরিপূর্ণতার জন্য রূহানী ফল উৎপন্ন করতে পারবে না। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, রূহানী দান রূহানী ফল লাভের জন্য অনুশীলন করার মত কার্যকর নয়। দানের ব্যবহার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যার গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

১ করিন্থীয় ১৩:১-২ আয়াতে পৌল উল্লেখ করেছেন যে, যদি কেউ সমস্ত দান লাভ করে, কিন্তু তার মধ্যে ভালবাসা না থাকে তাহলে সে যে দান পেয়েছে তার কোন মূল্য থাকবে না। তার এই উক্তি খুবই চমকপ্রদ, কারণ কারো কারো কাছে এই দানগুলো হয়তো এখনও অনেক মূল্য বহন করে। যদি আমরা সুস্থতা সাধনের দান

পেয়ে থাকি এবং ভালবাসা ছাড়া আমি এই দান ব্যবহার করি, এতে আমার কোন উপকার সাধিত হবে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি উপকৃত হবেন যিনি আরোগ্য লাভ করেছেন। ওরাল রবার্টস তার জীবনের এমন একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন যা আমি কখনো ভুলব না। কোন এক প্রার্থনা সভার পর একজন মহিলা তাকে বারবার বিরক্ত করছিলেন। মহিলাটি তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং তার পিছে পিছে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। রবার্টস মহিলাকে বললেন, "সভা শেষ হয়ে গেছে। আমি কারও সাথে ব্যক্তিগতভাবে মুনাজাত করি না।" কিন্তু মহিলাটি তার পেছনে এত দীর্ঘ সময় ধরে অনুসরণ করে আসছিলেন যে, অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তিনি তার হাত বাড়িয়ে মহিলাকে স্পর্শ করলেন এবং মহিলাটি আরোগ্য লাভ করলেন। যদিও তিনি আরোগ্য সাধনের কাজ করেছিলেন, তথাপি তিনি পরে বলেছিলেন, "আমি এর দ্বারা কোন দোয়া পাই নি; এতে আমার কোন উপকার হয় নি।" যিনি দান ব্যবহার করছেন যদি তিনি ভালবাসার সাথে তা ব্যবহার না করেন তাহলে এর মাধ্যমে তার কোন উপকার সাধিত হবে না। কোন এক সময় আমার একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি এর পরিণতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার কী রকম অনুভূতি হয়েছিল তা চিন্তা করছিলাম। কিন্ত আল্লাহ্ আমাদের চেয়েও মহান।

একটি প্রমান হল যে, আমরা রূহানী দানগুলো পাবার জন্য ভালবাসার পেছনে ছুটে চলি।

অনেক লোক এই কথা বলে থাকেন যে তাদের রূহানী দানের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের মধ্যে রূহানী ফল রয়েছে। অভিজ্ঞতা আমাকে এই প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে যে, একজন লোকের কী পরিমাণ রূহানী ফল থাকলে তিনি এই রকম কথা বলতে পারেন। মনে করুন কেউ বলল, "আমার ভালবাসা আছে তাই আমার দানের প্রয়োজন নেই।" এটি পুরোপুরি শরীয়ত বহির্ভূত কথা। কারণ কিতাবুল মোকাদ্দস বলে যে, *"এই মহব্বতের জন্য তোমরা বিশেষভাবে চেষ্টা কর, আর পাক-রূহের দেওয়া দান, বিশেষভাবে নবী হিসাবে কথা বলবার ক্ষমতা পাবার জন্য তোমাদের আগ্রহ থাকুক।"* (১ করিন্থীয় ১৪:১)। মহব্বতের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করার একটি প্রমাণ হল আমরা রূহানী দানের জন্য আকাঙ্খা করেছি। প্রকৃতপক্ষে রূহানী দান হল ভালবাসা যার মাধ্যমে কাজ করে সেই মাধ্যম। রূহানী দানগুলো হল সেই উপায় যার দ্বারা ভালবাসা কার্যকর হয়। রূহানী দান ছাড়া ভালোবাসা হল অত্যাধিক পরিমাণে দুর্বলতা এবং হতাশার মধ্যে জীবন কাটানো। আমি নিশ্চিত যে, ভালোবাসা কখনোও একজন ঈমানদারকে আল্লাহ্‌র দান প্রত্যাখ্যান

করতে চালিত করবে না। এমন লোকদের জন্য আশার উত্তর হবে "আপনার সমস্ত ভালবাসা দিয়ে কি করতে চাচ্ছেন? এর দ্বারা আপনি মানুষকে কিভাবে সাহায্য করবেন? এর জন্য আপনার প্রয়োজন রূহানী দান।" মনে করুন একজন মা তার অসুস্থ শিশু সন্তানের কাছে বসে আছেন এবং বলছেন, "বাবা, আমি তোমাকে ভালবাসি আমি কেবল তোমার পাশে বসে থাকব। আমি তোমার শরীরে কতটুকু তাপ আছে তা মেপে দেখব না, আমি তোমাকে কোন ঔষধ দেব না, আমি ডাক্তারকে ডাকব না এবং আমি তোমার জন্য মুনাজাত করব না। কিন্তু বাবা, আমি তোমাকে ভালবাসি।" ঐ মায়ের প্রকৃতপক্ষে কতটুকু ভালবাসা আছে? তিনি কেবল ভালবাসার কথা বলেছেনি কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তার মধ্যে ভালবাসা নেই।

এছাড়া মহব্বতের কাজের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল পাক-রূহের দান। উদাহরণস্বরূপ, মণ্ডলীকে ভালোবাসার কারণে যদি আমরা মণ্ডলীর রূহানী উন্নতি সাধন করতে চাই তাহলে আমরা রূহানী দানের জন্য আকাঙ্খী হব যা মণ্ডলীকে অত্যাধিক পরিমাণে রূহানী উন্নতি সাধন করবে, যে দান ভবিষ্যদ্বাণী বলতে সাহায্য করবে। অথবা যদি আমরা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে ভালবাসি, তাহলে আমাদের এমন দানের জন্য আকাঙ্খী হব যা আমাদের অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যা করতে সমর্থ করবে, যা হল আরোগ্য সাধনের দান এবং কুদরতি কাজ করার দান। কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্ণিত মহব্বত সব সময়ই অত্যন্ত কার্যকর। তা কেবল চমৎকার সব কথার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে বসে থাকে না, বরং তা সব সময়ই কিছু না কিছু করে।

আমরা অবশ্যই এক পাক্ষিক হব না। আমাদের রূহানী দান এবং মহব্বত উভয়ই প্রয়োজন। আমাদের রূহানী দান এবং ফল উভয়ই প্রয়োজন। আমাদের রূহানী দান এবং পরিচর্যার দান এই উভয় দানের প্রয়োজন আছে। এমন অন্য আর কিছু নেই যা এই সকলের বিকল্প হতে পারে। আমাদের এই সব কিছুর প্রয়োজন আছে।

সকল ঈমানদারের রূহানী দান রয়েছে

যেভাবে আমরা রূহানী দানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করলাম, সেভাবে আমরা এখন এমন কিছু মানুষের বিষয়ে উল্লেখ করব যারা রূহানী দান পেয়েছেন, যা বিভ্রান্তিজনক এবং শরীয়ত বহির্ভূত। প্রথমত কিছু কিছু লোক বিশ্বাস করে যে, ঈমানদারদের এই কথা বলা ভুল হবে যে তারা রূহানী দান পেয়েছে, কারণ তাতে তাদের অহঙ্কার প্রকাশ পাবে। তথাপি যখন কেউ রূহানী দান গ্রহণ করে তখন তার

অহঙ্কারী হবার মত কিছুই থাকে না। প্রথমে আমরা দেখেছি যে, তিনি সেই দান গ্রহণ করার আগে যা ছিলেন এই দান পাওয়ার পর তিনি ভিন্ন কোন মানুষে পরিণত হননি। দ্বিতীয়ত, এই দান গ্রহণ করার পর অন্য যে কোন কারো চেয়ে নিজেকে ভিন্ন মানুষ হিসাবে দেখানোর জন্য তার কিছু থাকে না। এটি এমন কোন জিনিস নয় যা তার ভেতর থেকে এসেছে, অথবা তিনি বাইরে কোথাও গিয়ে তা অর্জন করেছেন। একজন মানুষের রূহানী দান থাকতে পারে এবং এর জন্য সম্পূর্ণ অহঙ্কারশূন্য হয়ে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করে না যে ঈমানদারদের এই কথা বলা উচিত, "আমি সুস্থতা সাধনের দান পেয়েছি।" তারা মনে করে যদি কেউ সুস্থতা লাভ করে তাহলে যে লোক সুস্থতা লাভ করেছে সে দান পেয়েছে। অথবা যদি কোন ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয় তাহলে তারা মনে করে যে যারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী গ্রহণ করে তারা দান লাভ করেছে। এই বিষয়টি লোকদের উপর অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর প্রভাব ফেলতে পারে এবং আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এটি কোনভাবেই কিতাবুল মোকাদ্দস-সম্মত নয়। যদি আল্লাহ্ আপনাকে বা আমাকে দান দিয়ে থাকেন তাহলে আমরা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আল্লাহ্ আমাকে এই দান দিয়েছেন। আমি এমন সব লোকদেরকে চিনি যাদেরকে আল্লাহ্ সুস্থতা সাধনের দান দিয়েছেন, কিন্তু তারা সমালোচনা বা বিতর্ক এড়ানোর জন্য কখনোই তা প্রকাশ করেন না। তারা বলেন, "আমি কখনো এই দাবী করব না যে আমি আরোগ্য সাধনের দান পেয়েছি। আল্লাহ্ এই আরোগ্য সাধনের কাজ করেছেন।" একথা সত্য যে আল্লাহ্ আরোগ্য করেন, কিন্তু যাকে আরোগ্য করা হয় তার আরোগ্য সাধনের জন্য তিনি মানুষকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন।

আসুন আমরা দেখি ইঞ্জিল শরীফে কতগুলো স্থানে ঈমানদারের দানের সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

১ করিন্থীয় ১২:৭ আয়াত বলে যে, *"সকলের **উপকারের জন্যই** এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পাক-রূহ্ প্রকাশিত হন।"* (যে কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন সেটি মোটা হরফে রয়েছে)। গ্রীক ভাষায় ক্রিয়াপদের কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াতে ক্রিয়াপদটি চলমান বর্তমান কাল হিসেবে রয়েছে। *"কারণ এক জনকে সেই রূহ্ দ্বারা প্রজ্ঞার কথা, আর এক জনকে সেই রূহ্ দ্বারা জ্ঞানের কথা বলতে দেওয়া হয়।"* যে লোকের এই দানগুলো আছে তিনি তা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবেন।

পাক-রূহের নানারকম দান

*"**আল্লাহ্‌র রহমত অনুসারে** আমরা ভিন্ন ভিন্ন দান পেয়েছি। সেই দান যদি নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবার ক্ষমতা হয় তবে বিশ্বাস অনুসারে সে আল্লাহ্‌র কালাম বলুক।"* (রোমীয় ১২:৬, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন সেটি মোটা হরফে রয়েছে)।

*"যদি সবাই আমার মত হত! কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক একজন **এক একটা দান পেয়েছে**। একজনের দান এক রকম, আবার অন্যজনের দান আর এক রকম।"* (১ করিন্থীয় ৭:৭, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন সেটি মোটা হরফে রয়েছে)।

"সকলেরই কি রোগ ভাল করবার ক্ষমতা আছে? সকলেই কি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে? সকলেই কি তার মানে বুঝিয়ে দেয়? নিশ্চয়ই না!" (১ করিন্থীয় ১২:৩০)। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আয়াত কারণ এখানে এমন একটি দানের কথা বলা হয়েছে যেটি থাকলেও মানুষ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে। যখন পৌল লিখেছেন *"সকলেই কি আরোগ্যসাধক মেহেরবানী-দান পেয়েছে?"* তখন তিনি স্পষ্টভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে সকলেই এই দান পাননি কিন্তু কেউ কেউ পেয়েছেন। অন্যথায় এটি অর্থহীন প্রশ্ন হয়ে যাবে। ঈমানদারদের এই কথা বলবার জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস সুস্পষ্টভাবে অধিকার দিয়েছে, "আমি আরোগ্য সাধক দান [বা পরভাষায় কথা বলার দান] পেয়েছি। আল্লাহ্ আমাকে এই সকল দান দিয়েছেন। আমি আগে যা ছিলাম তার চেয়ে আরো ভাল মানুষে নিজেকে এখনও পরিণত করতে পারিনি। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলতে পারি, দানটি নিয়মিতভাবে আমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।"

"আমি বরং বলি, তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও।" (১ করিন্থীয় ১২:৩১)। যদি আমরা কোন দান চাইতে না পারি তাহলে তাঁর কাছে চাইবার মত আর কিছুই থাকে না। এটি একেবারে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ প্রত্যাশা করেন যেন আপনি দান পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে যাঞ্ছা করেন।

*"জামাতের নেতারা যখন তোমার উপরে তাঁদের হাত রেখেছিলেন তখন নবী হিসাবে কথা বলবার মধ্য দিয়ে যে বিশেষ দান তোমাকে দেওয়া হয়েছিল **সেই দান তুমি অবহেলা কোরো না**।"* (১ তীমথি ৪:১৪, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া

আল্লাহর ইচ্ছাতে আপনি এটি পরিষ্কার করেন যে, আপনি দানগুলোর আকাঙ্খা করেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

প্রয়োজন সেটি মোটা হরফে রয়েছে), এবং "এজন্য আমি তোমাকে আবার এই কথা বলতে চাই– তোমার উপর আমার হাত রাখবার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ **তোমাকে যে বিশেষ দান দিয়েছেন** তা আবার জাগিয়ে তোলো।" (২ তীমথি ১:৬, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন সেটি মোটা হরফে রয়েছে)। পৌল তীমথির কাছে যেভাবে চিঠি লিখেছেন তাতে এটি পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট যে, তিনি মনে করছেন তীমথি কোন দান পেয়েছেন। যদি কোন দান আপনার মধ্যে থাকে তাহলে আপনি তা বুঝতে পারবেন।

*"বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র রহমত পেয়ে যে লোক বিশ্বস্ত ভাবে তা কাজে লাগিয়েছে, সেই রকম লোক হিসাবে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে **যে যেরকম দান পেয়েছ** তা একে অন্যের সেবা করবার জন্য ব্যবহার কর।"* (১ পিতর ৪:১০, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন সেটি মোটা হরফে রয়েছে)। প্রেরিত পিতর পৌলের মত একই রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন। আপনার যা নেই আপনি সেই বিষয়ে পরিচর্যা করতে পারবেন না। প্রথমে তা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। পিতর সকল ঈমানদারদের দান থাকার উপর জোর দিয়েছেন। এভাবেই আমরা একজন অন্যজনের পরিচর্যা করতে পারব। কারও উপকার করতে না পারাটাই হচ্ছে প্রকৃত দারিদ্র। ঈসার উপর ঈমান এনেছেন এবং নিয়মিতভাবে এবাদতে অংশগ্রহণ করেন এমন ঈসায়ীদের মধ্যে সম্ভবত ৯০ ভাগের অবস্থাই এমন দুঃখজনক। আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তারা তা গ্রহণ করেন নি, ফলে এদিক থেকে তারা অসমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। ঈসা মসীহের কোন ঈমানদার পাক-রূহের বিশেষ দান থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে পারে না। *"সকলের উপকারের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পাক-রূহ্ প্রকাশিত হন।... এই সমস্ত কাজ সেই একই পাক-রূহ্ করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন।"* (১ করিন্থীয় ১২:৭,১১)।

সমস্ত ঈমানদারকে পৃথক দান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে করে কারও মাধ্যমে পাক-রূহের দানের প্রকাশ কোনভাবেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি, কারণ সমস্ত দান তাঁর মধ্যে বাস করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোন জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকেন আর তখন যদি কোন লোক আপনার সামনে মুমূর্ষ অবস্থায় থাকে, তখন আপনি তার পাশে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারেন না যে, "আমি সুস্থতা সাধন করার দান পাইনি, তাই আমার করার মত কিছুই নেই।" যদি আপনি পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে

থাকেন, তাহলে তাঁর মধ্য দিয়ে সব কিছু করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে। এই মুহূর্তে আপনার মধ্যে সুস্থতা সাধকের দান প্রকাশ করার জন্য পাক-রূহ্‌কে বাধা দেবার মত কিছুই থাকবে না। তাছাড়া আপনার সুস্থতা সাধনের দান আছে এই কথা বললেও কিতাবুল মোকাদ্দস তা সমর্থন করবে না, যদি না আপনি এটি আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ যে কোন মানুষের প্রয়োজনে যে কোন প্রত্যাদেশ দিতে পারেন, কিন্তু তা দানের অধিকারী হওয়া নয়। আমরা এটা বলতে পারি না যে, বিলিয়ামের গাধা ভবিষ্যদ্বাণী করার দান পেয়েছিল। কেন? কারণ তা কেবল মাত্র একটি অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটেছিল। পৌল আমাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে পাক-রূহের দানের তালিকা শুরু করেছিলেন এবং শেষ করেছিলেন যে, ঈমানদার হিসাবে আমাদের প্রত্যেককে তার জীবনে পাক-রূহের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তিকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। পৌল আমাদের এই ধারণা দেন নি যে, আল্লাহ্ আমাদের জন্য কেবল একটি দান বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু যদি আমরা আমাদের রূহানী উত্তরাধিকারের মধ্যে বাস করি তাহলে আমাদের জীবনে পাক-রূহের প্রকাশের অধিকার ভোগ করব। যদি কোন ঈমানদার এই সব অভিব্যক্তি ছাড়া জীবন যাপন করে তাহলে বুঝতে হবে তার জীবনের জন্য আল্লাহ্ যে ব্যবস্থা করেছেন তিনি সেই ব্যবস্থার মানের অনেক নিচে জীবন যাপন করছেন।

মণ্ডলী থেকে কি রূহানী দান প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে?

অনেকে বলে থাকেন যে, প্রথম শতাব্দীতেই মণ্ডলী থেকে রূহানী দান তুলে নেওয়া হয়েছে। তথাপি পৌল বলেছেন যেন মণ্ডলী প্রভু ঈসা মসীহের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এই দানের ব্যবহার করে।

*"আমি সব সময় তোমাদের জন্য আমার আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানিয়ে থাকি, কারণ মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত পেয়েছ। সেই রহমত এই যে, তোমরা মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে সব দিক থেকে, অর্থাৎ সব কিছু বলবার ক্ষমতায় ও জ্ঞানে বেড়ে উঠেছ, কারণ মসীহের সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষ্য তোমাদের দিলে গাঁথা হয়ে আছে। সেইজন্যই যখন তোমরা আমাদের হযরত ঈসা মসীহের প্রকাশিত হবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করে আছ **তখন আল্লাহ্‌র দেওয়া কোন দানের অভাব তোমাদের হচ্ছে না। আমাদের হযরত ঈসা মসীহ্ই শেষ পর্যন্ত তোমাদের স্থির রাখবেন, যার ফলে তাঁর আসবার দিনে তোমরা সব রকম নিন্দার বাইরে থাকবে।"*** (১ করিন্থীয় ১:৪-৮, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন সেটি মোটা

হরফে রয়েছে)।

প্রভুর আগমন যতই নিকটবর্তী হবে আমাদের দানগুলো প্রকাশ করা তত বেশি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্‌র রূহানী দানের অনুগ্রহ ঈসা মসীহের মণ্ডলী থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার কোন ইঙ্গিত কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন কিতাবে দেওয়া হয় নি। যখন কনে হিসাবে মণ্ডলী তার বর ঈসার সঙ্গে মিলিত হতে এগিয়ে যাবে তখন বর তাকে যে সব উপহার বা দান পাঠাবেন তা দিয়ে কনেরূপ মণ্ডলী নিজেকে সজ্জিত করবে।

কোন কোন ঈমানদারদের এই সমস্ত প্রত্যাদেশ নেই, কারণ হল তারা কখনোই তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য থেকে রূহানী বৈশিষ্ট্য ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। আমি এটা বিশ্বাস করি যে, প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ হল পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ, একই সঙ্গে নানা ভাষায় কথা বলার অলৌকিক প্রকাশ। যদি আপনি একবার রূহানী রাজ্যে প্রবেশ করেন তাহলে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা এই যেন আপনি সেই রাজ্যে অবিরতভাবে কাজ করে যান।

দানগুলো হল একজন ঈসায়ী হিসাবে সাধারণ জীবন-যাপনের জন্য উপকরণ।

রূহানী দান প্রাচীন যুগ থেকে আগত আগত কোন দূরবর্তী বিষয় নয়। কিংবা তা কেবল কিছু রূহানী মহা শক্তিশালী ব্যক্তি, বা বিদেশী তবলিগকারী অথবা মিশনারীর জন্য সংরক্ষিত নয়। ইঞ্জিল শরীফ মসীহের ফিরে আসা পর্যন্ত সকল যুগের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ঈমানদারদের সাধারণ ঈসায়ী জীবন যাপনের জন্য রূহানী একটি উপকরণ হিসাবে দানকে প্রকাশ করেছে।

রূহানী দানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

আসুন আমরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে রূহানী দানের উদ্দেশ্য আলোচনা করে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানি। দানসমুহ আমাদের জন্য কি করবে তা চিন্তা করতে গিয়ে আল্লাহ্‌ উদ্দেশ্য এবং ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে আমরা ভুল করি। উদাহরণস্বরূপ, পাক-রূহে বাপ্তিস্ম সম্পর্কে আপনি লোকদেরকে বলতে শুনবেন, "পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে পর আপনি এক বিস্ময়কর অনুভূতি লাভ করবেন।" আপনি যে সব সময়ই বিস্ময়কর অনুভূতি বোধ করবেন তা কিন্তু নয়। মাঝে মাঝে আপনার আগের চেয়ে বেশি খারাপ অনুভূতি বোধ হতে পারে, কারণ পাক-রূহে

বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর আপনি আপনার সমস্যা, প্রয়োজন এবং রূহানী শক্তিগুলো অনুভব করতে শুরু করবেন যা আপনি এর আগে অনুভব করতেন না। অন্যরা হয়তো বলতে পারে, "এটি আপনাকে কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যায়ন করতে বিস্ময়করভাবে সাহায্য করবে," যা প্রকৃতপক্ষেই সত্য। অথবা তারা আপনাকে বলতে পারে, "আপনি সাক্ষ্য দেবার ক্ষমতা লাভ করবেন।" এটিও বাপ্তিস্মের একটি চমৎকার ফল। কিন্তু পাক-রূহের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য এই সকল কারণগুলো আপনার জীবনে কী কী সাধিত হবে সেই বিষয়গুলোকে নির্দেশ করে। পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণের সবচেয়ে বড় কারণ হল মসীহের দেহের জন্য তার সাধিত কাজ।

"আমরা ইহুদী কি অ-ইহুদী, গোলাম কি স্বাধীন, সকলেরই একই পাক-রূহের দ্বারা একই শরীরের মধ্যে তরিকাবন্দী হয়েছে" (১ করিন্থীয় ১২:১৩)। কেন? কারণ আমরা যেন মসীহের দেহের কার্যকর সদস্য হতে পারি। এটি আল্লাহ্‌কে মহিম্মান্বিত করে। ওয়েস্টমিনস্টার ক্যাটেকিজমে বলা হয়েছে, "মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য কি?" উদ্দেশ্যটি হল "আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করা এবং চিরকাল তাঁর সঙ্গে আনন্দে বসবাস করা।" আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করা। কোন একজন মানুষ আমাকে বলেছিলেন যে, "যদি আপনি আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করার জন্য বেঁচে না থাকেন তাহলে বেঁচে থাকার কোন অধিকার আপনার নেই।" এটি সত্য কথা। সব কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পরিতৃপ্তির জন্য। কেন রূহানী দান গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এটি আল্লাহ্‌র মহিমা বয়ে আনে।

ইফিষীয় পত্রে এ সম্পর্কে কিছু শ্বাসরূদ্ধকর বক্তব্য পাওয়া যায়:

> *"আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের পিতা ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক। আমরা মসীহের সংগে যুক্ত হয়েছি বলে বেহেশতের প্রত্যেকটি রূহানী দোয়া আল্লাহ্‌ আমাদের দান করেছেন।... মসীহের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন। তাঁর মহব্বতের দরুন তিনি খুশী হয়ে নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করেছিলেন যে, ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তান হিসাবে তিনি আমাদের গ্রহণ করবেন। তিনি এটা করেছিলেন যেন তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে যে মহিমাপূর্ণ রহমত আমাদের দান করেছেন তাঁর প্রশংসা হয়।... আমরা যারা আগেই মসীহের উপর আশা রেখেছি, সেই আমাদেরই মধ্য দিয়ে যেন আল্লাহ্‌র মহিমার প্রশংসা হয় সেইজন্যই তিনি আমাদের বেছে নিয়েছেন।"* (ইফিষীয় ১:৩, ৫-৬, ১২)

সন্তান হিসাবে আমাদের দত্তক গ্রহণ করার পেছনে আল্লাহ্‌র প্রধান উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমরা "তার মহিমার প্রশংসা করি।" আরেকটি ভার্সনে ৬ষ্ঠ আয়াতের শেষ অংশটির যে অনুবাদ করা হয়েছে তা আমার খুবই ভাল লেগেছে: "...যা আমাদেরকে তাঁর প্রিয়তমের কাছে অযাচিতভাবে রহমতের পাত্র করে তুলেছে।" আমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যখন আমরা উপযুক্ত ছিলাম না তখন আমাদের অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, আমাদের আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন কিছুর চেয়ে আল্লাহ্ কাছে আরো বেশি প্রিয়, কারণ আমরা ঈসা মসীহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এর আগে পড়ে আসা আরেকটি আয়াত আমার ভাল লাগে, "তিনি আমাদের সেই প্রিয়তমের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছেন," কারণ আমেরিকায় প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত অনুভব করার সমস্যায় ভুগছেন। আমি অনেক লোকের মধ্যে পরিচর্যা করেছি যাদের মধ্যে এই সমস্যাটি রয়েছে, কারণ তাদের জীবনে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। সাধারণত সেটি পিতামাতার কাছ থেকে ভালবাসার অভাবের কারণে ঘটে থাকে। এই মানুষগুলো সারা জীবন নিজেদেরকে অবাঞ্ছিত হিসেবে মনে করে এসেছে।

তথাপি আমরা যারা সবচেয়ে কম মূল্যবান, যারা অনেক দূরবর্তী ছিলাম, তাদেরকেই নিকটবর্তী করা হয়েছে। আল্লাহ্ সমস্ত অনুগ্রহ ধন আমাদের উপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে, যেন আমরা তার সর্বত্র বিরাজমান অনুগ্রহের মহিমার প্রকাশ করতে পারি। এখানেই দান কার্যে পরিণত হয়। ইফিষীয় ৩:১০ আয়াতে বলা হয়েছে, *"তিনি তা করেছিলেন যেন মসীহের জামাতের মধ্য দিয়ে বেহেশতের সমস্ত শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীদের কাছে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র জ্ঞান এখন প্রকাশ পায়।"* ঈসা মসীহের মণ্ডলী সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা প্রকাশ করবে। বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে "বহুবিধ প্রজ্ঞা," কিন্তু গ্রীক শব্দ আরো জোরালো, যেখানে বলা হয়েছে "সংখ্যাতীত বহুবিধ প্রজ্ঞা।" আমাদের দানসমূহের যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ মণ্ডলীর দ্বারা তার অসীম বহুবিধ প্রজ্ঞার পরিচয় জানাবার উদ্দেশ্যকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাধিত করেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা মানুষের জীবনে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তার রূহানী দানের আরও চমৎকার ও অপরিহার্য সম্পর্ক দেখতে পাব।

অধ্যায় ২

আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি: অনুগ্রহ দান

১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত পাক-রূহের দেওয়া "দান সম্বন্ধে" এবং "দান" শব্দের গ্রীক শব্দ হল আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি। কিতাবে যে নয়টি দানের তালিকা দেওয়া হয়েছে কেবল সেগুলোই আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তির দান নয়। কিতাবের কোন স্থানে যদি আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি হিসাবে শব্দটি পুর্নবার উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ্ এটিকে একটি শিকলের মত অবিরতভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যেন আপনি আরও মনোনিবেশ সহকারে এর পরিপূর্ণ ছবি দেখতে পান। অন্যান্য অনুগ্রহ দান সম্পর্কে যেন আমরা বুঝতে সমর্থ হই এজন্য নয়টি দানের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এর আগের অধ্যায়ে আমরা রূহানি দান এবং পরিচর্যার দানের মধ্যে পার্থক্য দেখেছি।

'আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি' বা ক্যারিসমা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে মৌলিক গ্রীক বিশেষ্য পদ "ক্যারিস" থেকে। ক্যারিস সাধারণভাবে "অনুগ্রহ" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুগ্রহ শব্দটি হয়তো এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, "পাওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও অনুপযুক্ত এবং অযোগ্য লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র মঙ্গল আচরণ।" আমাদের দেখাবার এমন কিছুই নেই যার ফলে আমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা, করুণা এবং আনুকূল্য পেতে পারি। তিনি তাঁর অনুগ্রহের গুণে এটি করে থাকেন।

আসুন আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি; যা তাঁর অনুগ্রহ দানের প্রকৃতিকেও প্রকাশ করে।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রকৃতি এবং কাজ হল অনুগ্রহ হল বিনামূল্যে

প্রথমত, অনুগ্রহ হল অবাধ; এটি অর্জন করা যায় না। সুসমাচার হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রকাশ; যারা এটি পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদের পাপ এবং বিদ্রোহের জন্য আরও বেশি বিচারিত হওয়া এবং দোষী বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। যারা ভাল কাজ করে, আল্লাহ্‌ তাদের বিশ্বস্তভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকেন, কিন্তু তারপরও এটি অনুগ্রহ নয়। কাজের জন্য পুরস্কারের তুলনায় অনুগ্রহ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন মাত্রার একটি বিষয়।

অনেক ধর্মপ্রাণ লোক মনে করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের জন্য তাদের কিছু করণীয় আছে। এমনকি যারা মন্দ লোক তাদের মধ্যে অধিকাংশ মনে করে এটি অর্জন করার জন্য তারা কিছু করেছে। তাদের উভয় পক্ষের চিন্তার মধ্যে ভুল রয়েছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের জন্য আমরা কোন কিছুই করতে পারি না। একজন ধর্মপ্রাণ লোকের জন্য কঠিনতম বিষয় হল এটি উপলব্ধি করা যে, সে কোনভাবেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দাবী করতে পারে না। কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়া এবং নিজেকে একজন খুব ভাল মানুষ হিসাবে দেখানো ছাড়া তার অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক থাকা ব্যতীত আর অন্য কোনভাবে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা যায় না।

অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার মধ্য দিয়ে প্রদান করা হয়

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হল তাঁর প্রধান পছন্দের বিষয়। তিনি এর দ্বারা কার্যসাধনের জন্য শতভাগ যত্নবান। তিনি তাঁর অনুগ্রহ কাজের জন্য কারো কাছে ঋণী হিসাবে গণ্য নন এবং কোন কৈফিয়ত দেবার জন্য তাঁর দায়বদ্ধতা নেই। প্রভু বলেছেন, *"আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া করব, যাকে ইচ্ছা তাকে মমতা করব"* (রোমীয় ৯:১৫)।

অনুগ্রহ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আসে

তৃতীয়ত, অনুগ্রহের কেবলমাত্র একটি মাধ্যম রয়েছে। মানব জাতির কাছে অনুগ্রহের আগমনের জন্য কেবল একটি মাত্র পথ আছে, আর তা হল ঈসা মসীহের মাধ্যমে। ইউহোন্না ১:১৭ আয়াতে আমরা পাঠ করি, *"মূসার মধ্য দিয়ে শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে রহমত ও সত্য এসেছে।"* আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্রকে ছাড়া যে কোন অবস্থায়, যে কোন পরিস্থিতিতে কাউকে অনুগ্রহ প্রদান করেন নি।

অনুগ্রহ নম্রতা থেকে আসে

চতুর্থত, কেবল এক ধরনের লোকের কাছে অনুগ্রহ প্রদান করা হয়: যিনি নম্র। ইয়াকুব এবং পিতর উভয়ে তাদের পত্রে উদ্ধৃত করেছেন, *"আল্লাহ্‌ অহংকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু নম্রদের রহমত করেন।"* (ইয়াকুব ৪:৬; ১ পিতর ৫:৫)। তাছাড়া, আমরা যদি আমরা যদি অহংকারে পূর্ণ হয়ে চিন্তা করি যে আমরা অনুগ্রহ অর্জন করেছি, তাহলে আমরা কোন ক্রমেই তা গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের নম্রতার ভিত্তিতে এটি গ্রহণ করতে হবে, এর মাধ্যমে স্বীকার করা হবে যে আমরা এটা অর্জন করি নি।

অনুগ্রহ ঈমান থেকে আসে একটি মাত্র উপায় আছে যার দ্বারা অনুগ্রহ উপযোগী করে– যার দ্বারা আপনি আপনার জীবনে লাভ করবেন এবং এর অভিজ্ঞতা লাভ করবেন– আর তা হল ঈমান। ইফিষীয় ২:৮ আয়াত বলে, *"আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্‌রই দান।"*

অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র মধ্য দিয়ে দত্ত হয়। অনুগ্রহ লাভ করাকে আপনি গর্বের বিষয় বলে মনে করতে পারেন না, কারণ যদি আল্লাহ্‌ এটি আপনাকে না দিতেন তাহলে আপনি এটি পেতে পারতেন না। কেবল মাত্র ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করেছেন; এটি কেবল মাত্র নম্রদের দেওয়া হয় এবং তাঁর উপর ঈমান আনার দ্বারা এটি লাভ করার জন্য মানুষ উপযুক্ত হয়।

অনুগ্রহ পাক-রূহ্‌ দ্বারা কার্যনির্বাহ হয়

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কেবল মাত্র একজন কার্যনির্বাহক অথবা বিতরণকারী আছেন, যিনি পাক-রূহ্‌। ইব্রীয় ১০:২৯ আয়াতে অভিহিত করা হয়েছে, *"রহমতের রূহ্‌।"* যেভাবে আমরা ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে সব কিছু গ্রহণ করার জন্য পরিচালনা করেন তেমনি পাক-রূহ্‌ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পরিচালনা করেন।

ইঞ্জিল শরীফের সর্বত্র রয়েছে আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি

অনুগ্রহ অথবা ক্যারিস সম্পর্কে জানার কারণে এখন আমরা সহজে বুঝতে পারব যে, কিভাবে অনুগ্রহ দান অথবা আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি (ক্যারিসমা) প্রয়োগ করা হয়। 'ক্যারিস' শব্দটির সাথে 'মা' যুক্ত করার কারণে এটি বিশেষণমূলক

BACIB
International Bible
CHURCH

বিশেষ্য থেকে নাম বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ্দত্ত রূহানী শক্তি হল অনুগ্রহের কার্যকর রূপ। এই কারণে আল্লাহ্দত্ত রূহানী শক্তি হল আল্লাহ্র অনুগ্রহের সুনির্দিষ্ট আকার, কাজ এবং প্রকাশ। মূরত এটি বিশেষ উপায়ে লব্ধ অনুগ্রহ।

ইঞ্জিল শরীফের বিভিন্ন স্থান যেখানে আল্লাহ্দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আসুন আমরা ঐ সব উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করি, যাতে এই শব্দের অর্থ এবং এর সম্পর্কে আরো ভাল ধারণা লাভ করতে পারি এবং নয়টি রূহানি দানে তা প্রয়োগ করতে পারি।

রোমীয় পত্রে আল্লাহ্দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমা

রোমে বসবাসকারী যে সব লোকদের সঙ্গে প্রেরিত পৌলের ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত হয় নি তাদের কাছে তিনি লিখেছিলেন, *"তোমাদের শক্তিশালী করে তুলবার জন্য কোন রূহানী দান যেন তোমরা আমার মধ্য দিয়ে পেতে পার সেইজন্যই আমি তোমাদের সংগে দেখা করতে চাই।"* (রোমীয় ১:১১)। পৌল কী কী দান দেবেন বলে চিন্তা করেছেন তা তিনি সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পৌলের "রূহানি" শব্দটি ব্যবহার আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে যে, তিনি এমন দান দিতে চেয়েছিলেন যা ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে পাক-রূহ্ কার্যসাধন করেন।

রোমীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে আল্লাহ্দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমা শব্দটি দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এটি অনুবাদ করা হয়েছে "রহমতের দান," যা অনুগ্রহের সঙ্গে যুক্ত থাকার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। হযরত আদমের গুনাহ্র ফলে মানব জাতির কী ঘটেছিল এবং ধার্মিক ঈসা মসীহের মাধ্যমে মানব জাতিকে কী দান করা হয়েছিল প্রেরিত পৌল তার তুলনা করেছেন।

একটি রূহানী দান হল আল্লাহ্র অনুগ্রহের একটি বিশেষ প্রকাশ।

কিন্তু অপরাধ যেরকম, **রহমতের দানটি** [ক্যারিসমা] সেরকম নয়। কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে মারা গেল, তখন আল্লাহ্র রহমত [ক্যারিস] এবং আর এক ব্যক্তির– ঈসা মসীহের– রহমতে [ক্যারিস] প্রদত্ত দান [ডোরিয়া], অনেকের প্রতি আরও বেশি পরিমাণে উপচে পড়লো। (রোমীয় ৫:১৫, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা মোটা হরফে রয়েছে)

এই আয়াতে পৌল স্পষ্টভাবে অনুগ্রহ এবং দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন: "আল্লাহ্র রহমত" এবং "ঈসা মসীহের রহমতে প্রদত্ত দান।" এই আয়াতে "দানের" দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের গ্রীক শব্দ হল ডোরিয়া (dorea), এর অর্থ হল "উপহার"। নিঃশর্তভাবে কোন কিছু দেবার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। পৌল সেই মাধ্যমের উপর জোর দিয়েছেন, যা কেবল ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে, *"অনেকের প্রতি আরো বেশি পরিমাণে।"*

> *আর এক ব্যক্তি গুনাহ্ করাতে যেমন ফল হল, এই দান [ডোরিয়া] তেমন নয়; কেননা বিচার এক ব্যক্তি থেকে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত, কিন্তু* ***রহমতের দান*** *[ক্যারিসমা – ঈসা মসীহের দান] অনেক অপরাধ থেকে ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত।* (রোমীয় ৫:১৬, যে কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা মোটা হরফে রয়েছে)।

যদিও বাস্তবিক **১৭** আয়াতে আল্লাহ্দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমা শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি, তবুও আমরা স্বীকার করে নিতে পারি যে পৌল সুনির্দিষ্ট দানের কথা বলেছেন।

কারণ সেই একজনের অপরাধে যখন সেই একজনের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করলো, তখন সেই আর এক জন ব্যক্তি অর্থাৎ, ঈসা মসীহ্ দ্বারা, যারা **রহমতের ও ধার্মিকতা দানের** [ডোরিয়া] **উপচয়** পায়, তারা কত বেশি সুনিশ্চিত জীবনে রাজত্ব করবে। (যে কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা মোটা হরফে রয়েছে)।

যে রহমত সম্পর্কে পৌল লিখেছেন তা হল ধার্মিকতা। এটি এত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে ইঞ্জিল শরীফে প্রথম অনুগ্রহ দানকে ধার্মিকতার দান বলে উল্লেখ করেছে। এটি তাদের জীবনে আল্লাহ্র দানের প্রথম প্রকাশ যারা ঈসা মসীহের মাধ্যমে তার কাছে এসেছে। আল্লাহ্ আমাদের জন্য কিছুই করতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের ধার্মিক না করেন। ধার্মিকতা হল অনুগ্রহ দান, পাওয়ার যোগ্য না হলেও তা লাভ করা রহমতের দান। হয় আপনি এটি দান হিসেবে গ্রহণ করুন নতুবা এটি আপনার জীবনে থাকবে না। এরপর আমরা আমাদের অতি পরিচিত আয়াতের কাছে আসি: *"গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহ্ যা দান করেন তা আমাদের হযরত মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)*। পৌল আবারও সুনিশ্চিতভাবে অনুগ্রহ দান এবং বেতনের সঙ্গে পার্থক্যসূচক তুলনাকে টেনে এনেছেন - বেতন হল যা আমরা করেছি তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক। যদি আপনি সপ্তাহে

পাঁচ দিন নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করেন তাহলে সপ্তাহের শেষে আপনি বেতন অর্জন করবেন। এটি হল আপনার প্রাপ্য পারিশ্রমিক। পৌল বলেছেন, পাপের কারণে আমাদের সকলের পরিণতি হল মৃত্যু। যদি আপনি ন্যায়বিচার চান, তাহলে আপনি তা পেতে পারেন, কারণ আল্লাহ্‌ ন্যায়বান। কিন্তু অপরদিকে ন্যায়বিচার হল, তার অনুগ্রহ এটি আপনি যা অর্জন করেছেন তা নয়, আপনি খুব ভাল মানুষ বলে এটি পেতে পারেন, তা নয়, এটি আপনার কাজ করার জন্য নয়, কিন্তু এটি বিনামূল্যের দান, অযোগ্য হলেও পাওয়া আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ দান, যা আমাদের ঈসা মসীহে অনন্ত জীবন।

রোমীয় ৮:১০ আয়াতে পৌল জীবন এবং ধার্মিকতার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। "আর যদি মসীহ তোমাদের মধ্যে থাকেন তবে যদিও দেহ গুনাহ্‌র কারণে মৃত্যু, [পুরাতন আদমের স্বভাব মৃত্যু] কিন্তু রূহ্‌ ধার্মিকতার কারণে জীবন্ত।" এই জীবনে আমরা প্রবেশ করি পাক-রূহের দ্বারা, কারণ আমরা ধার্মিক হিসাবে গণ্য হয়েছি আল্লাহ্‌ কোন অধার্মিককে জীবন দেন না। অনন্ত জীবন আসে মসীহের ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে, যা তার উপর ঈমান আনার মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করেছি।

ক্যারিসমা হল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমাদের প্রতি একটি শর্তহীন দান।

আমরা রোমীয় ১১:২৯ আয়াতটিতে লক্ষ্য করি পৌল বলেছেন, *"আল্লাহ্‌ যা দান করেন (ক্যারিসমা) এবং যাকে ডাকেন সেই বিষয়ে তাঁর মন তিনি বদলান না।"* যখন আল্লাহ্‌ কোন দান করেন তখন তিনি তার মন পরিবর্তন করেন না। মনে করুন আমি আমার মেয়েদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক একজনকে একটা নতুন গাড়ি উপহার দিলাম। যদি সত্যি সত্যিই এটি দান হয়ে থাকে তাহলে যদি সে পরবর্তীতে ভর্ৎসনার যোগ্য কোন কাজও করে তথাপি সেই উপহারটি আমি ফিরিয়ে নেব না। অন্যথায় এটি হবে নেহায়েত একটি শর্তযুক্ত ঋণ।

একইভাবে যখন আল্লাহ্‌ আমাকে এবং আপনাকে রূহের দান অন্তর্ভুক্ত করে কোন দান করেন, তখন যদি আমরা সেগুলোর অপব্যবহারও করি তবুও তিনি তা আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নেবেন না। এই দানগুলো দিয়ে আমরা যা করব তার জন্য আমরা দায়ী থাকব, কিন্তু যেহেতু এগুলো হল দান তাই এই দানগুলো বাতিল করা হবে না। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দানই নয় কিন্তু আল্লাহ্‌র আহ্বানও অভ্রান্ত। আমি কিছু সংখ্যক লোকের কথা জানি যারা সুসমাচার তবলিগ করার আহ্বান পেয়েছিলেন। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খলপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি তারা মদ খেতে শুরু করলেন অথবা অনৈতিক উপায়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তথাপি তারা সব সময় তবলিগ করে যাচ্ছিলেন, যারা পাপী তারা সাজা পাচ্ছিল। আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, "আল্লাহ্‌ কিভাবে এই ধরনের লোকদের ব্যবহার করতে পারেন?" এর কারণ হল আল্লাহ্‌ তাদের দান দিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়েছেন তা তিনি কখনো প্রত্যাহার করে নেবেন না। যদি কোন সময় আমার জীবনের উত্তমতার কারণে সব সময় আমাদের জীবনে থাকার জন্য শর্তযুক্ত দান করে থাকি, তাহলে তা অনুগ্রহ দান হবে না। অর্জন করার দ্বারা উপযুক্ত হওয়ার জন্য অথবা উত্তর জীবন যাপন করার কারণে আমরা এই দান গ্রহণ করি নি। আর এটি আমরা আমাদের জীবনে রাখতে পারব যদি না যা ঘটতে পারে তা স্বইচ্ছায় আমাদের জীবনে আসতে দেই। তথাপি আল্লাহ্‌ কখনো তা প্রত্যাহার করবেন না। আমাদের এটি বুঝতে হবে যে আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমা হল একটি শর্তহীন দান যা আমাদের রূহানি দান গ্রহণ করার জন্য এবং ব্যবহার করার জন্য অপরিহার্য।

পৌল দান শব্দ এবং অনুগ্রহ শব্দ বিন্যাস ঘটাবার বিষয়টি লক্ষ্য করি রোমীয় ১২:৬-৮ আয়াতে তিনি লিখেছেন,

> *"আল্লাহ্‌র রহমত [ক্যারিসমা, অনুগ্রহ দান] অনুসারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দান পেয়েছি। সেই দান যদি নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবার ক্ষমতা হয় তবে বিশ্বাস অনুসারে সে আল্লাহ্‌র কালাম বলুক। যদি তা সেবা করবার ক্ষমতা হয় তবে সে সেবা করুক। যে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা পেয়েছে সে শিক্ষা দিক; যে উৎসাহিত করবার ক্ষমতা পেয়েছে সে উৎসাহিত করুক; যে অন্যকে দান করবার ক্ষমতা পেয়েছে সে সরল মনে দিক; যে নেতা হবার ক্ষমতা পেয়েছে সে আগ্রহের সংগে পরিচালনা করুক; যে অন্যদের সাহায্য করবার ক্ষমতা পেয়েছে সে খুশী মনে তা করুক।"*

পৌল সাতটি বিশেষ ধরনের আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমার তালিকা দিয়েছেন। প্রথমটি হল, ভবিষ্যদ্বাণী। দ্বিতীয় হল পরিচর্যা, পরিচর্যার গ্রীক শব্দের অর্থ হল "সেবা", প্রধানতঃ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। এটি সেই শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ডিকন (dicon) শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। জীবনের কার্যক্ষেত্রে

সেবা করার জন্য এটি অপরিহার্য একটি বিষয়। এরপর তিনি যা তালিকা দিয়েছেন, তা হল, শিক্ষা, উৎসাহ দান এবং নেতৃত্ব দেওয়া। গ্রীক শব্দের অর্থ হল অংশীভাগী হওয়া, কিন্তু এর অর্থ হল আমাদের যে সব দ্রব্য সামগ্রী আছে বা টাকা পয়সা আছে অন্যদের তার অংশী করা। নেতৃত্বের গ্রীক শব্দ হল proistemi, যার (আরও দেখুন ১ থিষলনীকীয় ৫:১২; ১ তীমথিয় ৩:৪-৫, ১২; ৫:১৭)। ১ তীমথিয় ৩ অধ্যায়ে, মানব শাসিত তার পরিবার এবং মানব শাষিত মণ্ডলীর মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে, এই প্রসঙ্গে পৌল বলেছেন, "এটা আবশ্যক যে বিশপ ["overseer"] উত্তম রূপে করেন এবং সম্পূর্ণ শিষ্টতার সঙ্গে সন্তানদের বশে রাখেন কিন্তু যদি কেউ শাসন (proistemi) করতে না জানে, সে কেমন করে আল্লাহ্‌র মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করবে?" একজন পিতা তার পরিবারের শাসনকারী, এই জন্য এটি হল মণ্ডলীর নেতাদের শাসন করার একটি নমুনা।

আপনি অনুগ্রহের দেওয়া দানগুলো অর্জন করতে পারেন না– আপনি তা কেবল গ্রহণ করতে পারেন।

সর্বশেষ আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি হল আমাদের দয়া দেখাবার দান। আমি এই বিষয়টি জোর দিতে চাই যে, দয়া দেখানো হল একটি সুনির্দিষ্ট আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি। সমস্ত আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি দান চমকপ্রদ নয়। অনেক লোক কেবল রোমাঞ্চকর কিছু প্রত্যাশা করে। এই দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের প্রতি দয়া দেখানোর প্রয়োজন আছে। অনেক নিঃসঙ্গ লোক আছে যাদের একান্ত ইচ্ছা যেন কেউ তাদের প্রতি দয়ার হাত প্রসারিত করে। আমরা আল্লাহ্‌র দয়া গ্রহণ করেছি এবং তাই আমরা তার দয়া দেখতে বাধ্য। আদি মণ্ডলী নিয়মিতভাবে গরীব লোকদের প্রতি এই দয়া দেখাবার বিষয়টি দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এটি হল অনুগ্রহের পরিচর্যা যা ভীষণভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এই সবই আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তির ধরন যা মণ্ডলীতে ঈমানদারদের দ্বারা পরিচর্যার কাজ সম্পন্ন হতে হবে।

করিন্থীয় পুস্তকের ১ ও ২ অধ্যায়ে আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তিব বা ক্যারিসমা

সম্ভবত করিন্থীয় ১ অধ্যায়ে ক্যারিসমা শব্দটি সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত হয়েছে, যদিও রোমীয় পুস্তকে প্রায় সমান সংখ্যকবার উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথমত, করিন্থ মণ্ডলী পৌল বলেছেন, "*সেইজন্যই যখন তোমরা আমাদের হযরত ঈসা মসীহের প্রকাশিত হবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করে আছ তখন আল্লাহ্‌র দেওয়া কোন দানের অভাব তোমাদের হচ্ছে না*" (১ করিন্থীয় ১:৭)।

পৌল এই মণ্ডলীকে বলেছেন তাদের কিছু মারাত্মক নৈতিক সমস্যা রয়েছে, বস্তুত, "আমি খুবই আনন্দিত যে তোমরা কোন পাক-রূহের দানে পিছিয়ে পড় নি। প্রত্যেক আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।" করিন্থে এই মণ্ডলীতে থাকা বহু ধরনের সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করি। উদাহরণস্বরূপ, সেখানে একবার খোলাখুলি ভাবে অনৈতিকতার কাজ চলছিল একজন মানুষ তার বাবার স্ত্রীকে নিজের জন্য নিয়েছে। তথাপি পৌলের কথায় আমরা দেখতে পাই যে, তা সত্ত্বেও ঈমানদারগণ সকলেই অনুগ্রহ দান পেয়েছিল। এর কারণ কি? উত্তরে বলা যায় তারা নিজেদের যোগ্যতাসম্পন্ন করার ফলে এই অনুগ্রহ দান লাভ করে নি। আমি লক্ষ্য করেছি যে, যারা ধার্মিক নয় তারা যখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা শুনতে পায় তখন তারা আরো বেশি কাজে লাগাবার জন্য বিশ্বাস করে, কারণ তারা তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে কখনো সমস্যায় পড়ে নি; কারণ তারা জানে যে তারা একটা করতে সক্ষম নয়। তুলনামূলকভাবে এর পার্থক্য হল, ভাল এবং ধার্মিক লোকেরা প্রায়ই অনুগ্রহ দান করাকে কঠিন বিষয় হিসাবে দেখে, কারণ তারা পিছনের বিষয়ে এভাবে চিন্তা করে যে, আমি এটি লাভ করার জন্য কিছু পেয়েছি।" করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের পরিচর্যার কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দান গ্রহণ করার ফলে সাধারণত একজন লোকের চরিত্র পরিবর্তন ঘটে না। আল্লাহ্ আমাদের চরিত্রকে পরিবর্তন করতে চান যেন আমরা তার পুত্র ঈসা মসীহের মত হতে পারি, কিন্তু যে দান আমরা গ্রহণ করেছি এটি তার উপর ভিত্তি করে নয়। এই দান গ্রহণ করার কারণ এই নয় যে, আমরা ভাল মানুষ; কিন্তু এটি আমরা বিশ্বাসের জন্য গ্রহণ করেছি।

১ করিন্থীয় ৭:৭-৮ আয়াতে পৌল লিখেছেন:

> *"যদি সবাই আমার মত হত! কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক একজন এক একটা দান (ক্যারিসমা) পেয়েছে। একজনের দান এক রকম, আবার অন্যজনের দান আর এক রকম। অবিবাহিত আর বিধবাদের আমি বলছি, তারা যদি আমার মত থাকতে পারে তবে তাদের পক্ষে তা ভাল।"*

পৌল তার নিজ জীবনের কি বিশেষ দান কিংবা আল্লাহ্‌র কোন বিশেষ দান প্রকাশের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন? তা হল অবিবাহিত বা কৌমার্য অবস্থা, অবিবাহিত জীবন যাপন করার সক্ষমতা। তিনি বলেছেন, বস্তুত, "*আমি চাই সকলেই যেন এই*

দান পায়, যেন তারা পূর্ণ সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র পরিচর্যা কাজ করতে পারে, কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে, সকলেই তা পারে না।" প্রত্যেক নারী ও পুরুষের প্রতি আল্লাহ্‌র দেওয়া বিশেষ দান রয়েছে, যা, আল্লাহ্ তাকে যে কাজ করার জন্য আহ্বান করেন তা করতে সমর্থ হন। কোন লোক, যে দান পায় নি সে যদি এমনভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করে যে সে যেনে সেই দান পেয়েছে, তবে এটি তার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। কিন্তু আমি চাই আপনারা এই বিষয়ের উপর লক্ষ্য করেন যে, পৌল দৃঢ়ভাবে এই বিষয়টিকে অনুগ্রহ দান হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১ করিন্থীয় ১২:৪ আয়াতে পৌল লিখেছেন, *"পাক-রূহের দান (ক্যারিসমা) নানা প্রকার, কিন্তু রূহ্ এক।"* এর আগে আমরা এভাবে দেখেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন অনেক দান রয়েছে। কিন্তু পাক-রূহ্, যা এই সব কিছুই বিতরণ করেছেন। পৌল এরপর নয়টি বিশেষ অনুগ্রহ দানের তালিকা দিয়েছেন, যা এই কিতাবের কেন্দ্রবিন্দু।

"কাউকে কাউকে সেই পাক-রূহের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের কথা বা বুদ্ধির কথা বলতে দেওয়া হয়। অন্য কাউকে কাউকে সেই একই রূহের দ্বারা বিশ্বাস বা রোগ ভাল করবার ক্ষমতা বা অলৌকিক কাজ করবার ক্ষমতা বা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবার ক্ষমতা বা ভাল ও ভূতদের চিনে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আবার অন্য কাউকে কাউকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা বা বিভিন্ন ভাষার মানে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সমস্ত কাজ সেই একই পাক-রূহ্ করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন।"

আপনার প্রয়োজনের সময়ে যে দানগুলোই আপনাকে দেওয়া হোক না তাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল দান।

(৮-১০ আয়াত) এর অল্প কিছু পরে পৌল বলেছেন, *"শ্রেষ্ঠ দানগুলো [ক্যারিসমা] লাভ করার জন্য যত্নবান হও।"* (৩১ আয়াত) । লোকেরা কখনোই দানগুলো চাইতে সমর্থ হবে না যদি তারা দান কি তা জানতে না পারে। মনে করেন যে, ঈসায়ীরা আল্লাহ্‌র দান কি, এটি নিজ জীবনে লাভ করা সম্পর্কে অবগত হবে। লক্ষ্য করুন যে, যখন তিনি শ্রেষ্ঠ দানগুলো লাভ করার কথা বলেছিলেন তখন তিনি গর্বিত হওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করেন নি। অনুগ্রহ দান তাদেরই দেওয়া হয় যারা নম্র। রূহানি দান লাভ করার জন্য আকাঙ্খিত হওয়ার মধ্যে কোন ভুল নেই।

শ্রেষ্ঠ দানগুলো বলতে পৌল কি বুঝিয়েছেন তা জানবার জন্য আমাদের ২৮

আয়াতের কাছে যেতে হবে যেখানে পৌল বলেছেন, *"আল্লাহ্ জামাতে প্রথমতঃ সাহাবী, দ্বিতীয়তঃ নবী, তৃতীয়তঃ ওস্তাদ নিযুক্ত করেছেন। তারপর এই সব লোকদের নিযুক্ত করেছেন– যারা অলৌকিক কাজ করবার ক্ষমতা পেয়েছে, যারা রোগ ভাল করবার ক্ষমতা পেয়েছে, যারা সাহায্য করবার ক্ষমতা পেয়েছে, যারা পরিচালনা করবার ক্ষমতা পেয়েছে, আর যারা বিভিন্ন ভাষা বলবার ক্ষমতা পেয়েছে। সকলেই কি সাহাবী?"* পৌল মণ্ডলীর আটটি নির্দিষ্ট কাজ বা পরিচর্যা পদের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন: প্রেরিত, নবী, শিক্ষক, কুদরতি কাজ, আরোগ্য সাধনের দান, উপকার, শাসনপদ, নানারকম ভাষা। পৌল তার শিক্ষার উপসংহার টেনে বলেছেন যেন শ্রেষ্ঠদের দান আকাঙ্খা করা হয়। তাহলে শেষ্ঠ দানগুলো কি? আমার সন্দেহ রয়েছে যে পৌল যোগ্যতা হিসাবে দানগুলোকে সাজিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি একটি সম্পূর্ণ তালিকা করতে সক্ষম হবেন এবং বলতে পারবেন না যে, দানের গুরুত্ব অনুসারে তা সাজাতে পেরেছেন। এর জন্য, যে কোন দান ঐ সময়ে আপনার অবস্থা এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে কার্য সাধন করে সেই দানই হল শ্রেষ্ঠ দান। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমার বিষয়ে পরবর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌল তার নিজের মিশনারী তবলিগের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন।

"আমরা ভেবেছিলাম যে, এবার আমরা নিশ্চয়ই মারা যাব। কিন্তু এই অবস্থা আমাদের এজন্য হয়েছিল যেন আমরা নিজেদের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্, যিনি মৃতদের জীবিত করে তোলেন, তাঁর উপর ভরসা করি। এক ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেছিলেন এবং এখনও করছেন। আমরা তাঁর উপর এই আশা রাখি যে, তিনি সব সময়ই আমাদের রক্ষা করতে থাকবেন। আর তোমরাও আমাদের জন্য মুনাজাত করে আমাদের সাহায্য কোরো। তাহলে অনেকের মুনাজাতের ফলে আমরা যে দোয়া পাব তার দরুন আমাদের জন্য অনেকেই আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাবে।"

(২ করিন্থীয় ১:৯-১১)

পৌল মারাত্মক বিপদ থেকে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এটি হল একটি দান; এটি হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দানের প্রকাশ। পৌল, সম্ভবত লুস্ত্রায় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, যখন তার শত্রুরা পৌলকে পাথর মেরেছিল এবং তিনি মরে গেছেন মনে করে শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এমনভাবে হেঁটে

BACIB
International Bible
CHURCH

চলে গিয়েছিলেন যে যেন কিছুই ঘটে নি (প্রেরিত ১৪:৮-২০ আয়াত দেখুন)। পৌলের এই ঘটনার আল্লাহ্‌র মধ্যস্থতা ছিল অনুগ্রহ দান এবং অনেকের মুনাজাতের ফলে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। এটি আমাদের বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্‌র হঠাৎ চমকপ্রদ অলৌকিক মধ্যস্থতা আমাদের সকলের পক্ষে সহজভাবে গ্রহণ করে নেওয়া কঠিন, তা হল বিশেষ অবস্থার সমাধানের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তার অনুগ্রহ দান করে থাকেন।

পৌলের মন্তব্য প্রসংগটি মনে হতে পারে এটি এই নির্দেশ করেছে যে, ব্যক্তিগত জীবনে বিশেস দান প্রকাশের চেয়ে দলগতভাবে মুনাজাতের ফলে সহজেই আল্লাহ্‌র অলৌকিক মধ্যস্থতার কাজ সম্পন্ন হয়। পৌল এইভাবে লিখেছেন, "*আর তোমরাও আমাদের জন্য মুনাজাত করে আমাদের সাহায্য কোরো। তাহলে অনেকের মুনাজাতের ফলে আমরা যে দোয়া পাব তার দরুন আমাদের জন্য অনেকেই আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাবে।*" (২ করিন্থীয় ১:১১)।

আর একটি সুস্পষ্ট চমৎকার উদাহরণ রয়েছে, যখন পিতরকে ধরে জেলখানায় বদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাঁকে পরের দিন মেরে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়, তার আগের রাতে একটি দল তার জন্য অবিরত মুনাজাত করে যাচ্ছিল। তাদের সেই মুনাজাতের ফলে আল্লাহ্‌র অলৌকিক মধ্যস্থতার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, যে ঘটনাটি প্রেরিত ১২ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র এই মধ্যস্থতা অবশ্যই দান হিসেবে একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, কারণ এটি অর্জন করা হয় নি। এটি ছিল আল্লাহ্‌র মহা পরিক্রম শক্তি অনুগ্রহ যা পিতরের অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে তাঁর জীবনে কার্যকর হওয়ার জন্য নেমে এসেছিল। যদি আমরা এই আলোকে অনুগ্রহ দানকে বিবেচনা করি তাহলে অনেকে অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখতে সক্ষম হবেন যে, তাদের মহা সংকটময় সময়ে মুনাজাতের ফলে আল্লাহ্‌র অলৌকিক মধ্যস্থতার ঘটনা ঘটেছিল, যা আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তির প্রয়োজন মিটিয়েছিল।

১ ও ২ তীমথিয় পত্রে আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমা

১ তীমথিয় ৪:১৪ আয়াতে পৌল তীমথিকে উপদেশমূলক কথা বলেছেন, প্রথমে যাকে তিনি ঈমান সম্বন্ধে আমার প্রকৃত সন্তান তীমথি বলে অভিহিত করেছেন (১ তীমথিয় ১:২) "*জামাতের নেতারা যখন তোমার উপরে তাঁদের হাত রেখেছিলেন তখন নবী হিসাবে কথা বলবার মধ্য দিয়ে যে বিশেষ দান তোমাকে দেওয়া হয়েছিল সেই দান তুমি অবহেলা কোরো না।*" ২ তীমথিয় ১:৬ আয়াতে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ

উপদেশ দেওয়া হয়েছে, "*এজন্য আমি তোমাকে আবার এই কথা বলতে চাই– তোমার উপর আমার হাত রাখবার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে যে বিশেষ দান দিয়েছেন তা আবার জাগিয়ে তোলো।*" আল্লাহ্ তীমথিকে যে দান দিয়েছিলেন তা ব্যবহার করার জন্য রক্ষা করতে তার ভীরুতাকে পরিহার করা আবশ্যক ছিল। এই কারণে পৌল তার প্রত্যেকটি পত্রে তাকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তার চিন্তায় রেখেছিলেন। বাস্তবিক, "দানকে সুপ্ত অবস্থায় রেখ না; তুমি এ বিশেষ দান পাও নি এই রকম চিন্তা করে যেন তুমি কেবল তবলিগকারী হিসেবে সন্তুষ্ট থেক না। তোমার এই দান জাগিয়ে তোল, উদ্দীপিত কর, এই দান ব্যবহার কর। আল্লাহ্‌র মহিমার জন্য এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তোমাকে এই দান দেওয়া হয়েছে এবং এই দান দিয়ে তুমি যা করবে তার জন্য তুমি দায়ী থাকবে।" একইভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দান আমাদের জীবনে কিভাবে ব্যবহার করছি তার জন্য আমরা দায়ী থাকব।

পিতরের ১ পত্রে আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তিবা ক্যারিসমা

ইঞ্জিল শরীফে ক্যারিসমার শেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ রয়েছে ১ পিতর ৪:১০ আয়াতে: "*বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র রহমত পেয়ে যে লোক বিশ্বস্ত ভাবে তা কাজে লাগিয়েছে, সেই রকম লোক হিসাবে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে যেরকম দান পেয়েছ তা একে অন্যের সেবা করবার জন্য ব্যবহার কর।*" কোন ঈসায়ীর অনুগ্রহ দানের অভাব ঘটুক পিতরের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক ঈমানদারগণকে দান গ্রহণ করতে হবে এবং তারা যে দান গ্রহণ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে তারা অন্যদের পরিচর্যা করতে সক্ষম হবেন।

যদি কোন ঈসায়ী পরিচর্যা করতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে গ্রহণ করতে হবে। সমসাময়িক কালের বিশাল সংখ্যক মণ্ডলীর অবস্থা দেখে মনে হয় যে তাদের দেবার মত কিছুই নেই। তবলিগকারীরা লোকদের কাছে তবলিগ করতে পারেন এবং তাদের এই উপদেশ দিতে পারেন যে, তোমরা এটা করো, ওটা করো, কিন্তু যদি তারা নিজের সেই কাজগুলো না করেন তাহলে কিভাবে লোকেরা সেই কাজ করবেন? বর্তমান কালের ঈসায়ী মণ্ডলীর অন্যতম মৌলিক সমস্যা হল যে, আমরা স্বাভাবিকভাবে কাজ করে থাকি। আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং ক্ষমতার চেয়ে শিক্ষা, পশ্চাৎভূমি, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির উপর আরও বেশী নির্ভর করছি। যদি আমরা চাই যে, আল্লাহ্ আমাদের অনুগ্রহ দান করেন– যা আমরা নিজ ক্ষমতায়

অর্জন করতে সমর্থ নই অথবা শিক্ষা প্রশিক্ষণ বা সেমিনারী পটভূমির জন্য নিজেকে উপযুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ– তাহলেই আমরা অন্যদের পরিচর্যা করার জন্য একটি পদ লাভ করতে পারব।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বৈচিত্র এবং প্রাচুর্য

ইঞ্জিল শরীফে মোট ছাব্বিশ প্রকার আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তি বা ক্যারিসমা বা অনুগ্রহ দানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করতে গিয়ে সেগুলো বিবেচনায় আনা হয় নি। আমরা কিছু সংখ্যক তা লক্ষ্য করেছি। কিতাবে অনেক দানের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য অনেক দান সম্পর্কে প্রচ্ছন্নভাবে বলা হয়েছে।

১। ধার্মিকতা (রোমীয় ৫:১৫ - ১৭)
২। অনন্ত জীবন (রোমীয় ৬:২৩)
৩। ভবিষ্যদ্বাণী (রোমীয় ১২:৬; ১ করিন্থীয় ১২:১০)
৪। পরিচর্যা (সেবা) (রোমীয় ১২:৭)
৫। শিক্ষাদান (রোমীয় ১২:৭)
৬। উৎসাহ (রোমীয় ১২:৮)
৭। দান (রোমীয় ১২:৮)
৮। শাসন (রোমীয় ১২:৮)
৯। দয়া (রোমীয় ১২:৮)
১০। অবিবাহিতা বা কৌমার্য অবস্থা (১ করিন্থীয় ৭:৭)
১১। প্রজ্ঞার বাক্য (১ করিন্থীয় ১২:০৮)
১২। জ্ঞানের বাক্য (১ করিন্থীয় ১২:০৮)
১৩। বিশ্বাস (১ করিন্থীয় ১২:০৯)
১৪। আরোগ্য সাধনের নানা মেহেরবাণী দান (১ করিন্থীয় ১২:০৯)
১৫। কুদরতি কাজ করার গুন (১ করিন্থীয় ১২:১০)
১৬। ভাল-মন্দ রূহদের চিনে নেবার শক্তি (১ করিন্থীয় ১২:১০)
১৭। নানারকম ভাষা বলার শক্তি (১ করিন্থীয় ১২:১০)
১৮। বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করার শক্তি (১ করিন্থীয় ১২:১০)
১৯। প্রেরিত (১ করিন্থীয় ১২:২৮)
২০। নবী (১ করিন্থীয় ১২:২৮)
২১। শিক্ষক (১ করিন্থীয় ১২:২৮)

২২। উপকার (১ করিন্থীয় ১২:২৮)
২৩। শাসনপদ (১ করিন্থীয় ১২:২৮)
২৪। সুসমাচার তবলিগকারী (ইফিষীয় ৪:১১)
২৫। ইমাম (ইফিষীয় ৪:১১)
২৬। অলৌকিক মধ্যস্থতা (২ করিন্থীয় ১:১১)

এই কিতাবের সর্বত্র যেভাবে আমরা রূহানি দানের গবীর বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেছি এর প্রেক্ষিতে আমি এই ইচ্ছা প্রকাশ করছি যে, আপনি যেন সব সময় এই কথাগুলো মনে রাখেন, আর তা হল অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ধন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রাচুর্য, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বৈচিত্র। আমি এই অধ্যায়ে ইঞ্জিল শরীফে আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তির বা ক্যারিসমার পুনঃপুনঃ ব্যবহার হওয়া সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। আমার উদ্দেশ্য হল, আপনি যেন এই কথা ভেবে উদ্দিপ্ত হয়ে ওঠেন যা আপনাকে দান করার জন্যও আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যতা আছে। আল্লাহ্ কখনো দুটো বা একই রকম আঙ্গুলের ছাপ স্থাপন করেন নি। একইভাবে দুইজন ঈসায়ী কখনো একইরকম হয় না কারণ আমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র প্রচুর পরিমানে অনুগ্রহ, দান, বৈচিত্র, এবং প্রাচুর্যতা আছে। যদি আপনি সীমিত বরাদ্দের দান নিয়ে জীবন যাপন করেন– তাহলে বুঝতে হবে আপনার যে বরাদ্দ রয়েছে তা আল্লাহ্‌র বরাদ্দ নয়– সেটি আপনার নিজের বরাদ্দ! তার অনুগ্রহের প্রচুর পরিমানে দান গ্রহণ করার জন্য আপনার হৃদয় এবং জীবন খুলে দিন।

অধ্যায় ৩

পাক-রূহের প্রকাশ

এর আগে কিতাব থেকে আল্লাহ্‌দত্ত রূহানী শক্তির বা ক্যারিসমার ছাব্বিশটি বিশেষ দিক বা শ্রেণী সম্পর্কে জেনেছি; স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন উঠে আসে, "কেন ১ করিন্থীয় ১২:৮-১০ আয়াতের নয়টি দানকে তাদের নিজস্ব বিশেষ শ্রেণীতে উল্লেখ করা হয়েছে?" বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ক্যারিসমার সম্পর্কে আমরা "genus" (শ্রেণী বা দিক) হিসাবে মনে করতে পারি এবং এই নয়টি দানকে এই শ্রেণীর (genus) একটি জাতির প্রজাতি হিসাবে চিন্তা করতে পারি। এটি আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়, "এই দান সমূহের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য কি?"

সম্ভবত এই আয়াতের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে যা তালিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে: *"কিন্তু মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের মধ্যে পাক-রূহ্ প্রকাশিত হন"* (১ করিন্থীয় ১২:৭)। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই দানসমূহ উপকার এটি ব্যবহারের জন্য এবং এটি মঙ্গলের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। কোন একজন বলেছেন, "পাক-রূহের দানগুলো খেলনা নয়, এগুলো হল, যন্ত্র।" কিন্তু আমি মনে করি এর মূল শব্দ, যা অন্য সব অনুগ্রহ দান থেকে এই নয়টি দানকে আলাদা করে তা হল, "প্রকাশ"। প্রকাশের মধ্য দিয়ে চোখ এবং কানের মত ইন্দ্রিয়র কাছে প্রত্যাদেশকে উন্মুক্ত করা হয়।

ঈসা মসীহে ঈমানদারগণের শারীরিক দেহে ব্যক্তি পাক-রূহ্ বাস করেন। প্রেরিত পৌল বলেছেন, *"তোমরা কি জান না, তোমাদের দিলে যিনি বাস করেন এবং যাঁকে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছ, সেই পাক-রূহের থাকবার ঘরই*

BACIB
International Bible CHURCH

হল তোমাদের শরীর? তোমরা তোমাদের নিজেদের নও;" (১ করিন্থীয় ৬:১৯)। কিন্তু এই থাকবার ঘরে পাক-রূহ্ থাকে অদৃশ্য অবস্থায়; পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনটি দ্বারা তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ঈমানদারদের মধ্যে অদৃশ্য পাক-রূহ্ বাস করার প্রমাণ হল, রূহের নয়টি পার্থক্য সূচক প্রকাশ। এ সকল এমনই যে যার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য পাক-রূহ্ ঈমানদারগণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হন।

ঈসা নীকদীমকে পাক-রূহ্ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে বাতাস শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন, *"বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে এবং তুমি তার আওয়াজ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে, আর কোথায় চলে যায়, তা জান না; রূহ্ থেকে জাত প্রত্যেক জন সেরকম"* (ইউহোন্না ৩:৮)। আমাদের মধ্যে কেউ কখনো বাতাস দেখে নি; এর স্বভাবই হল অদৃশ্য থাকা। তথাপি যখন বাতাস বয়ে যায় তখন আমরা বুঝতে পারি, কারণ বাতাস কোন জিনিসকে কি করে তা আমরা দেখতে পাই: গাছের পাতা ঝড়ে পড়ে, গাছ নির্দিষ্ট এক দিকে হেলে পড়ে, মেঘ দ্রুত বেগে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়, রাস্তার ধূলা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং এই রকম আরো অনেক কিছু। এই সব কিছুই বাতাসকে প্রকাশ করে। একইভাবে কেউ কখনো ঈমানদারের ভিতরে বাসকারী পাক-রূহ্‌কে দেখে নি, কিন্তু পাক-রূহ্ ঈমানদারের মধ্য থেকে যে কাজ করেন তা সেই ঈমানদার তার উপস্থিতি প্রকাশ করে। এ সবই হল বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকাশ করে যে, তিনি সেখানে আছেন এবং বিশেষ উপায়ে কাজ করেন।

রূহানী বরদাগুলো প্রয়োজনীয়, ব্যবহারিক, লাভজনক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ।

কোন কোন ঈসায়ীদের এই ধারণা রয়েছে যে, পাক-রূহ্ হলেন অত্যন্ত পবিত্র, অদৃশ্য এবং রূহানি, তাই আপনি কখনোই তার কাছে আসতে পারবেন না বা তাকে অনুভব করতে পারবেন না অথবা তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন না। এই ধারণা সঠিক নয়। এটি বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি হল পাক-রূহের প্রকাশ। রূহানি কথায় পাক-রূহ্ অনেক কাজ করেছেন যা লোকদের কাছে বোধগম্য ছিল। আমি এই ঘটনাটি ইঞ্জিল শরীফের দুটো দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে চাই। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে পঞ্চাশতমী দিনের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যখন পাক-রূহ্ জগতে নব প্রতিষ্ঠিত ঈসা মসীহের মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে বাস করার জন্য স্থান গ্রহণ করতে বেহেশত থেক নেমে এসেছিলেন। সেই দিন পাক-

রূহের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল।

পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হলে তাঁরা সকলে এক স্থানে সমবেত হলেন। তখন হঠাৎ আসমান থেকে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দের মত একটা আওয়াজ আসল এবং যে গৃহে তাঁরা বসেছিলেন, সেই আওয়াজে গৃহটি পূর্ণ হয়ে গেল। এমন সময়ে তাঁরা দেখতে পেলেন আগুনের জিহ্বার মত অনেক জিহ্বা অংশ অংশ হয়ে পড়ছে এবং সেই জিহ্বাগুলো এসে তাঁদের প্রত্যেক জনের উপরে বসলো। তাতে তাঁরা সকলে পাক-রূহে পরিপূর্ণ হলেন এবং রূহ্ তাঁদেরকে যেরকম কথা বলার শক্তি দান করলেন, সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

(প্রেরিত ২:১-৪)

ঈমানদারগণ রূহে পরিপূর্ণ হলেন এবং নানা ভাষায় কথা বলতে লাগলেন– নতুন ভাষা, যা তারা শেখেন নি। এই সব ছিল পাক-রূহের প্রকাশ যা পরে পিতরের তবলিগ শোনার জন্য জনতার বিশাল দলকে আকৃষ্ট করেছিল (১৪-৪০ আয়াত দেখুন), যা তিন হাজার লোকের ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনার বিষয় হয়েছিল (৪১ আয়াত দেখুন)। যদি সেখানে পাক-রূহের প্রকাশের কোন ঘটনা না ঘটতো, তাহলে কেউ সাহাবীদের উপর পাক-রূহ্ নেমে এসে তাদের স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি জানতে পারত না। পাক-রূহ্‌কে জানা যায় তার প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

যখন প্রেরিত পিতর প্রভু ঈসা সম্পর্কে তবলিগ করতে গিয়ে তাঁর তবলিগের কাজ, তাঁর মৃত্যু, তাঁর পুনরুত্থান এবং তাঁর বেহেশতে চলে যাওয়ার বিষয়ে তবলিগ শেষ পর্যায়ে চলে এসেছিলেন তখন তিনি বললেন,

"আল্লাহ্ সেই ঈসাকেই জীবিত করে তুলেছেন, আর আমরা সবাই তার সাক্ষী। আল্লাহ্‌র ডান দিকে বসবার গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং ওয়াদা করা ***পাক-রূহ্‌কে তিনিই পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন;*** *আর এখন আপনারা যা দেখছেন ও শুনতে পাচ্ছেন তা ঈসাই দিয়েছেন।"* (প্রেরিত ২:৩২-৩৩, যে কথাগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলো মোটা হরফে রয়েছে)।

লোকেরা স্বয়ং পাক-রূহ্‌কে দেখতে পায় নি এবং পাক-রূহের কথা শুনতে পায় নি, কিন্তু পাক-রূহ্ যাদের মধ্যে বাস করার জন্য নেমে এসেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি কি করেছিলেন তা তারা দেখেছিল এবং যা তাদের মধ্য দিয়ে বলিয়েছিলেন তা তারা শুনতে পেয়েছিল। তেত্রিশ আয়াতে উল্লেখিত "এই" শব্দটি চিত্তাকর্ষক নিদর্শন: "তখন তোমরা যা দেখেছো ও শুনেছো।" বস্তুত এই শব্দটি

প্রেরিত ২ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে আমরা পাঠ করি,

"তারা ***সেই*** *শব্দ শুনল এবং অনেকেই সেখানে জমায়েত হল। নিজের নিজের ভাষায় সাহাবীদের কথা বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেল। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা কি সবাই গালীলের লোক নয়? যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে কি করে নিজের নিজের মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি?"* (৬-৮ আয়াত, যে শব্দটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা মোটা হরফে রয়েছে)।

একটি শব্দ হয়েছিল যা জনতাকে আকৃষ্ট করেছিল। শব্দ হল প্রকাশ; এটি শ্রবণের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। বিশাল জনতাকে যা অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল তা এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। গালীলীয় জেলেদের মুখ থেকে যে ভাষায় তারা কথা বলতে শুনেছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু তারা বুঝেছিল গালীলীয়রা এই ভাষা জানতো না, যে ভাষায় তারা কথা বলেছিলেন তা তারা কখনোই স্বাভাবিক জ্ঞানে শিখেন নি বা তারা এই ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। এটাই হল বিচার্য বিষয়।

এর ধারাবাহিকতায় আমরা পাঠ করি, *তাঁরা আশ্চর্য ও বুদ্ধিহারা হয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন,* ***"এর মানে কি?"*** (১২ আয়াতে যে শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা মোটা হরফে রয়েছে)। এই "এর" কথাটি দ্বারা কি প্রকাশ করেছে? এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যে, যে ভাষায় সাহাবীরা কথা বলেছিলেন তা তারা জানে না। এই কথার প্রতিক্রিয়া জানতে কোন কোন লোক এই উত্তর দিল, "ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।" (আয়াত ১৩)।

পিতর দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাদের বললেন:

"আপনারা সেই পবিত্র ও ন্যায়বান লোকটিকে অস্বীকার করে একজন খুনীকে আপনাদের কাছে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। যিনি জীবনদাতা তাঁকেই আপনারা হত্যা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ মৃত্যু থেকে তাঁকে জীবিত করে তুলেছেন; আর আমরা তার সাক্ষী। এই যে লোকটিকে আপনারা দেখছেন এবং যাকে আপনারা চেনেন, ঈসার উপর ঈমান আনবার ফলে, ঈসার নামের গুণে সে শক্তি লাভ করেছে। ঈসার মধ্য দিয়ে যে ঈমান আসে ***সেই*** *ঈমানই আপনাদের সকলের সামনে তাকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে তুলেছে।"* (প্রেরিত ২:১৪-১৬, যে শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা মোটা হরফে রয়েছে)

BACIB
International Bible
CHURCH

"সেই" এই কথাটি একই ভাষা প্রকাশ করেছে, আর তা হল ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলা। অন্য ভাষায় কথা বলা সম্পর্কে পিতর কি বলেছেন? *"এটি সেই ঘটনা, যার কথা যোয়েল নবীর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে, শেষ কালে এরকম হবে, এই কথা আল্লাহ্ বলেছেন, আমি মানুষের উপর আমার রূহ্ সেচন করব"* (আয়াত ১৬-১৭)। তিনি পাক-রূহের সেচন করা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যা নবীর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। পিতর দৃঢ়ভাবে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তার শেষে এসে তিনি আবার "তা" শব্দটির ব্যবহার করলেন: অতএব আল্লাহ্র ডান পাশে বসবার গৌরব তাকেই [ঈসা] দান করা হয়েছে এবং পিতরের কাছ থেকে ওয়াদা করা পাক-রূহ্ পেয়েছেন, আর এখন তোমরা যা দেখছো ও শুনছো তা তিনি সেচন করলেন" (আয়াত ৩৩ যে শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা চিহ্নিত করা হল)।

পাক-রূহের প্রথম সেচনের ঘটনা দেখায় যে, ঈমানদারদের মধ্যে বাস করার জন্য যখন পাক-রূহ্ নেমে আসেন, তখন তিনি ঈমানদারদের কাছে তার প্রকাশ ঘটাবেন, যা দেখা যাবে ও শোনা যাবে, যা ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হবে। এটি হল তার আগমনের সত্যিকার প্রমাণ। ১ করিন্থীয় পত্রে পৌল তার নিজের তবলিগ এবং পরিচর্যা সম্পর্কে কি বলেছেন তা লক্ষ্য করি:

> *"ভাইয়েরা, তোমাদের কাছে গিয়ে আল্লাহ্র দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ করবার সময় আমি সুন্দর ভাষা ব্যবহার করি নি বা খুব জ্ঞানী লোকের মত কথা বলি নি। আমি ঠিক করেছিলাম, তোমাদের কাছে থাকবার সময়ে আমি ঈসা মসীহ্কে, অর্থাৎ ক্রুশের উপরে হত্যা করা ঈসা মসীহ্কে জানা ছাড়া আর কিছুই জানব না। যখন তোমাদের কাছে ছিলাম তখন আমি নিজেকে দুর্বল মনে করতাম এবং ভয়ে খুবই কাঁপতাম। আমার তবলিগ ও আমার দেওয়া সংবাদের মধ্যে লোকদের ভাসিয়ে নেবার মত কোন জ্ঞানপূর্ণ যুক্তি-তর্ক ছিল না বরং পাক-রূহের শক্তিই তাতে দেখা গিয়েছিল, যাতে তোমাদের ঈমান মানুষের জ্ঞানের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্র শক্তির উপর ভরসা করে।"* (১ করিন্থীয় ২:১-৫)

অনেকে এই চিন্তা করেন যে পৌল একজন বিখ্যাত তবলিগকারী ছিলেন, কিন্তু এই ধারণা কিতাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন, *"আর আমার কথা ও আমার তবলিগ জ্ঞানের বাক চাতুর্যে মনোহর ছিল না।"* ২ করিন্থীয় ১০:১০ আয়াতে তিনি তার শত্রুদের উক্তির উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তাঁর শরীর দুর্বল এবং তাঁর কথা শোনার মত এমন কিছু নয়। আমি মনে করি পিতর ছিলেন একজন অসাধারণ তবলিগকারী, কিন্তু পৌল একেবারেই, "পুলপিট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন" ছিলেন

না। তিনি কোন অসাধারণ বক্তা ছিলেন না। তিনি কিভাবে তাঁর ফল উৎপন্ন করতেন?

এটি গমলীয়েল নামে অত্যন্ত সম্মানিত একজন ইহুদী শিক্ষকের পায়ের কাছে বসে লাভ করা শিক্ষার ফল ছিল না (প্রেরিত ৫:৩৪, ২২:৩)। পৌল বলেছেন, *"ভাইয়েরা, তোমাদের কাছে গিয়ে আল্লাহ্র দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ করবার সময় আমি সুন্দর ভাষা ব্যবহার করি নি বা খুব জ্ঞানী লোকের মত কথা বলি নি। আমি ঠিক করেছিলাম, তোমাদের কাছে থাকবার সময়ে আমি ঈসা মসীহ্কে, অর্থাৎ ক্রুশের উপরে হত্যা করা ঈসা মসীহ্কে জানা ছাড়া আর কিছুই জানব না।"* (১ করিন্থীয় ২:১-২)। এটি অসীম সাহসিকতা ছিল না। তিনি করিন্থীয়দের কাছে বলেছেন, *"যখন তোমাদের কাছে ছিলাম তখন আমি নিজেকে দুর্বল মনে করতাম এবং ভয়ে খুবই কাঁপতাম।"* (৩ আয়াত)। প্রেরিত ১৮:১-১১ আয়াতে আমরা পাঠ করি যে, যখন পৌল করিন্থে ছিলেন তখন তিনি ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ দর্শন দিয়ে পৌলের সঙ্গে কথা বললেন, তিনি বললেন, "কিন্তু পাক-কিতাবের কথামত, "আল্লাহ্কে যারা মহব্বত করে তাদের জন্য তিনি যা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেগুলো কেউ চোখেও দেখে নি, কানেও শোনে নি এবং মনেও ভাবে নি।" কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রূহের মধ্য দিয়ে সেগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, কারণ পাক-রূহের অজানা কিছুই নেই; এমন কি, তিনি আল্লাহ্র গভীর বিষয়ও জানেন।" (৯-১০)। তাহলে কিভাবে পৌল তার ফল উৎপন্ন করলেন? তার তবলিগ ছিল, "পাক-রূহের ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল" (১ করিন্থীয় ২:৪)। "প্রদর্শন" শব্দটি আমরা দেখতে পাই যে, বাস্তবিক "প্রকাশ" শব্দের সঙ্গে মিল রয়েছে। পৌলের তবলিগের রহস্য বাগ্মীতা, শিক্ষা, অথবা এমন কি সাহস ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্র রূহানি শক্তির প্রকাশ– তাঁর জীবনের পাক-রূহের কাজের একই ভাবে ঈমানদারদের ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে পরপর উল্লেখিত রূহানি দানের মধ্য দিয়ে পাক-রূহের প্রদর্শন করতে পারে। পৌল এই প্রদর্শন বা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "যাতে তোমাদের ঈমান মানুষের জ্ঞানের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্র শক্তির উপর ভরসা করে।" (১ করিন্থীয় ২:৫)। যারা প্রকৃত ঈসায়ী তাদের ঈমান বুদ্ধিবৃত্তি বা দর্শন সম্বন্ধীয় যুক্তির উপর, কিংবা সেমিনারী প্রশিক্ষণ এবং কোন ডিগ্রির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় না, যদিও তারা তাদের পদ পেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষমতার ব্যক্তিগত অ-

প্রত্যেক ঈমানদারেরই আল্লাহ্র ক্ষমতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

BACIB
International Bible CHURCH

ভজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমি যখন পূর্ব আফ্রিকায় মিশনারী ছিলাম, তখন আফিকান শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচর্যা করতে গিয়ে এক ধরণের সংকটের মধ্যে পড়েছিলাম, যাদের আমি শিক্ষক হবার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম। আমি যা কিছু বলতাম, তারা এর সব কিছুই হ্যাঁ বলত, কিন্তু আমি কোন ভাবেই বুঝতে পারতাম না যে, তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাস করেছে; সমস্যা খুব প্রকট হয়ে উঠল। একদিন আমি শিক্ষার্থীদের সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, আমি তাদের বললাম, "আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ আমরা যা জিজ্ঞাসা করেছি তা করার জন্য তোমরা অত্যন্ত সহযোগীতা করেছো, বাধ্যতা দেখিয়েছ এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছ। এর কারণ কি তা আমরা জানি। তোমাদের শিক্ষা আমাদের উপর নির্ভর করে আছে এবং তোমরা শিক্ষা লাভ করতে চাও; এটি তোমাদের দেবতা।" এরপর আমি বললাম, "তোমাদের অধিকাংশদের মনে এখনও খুব বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়ে গেছে।" যখন আমরা এই কথা বললাম, তারা আমার দিকে তাকাতে শুরু করল। "তোমাদের মনে যে প্রশ্ন রয়েছে তা হল এই: কিতাবুল মোকাদ্দস কি আফ্রিকার অধিবাসীদের জন্য, যা তোমরা পড়তে পার এবং বিশ্বাস করতে পার অথবা এটা কি কেবল সাদা মানুষদের কিতাব, যা কেউ অন্য দেশ থেকে এ দেশে নিয়ে এসেছে, যা প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়? তোমাদের আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেক প্রচীন লোক তোমাদের এই কথা বলেছেন যে, এটা কেবল সাদা মানুষদের কিতাব, তাই এই কিতাবের জন্য তোমার সময় ব্যয় না করা, এই কিতাবের কথা পালন করার চেষ্টা করা বা এই কিতাবকে অনুসরণ না করাই ভাল।" যখন আমি তাদের এই কথা বললাম, তখন সেখানে পিন পতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করেছিল কারণ তারা যে বিষয় চিন্তা করছিল আমি ঠিক সেই বিষয়ে তাদের বলেছিলাম। এরপর আমি আমার কথার সঙ্গে যোগ করে বললাম, "আমি তোমাদের আর একটি বিষয় বলতে চাই। আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ।" আমার এই উক্তি তাদের খুবই অবাক করে দিল, কারণ তাদের ধারণা ছিল একজন মিশনারী সব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। "একটি মাত্র উপায় আছে যার মাধ্যমে তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে। আর এটি হল যদি তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্‌র রূহানি শক্তির অভিজ্ঞতা থাকে। যখন তোমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করবে তখন তোমরা জানতে পারবে এই কিতাব ইংল্যান্ড থেকে আসে নি এবং এটি আমেরিকা থেকে আসে নি; কিন্তু এই কিতাব এসেছে আল্লাহ্‌র কাছ

থেকে।"

আমি তাদের সঙ্গে কোন বাদানুবাদ করলাম না। আমি শিক্ষার্থীদের বিদায় জানালাম, এবং আমি চলে গেলাম। তারপর আমি এর উপর ভিত্তি করে মুনাজাত করলাম: "প্রভু তুমি বলেছ, যে যেমন বুনবে, সে তেমনই কাটবে। আমি এই তরুনদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম বুনে চলেছি এবং তুমি বলেছ, যদি আমরা পাক-রূহের উদ্দেশ্যে বুনি, তাহলে আমরা পাক-রূহ্ থেকে অনন্ত জীবনরূপ ফসল পাব। আমি তোমার কালামের মধ্য দিয়ে তোমাকে তুলে ধরেছি।" (২ করিন্থীয় ৯:৬; গালাতীয় ৬:৭-৮ আয়াত দেখুন)।

এভাবে সময় কেটে যাচ্ছিল, আমি শিক্ষার্থীদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করছিলাম এবং মুনাজাত করে যাচ্ছিলাম। ঈসীয় ঈমানকে মেনে নেওয়ার জন্য আমি তাদের উপর কোন ধরনের চাপ সৃষ্টি করি নি বা তাদের বাধ্য করিনি। প্রায় ছয় মাস পর ঐ কলেজে আল্লাহ্‌র মহা পরাক্রান্ত হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটল। এটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। ষান্মাসিক পরীক্ষার ছুটির সময় অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা লম্বা ছুটি কাটাবার জন্য বড়িতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রায় ছয় কিংবা আটজন শিক্ষার্থী কলেজে অবস্থান করছিল। কারণ কলেজ থেকে তাদের বাড়ি এত দূরে ছিল যে এই ছুটির সময়ে তারা তাদের বাড়ি গিয়ে সময় মত ফিরে আসতে পারত না। আমি এবং আমার স্ত্রী চিন্তা করলাম এই সব একাকী থাকা তরুনদের জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু করা উচিৎ। তাই আমরা তাদের আমাদের বাড়িতে চা পানের আমন্ত্রন জানালাম, যা আফ্রিকার মৌলিকতা বর্জিত রীতি ছিল। তারা ইউরোপীয় বা আমেরিকার জীবনযাত্রা এবং সামাজিক রীতি নীতিতে অভ্যস্ত ছিল না চারদিকে চেয়ারে বসা এবং আলাপ আলোচনা করা; এই সব বিষয়ে তাদের কোন অভিজ্ঞাতাই ছিল না। তাই আমরা সবাই অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর ভাবে বসেছিলাম এবং আমরা তাদের চা পরিবেশন করলাম। আর তারা সবাই তাদের প্রত্যেকের কাপে প্রায় পাঁচ চামচ করে চিনি নিল, কারণ এর আগে তারা কখনোই এভাবে চা পান করেন নি। তখন আমি চিন্তা করলাম, এদেরকে নিয়ে এখন আমরা কি করব? আমি মনে মনে বললাম আমরা একসাথে মুনাজাত করতে পারি।

যখনই আমরা মুনাজাত আরম্ভ করি তখন পাক-রূহ্ চলাচল শুরু করেন বজ্রপাতের মত।

BACIB
International Bible CHURCH

আমি যখন তাদের এ কথা বললাম, তখন তারা আমার কথা মান্য করল। তারা মুনাজাত করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল এবং আমরা যখন মুনাজাত করতে শুরু করলাম তখন কিছু ঘটনা ঘটলো। এটি ছিল বাজ পড়ার শব্দের মত কোন কিছু। কোন কিছু সেই রুমের মধ্যে এসে ঢুকল এবং আমাদের আঘাত করল। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকেই একসঙ্গে খুব উচ্চ কণ্ঠে মুনাজাত করতে লাগল। তারা নানারকম ভাষায় কথা বলতে লাগল যা আমার জানা ছিল না। আমি এটাকে ভিন্ন ভাষা বলে চিন্তা করি নি। আমি ভেবেছিলাম এটি তাদের উপজাতীয় ভাষা। যদিও আমরা একটি পেন্টিকষ্টাল মিশনে ছিলাম, পরে অন্য মিশনারীরা আমাদের সম্পর্কে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে, আমরা খুব গোলমাল করি! কিন্তু এটা ছিল বেহেশতী কাজ। এই ব্যপারে আমার করার কিছুই ছিল না। আমার নিজের বুদ্ধি জ্ঞান দিয়েও আমি এই কাজ করতে পারব না। আল্লাহ্ মধ্যস্ত হয়ে এই কাজ করেছেন।

এই ঘটনায় যে কিছুটা কাজ শুরু হয়েছিল তা প্রায় চার বছর ধরে চলেছিল। আমরা এই কলেজে পাক-রূহের মহা পরাক্রম, অলৌকিক কাজ দেখতে পেয়েছি। প্রায় তিম মাস পরে, আমি আবার শিক্ষার্থীদের একই দলের কাছে কথা বলছিলাম, এবং আমি তাদের প্রেরিত ২:১৭ পাঠ করে শোনালাম, এর আগে আমরা এই অংশটি পাঠ করেছিলাম। *"শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে।"*

আমি এই আয়াতটি খুব সতর্কতার সঙ্গে এবং ধীরে ধীরে পাঠ করছিলাম এবং আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যেন তারা এই কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারে। এরপর আমি তাদের বললাম, "আমি তোমাদের সকলকে এই কথা বলতে চাই যে, এই আয়াতে উল্লেখিত এক একটি শব্দ তোমাদের জীবনে ঘটে গেছে। এই ঘটনাটি অন্য কোন দেশে বা অন্য কোন কলেজে কিংবা অন্য কোন চার্চের কারো প্রতি ঘটে নি। এটি তোমাদের প্রতি ঘটেছে; তোমরা এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছো। তোমাদের চোখ এটি দেখেছে এবং তোমাদের কান তা শুনেছে। তোমাদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য যে, তোমরা এই শেষ কালে বাস করছো। আমি তোমাদের এমন কিছু বিশ্বাস করতে আহ্বান জানাবো না যা একজন সাদা মানুষরা বলে বা সাদা মানুষদের কিতাবে লেখা আছে। তোমরা সরাসরি বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে প্রমাণ পেয়েছো তা হল, এটি সত্য।"

এটি তাদের জন্য যা করেছিল তা ধারাবাহিক কোন ধর্মীয় উপদেশ, কোন

যুক্তি, ধর্মতাত্ত্বিক প্রমাণ কিংবা সেমিনারী প্রশিক্ষণ কখনো করতে সক্ষম হয় নি। এটি তাদের মনোভাব এবং আচরণকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছিল এবং এটি কলেজকে এমন একটি স্থানে পরিণত করেছিল যে, যেন সেখানে মহামূল্যবান কিছু বাস করছে। এটি তাদের মুনাজাত করার জন্য চেষ্টা করে নি। প্রকৃতপক্ষে আমরাই তাদের মুনাজাত করা থেকে বিরত রেখেছিলাম, কারণ তারা ঘুমাতে যাবার জন্য বিছানায় যায় নি। তারা সমস্ত রাত জেগে তাদের শয়ন কক্ষে মুনাজাত করেছিল। এটি চির আল্লাহ্‌র মহা পরাক্রমশালী হস্তক্ষেপ এবং এটি পাক-রূহ্ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এসেছিল। যখন তারা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় সত্যিকারভাবে বুঝতে পারল যে, এটি সত্য তখন আমরা তাদের আর এই ব্যাপারে বিরক্ত করি নি কিংবা কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করি নি।

এটি হল সেই বিষয় যা প্রেরিত পৌল বলেছিলেন। কেবল উত্তম মতবাদ, ধর্মতত্ত্ব, শিক্ষা, যুক্তি এবং বিচারশক্তি থাকাই যথেষ্ট নয়। মানুষের প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে প্রকৃত ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু এটি আল্লাহ্ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শেষ কালে আল্লাহ্‌র এবং ঈসা মসীহের উপর ঈমানের বিরুদ্ধে এবং তার প্রকৃত মন্ডলীর বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি দুষ্টতার হাত প্রবল হয়ে উঠবে এবং বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হবে। কিন্তু নিজেদের জীবনে আল্লাহ্‌র রূহানি শক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই সে কখনোই এর বিরুদ্ধাচারণ করে জয়ী হতে পারবে না। এটি বিলাসিতা নয়– কিন্তু এটি অপরিহার্য। প্রেরিত পৌল এভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন: *"আমার তবলিগ ও আমার দেওয়া সংবাদের মধ্যে লোকদের ভাসিয়ে নেবার মত কোন জ্ঞানপূর্ণ যুক্তি-তর্ক ছিল না বরং পাক-রূহের শক্তিই তাতে দেখা গিয়েছিল, যাতে তোমাদের ঈমান মানুষের জ্ঞানের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্‌র শক্তির উপর ভরসা করে"* (১ করন্থীয় ২:৪-৫)।

BACIB
International Bible
CHURCH

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রকাশ করার নানারকম দান

অধ্যায় ৪

প্রজ্ঞার বাক্য

আসুন আমরা প্রজ্ঞার বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রত্যাদেশের দানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত রূহানী দানের বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করি।

প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের তুলনা

প্রজ্ঞার বাক্য এবং জ্ঞানের বাক্যের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য নিরূপন করা খুব কষ্টসাধ্য বিষয়। প্রথমত: প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান বিশেষ কোন শ্রেণীতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা সম্ভব হবে না কারণ উভয়ই খুব ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে রূহের নয়টি দান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তারা রংধনুর রংয়ের মত: বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। রংধনুর বিভিন্ন রংগুলো দূর থেকে দেখলেও খুব সহজে বোঝা যায়, কিন্তু রংধনুতে এমন কোন একটি বিন্দু নেই যা দেখে আপনি বলতে পারবেন, উদাহরণস্বরূপ, বেগুনী শেষ হয়েছে এবং নীল শুরু হয়েছে অথবা নীল শেষ হয়েছে এবং বেগুনী শুরু হয়েছে। তারা একটির সঙ্গে অন্যটি মিশে আছে।

রূহানী দান এবং অন্যান্য রূহানী বিষয় সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে একই সত্য নিহিত আছে। প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান সম্পর্কে আলাদাভাবে এই কথা বলা সম্পূর্ণ রীতিসিদ্ধ। কিন্তু এমন বিষয়ও আছে যেখানে তারা একত্রে মিলিত হয়, আপনি সব সময় এই কথা বলতে পারেন না যে, যেখানে প্রজ্ঞা শেষ হয়

সেখানে জ্ঞান শুরু হয়। এমন একটি সময় আসবে যখন আপনি খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন, "এটি কি একটি প্রজ্ঞার বাক্য ছিল নাকি জ্ঞানের বাক্য ছিল?" যেখানে একটি থাকে সেখানে অন্যটি এসে কার্য সম্পাদন করে।

তথাপি সাধারণত প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হল: জ্ঞান আমাদের প্রকৃত ঘটনা দেখায় এবং প্রজ্ঞা আমাদের দেখায় ঐ ঘটনা সম্পর্কে কি করতে হবে। আপনি যদি দুনিয়ার সব প্রজ্ঞা লাভ করেও থাকেন কিন্তু এর বাস্তব প্রকাশ না থাকে তাহলে আপনি সরাসরি এর কোন প্রয়োগ করতে পারবেন না। অন্যদিকে যদি আপনার সব ঘটনা বা বিষয় জানা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রজ্ঞা লাভ না করবেন তাহলে সম্ভবত আপনি সেই বিষয়ে ভুল কিছু করতে পারেন। বাদশাহ্ সোলায়মানের একটি উক্তির দ্বারা এই সত্যটির সার কথা প্রকাশ পেয়েছে: *"জ্ঞানীদের জিহ্বা উত্তমরূপে জ্ঞান ব্যক্ত করে, কিন্তু হীনবুদ্ধিদের মুখ থেকে অজ্ঞানতা উদগার করে"* (মেসাল ১৫:২)। একজন জ্ঞানী লোক তার জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। অনেক লোকের জ্ঞান আছে কিন্তু তারা এর উপযুক্ত বেতন জানেন না। আমি এক বা একাধিক লোকের কথা জানি যারা অনেক কিছু জানেন কিন্তু সব সময় মনে হয় যে, তারা অনুপযুক্ত সময়ে কথা বলেন। সাধারণত তারা যা জানেন তাই দিয়ে লোকদের উপর প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা যে সময়ে এবং যে উপায়ে উপস্থাপন করেন তা অযৌক্তিক, তাদের জ্ঞান আছে বটে কিন্তু কিভাবে তা ব্যবহার করবেন এ সম্পর্কে তাদের প্রজ্ঞা নেই।

আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা বনাম জগতের প্রজ্ঞা

আমরা অবশ্যই এটাও বুঝতে পারব যে, জগতের প্রজ্ঞা এবং রূহানী প্রজ্ঞার বাক্য এক নয়। আমরা যখন একজন পেশাদার দার্শনিক ছিলাম তখন আমি মনে করেছিলাম যে, আমি প্রজ্ঞার মধ্যে বাস করছি। কিন্তু এই "প্রজ্ঞা" আমাকে ভীষণভাবে বিভ্রান্ত করেছিল। আমি আরও বিভ্রান্ত মানুষ হয়ে গেলাম, যারা অতিশয় চালাক তারা মনে করতেন আমি চালাক– আর আমি নিজের সম্পর্কে তাই ভাবতাম। যদি আপনি গভীরভাবে বিভ্রান্ত হতে চান তবে কেবল দর্শনের কাছে চলে যান, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যেখানে গেলে আপনি সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারবেন।

এরপর আমি যখন প্রভু ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করলাম এবং আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দেবার জন্য এবং তবলিগ করার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করলাম তখন আমি আবিষ্কার করলাম যা আমি এর আগে প্রয়োগ করেছিলাম আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার প্রজ্ঞা অত্যন্ত বাস্তব এবং তা যথার্থ। এটি দূরের কোন কিছু নয়; এটি নাগালের মধ্যেই রয়েছে এবং এটি সহজ ভাষায় বলা হয়। এই বিষয়টি ঈসা মসীহের শিক্ষা অধ্যায়ন করতে আকর্ষণ করে। কিং জেমস ভার্সনে লিপিবদ্ধ ঈসার সকল শিক্ষার মাত্র একটি শব্দ খুঁজে পাবেন যার চারটি অধিক সিলেবল (syllables) রয়েছে। এই শব্দটি হল "পুনর্জন্ম" (regeneration)। এক সিলেবলের শব্দের মধ্যে তার অনেক শিক্ষা রয়েছে, যার মধ্যে তিনি যে সম্পর্কে কথা বলেছেন তা রয়েছে যেমন, প্রদীপ, তেল, আলো, ভেড়া, মাছ, জীবন, মৃত্যু, ভালবাসা, ঘৃণা। এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রায় সব ঐতিহাসিকগণ একমত পোষণ করেছেন যে মানব ঈসার মত এভাবে আর কেউ কথা বলেন নি। তার প্রজ্ঞা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

কিতাবুল মোকাদ্দস সোলায়মানকে সমস্ত জীবিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি হেদায়েতকারী ১০:১০ আয়াতে উল্লেখ করেছেন, *"লোহা ভোঁতা হলেও তাতে ধার না দিলে তা চালাতে বেশি বল লাগে, কিন্তু প্রজ্ঞাই কৃতকার্য হবার উপযুক্ত উপায় ["ব্যবহার করা লাভজনক"।* প্রজ্ঞা ব্যবহার করা লাভজনক বা উপকারী। এই জন্য যখন জ্ঞান তথ্যমূলক হয় তখন প্রজ্ঞা হয় নির্দেশক।

যখন আমি কিশোর বয়সে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে আমার বাবা মায়ের সঙ্গে বাস করতাম তখন এই আয়াতটি সব সময় মনে থাকত। মাঝে মাঝে আমার মনে গভীর আগ্রহ জেগে উঠতো এবং আমার বাবার কাছে জানতে চাইতাম সেখানে আদৌ এমন কিছু আছে কি না যা দিয়ে আমি বাগান পরিস্কার করতে পারি। একদিন তিনি বললেন, "নিচে ছোট ঝর্ণার পাড়ে একটা গাছ আছে তা কাটা দরকার।"

আমি চলে গেলাম এবং একটা কুঠার পেলাম আর সেটা নিয়ে গাছটা কাটতে শুরু করলাম। প্রায় ত্রিশ মিনিট ঐ গাছ কাটার জন্য শক্তি ব্যয় করার পরও দেখলাম গাছটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছ কাটতে কাটতে আমি ভীষণভাবে ঘেমে গেলাম এবং আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। মালি আমার কাছে এলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি করে হাসলেন। তিনি আমার হাত থেকে কুঠারটা নিলেন এবং সেটি ধার দিলেন। তারপর তিনি গাছটির দিকে তাকালেন এবং একটি জায়গায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং প্রায় চারবার সেই জায়গায় কুঠারটা দিয়ে আঘাত করলেন। আর এরপর গাছটি মাটিতে পড়ে গেল। আমার এই অভিজ্ঞতার

BACIB
International Bible CHURCH

কথা আমি সব সময় মনে রেখেছি কারণ আমি দুইটা ভুল করেছিলাম। প্রথমত: আমি একটা ভোঁতা কুঠার ব্যবহার করছিলাম। দ্বিতীয়ত: আমি গাছটির সঠিক জায়গায় আঘাত করি নি। মালি তার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা ব্যবহার করেছিলেন। আর এ কারণে তিনি গাছটা কেটে নামাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যখন আমি তবলিগকারী হলাম, তখন আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে, অনেক সময় আমি আমার তবলিগের ক্ষেত্রেও একই ভুল করেছি। কখনো কখনো তবলিগকারীরা ভোতা কুঠার ব্যবহার করেন। অন্য সময় এমন কি যখন তাদের হাতে ধারালো কুঠার থাকে তখন তারা কিন্তু গাছের সঠিক জায়গায় আঘাত করেন না। আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়েছে, যখন আমি আমেরিকায় এ্যাসেমব্লিজ অব গড চার্চে বাণী-প্রচার করছিলাম তখন এক সপ্তাহব্যাপি খুব সফলভাবে মিটিং করেছিলাম। এরপর আমি কানাডায় পেন্টিকষ্টাল চার্চে বাণী-প্রচার করার আমন্ত্রন পেলাম। আমি একই ভাবে গম্ভীর বিষয়ে বাণী-প্রচার করার কথা ভাবতে গিয়ে কিছুটা লজ্জিত হলাম। আমি মূলত: সামান্য কিছু পরিবর্তন করে আমার অনুক্রম ঠিক করলাম আর এভাবেই বাণী-প্রচার করলাম। কিন্তু এতে কোন ফল বয়ে আনল না। ফলাফল শূণ্য। শেষ দিন, আমি উপলব্ধি করলাম যে, কয়েক বছর আগে ঐ মন্ডলীতে মারাত্মক ফাটল ধরেছিল। কোন একটি বিষয় নিয়ে ঐ মন্ডলীতে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, এর ফলে যারা মন্ডলীর এবাদত গৃহের ডান দিকে বসতেন তারা বাম দিকে বসা লোকদের সঙ্গে কখনো কথা বলতেন না। তারা এবাদত গৃহে থাকার সময়ও কথা বলতেন না। এমন কি কারও সঙ্গে যদি রাস্তায় দেখা হয়েও যেত তবুও তারা কথা বলতেন না। যদি কোনভাবে নবী ইলিয়াস বেহেশত থেকে নেমে আসতে পারতেন এবং তাদের কাছে বাণী-প্রচার করতেন তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিবাদ ভুলে গিয়ে পরস্পরকে ক্ষমা করে পূর্ণমিলিত না হতেন ততক্ষণ কোন ফল হত না।

আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা খুব দূরে নয় কিন্তু খুবই ব্যবহারিক এবং প্রয়োজনের সময়ে কাছেই পাওয়া যায়।

আমি আল্লাহ্‌র কাছে আসতাম এবং পাক-রূহের প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হতাম। সেজন্য আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আমাকে উপযুক্ত কথা আমার মুখে যুগিয়ে দেবেন। আর আমি সেখান থেকে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভোঁতা কুঠার দিয়ে আঘাত করে যাচ্ছিলাম। একটি সপ্তাহ ধরে ঐ ভোঁতা কুঠারের জন্য গাছটা কেটে মাটিতে পড়লোই না বরং আমার ভীষণ পরিশ্রম হয়েছিল। আমি

কঠিনভাবে শিক্ষা পেয়েছিলাম।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেন আমরা কুঠার ধার দেই এবং কোথায় ঐ কুঠার দিয়ে আঘাত করতে হবে তা প্রভুকে দেখিয়ে দিতে দিন। বহুবার যখন আমি পাক-রূহ্ দ্বারা চালিত হয়েছিলাম, তখন আমি যে কথা বলতাম সেই সম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, "এ সম্পর্কে আমি কি বলব?" তবে আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে, এটি গাছকে কেটে মাটিতে ফেলে দেবে। লোকেরা প্রায়ই পরবর্তী সময়ে আমার কাছে রাগান্বিত হয়ে কিংবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, "আপনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা কি আপনার মনে আছে?" উত্তরে আমি বলতাম, "না, আমি তা মনে করতে পারছি না, তবে আমি কথাগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলিনি", তারা তখন উত্তরে বলতেন, "তবে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন তা আমার জন্য ছিল।" আল্লাহ্‌র আমাকে প্রজ্ঞার বাক্য হিসাবে এটি দিয়েছেন।

প্রজ্ঞার বাক্য বনাম সাধারণ বাক্য

আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রজ্ঞার বাক্য সাধারণ প্রজ্ঞার মত এক নয়, যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। ইয়াকুব ১:৫ আয়াতে অত্যন্ত মূল্যবান প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, *"যদি তোমাদের কারো জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে যাঞ্চা করুক, তাকে দেওয়া হবে, কেননা তিনি তিরস্কার করেন না, সকলকে অকাতরে দিয়ে থাকেন।"* যদি আপনি রীতিসিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, এক্ষেত্রে আপনার প্রজ্ঞার অভাব আছে তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রজ্ঞা চাইতে পারেন। আপনি নিশ্চিত থাকুন তিনি আপনাকে অবশ্যই প্রজ্ঞা দান করবেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে বলার মত একটি শব্দ নেই। আল্লাহ্ কখনোই চান না যে, আমরা একজন বোকা মানুষে পরিণত হই অথবা আমরা যদি আপনি আপনার কাজ করতে গিয়ে যেটির সমস্যার সম্মুখিন হন এবং আপনার জীবনের কোন বিশেষ কোন ঘটনার জন্য সংকটের মধ্যে পড়েন এবং এর সমাধানের যদি আপনার প্রজ্ঞা যথেষ্ট বলে মনে না করেন তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে যাবার জন্য এবং বাস্তবে

আল্লাহর সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা যা আমাদের তিনি দিয়েছেন তার কাছে প্রজ্ঞার বাক্য খুবই ছোট একটি অংশ মাত্র।

BACIB
International Bible CHURCH

পরিণত করা যায় এমন সাধারণ প্রজ্ঞা চাইবার জন্য আপনার সুযোগ আছে এই অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়েছে। এটি আপনাকে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করতে সাহায্য করবে অথবা এই প্রজ্ঞা ছাড়া যা করতে পারতেন তার চেয়ে আরও ভাল ভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এই প্রজ্ঞা প্রজ্ঞার বাক্যের রীতির মধ্যে সাধারণ ভাবে আসবে না। যা করা উচিত বলে আপনি মনে করবেন তার মধ্য দিয়ে এটি ধীরে ধীরে আপনার মনে আলো ছড়াতে ছড়াতে আসবে।

প্রজ্ঞার বাক্য ব্যাখ্যা করে বলা

তাহলে প্রজ্ঞার বাক্যের দান কি? এটি হল পাক-রূহের মাধ্যমে সরাসরি এবং রূহানিকভাবে প্রদান করা আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রজ্ঞার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। *"কারণ একজনকে সেই রূহ্ দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য প্রদান করা হয়"* (১ করিন্থীয় ১২: ৮)। আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রজ্ঞা আছে। কিন্তু আমার এবং আপনার সৌভাগ্যের জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব প্রজ্ঞা দান করেন না। কারণ তা আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করবে। এই দান দেওয়া হয়েছে রূহানী উদ্দেশ্যের মাধ্যমে। কারণ স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের দ্বারা এর ফল যথেষ্ট হবে না। যে উপায়ে পাক-রূহের মাধ্যমে এটি অংশ অংশ করে ভাগ করে দেওয়া হয় তা আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।

কিতাবে প্রজ্ঞার বাক্যের প্রকাশ

আসুন আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট উদাহরণের দিকে ফিরে তাকাই যেখানে এই প্রজ্ঞার দান কাজ করছে। যা শুরু হয়েছিল ঈসার তবলিগের কাজ শুরু করার মধ্য দিয়ে এবং এরপর প্রাথমিক মন্ডলী সক্রিয় হবার উদাহরণের দ্বারা। কিতাবে এই দান ব্যবহৃত হয়েছিল এবং কি ধরণের ফল উৎপন্ন করা হয়েছিল তা দেখব। আমরা ঈসার মধ্যে পাঁচটি তবলিগের দান যথার্থভাবে প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি দেখতে পাই। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রেরিত, নবী, সুসমাচার তবলিগকারী, মেষপালক এবং শিক্ষক। যেভাবে তিনি এই সব তাঁর তবলিগের কাজে ব্যবহার করেছেন তাতে পাক-রূহের বিভিন্ন ধরনের রূহানী দানের পূর্ণতা তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মাছ এবং মানুষ সম্পর্কে প্রজ্ঞার বাক্য

প্রথম উদাহরণ লূক থেকে নেওয়া হল,

BACIB International Bible CHURCH

পরে কথা শেষ করে তিনি শিমনকে বললেন, "তুমি গভীর পানিতে নৌকা দিয়ে চল, আর তোমরা মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।" শিমোন জবাবে বললেন, "হে প্রভু আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করে কিছুই পাই নি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।" তারা সেরূপ করলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়লো ও তাদের জাল ছিঁড়তে শুরু করল; তাতে তাদের যে অন্য অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাদেরকে তারা ডাকলেন যেন তারা এসে তাদের সাহায্য করেন। তারা এসে দুখানি নৌকা এমনভাবে পূর্ণ করলেন যে, নৌকা দু'খানি ডুবতে লাগল। তা দেখে শিমোন পিতর ঈসার জানুর উপর পড়ে বললেন, "আমার কাছ থেকে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি গুনাহ্‌গার।" কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বলে তিনি ও যারা তার সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হয়েছিলেন; আর সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব ও ইউহোন্না, যারা শিমোনের অংশীদার ছিলেন তারাও সেরূপ চমৎকৃত হয়েছিলেন। তখন ঈসা শিমোনকে বললেন, "ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে।"

(লূক ৫:৪-১০)

এই ঘটনাটি সুস্পষ্ট একটি অলৌকিক ঘটনা। প্রথমত: ঈসা যার কাঠ মিস্ত্রি হিসাবে প্রশিক্ষণ ছিল, তিনি একজন অভিজ্ঞ মৎসজীবির মত বলতে সক্ষম হয়েছিলেন, মাছ ধরার জন্য ঠিক কোন জায়গায় তার জাল ফেলতে হবে। পিতর মাছ ধরে তাঁর জীবন কাটিয়েছেন এবং মাছ ধরার অভিজ্ঞতার বড় বড় পরীক্ষায় তিনি সুন্দরভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি সারা রাত ধরে গিনেষরৎ হ্রদের বিভিন্ন জায়গায় মাছ থাকার সম্ভব্য জায়গায় জাল ফেলেছিলেন। কিন্তু কোন মাছ ধরতে পারেন নি। ঈসা খুব সকালে এলেন এবং ঐ হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে লোকদের কাছে তবলিগ করলেন। তিনি তাঁর তবলিগ শেষ করার পর, শিমনকে বললেন, "নৌকা নিয়ে চল এবং তোমার জাল ফেল।" পিতর উত্তরে বললেন, "প্রভু দিনের এই সময় মাধ ধরার উপযুক্ত সময় নয়। তাছাড়া আমরা ইতিমধ্যে হ্রদের সব জায়গাতেই মাছ ধরার জন্য আমাদের জাল ফেলেছিলাম। কিন্তু কোন মাছ ধরতে পারি নি।" লক্ষ্য করুন, এরপর তিনি এই কথা যোগ করে বলেছিলেন, "কিন্তু আপনার কথায় জাল ফেলব।" ঈসা তাঁকে রূহানী প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, কোথায় মাছ আছে তা জানবার জন্য প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। যখন তিনি সেই কথা মত কাজ

চেতনা হল প্রজ্ঞার বাক্যের সত্যিকারের একটি ফলাফল।

করলেন, তখন এত মাছ ধরা পড়ল যে, জাল ছিঁড়তে শুরু করেছিল; এমন কি তার অংশীদার, ইয়াকুব এবং ইউহোন্না যাদের নিজেদেরও নৌকা ছিল, তাদের সাহায্য নিয়েও তাদের নৌকায় সব মাছ রাখতে পারেন নি এবং তাদের নৌকা ডুবতে শুরু করেছিল। এই অভিজ্ঞতা পিতরের মধ্যে প্রচন্ড রূহানী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, আর তা হল, দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ঈসার পায়ের উপর পড়ে বললেন, "আমার কাছ থেকে প্রস্থান করুন, কেননা, "হে প্রভু, আমি গুনাহ্গার!" (লূক ৫:৮) প্রজ্ঞার রূহানী প্রজ্ঞার, প্রকৃত কাজের অন্যতম ফল হল দৃঢ় বিশ্বাস। আমি দেখেছি যে, প্রজ্ঞার বাক্যের দান এবং জ্ঞানের বাক্যের দান একইভাবে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, কোন কিছু তার কাছে লুকানো নেই এই কথা হঠাৎ করে উপলব্ধি করতে পারলে অবাধ্য, একগুয়ে মনোভাব সম্পূর্ণ দূর হয়ে যেতে পারে এবং গুনাহ্গার মানুষের গর্বিত হৃদয় আশ্চর্যজনক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

এই প্রজ্ঞার বাক্য কেবল মাত্র স্বাভাবিকভাবে, - মাছ ধরার কাজেই ব্যবহৃত হয় নি, কিন্তু রূহানী ভাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎক্ষণিক ভাবে পিতরের ঐ কথার পর ঈসা তাঁকে বললেন, "ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে" (১০ আয়াত)। যদি মৎসজীবী হিসেবে মাছ ধরার জন্য তাদের ঈসা মসীহের নির্দেশনামূলক প্রজ্ঞা প্রয়োজন হতে পারে তাহলে যখন তারা মানুষ "ধরা" শুরু করবে তখন তার কাছ থেকে আরও কত বেশি তাদের নির্দেশনামূলক প্রজ্ঞা লাভ করার প্রয়োজন হবে? এই কারণে আমরা এই ঘটনায় আমরা প্রজ্ঞার বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দেখতে পাই। কোথায় এবং কিভাবে মাছ ধরতে হবে এ সম্পর্কে পিতর নির্দেশ গ্রহণ করেছিলেন। একইভাবে কোথায় এবং কিভাবে পিতর ইয়াকুব এবং ইউহোন্না সুসমাচার তবলিগ করবেন এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত নির্দেশনা লাভ করার প্রয়োজন হয়েছিল।

এটি ছিল ঈসার অলৌকিক প্রদর্শন, যার ফলে এই লোকেরা স্বইচ্ছায় সব কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তাকে অনুসরণ করেছিলেন। *"পরে তারা নৌকা কূলে এনে সব কিছু ফেলে রেখে তার পশ্চাৎগামী হলেন"* (আয়াত ১১)। তাদের উপলব্ধি করতে হয়েছিল যে, প্রাকৃতিক রাজ্যে এই ভাবে যদি এই মানুষটি সমস্যার সমাধান করতে পারেন তাহলে তাকে অনুসরণ করা অনেক নিরাপদ হবে।

স্থানান্তর সম্বন্ধে প্রজ্ঞার বাক্য

পরের উদাহরণটি নেওয়া হয়েছে মথি ২১:১-৭ আয়াত থেকে। কিতাবে

এই কথা বলা হয়েছে যে, যখন ঈসা এবং তার সাহাবীগণ জেরুশালেমের কাছে জৈতুন পর্বতে উঠলেন,

তখন ঈসা দুজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন তাদেরকে বললেন, তোমাদের সম্মুখে ঐ গ্রামে যাও। তোমরা দেখতে পাবে একটি গাধা বাধা আছে এবং তার সঙ্গে একটি সাবকও আছে, খুলে আমার কাছে আন। আর যদি কেউ তোমাদেরকে কিছু বলে, তবে,বলবে, এদের প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাতে সে তখনই তাদেরকে পাঠিয়ে দেবে। এই রূপ ঘটলো, যেন নবীর মধ্য কথিত এই কালাম পূর্ণ হয়, তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার বাদশাহ তোমার কাছে আসছেন; তিনি মৃদুশালী এবং গাধার উপরে উপবিষ্ট এবং শাবকের, গাধার শাবকের উপর উপবিষ্ট।"

পরে ঐ সাহাবীরা গিয়ে ঈসার হুকুম অনুসারে কাজ করলেন, গাধাটি ও শাবকটিকে আনলেন এবং তাদের উপর তাদের বস্ত্র পেতে দিলেন, আর তিনি তাদের উপর বসলেন।

এটি ছিল গাধার পিঠে চড়ে ঈসার জেরুশালেমে প্রবেশের বিজয় যাত্রার আরম্ভ, যা আমরা এখন খর্জ্জুর পত্র রবিবার হিসাবে পালন করি। এটি গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয় হল এটির মধ্য দিয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ করেছিল, যা এইভাবে উদ্বৃত হয়েছে (দেখুন জাকারিয়া ৯:৯)। এই দিনের জন্য আল্লাহ্‌র কি কার্যক্রম ছিল তা ঈসা কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্য দিয়ে এই আল্লাহ্‌র রূহ্ দ্বারা জানতেন। তিনি জানতেন চড়বার জন্য সেখানে একটি গাধা এবং গাধার বাচ্চা থাকবে। তিনি জানতেন ঠিক কোথায় তাদের পাওয়া যাবে, এই জন্য তিনি তাঁর সাহাবীদের সেখানে গিয়ে গাধাগুলো নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। "এদের প্রভুর প্রয়োজন আছে", কেবল মাত্র আপনার এই কথার জন্য অধিকাংশ লোক আপনাকে তাদের গাধা এবং গাধার বাচ্চা নিয়ে যাবার অনুমতি দেবে না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল খোদায়ী, নির্দেশনামূলক প্রজ্ঞা এবং এই নির্দেশ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ গাধা এবং গাধার বাচ্চার মালিকের মন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আমরা দেখেছি যে এই প্রজ্ঞার বাক্যের ফলস্বরূপ হৃদয় খুলে গিয়েছিল এবং বাস্তব প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছিল।

আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, এই প্রজ্ঞার বাক্য ঈসার মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছিল কিতাবী জ্ঞান থেকে এবং এই কিতাবী জ্ঞানে রয়েছে প্রকাশের দানের ভিত্তি।

BACIB
International Bible
CHURCH

পরিচর্যা সম্বন্ধে প্রজ্ঞার বাক্য

আমাদের পরবর্তী উদাহরণ, প্রজ্ঞার বাক্য দ্বারা জরুরী বাস্তব সমস্যার সমাধান হওয়া। প্রেরিত ৬ অধ্যায়ে একটি বিবাদের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যা আদি মন্ডলীতে ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ী, যারা অরামীয় বা হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন এবং ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ী যারা গ্রীক ভাষায় (Hellesists) কথা বলতেন, তাদের মধ্যে বিভেদের আশংকা দেখা গিয়েছিল।

> *আর এই সময় যখন সাহাবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, গ্রীক ভাষা ভাষী ইহুদীরা ইবরানীদের বিপক্ষে বচসা করতে লাগল, কেননা দৈনিক পরিচর্যায় তাদের বিধবারা উপেক্ষিত হচ্ছিল। তখন সেই বারজন প্রেরিত সমস্ত উম্মতদের কাছে ডেকে বললেন, আমরা যে আল্লাহ্‌র কালাম ত্যাগ করে ভোজনের পরিচর্যা করি, এটা উপযুক্ত নয়। কিন্তু হে ভাইয়েরা তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে যাদের সুনাম আছে এবং রূহে ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এমন সাত জনকে বেছে নাও; তাদেরকে আমার এই কাজের ভার দেব। কিন্তু আমরা মুনাজাতে ও কালামের পরিচর্যায় নিবিষ্ট থাকব।"*
>
> প্রেরিত ৬:১-৪

রূহানী বিষয়ে অগ্রগণ্য হল মুনাজাত এবং আল্লাহ্‌র কালামের পরিচর্যা, যা করার জন্য প্রেরিতগণ আহ্বান পেয়েছিলেন। ব্যবহারিক বিষয়ের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা দ্বিতীয় স্থানস্থ এবং এটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয় যে, যারা কালামের পরিচর্যা করার জন্য আহ্বান পেয়েছেন তারা ব্যবহারিক পরিচর্যার তত্বাবধান করা থেকে পাশ কাটিয়ে যান। এই কারণে পাক-রূহ্ প্রেরিতগণকে প্রজ্ঞার বাক্য দিয়েছেন। তারা তাদের প্রথম তবলিগে নিবিষ্ট থাকবেন, এবং অন্য যে সমস্ত ঈমানদার আছেন তাদের মধ্য থেকে সাত জনকে মনোনীত করা হবে যাদের প্রেরিতগণ দয়ার দানের বিতরনের তত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত করবেন।

প্রজ্ঞার বাক্য একতা ও সমস্যার সমাধান বয়ে নিয়ে আসে।

প্রেরিত ৬:৫ আয়াতে লোকদের এই প্রজ্ঞার বাক্যের প্রতি সাড়া দেবার বিষয়টি বর্ণনা করেছে: *"এই কথায় সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হল।"* এটি হল প্রজ্ঞার বাক্যের আর একটি ফল। লোকেরা তাৎক্ষণিকভাবে বললো, "এটি সেই বিষয় যা সমস্যাকে উপস্থাপন করেছে। আর এটি হল সেই বিষয় যা আমাদের করতে হবে।" প্রজ্ঞার বাক্য বিবাদ, সমস্যা এবং হতভম্ব অবস্থা দূর করে দিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আর মতের অমিল রইল না।

বিবাদের কাছে বিতরণ করার কাজে তত্বাবধান করার জন্য মন্ডলী সাত জন লোককে মনোনীত করল। *"আর আল্লাহ্‌র কালাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং জেরুশালেমে উম্মতদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পেতে লাগল; আর ইমামদের মধ্যে অনেক লোক ঈমানের বশবর্তী হল"* (আয়াত ৭)। এই রকম কোন কিছুই ঘটত না, যদি তারা তাদের বাস্তব সমস্যার সমাধান না করত, কারণ সেখানে অব্যবহৃতভাবে বিভেদ, নৈরাস্য এবং হিংসার কাজ চলছিল এবং আল্লাহ্‌র রূহ্‌কে কাজ করতে বাধা প্রদান করা হচ্ছিল। আমরা দেখতে পেরেছি যে, যদিও এটি একটি বাস্তব সমস্যা ছিল, কিন্তু এটি রূহানী শাখা বিস্তার ও করেছিল যা প্রজ্ঞার বাক্য দ্বারা একত্রে মিলিত হয়েছিল।

পথ এবং রথ সম্বন্ধে প্রজ্ঞার বাক্য

প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে প্রেরিত ফিলিপের তবলিগ থেকে আমরা এই উদাহরণটি নিয়েছি, যাকে পরবর্তী সময় সুসমাচার তবলিগকারী ফিলিপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। রূহানী ক্ষেত্রের এই উদাহরণটি মাছ ধরার জাগতিক ঘটনায় ঈসা তাঁর সাহাবীদের যে কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে।

> *পরে প্রভুর একজন ফেরেশতা ফিলিপকে এই কথা বললেন, "উঠ, দক্ষিণ দিকে, যে পথ জেরুশালেম থেকে গাজার দিকে নেমে গেছে, সেই পথে যাও।" সেই পথটি ছিল মরুভূমির মধ্যে। তাতে তিনি উঠে গমন করলেন। আর দেখ, সেখানে ইথিওপিয়া দেশের এক কর্মকর্তা ছিলেন, ইথিয়পীয়দের কান্দাকি রাণীর অধীন উচ্চপদস্থ এক জন নপুংসক এবং রাণীর সমস্ত ধনকোষের নেতা ছিলেন। তিনি এবাদত করার জন্য জেরুশালেমে এসে ছিলেন; পরে ফিরে যাচ্ছিলেন এবং তার রথে বসে ইশাইয়া নবীর কিতাব পাঠ করছিলেন। তখন পাক-রূহ্ ফিলিপকে বললেন, "ঐ রথের কাছে যাও ও তার সঙ্গে সঙ্গে চল।" তাতে ফিলিপ দৌড়ে কাছে গিয়ে শুনলেন, তিনি ঈসাইয়া নবীর কিতাব পাঠ করছেন। ফিলিপ বললেন, "আপনি যা পাঠ করছেন, তা কি বুঝতে পারছেন?"*
>
> প্রেরিত ৮:২৬-৩০)।

এই ঘটনার পটভূমি বলা প্রয়োজন। এই ফিলিপ সামেরিয়ার লোকদের

BACIB
International Bible CHURCH

মধ্যে আল্লাহ্‌র পরাক্রমশালী কাজ প্রকাশ করেছিলেন। ফিলিপের কথা শুনে অনেক লোক ঈসাকে গ্রহণ করল, তারা তাঁর আশ্চর্য কাজ দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর এবং তাঁর চিহ্ন কাজগুলো দেখে তাঁর কথা মন দিয়ে শুনলো। হঠাৎ একজন ফেরেশতা একটা বার্তা নিয়ে এলেন, "যে পথ জেরুশালেম থেকে গাজার দিকে নেমে গেছে, সেই পথে যাও। এই প্রশস্ত পথটি মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল। এটি মরুভূমির মধ্যে প্রশস্ত পথ। এই মরুভূমিতে কোন জন সমাবেশ ছিল না এবং দৃশ্যত কোন লোকের কাছে তবলিগ করার মত কেউ ছিলও না। তাহলে সেখানে যাবার উদ্দেশ্য কি ছিল? তবুও ফিলিপ কোন প্রশ্ন করেন নি বা আপত্তি করেন নি, এবং তিনি সেই কথার বাধ্য হলেন। আর এভাবে তিনি যখন মরুভূমির পথে এলেন, ঐ সময় রথে চড়ে আসা একজন নপুংসকের দেখা পেলেন। এই নপুংসক ছিলেন ইথিওপিয়া দেশের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। এছাড়া তিনি ছিলেন ইহুদী ধর্মে দিক্ষীত একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি। তিনি জেরুশালেম এবাদত করতে এসেছিলেন এবং তিনি তার নিজ দেশে ফিরে যাবার সময় রথে বসে জোরে জোরে নবী ইশাইয়া কিতাব থেকে পাঠ করছিলেন।

একটি প্রজ্ঞার বাক্য কোন এক জনের হৃদয় আল্লাহ্‌র জন্য খুলে দিতে পারে।

পাক-রূহ্ ফিলিপকে বললেন যেন তিনি রথের কাছে যান এবং রথের সঙ্গে চলেন। ফিলিপ খোদায়ী নির্দেশ পেয়েছিলেন। এই নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ্ ফিলিপকে ঐ লোকটির নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইলে, তিনি চাইলেন যেন ফিলিপ যে কথা বলবেন তা ঐ নপুংসক শুনতে পান। সমস্ত ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল এবং এই নপুংসক ইশাইয়া নবীর কিতাবের তিপ্পান্ন অধ্যায় থেকে যা পাঠ করেছিলেন সেই সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্খিত ছিলেন, এই ইশাইয়া নবী ঈসা মসীহের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর ফিলিপ নাজাতের উপায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফিলিপ সম্পর্কে এই ঘটনাটি আমাকে একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। একজন ভদ্র মহিলার জীবনে এই ঘটনা ঘটেছিল, যাকে আমি খুব ভাল করে চিনতাম। তিনি আটলান্টা এয়ারপোর্টে বসে ছিলেন। তখন তিনি এমন এক যুবককে দেখলেন যাকে আমরা কথ্য ভাষায় হিপ্পি বলে থাকি। তিনি একটা উজ্জল বেগুনে রংয়ের পোষাক পরে ছিলেন। ঐ ভদ্রমহিলা মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন

এবং ফিলিপ নপুংসককে যে কথাগুলো বলেছিলেন, "আপনি যা পাঠ করেছেন তা কি বুঝতে পারছেন?" সেই কথাটি যুবকটিকে বলতে চাইলেন। তিনি কিছু সময় ধরে তার এই উত্তেজিত মনোভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, এরপর তিনি চিন্তা করলেন, এটা করা বোকামী হবে। অবশেষে তিনি পাক-রূহের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন এবং যুবকটিকে বললেন, *"তুমি যা পড়েছো তা কি বুঝতে পারছো?"*

যুবকটি ঐ সময় কোন কিছু পড়ে ছিলেন না। কিন্তু তার এই প্রশ্ন তাদের মধ্যে আলাপ করার সুযোগ এনে দিল। যুবকটি ইংল্যান্ড থেকে এসেছে। তার বাবা মা অনেক সম্পদশালী এবং অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু এই যুবক জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে যা মেকি নয় বা অস্পষ্ট ও ভাসাভাসা নয় এমন কিছু খুঁজতে গিয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। এরপর সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। সে একদল হিপ্পির দেখা পেল এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হল। সে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে এবং তাদের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করল। সে সিদ্ধান্ত নিল কোন স্থান থেকে সে কোন কিছু গ্রহণ করবেনা। সে চাইল কিছু দিন যেন মরুভূমিতে গিয়ে বাস করে, কার্যত সেখানে কিছুই করতে না পারলেও জীবনের অপরিহার্যতা জানতে চেষ্টা করবে। সে তার সঙ্গে করে ইঞ্জিল শরীফ ছাড়া পড়বার জন্য অন্য কোন বই সাথে নেয় নি। সে দেশের বাইরে থাকার সময় ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করতে লাগল। যদিও আন্তরিকভাবে সত্য খোঁজার আকাঙ্খা নিয়ে ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করছিল কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যে কি আছে সে তা বুঝতে পারছিল না তবুও সে ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করে যাচ্ছিল এবং তা তার মধ্যে এমন প্রভাব ফেলল যে সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে বাড়ি ফিরে যাবে এবং তার বাবা মায়ের সঙ্গে পুর্নমিলিত হবে। তার পরিস্কার পোষাক বলতে কেবল ছিল তার এই বেগুনী রঙ্গের পোষাকটি। তাই আটলান্টা বিমানবন্দরে তার সেই বেগুনী পোষাকটি পড়ে বিমানে চড়ে নিউ ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তখনও সে জীবনের অর্থ খুঁজছিল।

যেহেতু ভদ্র মহিলাটি প্রশ্ন করেছিলেন যে, সে যা পড়েছে তা বুঝতে পারছে কি না, তাই অবশেষে যুবকটি সব কিছু খুলে বললো। ইঞ্জিল শরীফ বুঝতে পারার জন্য তাকে যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে তার সবই সে ভদ্র মহিলাকে জানালো। তিনি বিস্তারিতভাবে নাজাতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে যুবকটিকে ব্যাখ্যা করে শোনাতে সক্ষম হলেন। এটি ঠিক প্রেরিত কিতাবের ঘটনার মত একটি ঘটনা ছিল। প্রজ্ঞার বাক্যের ফল একই রকম ছিল। যুবকটি তার হৃদয় খুলে দিয়েছিল। আটলান্টা বিমান বন্দরের সমস্ত লোকের মধ্য থেকে একজন মানুষের ঐ মুহূর্তে কাছে আসা খুব

BACIB
International Bible CHURCH

প্রয়োজন ছিল। স্বাভাবিক ভাবে জানা সম্ভব ছিল না যে, কে সেই ব্যক্তি। কিন্তু প্রজ্ঞার নির্দেশমূলক বাক্যের মাধ্যমে এই ভদ্রমহিলা সঠিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার জন্য চালিত হয়েছিলেন।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ নাজাত দিতে চান তার সম্বন্ধে প্রজ্ঞার বাক্য

প্রেরিত ১৪ অধ্যায়ে আর একটি উদাহরণ আমাদের দেখায় যে কখন এবং কোথায় তবলিগ করতে যেতে হবে এ সম্পর্কে প্রভুর পরিচর্যাকারীরা এই প্রজ্ঞার দান অধিক পরিমানে ব্যবহারের জন্য নির্দেশ পেয়েছিলেন। কর্ণীলিয় নামে একজন রোমীয় শতপতি, যিনি সিজারিয়াতে বাস করতেন, তিনি আল্লাহ্ ভক্ত ছিলেন। তিনি ফেরেশতার কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন, পিতরকে ডেকে আনার। তখন কর্ণীলিয়ের পাঠানো লোকেরা যাফোর দিকে যাচ্ছিলেন,

তখন পিতর অনুমান দুপুরের সময় মুনাজাত করার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। তখন তার খুব খিদে পেয়েছিল, তার আহার করার ইচ্ছা হল; কিন্তু লোকেরা খাদ্য প্রস্তুত করছে, এমন সময় তিনি তন্দ্রার মত অবস্থায় ছিলেন। আর দেখলেন, আসমান খুলে গেছে একখানা বড় চাদরের মত কোন পাত্র নেমে আসছে, তা চারকোনে ধরে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; আর তার মধ্যে দুনিয়ার সব রকমের চতুষ্পদ ও সরীসৃপ এবং আসমানের পাখি আছে। পরে তার প্রতি এই বাণী হল, "উঠ, পিতর, মেরে ভোজন কর।" কিন্তু পিতর বললেন, প্রভু এমন না হোক; আমি কখনও কোন নাপাক দ্রব্য ভোজন করি নি।" তখন দ্বিতীয়বার তার প্রতি এই বাণী হল, "আল্লাহ্ যা পাক-পবিত্র করেছেন, তুমি তা নাপাক বলো না।" এ রকম তিনবার হল, পরে তৎক্ষণাৎ ঐ পাত্র আসমানে তুলে নেওয়া হল।

(প্রেরিত ১০:৯-১৬)

পিতর তার নিজের ইচ্ছা, প্রবণতা, পটভূমি এবং তার প্রশিক্ষণের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দ্বারা চালিত হলেন, যেন তিনি একজন অ-ইহুদীর গৃহে যান এবং তার কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেন। কার্ণীনিয়ের গৃহে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি বললেন, *"আপনারাতো জানেন, ইহুদী নয়, এমন কোন লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া কিংবা তার কাছে আসা ইহুদী লোকের পক্ষে আইন সম্মত নয়, কিন্তু আমাকে আল্লাহ্ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে নাপাক কিংবা অপবিত্র বা উচিত নয়।"*

এই রূহানী অন্তদৃষ্টি এবং কর্ণীলিয়ের পাঠানো লোকদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য

পিতরের রাজী হওয়ার বিষয়টি ছিল আল্লাহ্ পিতরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করার ফল। পিতর যখন কর্ণীলিয় এবং তার জ্ঞাতিদের, আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কথা বলছিলেন, তখন উপস্থিত সকলের উপরে পাক-রূহ্ নেমে আসলেন। লোকেরা নানা ভাষায় কথা বলতে লাগলেন এবং আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করতে লাগলেন। এতে দারুন একটি ফল বয়ে এনেছিল, ঈসা মসীহের মন্ডলীর নতুন সংযোজন হল। কিন্তু পিতর মুনাজাতের সময় দর্শনে আল্লাহ্র কাছ থেকে যে নির্দেশ পেয়েছিলেন, সেই রূহানী প্রজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য এই কাজটি করা খুব সহজ হয়েছিল।

শরীয়ত বনাম অনুগ্রহ সম্পর্কে প্রজ্ঞার বাক্য

প্রেরিত ১৫ অধ্যায় উল্লেখ রয়েছে, একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যার বিতর্কের জন্য জেরুশালেমের সমস্ত মন্ডলী সমবেত হয়েছিল। অ-ইহুদীরা যারা ঈসাকে গ্রহণ করেছিলো, যারা মন্ডলীতে ব্যাপকভাবে যুক্ত হতে শুরু করেছিল, তাদের জন্য কি করা আবশ্যক?

পরে এহুদিয়া থেকে কয়েকজন লোক এসে ভাইদেরকে শিক্ষা দিতে লাগল যে,

"তোমরা যদি মূসার শরিয়ত অনুসারে নিজেদের সুন্নত না করাও, তবে নাজাত পেতে পারবে না।" আর তাদের সঙ্গে পৌলের ও বার্নাবাসের অনেক বাকযুদ্ধ ও বাদানুবাদ হলে পর ভাইয়েরা স্থির করলেন, সেই তর্কের মিমাংসা করার জন্য পৌল ও বার্নাবাস এবং তাদের মধ্যে আরও কয়েকজন, জেরুশালেমে প্রেরিতদের ----- পরে তারা জেরুশালেমে উপস্থিত হলে পর মন্ডলী, প্রেরিতরা ও প্রাচীনবর্গেরা তাদের গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে যেসব কাজ করেছিলেন, তারা সেই সব বর্ণনা করলেন। কিন্তু ফরীশী দলের কয়েকজন ঈমানদার উঠে বলতে লাগল, "সেই লোকদের খৎনা করা এবং মুসার শরীয়ত পালনের হুকুম দেওয়া আবশ্যক।" পরে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রেরিতরা ও পাচীন বর্গেরা সমবেত হলেন। আর অনেক বাদানুবাদ হলে...

(প্রেরিত ১৫:১-২, ৪-৭)।

পৌল এবং বার্নাবাস তাদের প্রথম তবলিগ যাত্রায় অ-ইহুদীদের মধ্যে আশ্চর্য ফল দেখতে পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাদের মধ্যে অলৌকিক ভাবে কাজ

করেছিলেন এবং সেখানে অনেক কুদরতি কাজ সাধিত হয়েছিল, অনেকে আরোগ্য লাভ করেছিল এবং ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছিল। এরপর যখন তারা এই সব সংবাদ নিয়ে জেরুশালেমে ফিরে আসলেন, তখন কিছু ইহুদী যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছিল, যারা ফরীশী দলের কয়েকজন ঈমানদার বললো বাস্তবিক, "যদি এই সব অ-ইহুদীরা ঈসায়ী ধর্মে দিক্ষীত হতে চায়, তাহলে তাদের মূসার শরীয়ত পালন করতে হবে এবং খৎনা করতে হবে।" সিদ্ধান্ত এই রকম হবে, অ-ইহুদীরা যারা ঈসীয় ধর্মে দিক্ষিত হয়েছে এবং মন্ডলীতে যুক্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করা হবে, এতে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে নাজাতের প্রকৃতির মৌলিক প্রশ্ন জড়িত ছিল।

প্রজ্ঞার বাক্য জ্ঞানের বাক্যের সংগে হাতে হাত রেখে চলে।

তারা প্রথমে পিতরের কথা শুনলো, যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অলৌকিক ভাবে নির্দেশ পেয়ে যখন কর্ণীলিয়াসের গৃহে গিয়েছিলেন তখন কি ঘটেছিল সে কথা তাদের মনে করিয়ে দিলেন:

আর আল্লাহ্‌ যিনি অন্তঃকরণ জানেন, তিনি তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমাদেরকে যেমন, তেমন তাদেরকেও পাক-রূহ্‌ দান করেছেন এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নি, ঈমান দ্বারাই তাদের অন্তর পাক-পবিত্র করেছেন এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নি, ঈমান দ্বারাই তাদের অন্তর পাক-পবিত্র করেছেন।

(প্রেরিত ১৫:৮-৯)

এরপর আমরা পড়ি, "তখন সমস্ত লোক নীরব হয়ে রইলো, আর বার্নাবাসে ও পৌলের দ্বারা অ-ইহুদীদের মধ্যে আল্লাহ্‌ কি চিহ্ন কাজ ও অদ্ভুদ লক্ষণ সাধন করেছেন, তা তাদের কাছেই শুনতে লাগল" (আয়াত ১২)। অন্য কথায় পৌল ও বার্নাবাস বলেছিলেন, অ-ইহুদীদের কাছে তবলিগ করার সময় আল্লাহ্‌ তাঁর অলৌকিক সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ যা করেছেন আপনারা তা বাঁধা দিতে পারেন না। এতে অবশ্য তাদের প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

তাদের কথা শেষ হলে পর ইয়াকুব জবাবে বললেন,

"হে ভাইয়েরা আমার কথা শোন। আল্লাহ্‌ তাঁর নামের জন্য অ-ইহুদীদের

মধ্য থেকে এক দল লোক গ্রহণ করবার জন্য কিভাবে প্রথমে তাদের তত্ত্ব নিয়েছিলেন তা শিমোন বর্ণনা করেছেন। আর নবীদের কালাম তার সঙ্গে মিলে, যেমন লেখা আছে, 'এর পরে আমি ফিরে আসবো, দাউদের পরে যাওয়া কুটির পুনরায় গাঁথব, আর তা পুনরায় স্থাপন করবো, যেন অবশিষ্ট্য লোকেরা প্রভুর খোঁজ করে, আর যে জাতিদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, তারা সকলেও করে, প্রভু এই কথা বলেন, তিনি অনেক কাল আগে থেকেই এসব বিষয় জানিয়ে দেন।" (১৩-১৮)

ইয়াকুব প্রজ্ঞার নির্দেশমূলক বাক্য দ্বারা চালিত হয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি যে, তাঁর এই প্রজ্ঞার ভিত্তি ছিল, কিতাবুল মোকাদ্দসের কিতাবের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান (দেখুন আমোস ৯:১১-১২)। তাছাড়া প্রজ্ঞার বাক্য সব সময় আল্লাহ্‌র কালামের জ্ঞানের সঙ্গে একত্রে মিলে চলে। এখানে ইয়াকুবের প্রজ্ঞার বাক্য রয়েছে:

অতএব আমার বিচার এই, অ-ইহুদীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে, তাদেরকে আমরা কষ্ট দেব না, কেবল তাদেরকে লিখে পাঠাবো, যেন তারা মূর্তি সংক্রান্ত নাপাকীতা, জেনা, গলাটিপে মারা প্রাণীর গোশত এবং রক্ত, এসব থেকে পৃথক থাকে।

(প্রেরিত ১৫:১৯-২০)

এই প্রজ্ঞার বাক্য চারটি সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সমবেত মন্ডলী এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হল।

তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা সমস্ত মণ্ডলীর সহযোগে, নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত কোন কোন লোককে, অর্থাৎ বার্শব্বা নামে আখ্যাত এহুদা এবং সীল, ভাইদের মধ্যে অগ্রগণ্য এই দু'জনকে পৌল ও বার্নাবাসের সঙ্গে এন্টিয়কে পাঠাতে ভাল মনে করলেন।

(আয়াত ২২)

বার্তাটি ছিল এই:

কারণ পাক-রূহের এবং আমাদের এই বিষয় ভাল মনে হল, যেন এই কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দিই। ফলে মূর্তির প্রসাদ এবং রক্ত ও গলা টিপে মারা প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া ও জেনা থেকে পৃথক থাকা তোমাদের উচিত; এসব থেকে নিজেদের সযত্নে রক্ষা করলে তোমাদের কুশল হবে। তোমাদের মঙ্গল

BACIB
International Bible CHURCH

হোক। (আয়াত ২৮-২৯)

দেখুন এটি কত আশ্চর্যজনক ছিল। যখন জেরুশালেমে সমস্ত মন্ডলী এই সভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তখন সেখানে নিশ্চয়ই হাজার হাজার ইহুদী ঈমানদাররা সমবেত হয়েছিল। উপস্থিত লোকদের সংখ্যা চিন্তা করুন, যারা এই বিষয়ে তীব্রভাবে বিরোধীতা করেছিল। কোন পক্ষই হার মানতে চায় নি। তথাপি বেহেশতী, প্রজ্ঞার নির্দেশনামূলক বাক্য প্রবেশ করলো এবং এর মিমাংসা করলো। বিরোধীতাকারী দল সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করলো। সেখানে শান্তি, শান্তভাব, একতা প্রতিষ্ঠিত হল এবং রূহানী উন্নতি সাধিত হল। অধ্যায়ে অবশিষ্ট্য অংশে বলা হয়েছে, সুসংবাদ বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রজ্ঞার বাক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটি হল তার সুস্পষ্ট উদাহরণ।

স্থান সম্বন্ধে প্রজ্ঞার বাক্য

প্রজ্ঞার বাক্যের নির্দেশিত তবলিগের সর্বশেষ উদাহরণটি পাওয়া যায় পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রার সময়। পৌল এবং সীল বর্তমানে যা এশিয়া মাইনর হিসাবে পরিচিত, সেই স্থানে গেলেন। পৌল এবং বার্নাবাস তাদের প্রথম তবলিগ যাত্রায় যে সমস্ত এলাকায় তবলিগ করেছিলেন পৌল এবং সীল সেই সব এলাকায় গেলেন। সেখান থেকে তাদের যেখানে যেতে হবে তা জানতে পেরে তারা খুব অবাক হয়েছিল।

প্রজ্ঞার বাক্য দরজা খুলে দিতে পারে ও রূহানী অগ্রগতি সৃষ্টি করতে পারে।

"পাক-রূহ্ পৌল আর তাঁর সংগীদের এশিয়া প্রদেশে তবলিগ করতে দিলেন না। তখন তাঁরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া প্রদেশের সমস্ত জায়গায় গেলেন। পরে মুশিয়ার সীমানায় এসে তাঁরা বিথুনিয়া প্রদেশে যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঈসার রূহ্ তাঁদের যেতে দিলেন না। এজন্য তাঁরা মুশিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রোয়া শহরে চলে গেলেন। রাতের বেলায় পৌল একটা দর্শনে দেখলেন, ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের একজন লোক দাঁড়িয়ে তাঁকে মিনতি করে বলছে, "ম্যাসিডোনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য করুন।" পৌল এই দর্শন দেখবার পর আমরা ম্যাসিডোনিয়াতে যাবার জন্য তখনই প্রস্তুত হলাম, কারণ আমরা বুঝতে পারলাম ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের কাছে মসীহের বিষয়ে সুসংবাদ তবলিগ করবার জন্যই আল্লাহ্ আমাদের ডেকেছেন।" (প্রেরিত ১৬:৬-১০)।

এটি খুব লক্ষ্যণীয়। এশিয় প্রদেশে, যা এশিয় মাইনরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। সেখানে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাক-রূহ্ তাদের বললেন যেন তারা সেখানে না যান। ঈসা তার অনুসারীদের বলেছিলেন, *"তোমরা সারা দুনিয়ায় যাও, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার তবলিগ কর"* (মার্ক ১৬:১৫)। এখানে তারা এশিয়া প্রদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পাক-রূহ্ তাদের সেখানে যেতে নিষেধ করলেন। তখন তারা চিন্তা করলেন, তারা উত্তর দিকের কৃষ্ণ সাগরের পশ্চিম তীরে, বিথুনিয়াতে যাবেন। কিন্তু পাক-রূহ্ তাদের সেখানে যেতে বারণ করলেন। তাদের কি করার ছিল? তারা উত্তর পশ্চিম দিকে যাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ্ দেখলেন যে, তাদের ম্যাসিডোনিয়ায় যেতে হবে। সেখানে তারা আল্লাহ্‌র সক্রিয় কাজ দেখতে পেয়েছিল।

তারা আল্লাহ্‌র এই সক্রিয় কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এর কারণ হল, তারা আল্লাহ্ কতৃক সেখানে যাবার নির্দেশ পেয়েছিলেন। দরজা খুলে গিয়েছিল। লোকদের হৃদয় খুলে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য পথ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, দুইবার বারণ করার বিষয়টি গ্রহণ করার জন্য তাদের অত্যন্ত বাধ্য হতে হয়েছিল, এবং ত্রোয়াতে এটি পাওয়ার জন্য কিছু সময় লেগেছিল। ঐ সময় তারা ঈমানের সঙ্গে চলছিলেন। তারপর একটা দর্শনে একজন মানুষ তাদের বিনতি করে অনুরোধ করলেন যেন তারা ম্যাসিডোনিয়াতে যান, এই ম্যাসিডোনিয়া যা এখানকার গ্রীসের উত্তর অংশে অবস্থিত। এই নির্দেশন এশিয়া মাইনর থেকে মূল ইউরোপের প্রথমবারের মত সুসমাচার বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটি ছিল মন্ডলীর ইতিহাসে অত্যন্ত কঠিন একটি সময়। কিভাবে উনিশ শতকে মন্ডলীর ইতিহাস উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে পৌল এবং সীলের কোন ধারণা ছিল না। তথাপি একটি জায়গা যেখানে সুসমাচার সংরক্ষিত ছিল এবং এর শেষে যেখান থেকে আবার ইউরোপের তবলিগকারীদের উদ্দ্যোগে সংক্ষেপে বলা যায়, প্রজ্ঞার বাক্য কিতাবের জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত এবং যখন এটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে প্রকাশিত হয়, তখন সাধারণত: এই ফলগুলো উৎপন্ন করে, দৃঢ় বিশ্বাস, হৃদয় খুলে যায়, মতৈক্য, দরজা খুলে যায়, এবং রূহানী অগ্রগতি।

সময়ের সদ্ব্যবহার একটি অপরিহার্য বিষয়

প্রজ্ঞা সম্বন্ধে শেষ একটি বিষয় লক্ষ্য করি। পৌল তার দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রার পরে, ইফিষ শহরে গিয়েছিলেন। যেটি ছিল এশিয়া প্রদেশের প্রধান শহর।

BACIB
International Bible CHURCH

সেখানে তিনি তার সমস্ত তবলিগের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ ফল লাভ করেছিলেন। আমাদের এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সময় হচ্ছে অপরিহার্য বিষয়। পৌল এশিয়ায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে যে সময় যেতে চেয়েছিলেন, সেটি সে সময় ছিল না। আমি দেখেছি তবলিগের কার্যক্ষেত্রে লোকদের দ্বারা সঠিক জায়গায় অনুপযুক্ত সময়ে তবলিগের কাজ করতে গিয়ে হাজার হাজার ডলার অপব্যয় করা হয়েছে এবং মূল্যবান জীবন হতাশগ্রস্থ হয়েছে। তাদের বেহেশতী, নির্দেশনামূলক প্রজ্ঞার অভাব ছিল। সোলায়মান সময়ের গুরুত্বকে জোড়ালোভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং অত্যন্ত পরিচিত কথাগুলো লিখেছেন:

> *"সব কিছুর জন্য একটা সময় আছে; আসমানের নীচে প্রত্যেকটি কাজেরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে– জন্মের সময় ও মরণের সময়, বুনবার সময় ও উপ্‌ড়ে ফেলবার সময়, মেরে ফেলবার সময় ও সুস্থ করবার সময়, ভেংগে ফেলবার সময় ও গড়বার সময়।"*
>
> (হেদায়েতকারী ৩:১-৩)

কিভাবে আমরা প্রশ্নের উত্তর দেব, কিভাবে আমরা কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলবো কিভাবে কোন কিছু তৈরি করবো? এটি সময়ের উপর নির্ভর করে। প্রজ্ঞা সম্পর্কিত কোন প্রশ্নে আপনি সবসময় সম্পূর্ণরূপে হ্যাঁ অথবা সম্পূর্ণরূপে "না" বলতে সক্ষম হবেন না। এটি হল নিষ্পত্তিমূলক। কে সঠিক সময় প্রকাশ করেন? পাক-রূহ্। এ ধরনের কাজের জন্য তাঁর অন্যতম প্রধান একটি উপায় হচ্ছে প্রজ্ঞার নির্দেশনামূলক বাক্য।

অধ্যায় ৫

জ্ঞানের বাক্য

জ্ঞানের বাক্যের ব্যাখ্যা

গত অধ্যায়ে আমি পাক-রূহের মাধ্যমে অংশ অংশ করে ভাগ করে দেওয়া আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রজ্ঞার একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে প্রজ্ঞার বাক্যের বর্ণনা করেছি। জ্ঞানের বাক্যের সাদৃশ্যমূলক সংজ্ঞা আছে। এটি পাক-রূহের মাধ্যমে রূহানিকভাবে অংশ অংশ ভাগ করে দেওয়া আল্লাহ্‌র সমস্ত জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র অংশ। *"আর এক জনকে সেই রূহ্ অনুসারে জ্ঞানের বাক্য"* (১ করিন্থীয় ১২:৮)।

প্রজ্ঞার বাক্যের মত রূহানী জ্ঞান, স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণের দ্বারা আসেনি। সরাসরি পাক-রূহের মাধ্যমে এসেছে, এবং তা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। আমি কেবল মাত্র আমার ইচ্ছা ব্যবহার করার দ্বারা জ্ঞানের বাক্য লাভ করতে পারব না। আমার জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে এবং আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এটি গ্রহণ করার জন্য আমার হৃদয় খুলে দিতে পারি, যেন তাঁর হাতে যা আছে তা তিনি প্রদান করেন।

পাক-কিতাবে জ্ঞানের বাক্যের প্রকাশ

আসুন ইঞ্জিল শরীফে কিছু জ্ঞানের বাক্যের উদাহরণ দেখি। আমরা

আবারও ঈসা মসীহের নিজের পরিচর্যার কিছু বিষয় দেখতে শুরু করব, কারণ ঈসা মসীহ্ হলেন একজন নিখুঁত মাপকাঠি।

চরিত্র এবং স্থান সম্বন্ধে জ্ঞানের বাক্য

এই প্রথম উদাহরণের পটভূমি হল এরকম, ফিলিপ নথনেলকে ঈসার সঙ্গে দেখা করার জন্য আহ্বান জানালেন যাঁকে ফিলিপ মসীহ্ বলে অভিহিত করেছিলেন। যখন নথনেল জানতে পারলেন যে, ঈসা নাসরত থেকে এসেছেন, তখন তিনি কার্যতঃ ঐ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হল যে, মসীহ্ ঐ শহর থেকে আসবেন। তাই নথনেল অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মনে, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আরও কঠিন মনোভাব নিয়ে ঈসার কাছে এলেন।

"ঈসা নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখে তাঁর বিষয়ে বললেন, "ঐ দেখ, একজন সত্যিকারের ইসরাইলীয়। তার মনে কোন ছলনা নেই।"

(ইউহোন্না ১:৪৭)

লক্ষ্য করুন, ঈসা তাকে একজন প্রকৃত ইসরাইল হিসাবে অভিহিত করেছেন। কোন যোগ্যতা তাকে প্রকৃত ইসরাইল করেছিল? তার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা বা ছল ছিল না। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ একমত হবেন যে, কোন মানুষের মধ্যে এটি থাকা অত্যন্ত অসাধারণ বিষয় বলে গণ্য হবে। কেন ঈসা এই উক্তি করেছিলেন, আসুন আমরা তা নিয়ে চিন্তা করি। ইসরাইলীয়দের পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসরাইল, যার প্রকৃত নাম ছিল ইয়াকুব। ইয়াকুব নামের অর্থ "অধিকারচ্যুত করে স্থান দখলকারী" বা "প্রবঞ্চক"। মূলত এটি ছিল ইয়াকুবের চরিত্র। তথাপি আল্লাহ্ তার সঙ্গে অনেক বছর ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র মুখোমুখি হলেন, যার ফলে তার নাম পরিবর্তন হয়ে ইসরাইল নাম হয়, যার অর্থ "আল্লাহ্র সঙ্গে যুদ্ধকারী"। এই পরিবর্তনের ভিত্তি হল ইয়াকুবের মধ্যে থাকা অসরলতা। এই কারণে যে কেউ ইসরাইলের নামে অভিহিত হয় তাহলে তার মধ্য থেকে অসরলতা দূর করতে হয়। তাই ঈসা নথনেল সম্পর্কে বলেছিলেন, "ঐ দেখ একজন প্রকৃত ইসরাইল যার অন্তরে ছল নেই।"

নথনেল সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, "আগে আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। তাহলে আপনি কিভাবে বলতে পারলেন যে, আমি এই রকম লোক?"

"জবাবে ঈসা তাকে বললেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে যখন তুমি

সেই ডুমুর গাছটার তলে ছিলে, তখন আমি তোমাকে দেখেছিলাম।" (ইউহোন্না ১:৪৮)। ঈসা তাকে স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন নি, কিন্তু পাক-রূহের দর্শন বা প্রকাশের মাধ্যমে দেখেছিলেন। সম্ভবত নথনেল ডুমুর গাছের নিচে বসে মুনাজাত করছিলেন। কোন বিষয় তাকে বিস্ময়াভীভূত করেছিল, তার একান্ত সময় কি চিন্তা করেছেন, তা সবই ঈসার জানা। এই প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করুন, *"উত্তরে নথনেল তাকে বললেন, 'রব্বি, আপনিই আল্লাহ্র পুত্র, আপনিই ইসরাইলের বাদশাহ্!"* (আয়াত ৪৯)। তিনি খুব দ্রুত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, তার গভীর বিশ্বাস জন্মাল। আমরা প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে যে ফল দেখেছিলাম এই ফল ছিল এই রকম।

আল্লাহ্র সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে মাত্র কিছু অংশ জ্ঞানের বাক্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আমি অনেকবার জ্ঞানের বাক্যের দানের কাজ পর্যবেক্ষণ করেছি এবং লক্ষ্য করেছি এটি সাধারণভাবে এই ফল উৎপন্ন করে। এটি প্রায়ই সুস্থতার কাজে প্রকাশিত হয়। যখন কোন তবলিগকারী কোন লোকের ব্যথার ধরন এবং ব্যথার স্থান সম্পর্কে এবং সাধারণ কোন জ্ঞান ছাড়া অসুস্থতার বিষয় উল্লেখ করতে পারেন তাহলে তা তৎক্ষণাৎ দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করবে। এই জন্য অনেক সময় সুস্থতার কাজে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মাধ্যম হিসেবে জ্ঞানের বাক্য ব্যবহার করা হয়।

ব্যক্তিগত ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের বাক্য

জ্ঞানের বাক্যের দ্বিতীয় উদাহরণ হল, কূয়ার পাশে সামেরীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঈসার সাক্ষাতের অতি পরিচিত ঘটনা। তার কাছে পান করার জন্য পানি চাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি আরম্ভ করেন। সে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা পরস্পর আলাপ করতে লাগলেন। তিনি তাকে জীবন সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন, যা অব্যহতভাবে কূপ থেকে আসুন আমরা এই বিষয়ে তাদের মধ্যে যে আলাপচারিতা হয়েছিল তা দেখি:

"এতে স্ত্রীলোকটি ঈসাকে বলল, "আমাকে তবে সেই পানি দিন যেন আমার পিপাসা না পায় আর পানি তুলতে এখানে আসতে না হয়।" ঈসা তাকে বললেন, "তবে যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে আন।" স্ত্রীলোকটি বলল, "কিন্তু আমার স্বামী নেই।" ঈসা তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ তোমার স্বামী নেই, কারণ এর মধ্যেই তোমার পাঁচজন স্বামী হয়ে গেছে, আর এখন যে তোমার সংগে আছে সে তোমার স্বামী নয়। তুমি

BACIB
International Bible
CHURCH

সত্যি কথাই বলেছ।” তখন স্ত্রীলোকটি ঈসাকে বলল, “আমি এখন বুঝতে পারলাম আপনি একজন নবী। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে এবাদত করতেন, কিন্তু আপনারা বলে থাকেন জেরুজালেমেই লোকদের এবাদত করা উচিত।”

(ইউহোন্না ৪:১৫-১৯)

স্ত্রীলোকটি যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছিল, এমন কোন স্বাভাবিক উপায় নেই যার দ্বারা ঈসা তা অতীতের এই সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। যখন তিনি এই সব কথা বললেন, তার প্রতিরোধ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ল এবং সে বলে উঠলো, “আপনি একজন নবী।”

এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটা ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে আমার। আমি ইংল্যান্ডের লন্ডনে একটি পথ সভায় তবলিগ করছিলাম এবং আমি সামেরিয় স্ত্রীলোক এবং ঈসার দেওয়া জীবন্ত পানি সম্পর্কে তবলিগ করছিলাম। আমি গল্পের মধ্য থেকে এই বিষয়টি বেছে নিয়েছিলাম এবং আমি যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলাম তা হল, যদি আপনি জীবন্ত পানি পেতে চান, তাহলে আপনার জীবন সঠিকভাবে চালিত করুন। এই স্ত্রীলোকটি কিভাবে জীবন্ত পানি চেয়েছিল সেই সম্পর্কে আমি কথা বলেছিলাম। কিন্তু সে এমন একজন লোকের সাথে বাস করছে যে তার নয়, সেই বিষয় নিয়ে সে আলাপ আলোচনা করতে চায় নি। আমি এই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলাম। সেখানে একজন যুবতী মেয়ে ছিলেন, যিনি তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। তিনি এত রেগে গিয়েছিলেন যে, আমাকে প্রায় আক্রমন করার মত অবস্থা হয়েছিল। কুয়ার পাশে বসে ঈসা স্ত্রীলোকটিকে যেভাবে তার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে কথা বলেছিলেন আমি অবশ্য ঠিক সেইভাবে তার সম্পর্কে কথা বলতে চাই নি।

অসাধুতা সম্পর্কে জ্ঞানের বাক্য

যে ব্যক্তি যথার্থভাবে জ্ঞানের বাক্যের দান প্রকাশ করেছিলেন তিনি হলেন প্রেরিত পিতর। তার তবলিগের মধ্যে এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রেরিত ৫ অধ্যায়ে আদি মন্ডলীতে একটি চমকপ্রদ ঘটনার বিষয় দেখতে পাই, যে ঘটনার মধ্য দিয়ে তার এই দান প্রকাশ পেয়েছিল। ঘটনার পটভূমি ছিল এই রকম, এই সময় মন্ডলীর জীবন-যাত্রায়, ঈমানদাররা মন্ডলীর তবলিগ এবং কাজের জন্য

তাদের জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে দিতেন, এবং তা বিক্রি করে যা টাকা পেতেন তার সবই প্রেরিতদের কাছে আনতেন।

“তখন অননিয় নামে একজন লোক ও তার স্ত্রী সাফীরা একটা সম্পত্তি বিক্রি করল। তার স্ত্রীর জানামতেই বিক্রির টাকার কিছু অংশ সে নিজের জন্য রেখে বাকী টাকা সাহাবীদের দিল।”

(প্রেরিত ৫:১-২)

আমি এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে, মূল্যের একটি অংশ না দেওয়া তাদের গুনাহ্ ছিল না। এটি ছিল বিক্রয়ের সব টাকা প্রদান করেছে বলে ভান করা।

“তখন পিতর বললেন, “অননিয়, কি করে শয়তান তোমার মন এমনভাবে অধিকার করল যে, তুমি পাক-রূহের কাছে মিথ্যা কথা বললে এবং জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে দিলে? বিক্রির আগে জমিটা কি তোমারই ছিল না? আর বিক্রির পরেও কি টাকাগুলো তোমার হাতেই ছিল না? তবে তুমি কেন এমন কাজ করবে বলে ঠিক করলে? তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বল নি, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যা কথা বলেছ।” এই কথা শোনামাত্র অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল। এই ঘটনার কথা যারা শুনল তারা সবাই ভীষণ ভয় পেল। পরে যুবকেরা উঠে তার গায়ে কাফন দিয়ে জড়াল এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে দাফন করল। এর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে অননিয়ের স্ত্রী সেখানে আসল, কিন্তু কি ঘটেছে তা সে জানত না। তখন পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বল দেখি, তুমি আর অননিয় সেই জমিটা কি এত টাকাতে বিক্রি করেছিলে?” সে বলল, “জ্বী, এত টাকাতেই।” তখন পিতর তাকে বললেন, “মাবুদের রূহ্‌কে পরীক্ষা করবার জন্য কেন তোমরা একমত হলে? দেখ, যে লোকেরা তোমার স্বামীকে দাফন করেছে তারা দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে, আর তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।” সাফীরা তখনই পিতরের পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। আর ঐ যুবকেরা ভিতরে এসে তাকে মৃত অবস্থায় দেখল এবং তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাফন করল। তখন জামাতের সব লোক এবং অন্য যারা সেই কথা শুনল সবাই ভীষণ ভয় পেল।

(আয়াত ৩-১১)

আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে আমি মহা ভয়ে ভীত হতাম। আমি আপনাদের তা বলব। চিন্তা করে দেখুন কি ক্ষমতা! এই দুইজন লোক যথার্থভাবে পাক-রূহের রূহানী জ্ঞানের উপস্থিতির মধ্যে বাস করতে পারে নি। বর্তমানে কত জন

BACIB
International Bible
CHURCH

আছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে যা করেন তার চেয়ে আরও ভাল করেন বলে দেখাবার ভান করে এবং আরও ভাল কিছু দেবার ভান করার দ্বারা আল্লাহ্‌কে ঠকাবার চেষ্টা করছেন?

এটি ছিল আল্লাহ্‌র সতর্কতামূলক বিচার। এর মানে এই নয় যে, তিনি প্রত্যেক কপটিদের সঙ্গে একই রকম আচরণ করবেন, কিন্তু এটি দেখায় যে, কপটতা সম্পর্কে আল্লাহ্ কি চিন্তা করেন। তিনি তার মত পরিবর্তন করেন না, যদিও কপটতা সম্পর্কে তার আচরণ পদ্ধতি সব সময় একই রকম নয়। বাস্তবিক এটিই একমাত্র উপায় যার মধ্য দিয়ে মন্ডলী পাক-পবিত্র থাকতে পারে। কিছু কিছু মন্ডলী তারা যা বিশ্বাস করে তার মৌলিক বিবৃতি রয়েছে এবং তারা চায় লোকেরা যেন তাদের এটি গ্রহণ করার বিষয়টি স্বীকার করে। অননিয় এবং সাক্ষীরা সম্ভবত প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমিন বলেছিল। তথাপি এখানে এমন কিছু বিষয় ছিল যা তারা উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা মিথ্যা কথা বলেছিল, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অলৌকিক জ্ঞান তা প্রকাশ করেছিল। পিতর যা জানতে পারেন নি তার মধ্যে থাকা পাক-রূহ্ তা জেনেছিলেন। তিনি প্রকৃত কথাটি বলেছিলেন, "তুমি আমার কাছে মিথ্যা বললে তা নয় কিন্তু তুমি পাক-রূহের কাছে মিথ্যে বললে।" কিতাবুল মোকাদ্দস বলে, *"আর তার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তার চোখের সম্মুখে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত্ত রয়েছে, যার কাছে আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে।"* (ইবরানী ৪:১৩)। মন্ডলীর অধিকাংশ সদস্যদের সমস্যা হল তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। তারা মনে করে তাদের সম্পর্ক মন্ডলীর বোর্ডের সঙ্গে, যেমন ডিকন অথবা ইমাম। কোন কোন সময় হয়তো কোন তবলিগকারী আপনাকে প্রতারিত করতে পারেন। তথাপি এমন একজন আছেন যিনি প্রতারণা করেন না, তিনি আমাদের মধ্যে নন, কিন্তু তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ্।

একটি প্রজ্ঞার বাক্যের মধ্যেও একটি জ্ঞানের বাক্য অর্ন্তভুক্ত হতে পারে।

মনোনীত পরিচর্যাকারী সম্বন্ধে জ্ঞানের বাক্য

প্রেরিত ৯ অধ্যায়ে আমরা আর একটি জ্ঞানের বাক্যের উদাহরণ দেখতে পাই। তার্ষ নগরের শৌল দামেস্কের পথে যাচ্ছিলেন, যেন ঐ নগরে যারা ঈসার উপর ঈমান এনেছে তাদের বন্দী করতে এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন। শৌল যখন এভাবে যেতে যেতে দামেস্কের কাছাকাছি এলেন তখন প্রভু ঈসা উজ্জ্বল আলো দিয়ে তাকে রাস্তার উপর থামিয়ে দিলেন। এরপর তিনি নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করলেন। তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন এবং তার হাত ধরে শহরে নিয়ে যাওয়া হল।

অননীয় নামে একজন ঈমানদার দামেস্ক বাস করতেন। তিনি প্রেরিত ছিলেন না, এবং তিনি কোন তবলিগকারী ছিলেন না। কিতাবুল মোকাদ্দস তাকে কেবল *"সাহাবী"* বলে অভিহিত করেছে (প্রেরিত ৯:১০)। কিছু কিছু লোক একথা বিশ্বাস করে না যে, তবলিগকারী, মিশনারী এবং অন্য ঈসায়ী নেতাদের ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্ দান দিয়ে থাকেন এবং যে কারো কাছে তা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ অননিয় নামে এই সাহাবীকে জ্ঞানের বাক্য দান করেছেন।

> *"দামেস্ক শহরে অননিয় নামে একজন উম্মত ছিলেন। প্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "অননিয়।" জবাবে তিনি বললেন, "প্রভু, এই যে আমি।" প্রভু তাঁকে বললেন, "সোজা নামে যে রাস্তাটা আছে তুমি সেই রাস্তায় যাও। সেখানে এহুদার বাড়ীতে শৌল বলে তার্ষ শহরের একজন লোকের তালাশ কর। সে মুনাজাত করছে এবং দর্শনে দেখেছে যে, অননিয় নামে একজন লোক এসে তার গায়ে হাত রেখেছে যেন সে আবার দেখতে পায়।"*
>
> (আয়াত ১০-১২)

অননিয়কে শৌলের প্রকৃত নাম এবং ঠিকানা জানানো হয়েছিল এবং শৌল দর্শনে কি দেখেছিলেন তা জানতে সক্ষম হয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন যে জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন তা প্রজ্ঞার নির্দেশনামূলক বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যদি অননিয় শৌলের কাছে যান এবং তার উপর হাত রাখেন তাহলে তিনি দৃষ্টি ফিরে পাবেন।

প্রথমে অননিয় যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি প্রভুর কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে, এই লোকটি দামেস্কে এসেছে ঈসীয়দের নির্যাতন করার জন্য। কিন্তু প্রভু তাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বললেন যে, *"তুমি যাও, কেননা জাতিদের ও বাদশাহ্‌দের এবং বনি-ইসরাইলদের কাছে আমার নাম বহন করার জন্য আমি তোমাকে মনোনীত করেছি"* (প্রেরিত ৯:১৫)। পৌলের ঈসা মসীহের উপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনার বিষয়টি ছিল তার বাধ্যতার ফল। সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এটি ছিল মন্ডলীর জন্য আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা। কারণ অননিয় শৌলের কাছে যেতে পেরেছিলেন

BACIB International Bible CHURCH

এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা বলেছিলেন, "ভাই শৌল, যিনি তোমার আসার পথে, তোমাকে দর্শন দিলেন তিনি প্রভু ঈসা। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন" (আয়াত ১৭)। সত্যের প্রতি শৌলের হৃদয় খুলে গেল। শৌল প্রেরিত পৌলে পরিণত হলেন, যিনি অ-ইহুদী জগতে অনেক তবলিগকার্য করেছেন এবং ইঞ্জিল শরীফের বিশাল অংশ লিখেছেন।

নিশ্চিতকরণের জন্য জ্ঞানের বাক্য

এর আগের অধ্যায়ে প্রেরিত ১০ অধ্যায়ের একটি অংশে প্রজ্ঞার বাক্যের একটি উদাহরণের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করেছিলাম। পিতর দর্শনের মাধ্যমে সিজারিয়াদের অ-ইহুদীদের কাছে তবলিগ করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন এই প্রজ্ঞা, জ্ঞানের বাক্যের অনুসরণ করেছিল। আমি এভাবে বলেছিলাম, এই দান দুইটি প্রায়ই এক সঙ্গে কাজ করে। এরপর পিতর আর একটি দর্শন পেয়েছিলেন, সিজারিয়ার কর্ণীলিয়াসের বাড়ি থেকে লোকেরা দরজার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং দরজায় করাঘাত করছে। পিতর তখন উপরের কুঠোরিতে ছিলেন, যেখানে তিনি মুনাজাত করছিলেন এবং দর্শন নিয়ে চিন্তা করছিলেন। আমরা পড়ি,

জ্ঞানের বাক্য আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করতে, নিশ্চিত করতে, ও প্রস্তুত করতে পারে।

"পিতর তখনও দর্শনের কথা ভাবছিলেন, এমন সময় পাক-রূহ্ তাঁকে বললেন, "দেখ, তিনজন লোক তোমার তালাশ করছে। উঠে নীচে যাও। কোন সন্দেহ না করে তাদের সংগে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।" তখন পিতর নেমে এসে সেই লোকদের বললেন, "আপনারা যার তালাশ করছেন আমিই সেই লোক। আপনারা কেন এসেছেন?"

প্রেরিত ১০:১৯-২১ আয়াত

এর আগে পিতর পাক-রূহের মাধ্যমে স্বাভাবিক উপায়ে জেনেছিলেন যে, লোকেরা কোথায় আছে অথবা কে তাদের পাঠিয়েছেন। এর আগে তিনি যে দর্শন পেয়েছিলেন তা নিশ্চিতকরণ হিসাবে এই জ্ঞানের বাক্য কাজ করেছিল। এই বিষয়ে আল্লাহ্ পিতরের উপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করেছিলেন যেন তিনি সেখানে যান এবং কর্ণীলিয়াসের কাছে তবলিগ করেন। কারণ অ-ইহুদীদের ঘরে যাওয়া বিষয়টি ছিল

তার সম্পূর্ণ স্বভাবের, তার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দীক্ষা এবং তিনি যা লালন করেছিলেন তার বিপরীত। এই কারণে প্রজ্ঞার বাক্য জ্ঞানের বাক্যকে অনুসরণ করেছিল এবং প্রজ্ঞার বাক্যের নিশ্চিতকরণ হিসাবে জ্ঞানের বাক্য কাজ করেছিল, যা এর আগে দেওয়া হয়েছিল।

আমার স্ত্রী লিডিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার আগে জেরুশালেমে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন। সেখানে আরবীয় ও ইহুদীদের মধ্যে দাংগা এবং যুদ্ধ চলছিল এবং আল্লাহ্ তার কাছে মহা বিপদের পরিস্থিতি প্রকাশ করলেন। রাতের বেলা তিনি একটি দর্শন পেলেন। তিনি দেখলেন, সিড়ির নিচের ধাপের উপর রক্ত রয়েছে যা তার সামনের দরজা থেকে নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন– যে মেয়েটি পরে আমাদের পালিত কন্যা হয়েছিল– এবং তিনি তাকে এই রক্তের ছোট ডোবার উপর তুলে ধরেছিলেন, যেখানে একজন লোককে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি দর্শনে যখন এই বিষয়টি দেখলেন, তখন তিনি মুনাজাত করতে লাগলেন, "প্রভু, আমি জানি কি ঘটতে যাচ্ছে। যদি এই অবস্থার মধ্যে আমাকে চলতে হয়, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে থেকো এবং আমাদের রক্ষা করো।" প্রায় দুই দিন পর, তিনি দর্শনে যা দেখেছিলেন তা ঘটেছিল, কিন্তু তারা নিরাপদে ছিলেন। এই রকম নিশ্চিতকরণ একজন ঈমানদার বুঝতে সাহায্য করে যে, আল্লাহ্ আগে থেকেই পরিস্থিতি সম্পর্কে জানেন এবং তিনি তাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তাদের নিরাপদে চালিত করেন।

প্রস্তুতির জন্য জ্ঞানের বাক্য

প্রেরিত ২০ অধ্যায়ে দেখতে পাই, পৌল যখন জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ইফিষ মন্ডলীর নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, কয়েকজন ঈমানদার সেখানে যেতে বারণ করেছেন কারণ তারা তাঁর সম্পর্কে পাক-রূহের কাছ থেকে জ্ঞানের বাক্য পেয়েছেন। পৌল তাদের বলেছে,

"এখন আমি পাক-রূহের বাধ্য হয়ে জেরুজালেমে যাচ্ছি। সেখানে আমার উপর কি ঘটবে তা আমি জানি না। আমি কেবল এই কথা জানি, পাক-রূহ্ প্রত্যেক শহরে আমাকে এই কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাকে জেল খাটতে ও কষ্ট পেতে হবে।" (প্রেরিত ২০:২২-২৩)

আমরা বিস্তারিত জানি না, কিন্তু প্রত্যেক শহরে, যেখানে পৌল ঈমানদারদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সেখানে পাক-রূহ্ পৌলকে সতর্ক করে

বলেছিলেন যে, জেরুশালেমে তার জন্য, "জেল খাটতে ও কষ্ট পেতে হবে।"

আমি যখন পূর্ব আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর ডেনমার্কে তবলিগ করছিলাম, তখন আমি একটি সুনির্দিষ্ট বাণী পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রভু আমাকে এটি দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে, ফসল কাটার সময় কাছে এসে গেছে আর এখনই সেই ফসল কাটার সময়। সপ্তাহ শেষে আমি এটি তিন বা চারটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সভায় তবলিগ করছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, প্রতিটি ধর্ম সভায় আমার তবলিগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা নানা ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো এবং আমি যে সত্যের বিষয়ে কথা বলেছিলাম তা পাক-রূহের মাধ্যমে ডেনিস ভাষায় অনুবাদ করে সাক্ষ্য দিতে লাগলাম। এই ধর্মসভায় লোকেরা ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের এবং তাদের এক জনের সঙ্গে অন্য জনের সরাসরি কোন যোগাযোগ ছিল না। তথাপি প্রতিটি ধর্মসভায় রূহের দানের মধ্য দিয়ে পাক-রূহ্ সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। আমি চাই যেন আপনিও জানতে পারেন যে এই বর্তমান কালেও এই রকম ঘটছে। পৌল এই ভাবে জেরুশালেমের দিকে যেতে যেতে সিজারিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। এটি ছিল যাত্রার প্রায় শেষ পর্যায়। প্রেরিত ২১ অধ্যায়ে আমরা পড়ি যে, "আগাব নামের একজন নবীর মাধ্যমে পৌল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আর একটি বাণী পেয়েছিলেন। *"আমরা সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকবার পর এহুদিয়া থেকে আগাব নামে একজন নবী আসলেন। তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমর-বাঁধনি খুলে নিলেন এবং তা দিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, "পাক-রূহ্ বলছেন, 'জেরুজালেমের ইহুদীরা এই কোমর-বাঁধনির মালিককে এভাবে বাঁধবে এবং অ-ইহুদীদের হাতে দেবে।'"*

(প্রেরিত ২১:১০-১১)

এখানে একই পঙ্কতির মধ্যে আর একটি জ্ঞানের বাক্য রয়েছে "তোমরা নিজের লোকেরা তোমাকে বাঁধবে এবং তোমার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করে অ-ইহুদী রোমীয়দের হাতে তুলে দেবে।" লক্ষ্য করুন পাক-রূহ্ কত দয়াবান। যদি আমরা আল্লাহ্‌র বন্দী হয়ে থাকি, তাহলে আমরা প্রেমেরও বন্দী। পাক-রূহ্ আগাবকে দিয়ে পৌলের হাত এবং পা বাঁধেন নি কিন্তু তার নিজের হাত এবং পা বাঁধিয়েছিলেন। পৌল এই অবস্থার মধ্যে তিনি প্রবেশ করবেন নাকি করবেন না এটা ছিল তার ইচ্ছা। এটা ছিল তার স্বাধীন ইচ্ছা।

আমি আরও কিছু বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, যা সম্ভবতঃ যদি অ-ইহুদী কৃষ্টি সম্পর্কে খুব ভাল ভাবে জানা না থাকে তাহলে এই বিষয়টি আপনি বুঝতে পারবেন না। একজন ইহুদীর চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা হল আর একজন ইহুদীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অ-ইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়া। অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ ছিল চরম এবং অত্যন্ত নীচ ধরনের কাজ। যখন ঈসাকে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজটি ছিল চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ।

১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি এবং লিডিয়া যখন জেরুশালেমে ছিলাম, সেখানে ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসের কাজ করছিল। তারা ছিল নির্দয়। তারা লোকদের গুলি করে রাস্তায় ফেলে রাখত। কেউ যদি তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করত তাহলে তাদের ধরে মেরে ফেলত। এই বিষয়ে আমি কোন পক্ষালম্বন করি নি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সম্মানিত ইহুদী নাগরিকরা জানতেন যে, এই লোকেরা কারা। কিন্তু এ সম্পর্কে তারা কোন কিছুই বলতেন না। তারা কখনো তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের বৃটিশদের হাতে কিংবা অ-ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়নি। পৌল শুনেছিলেন যে, তার নিজের লোকেরা তাকে রোমীয়দের হাতে তুলে দেবে। এর পটভূমি না জানা পর্যন্ত, এর অর্থ কি ছিল তা আপনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন না।

জেরুশালেমের দিকে যাবার পথে বিভিন্ন সময় পৌলকে এই জ্ঞানের বাক্য দেবার ফল কি ছিল? এটি ছিল তার হৃদয়কে প্রস্তুত করা। একটি প্রবাদ বাক্য আছে, এটি বলে যে, "পূর্ব থেকে সতর্ক করা হল পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া।" তিনি অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার জন্য মানসিক এবং রূহানিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, যা সামনে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল।

জ্ঞানের বাক্যের ফল

তাহলে আসুন, আমরা সংক্ষিপ্ত ফল দেখি যা জ্ঞানের বাক্য দ্বারা বার বার উপস্থাপন করেছে। এর সুস্পষ্ট ফল হল যে, এটি সত্য দৃঢ় বিশ্বাস আনায়ন করে। দ্বিতীয়তঃ অন্য কোন উপায়ের দ্বারা আল্লাহ্ যা আমাদের দেখান তা নিশ্চিত হওয়া। তৃতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থায় যা ঘটবে সেই সম্পর্কে এটি আমাদের প্রস্তুত করে।

BACIB
International Bible CHURCH

অধ্যায় ৬

ভাল-মন্দ চিনে নেবার রূহ্

প্রকাশ করার রূহের দানের শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় হল ভাল-মন্দ চিনে নেবার রূহ্। "আর একজনকে [প্রদান করা হয়] ভাল-মন্দ রূহদের চিনে নেবার শক্তি" (১ করিন্থীয় ১২:১০)। আসুন আমরা সংক্ষেপে বিচারবুদ্ধির অর্থ কি তা চিন্তা করি।

বিচারবুদ্ধির ব্যাখ্যা

"উপলব্ধি করা" শব্দের ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে "বোধশক্তি দ্বারা দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা।" যখন জ্ঞান ঘটনার অংশী হয়, বিচারবুদ্ধি তখন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করে। ফল একই বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অর্থ ভিন্ন।

বিচারবুদ্ধির কাজ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। এক সময় এটি দর্শনের মাধ্যমে হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে আপনি যেখানে কোন কিছু দেখেছেন স্বাভাবিক ভাবে তা সেখানে নেই। আসুন ইঞ্জিল শরীফে এর অত্যন্ত স্পষ্ট উদাহরণ দেখি।

প্রথমত, হযরত ইয়াহিয়া পাক-রূহ্‌কে কবুতরের ন্যায় ঈসার উপর নেমে আসতে দেখেছিলেন। অন্য যে সমস্ত লোক যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা এই বিষয়টি দৃশ্যতঃ দেখতে পায় নি। কিন্তু ইয়াহিয়া রূহানী ভাবে উপলব্ধি করার জ্ঞান লাভ করেছিলেন (দেখুন ইউহোন্না ১:৩২-৩৪)। দ্বিতীয়ত: প্রকাশিত কালামে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রেরিত ইউহোন্না দর্শনে দেখেছিলেন যে, নাগের মুখ, ও পশুর মুখ ও ভন্ড নবীর মুখ থেকে ব্যাঙের মত তিনটি নাপাক-রূহ্ বের হল। আমার অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যারা পশুর আকৃতির মধ্যে বদরূহ্ দেখতে পেয়েছেন,

যেমন শিয়াল, ইদুর, বাদুর এবং ব্যাঙ। আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে, প্রাণীরা স্বয়ং বদরূহ্ কিন্তু কিভাবে এটি প্রকাশ পায় তা বলতে চাইছি। এগুলো হল, স্বাভাবিকভাবে যা নেই লোকদের দৃষ্টিতে তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়ার উদাহরণ।

তথাপি আমি মনে করি, ভাল-মন্দ বিষয় বুঝবার শক্তি সাধারণতঃ এই রকম দর্শনের মধ্য দিয়ে ঈমানদারদের দেওয়া হয় না। এটি সাধারণত স্বাভাবিকভাবে যা আছে তা কোন লোকের দেখার মধ্য দিয়ে আসে। কিন্তু পাক-রূহের জ্ঞানের দ্বারা এটি দেখতে পাওয়া যায়।

এটি হল কিভাবে খুব ঘন ঘন ভাল-মন্দ বিচারের দানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম সেই বিষয়। লোকেরা যেভাবে বাহ্যিকভাবে নিজেদের প্রকাশ করে তা আমি দেখেছি, কিন্তু যে ভাবেই হোক তাদের সম্পর্কে লক্ষ্য করার মত বিষয়ও দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ, আমার একজন খুব ভাল বন্ধু, তিনি খুব চমৎকার একজন মানুষ। তিনি আমার কাছে সাহায্যের জন্য এলেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত কড়া ধূমপায়ী। তিনি এটি খুব অপছন্দ করতেন এবং এর থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নি, তিনি এর দ্বারা মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্য দিয়ে আমি তাকে সব রকম সাহায্য করতে চেষ্টা করলাম এবং সব দিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সাহায্য কোনভাবেই টেকসই হল না। তিনি দুই সপ্তাহের জন্য এর থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু আবার সে সেই অবস্থায় ফিরে গেলেন। একদিন তিনি আমাকে ফোন করে বললেন, "তিনি দেশের অর্ধেক পথ চলে এসেছিলেন। তাই আমি ভাবলাম খুব ভাল ভাবে যদি আমি এর উত্তর পাই। আর বেশি কি করার আছে তা আমার জানা ছিল না। তাই আমি বললাম, "এসো আমরা বাইরে গিয়ে কথাবার্তা বলি।" আমরা বাইরে গিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে বসলাম। তিনি তার ছোট বেলার ঘটনাগুলো বলতে লাগলেন এবং এমন সব বিষয় বললেন যা আমার জানা ছিল না। তিনি তার মায়ের ধর্ম লাভ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন যে তার মধ্য থেকে এমন কিছু বের হয়ে আসছিল, তা আমার দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সংক্ষেপে বললেন, "তুমি আমাকে দেখেছো?" আর আমি এমন কিছু দেখলাম যা আগে কখনও দেখিনি। কারণ স্বাভাবিকভাবে তিনি অত্যন্ত

> **বিচারবুদ্ধি হল উপলব্ধির একটি সরাসরি গঠন যা পাক-রূহ দ্বারা দেওয়া হয়ে থাকে।**

BACIB
International Bible CHURCH

ভদ্র, মার্জিত এবং শিষ্টাচারী মানুষ। তথাপি ছোট বেলা থেকে তার মধ্যে বিদ্রোহের একটা ক্ষুদ্র মন্দ শক্তি কাজ করছিল। ঐ রাতে তার মধ্য থেকে ঐ মন্দ শক্তি দূর হয়ে গেল এবং তার ধূমপানের সমস্যার সমাধান হল। ধূমপান ছিল কেবল গাছের কান্ডের শাখা কিন্তু কান্ড ছিল বিদ্রোহ।

এই জন্য লোকদের উপলব্ধির উপায় দর্শন নয়। তবুও কোন সমস্যা বা কোন অবস্থায় কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন। ভাল-মন্দ বুঝতে পারা এবং পার্থক্য বের করা খুব প্রয়োজনীয় বিষয়। কখনো কখনো এটি অনেক বেশি ভীতিকর হয় এবং একটা সময় আসে যখন এটা জেনে আপনি হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন যে, আপনি যে কোন বিষয়ে আশা করছেন তা আপনি নিজেও জানেন না। এই সব বিষয়ে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

বিচার বুদ্ধির অনুশীলন করা

ইবরানী ৫:১৪ আয়াত বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে যা সমস্ত দান সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে সত্য।

> *"যাদের বয়স হয়েছে কেবল তারাই শক্ত খাবার খেতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামের কঠিন শিক্ষাগুলো বুঝতে পারে। অনেক অভ্যাসের ফলে তারা ভাল-মন্দ বিচার করতে শিখেছে।"*

আমাদের মধ্যে খুব কম লোক আছেন যারা প্রথম অবস্থায় দানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তবুও এই দান সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি এবং কাজ অনুশীলন করতে পারি এবং এর উন্নতি সাধন করতে পারি। কিছু কিছু লোক আছেন যারা যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারেন যে, তার প্রথম বার সঠিক ভাবে কাজ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য আর কিছুই করেন না। পাক-রূহের দানের ব্যবহার সম্পর্কে এটি অনেক ঈমানদারের একটি সমস্যা। তারা মনে করেন যে, যদি তারা ইশাইয়ার মত ভবিষ্যদ্বাণী বলতে না পারে, তাহলে তারা কোন ভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারবেন না। এটি একেবারেই অযৌক্তিক। ইশাইয়া কিভাবে শুরু করেছিলেন তা কে বলতে পারে? বিশেষভাবে বিচারবুদ্ধির উন্নতি সাধন করতে হবে। ইবরানী ৫:১৪ আয়াত ভাল এবং মন্দ বিষয় চিনে নেবার জন্য আপনার জ্ঞান ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। আপনার অব্যাহত ঈসায়ী যাত্রায় পতন ঘটাবার জন্য আপনার চলার পথে শয়তান বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে রেখেছে, যা আল্লাহ্‌র মহিমার কাজ নয়। সরল এবং ভন্ড লোকের মধ্যে কারো পার্থক্য নিরূপন

করা কঠিন হয়ে যায়। আমাদের আল্লাহ্‌ যে প্রচুর পরিমানে বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন তা যথার্থ ভাবে ব্যবহার না করার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতকার্য হয়েছে।

রূহের ভাল-মন্দ বিষয় চিনে নেবার অর্থ

আসুন আমরা রূহের ভাল-মন্দ বিষয় চিনে নেবার সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা করি। প্রথমত এই দান কেবল মাত্র বদরূহ্‌ চিনবার জন্য দেওয়া হয় নি। বিভিন্ন ধরনের রূহ্‌ আছে, আমাদের ঈসায়ী জীবনে আমরা যার সম্মুখিন হয়ে থাকি।

- পাক-রূহ্‌, যিনি আল্লাহ্‌র রূহ্‌
- ভাল ফেরেশতা
- পতিত, বিদ্রোহী ফেরেশতা (শয়তান বা বদরূহ্‌)
- মানবরূহ্‌ (প্রত্যেক মানুষের তার নিজের রূহ্‌ আছে)

দ্বিতীয়তঃ এর আগে আমি এভাবে বলেছিলাম, 'ভাল-মন্দ চিনে নেওয়া শব্দটি হল বহুবচন। আমি মনে করি এর অর্থ হল, প্রতিটি ভাল-মন্দ চিনে নেবার কাজ হল রূহের কাজ। একইভাবে আরোগ্য সাধক দানের এবং কুদরতি কাজের প্রতিটি আরোগ্য সাধক কাজ এবং কুদরতি কাজ হল পাক-রূহের দানের কাজ।

তৃতীয়তঃ ভাল-মন্দ রূহ্‌ চিনে নেবার দান আবার আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনে থাকে। ইচ্ছার দ্বারা, আমরা এটি করতে সক্ষম হব না। Fort Lauderdale সম্মেলনে, মিটিং শেষ হবার পর একজন মহিলা গাঢ় কালো চশমা পড়ে হেঁটে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং এরপর কি ঘটবে তা জানবার জন্য আমি উৎসুক হয়েছিলাম। তিনি তার চশমা খুলে ফেললেন এবং বললেন, "ভাই প্রিন্স, আপনার বিচারবুদ্ধি রয়েছে। আমার চেখের দিকে তাকান এবং আমাকে বলুন, আদৌ আমার মধ্যে কোন বদরূহ্‌ আছে কি না।" আমি বললাম, "বোন, আমি এই ভাবে কাজ করি না। ইচ্ছা করলেই আমি সুইচ চালু করতে পারি না এবং বন্ধ করতে পারি না। কিন্তু যদি আমি তবলিগ করি এবং আমার যদি জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহলে আল্লাহ্‌ আমাকে তা দান করবেন।" তিনি ভেবেছিলেন এটি এক্সরের মত। এটি এ রকম নয়। এটি মানুষের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় না।

যদিও কিতাবুল মোকাদ্দসে ভাল-মন্দ রূহ্‌ চিনে নেবার প্রকাশ রূহের বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী আমি উপরে যে তালিকা দিয়েছি সেই অনুসারে হয়ে থাকে। আসুন

BACIB
International Bible
CHURCH

আমরা ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখিত রূহের ভাল-মন্দ রূহ্ চিনে নেবার দানের কিছু উদাহরণ নিয়ে চিন্তা করি।

পাক-রূহ্ চিনতে পারা কবুতরের আকারে

দর্শনের মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া কিভাবে বিচার বুদ্ধি লাভ করেছিলেন সেই বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সেই দর্শন সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আরও লক্ষ্য করি।

"পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, "ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্ দূর করেন। ... আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি যেন বনি-ইসরাইলদের কাছে প্রকাশিত হন সেজন্য আমি এসে পানিতে তরিকাবন্দী দিচ্ছি।" তারপর ইয়াহিয়া এই সাক্ষ্য দিলেন, "আমি পাক-রূহ্‌কে কবুতরের মত হয়ে আসমান থেকে নেমে এসে তাঁর উপরে থাকতে দেখেছি। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে তরিকাবন্দী দিতে পাঠিয়েছেন তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর উপরে পাক-রূহ্‌কে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই জন যিনি পাক-রূহে তরিকাবন্দী দেবেন।' "

(ইউহোন্না ১:২৯, ৩১-৩৩)

আমি আরও মনে করি, ইয়াহিয়ার কথা থেকে এটি পরিস্কার হয়েছে যে, পাক-রূহ্ কবুতরের মত নেমে আসার বিষয়টি কেবল মাত্র তিনিই দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানে অন্য যে সমস্ত লোক ছিল তাদের কেউ এই দর্শন পান নি। এটি ছিল একটি রূহানী বিচারবুদ্ধি, যা নির্দিষ্টভাবে ইয়াহিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। কারণ তাঁর জন্য এটি প্রয়োজন ছিল। এর মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন, মসীহ্ কে ছিলেন।

আগুনের জিহ্বার মত

প্রেরিত ২ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, পাক-রূহ্ আগুনের জিহ্বার মত মানুষের ইন্দ্রিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। *"সাহাবীরা দেখলেন আগুনের জিভের মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের উপর এসে বসল। তাতে তাঁরা সবাই পাক-রূহে পূর্ণ হলেন এবং সেই রূহ্ যাঁকে যেমন কথা বলবার শক্তি দিলেন সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।"* (আয়াত ৩-৪)। এটি ছিল পাক-রূহ্‌কে রূহানী ভাবে চিনতে পারা। পাক-রূহ্ নিজে আগুনের জিহ্বা ছিল না, কিন্তু এই উপায়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

যখন ঈমানদারগণ একসঙ্গে মিলিত হন, যখন তিনি কাজ করেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি কাজ করেন এবং কিভাবে কাজ করেন, তা জানার জন্য পাক-রূহ্‌কে চিনতে পারা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারার অবস্থায় থাকতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে যে কাজ করে থাকেন সচরাচর আমরা তা বুঝতে ব্যর্থ হব। পাক-রূহের নির্দিষ্ট প্রকাশ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি আমি রূহের আরোগ্য সাধনের কাজ দেখেছি যা একস্থানে শুরু হয়ে পরে সেই কাজ অন্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই রকম সময়ে যে কেউ প্রায় সুস্থ হতে পারত। আর কেউ যদি অন্য কারো জন্য মুনাজাত করতো তাহলে সে সুস্থ হতে পারত। আমি আধা ডজনের দলের সকলকে একই সময়ে মুনাজাত করতে দেখেছি এবং লোকেরা সুস্থতা লাভ করেছিল।

পাক-রূহের চলাচলের বিষয়ে বুঝতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা।

এই সব উপায়ের মাধ্যমে পাক-রূহ্‌কে চিনতে না পারলে, আল্লাহ্ যা করতে চান তা বুঝতে আমরা ভীষণভাবে ব্যর্থ হব। আমাদের মন্ডলীর এবাদতের সময় যে কার্যক্রম তা এই রকম, তিনটি গান গাওয়া, একটি কোরাস, মান্ডলীক ঘোষণা এবং এরপর তবলিগ।

যদি আমরা তাকে গ্রাহ্য না করি, তাহলে তিনি আমাদের জন্য যে সুস্থতার কাজ করতে চান তা পেতে আমরা ব্যর্থ হব। বরতীময়ের কথা মনে করে দেখুন, যে ছিল অন্ধ। সে পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিল। যখন সে জনতার কোলাহল শুনতে পেল তখন সে জানতে চাইল কি ঘটেছে। যখন তাকে বলা হল নাসরতীয় ঈসা এই পথে আসছেন, তখন সে বুঝতে পারল, এখনই সেই সময়। এখনই যদি না হয় তাহলে আর কখনোই এই সময় পাওয়া যাবে না। সে অন্য কারো বাধা মানল না, তাদের কোন কিছুই প্রভুর সঙ্গে তার দেখা করার ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে পারল না (মার্ক ১০:৪৬-৫২)।

একইভাবে একটি সময় আসবে যখন আমরা বুঝতে পারব এটাই হল গ্রহণ করার সময়। আমাদের পাক-রূহ্‌কে চিনতে হবে এবং স্বইচ্ছায় মানুষের পরিকল্পনা, ধারণা, পূর্ব ধারণা বাধা দিয়ে পিছনে সারিতে রাখতে হবে। তা না হলে আমরা তা

BACIB
International Bible CHURCH

গ্রহণ করতে ব্যর্থ হব। যখন বরতীময় সুস্থ হতে চাইল, তখন সমস্ত লোকেরা, যারা ধর্মীয় আচরণ বিধি জানত তারা বলে উঠলো, “থাম! গোলমাল করো না। ঈসাকে বিরক্ত করো না– তিনি খুব ব্যস্ত।” লোকেরা সব সময় তাদের ধর্মীয় আচরণ বিধি দ্বারা আপনাকে এই কথা বলবে যে, সব সময় যে উপায়ে আপনি কাজ করে আসছেন, এর ভিন্ন কোন উপায়ে আপনি সেই কাজ করবেন না। তথাপি আল্লাহ্ আপনার জন্য কি রেখেছেন, তা যদি আপনি জানতে চান, তাহলে তখনই আল্লাহ্ তা করতে বলবেন, আপনাকে তা করতে হবে।

দৃশ্যতঃ আল্লাহ্র রূহ্ বীরত্বপূর্ণ মানুষ, বাদশাহ্ দাউদকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিয়ম-সিন্দুকের সামনে নৃত্য করার জন্য চালিত করেছিলেন। পরে তার স্ত্রী মীখল তার ধর্মীয় ধ্যান ধারণা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে বললেন, “আপনি এই সমস্ত বাঁদীদের সামনে একটা নৃত্যের প্রদর্শনী করেছেন।” দাউদ উত্তরে বললেন, “আমি বাঁদীদের সামনে নৃত্য করি নি। আমি প্রভুর সামনে নৃত্য করেছি। যদি প্রভু আমাকে বলেন তাহলে আমি এর চেয়েও আরো বড় কোন প্রদর্শনী করব।” এইভাবে দাউদকে অবজ্ঞা করার জন্য সমালোচনাকারী মীখলের মরণ কাল পর্যন্ত সন্তান হয় নি (২ শামুয়েল ৬:১৪-১৬, ২০-২৩)। একইভাবে পাক-রূহ্ মানুষের মধ্যে যে কাজ করতে চান সমালোচনার রূহ্ তা প্রত্যাখ্যান করে নিস্ফল করে দেয়। আমাদের পাক-রূহের কাছে উন্মুক্ত থাকতে হবে এবং আমাদের মধ্যে তার কাজ করতে দিতে হবে।

ফেরেশতাদের চিনতে পারা

ইবনুল-ইনসানের উপর দিয়ে ফেরেশতাদের উঠা এবং নামার কথা ঈসা নথনেলকে বললেন, (ইউহোন্না ১:৫০-৫১)। এটি হল ফেরেশতাদের চিনতে পারার উদ্বৃতি।

গেৎশিমানী বাগানে

ঈসা স্বয়ং আল্লাহ্র ফেরেশতাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন। তার তবলিগের শেষের দিকে, ঠিক তার বন্দী হবার এবং তার ক্রুশারোপনের আগে, ঈসা গেৎশিমানী বাগানে মুনাজাত করছিলেন। দুঃসহ মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রনা নিয়ে এভাবে মুনাজাত করছিলেন (লূক ২২:৪৩)। এই বিবরণ থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা-ই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি রূহানী উপলব্ধি দিয়ে ফেরেশতাদের দেখতে পেয়েছিলেন। অন্যরাও সেখানে ছিলেন। কিন্তু তারা তা দেখতে পান নি।

পুনরুত্থানে

ঈসা পুনরুত্থিত হবার পরে, মগ্দলীনী মরিয়ম ফেরেশতাদের দেখতে পেয়েছিলেন, যা প্রেরিত ইউহোন্না এবং প্রেরিত পিতর, দুজনের মধ্যে কেউ দেখতে পান নি।

“সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলায়, অন্ধকার থাকতেই মগ্দলীনী মরিয়ম সেই কবরের কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেজন্য তিনি শিমোন-পিতর আর যে সাহাবীকে ঈসা মহব্বত করতেন সেই সাহাবীদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন, “লোকেরা হুজুরকে কবর থেকে নিয়ে গেছে। তাঁকে কোথায় রেখেছে আমরা তা জানি না।” পিতর আর সেই অন্য সাহাবীটি তখন বের হয়ে কবরের দিকে যেতে লাগলেন। দু'জন একসংগে দৌড়াচ্ছিলেন। অন্য সাহাবীটি পিতরের আগে আগে আরও তাড়াতাড়ি দৌড়ে প্রথমে কবরের কাছে আসলেন, কিন্তু তিনি কবরের ভিতরে গেলেন না। তিনি নীচু হয়ে দেখলেন, ঈসার লাশে যে কাপড়গুলো জড়ানো হয়েছিল সেগুলো পড়ে আছে। শিমোন-পিতরও তাঁর পিছনে পিছনে এসে কবরের ভিতরে ঢুকলেন এবং কাপড়গুলো পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি আরও দেখলেন, তাঁর মাথায় যে রুমালখানা জড়ানো ছিল তা অন্য কাপড়ের সংগে নেই, কিন্তু আলাদা করে এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে। যে সাহাবী প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছেছিলেন তিনিও তখন ভিতরে ঢুকলেন এবং দেখে বিশ্বাস করলেন। মৃত্যু থেকে ঈসার জীবিত হয়ে উঠবার যে দরকার আছে, পাক-কিতাবের সেই কথা তাঁরা আগে বুঝতে পারেন নি। এর পরে সাহাবীরা ঘরে ফিরে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে কবরের ভিতরে চেয়ে দেখলেন, ঈসার লাশ যেখানে শোয়ানো ছিল সেখানে সাদা কাপড় পরা দু'জন ফেরেশতা বসে আছেন– একজন মাথার দিকে আর অন্যজন পায়ের দিকে।

আমরা বিচার-বুদ্ধি দ্বারা এটা বুঝতে পারি যে, ফেরেশতারা আল্লাহর ইচ্ছা পালন করার জন্য আমাদের পরিচর্যা করছেন।

(ইউহোন্না ২০:১-১২)

পিতর এবং ইউহোন্না দুজনেই মসীনার কাপড় এবং রুমাল দেখতে পেয়েছিলেন। এরপর তারা বাড়ি ফিরে যান তারা ফেরেশতাদের দেখতে পান নি,

কিন্তু মরিয়ম দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি রূহানী উপলব্ধি দ্বারা তাদের দেখতে পেয়েছিলেন।

ইসরাইলে শিশু আশ্রমে আমার স্ত্রী লিডিয়া বহু বছর ধরে কাজ করছেন। এটি এমন একটি সময় ছিল যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে ফেরেশতার উপস্থিতি উপলব্ধি করার আকাঙ্খা জাগে, যাদের অন্যরা দেখতে পায় না। একটি ছোট ছেলে খুব অসুস্থ ছিল, এবং আমার স্ত্রী সেবা যত্ন দিয়ে তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন তিনি ছেলেটির সঙ্গে রান্নাঘরে বসে ছিলেন এবং একজন মেয়ে তার মাথা তুলে বললো, "মা, আমি একজন ফেরেশতাকে দেখেছি, তিনি এসে ইউসুফকে নিয়ে গেলেন।" পরদিন, ইউসুফ মারা গেল। আল্লাহ্ এই ছোট মেয়েটিকে দেখিয়েছেন যে, তার সঙ্গে থাকার জন্য ছোট অসুস্থ ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আসছেন।

বিপদসংকুল সমুদ্র যাত্রায়

আমরা প্রেরিত কিতাবে পৌলের জাহাজে করে একজন বন্দী হিসেবে যাত্রার সম্পর্কে পাঠ করি যা ছিল, "ঝড়ের অতিশয় আঘাত" (প্রেরিত ২৭:১৮), এবং মাল্টা দ্বীপের কাছে এসে জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাবার মত হল। পৌল ঝড়ের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্যসব লোকদের বললেন,

> *"কিন্তু এখন আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা মনে সাহস রাখুন, কারণ আপনাদের কেউই মরবেন না; কেবল এই জাহাজখানাই নষ্ট হবে। আমি যাঁর লোক এবং যাঁর এবাদত আমি করি সেই আল্লাহ্‌র একজন ফেরেশতা গত রাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পৌল, ভয় কোরো না। তোমাকে সম্রাট সিজারের সামনে দাঁড়াতে হবে। এই জাহাজে যারা তোমার সংগে যাচ্ছে তাদের সকলের জীবন আল্লাহ্ দয়া করে তোমাকে দান করেছেন।' এজন্য আপনারা মনে সাহস রাখুন। আল্লাহ্‌র উপর আমার এই বিশ্বাস আছে যে, তিনি আমাকে যা বলেছেন তা-ই হবে। তবে আমরা কোন দ্বীপের উপর গিয়ে পড়ব।"* (আয়াত ২২-২৬)

কেবল মাত্র একজন মানুষ, যিনি ফেরেশতাদের সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তিনি হলেন পৌল এবং ফেরেশতাদের কথা ১০০ ভাগ সত্য বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

মানুষের রূহ্ চিনতে পারা

ঈসা এবং নথনেল

এরপর রয়েছে মানুষের রূহ্ চিনতে পারার বিষয়। জ্ঞানের বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে ইতিমধ্যে আমরা ঈসার নথনেলের রূহানী প্রকাশের বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। আসুন আমরা সেই ঘটনার কাছে ফিরে যাই, যা মানুষের রূহ্ চিনতে পারার একই রকম ঘটনার মত। ইউহোন্না ১:৪৭ আয়াতে আমরা পড়ি, *"ঈসা নথনেলকে তার নিজের কাছে আসতে দেখে তার বিষয়ে বললেন, ঐ দেখ একজন প্রকৃত ইসরাইল, যার অন্তরে ছল নেই।"* ঈসা ছলহীন রূহ্ চিনতে পেরেছিলেন।

ঈসা এবং মানুষের অন্তর

ইউহোন্না দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঈসা সম্পর্কে ইঞ্জিল শরীফ কি বলে তা লক্ষ্য করুন।

> *"উদ্ধার-ঈদের সময় ঈসা জেরুজালেমে থেকে যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তা দেখে অনেকেই তাঁর উপর ঈমান আনল। ঈসা কিন্তু তাদের কাছে নিজেকে ধরা দিলেন না, **কারণ তিনি সব মানুষকে জানতেন।** মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের দরকারও তাঁর ছিল না, **কারণ মানুষের মনে যা আছে তা তাঁর জানা ছিল।*** (ইউহোন্না ২:২৩-২৫)

ঈসা লোকদের দ্বারা প্রতারিত হন নি। তিনি প্রকৃত মানুষের অদৃশ্য আভ্যন্তরিক মানুষ এবং বাইরের মানুষকে দেখতে পান। সাহাবীদের অন্য সকলেই এহুদাকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং সে যে সেই ব্যক্তি যে ঈসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এই সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। ঈসা প্রথম থেকে এই বিষয়টি জানতেন। তথাপি তাকে তিনি প্রেরিত করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্য পালন করছিলেন (দেখুন ইউহোন্না ৬:৬৪)।

পিতর এবং যাদুকর শিমোন

প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, পিতর পার্থক্য করার বিচারবুদ্ধির দান ব্যবহার করা নিয়ে জাদুকর শিমোনের সঙ্গে কথা বলছেন। শিমোন দীর্ঘদিন ধরে সামেরিয় শহরে তার জাদুবিদ্যা এবং যাদুর কাজ দেখিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যখন সে দেখতে পেল ফিলিপ তার সুসমাচার তবলিগ করছেন এবং অনেক চিহ্ন

কাজ ও মহা পরিক্রমের কাজ করছেন, তখন সে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং একজন সাহাবী হল। এরপর পিতর এবং ইউহোন্না তাদের কাছে এলেন এবং তাদের জন্য মুনাজাত করলেন। আর প্রেরিতদের হস্তার্পনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রকাশের প্রমাণ হিসাবে তারা পাক-রূহ্ লাভ করল।

> *"যখন শিমোন দেখল যে, সাহাবীদের হাত রাখবার মধ্য দিয়ে পাক-রূহ্‌কে দেওয়া হল তখন সে তাঁদের কাছে টাকা এনে বলল, "আমাকেও এই শক্তি দিন যেন আমি কারও উপরে হাত রাখলে সে পাক-রূহ্ পায়।" তখন পিতর তাকে বললেন, "তোমার টাকা তোমার সংগেই ধ্বংস হোক, কারণ তুমি মনে করেছ আল্লাহ্‌র দান টাকা দিয়ে কেনা যায়। আমাদের এই কাজে তোমার কোন ভাগ বা অধিকার নেই, কারণ আল্লাহ্‌র চোখে তোমার দিল ঠিক নয়। এই খারাপী থেকে তুমি তওবা কর ও মাবুদের কাছে মুনাজাত কর; তাহলে তোমার মনের এই খারাপ চিন্তা হয়তো তিনি মাফও করতে পারেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মন লোভে ভরা এবং তুমি গুনাহের কাছে বন্দী হয়ে আছ।"*

(প্রেরিত ৮:১৮-২৩)

পিতর শিমোনের বাহ্যিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তার অন্তরের মন্দ উদ্দেশ্য এবং তার ভিতরের অসরলতাকে দেখতে পেয়েছিলেন। দৃশ্যত: শিমোন যখন সেখানে ছিল ফিলিপ এর আগে তার মধ্য দিয়ে কিছু দেখতে পান নি। শিমোনের আভ্যন্তরিক স্বভাব পিতরের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল।

পৌল এবং খঞ্জলোকের বিশ্বাস

প্রেরিত ১৪ অধ্যায়ে পৌলের একজন লোকের বিশ্বাস বুঝতে পারার উদাহরণ রয়েছে, যে ছিল একজন খঞ্জ।

> *"লুস্ত্রা শহরে একজন খোঁড়া লোক বসে থাকত। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিল এবং কখনও হাঁটে নি। সে পৌলের কথা শুনছিল।* ***তখন পৌল সোজা তার দিকে তাকালেন এবং সুস্থ হবার জন্য তার বিশ্বাস আছে*** *দেখে তাকে জোরে ডেকে বললেন, "তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও।" তাতে লোকটি লাফ দিয়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল।"*

(প্রেরিত ১৪:৮-১০)

পৌল বিশাল জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রধান বক্তা হিসাবে কথা বলছিলেন।

ঐ সময় একজন লোকের উপর তার চোখ পড়লো এবং তিনি তার ভেতরের বিশ্বাসকেও দেখতে পেলেন। তিনি তার কথার মাঝখানে থামলেন এবং বললেন, "তোমার পায় ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও! লোকটি বিশ্বাসে সাড়া দিল এবং হাঁটতে লাগল। এটি পৌলের পাক-রূহ্‌কে চিনতে পারা কিংবা মন্দ রূহের কাজ বুঝতে পারার উদাহরণ নয়। এটি ছিল একজন মানুষের ভেতরের বিশ্বাসের রূহ্‌কে চিনতে পারারও উদাহরণ। ২ করিন্থীয় ৪:১৩ আয়াতে পৌল বিশ্বাসের রূহ্ সম্পর্কে বলেছেন: *"পাক-কিতাবে লেখা আছে, "আমি ঈমান এনেছি বলেই কথা বলেছি।" এই একই রকম ঈমানের মনোভাব নিয়ে আমরাও ঈমান এনেছি বলে কথা বলছি।"*

মন্দ রূহ্ চিনতে পারা

আসুন আমরা মন্দ-রূহ্ চিনতে পারার বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। ঈসার তবলিগে আরোগ্য সাধনের কাজে এই দান বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। এটি খুব লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ইঞ্জিল শরীফে কিভাবে বারবার শারীরিক অসুস্থতাকে মন্দ রূহের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্দ রূহের কারণে বোবা এবং বধিরতা

প্রথম উদাহরণ হল ঈসা একজন লোককে সুস্থ করেছিলেন, যে ছিল বোবা।

> *"সেই দু'জন লোক যখন চলে যাচ্ছিল তখন লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন বোবা লোককে ঈসার কাছে আনল। ঈসা সেই ভূতকে ছাড়াবার পর লোকটা কথা বলতে লাগল। তাতে সবাই আশ্চর্য হয়ে বলল, "ইসরাইল দেশে আর কখনও এই রকম দেখা যায় নি।"* (মথি ৯:৩২-৩৩)

যখন কেউ অসুস্থ রোগীকে ঈসা মসীহের কাছে নিয়ে আসত তখন প্রায়ই তিনি তা দেখে মন্দ আত্মাকে চিনতে পারতেন পারতেন।

ঈসা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই লোকটির কথা বলার অক্ষমতার কারণ হল মন্দ রূহ্ যা তাকে তার স্বরতন্ত্রী ব্যবহার করতে বাধা দিয়ে রেখেছিল। যখন তিনি মন্দ রূহ্ তার মধ্য থেকে বের করে দিলেন সেই লোকটি সেই মুহূর্তে কথা বলতে শুরু করল। এর দ্বারা একথা বলতে চাওয়া হয় নি যে, সমস্ত বোবা বা কথা বলার অক্ষমতা মন্দ রূহের কাজ। কিন্তু এই ঘটনার পিছনে ছিল মন্দ রূহের কাজ আর ঈসা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

আমি এবং আমার স্ত্রী লিডিয়া এই রকম একটি ঘটনার স্বাক্ষী। যখন মন্দ রূহ্ বের হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে একজন বোবা মানুষ কথা বলতে শুরু করেছিল। পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায়, যখন কোন তবলিগকারী কোন শহরে তবলিগ করেন, সেখানে বসবাসকারী এশিয়ার হিন্দুরা ঈসায়ী মন্ডলীর কাছে আসত না; তারা আগ্রহী ছিল না। কিন্তু যখন আমেরিকার একজন তবলিগকারী আরোগ্য সাধকের তবলিগ নিয়ে আসলেন তখন তারা লাইন দিয়ে দাঁড়াতো অথবা ঘাসের উপর বসে থাকত এবং সভা শুরু হওয়ার আগে থেকেই অপেক্ষা করত। কারণ তারা সুস্থ হতে চাইত।

এই শহরের মেয়র ছিলেন একজন সম্পদশালী এশিয়ার অধিবাসী। তার ১৮ বছর বয়সের একজন ছেলে ছিল এবং সে কথা বলতে পারত না। মন্দ রূহ্ তার মধ্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গ যুবকটি শব্দ করতে শুরু করল এবং কথা বলতে চেষ্টা করল। দশ বছর ধরে সাধারণ মিশনারীদের কার্যকলাপের চেয়ে এই ঘটনা এশিয়ার লোকদের মধ্যে আরো বেশি প্রভাব ফেলেছিল। এই সব কিছু সত্য। তবে আমি আবার বলতে চাই, আমি এক মুহূর্তের জন্য এই ইঙ্গিত দিচ্ছি না যে, সমস্ত বোবা এবং বধিরতার কারণ মন্দ রূহ্। তথাপি যেখানে তারা থাকবে, আমাদের অবশ্যই তাদের চিনতে পারার জন্য সক্ষম হতে হবে। মথি ১২ অধ্যায়ে এরকম উদাহরণ রয়েছে।

> *"পরে লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন লোককে ঈসার কাছে আনল। লোকটি অন্ধ এবং বোবা ছিল। ঈসা তাকে ভাল করলেন। তাতে লোকটি কথা বলতে লাগল ও দেখতে পেল। তখন সব লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, "ইনি কি দাউদের সেই বংশধর?"* (মথি ১২:২২-২৩)

এই বিষয় থেকে এটি পরিষ্কার যে, ঈসা এই লোকটির মধ্য থেকে মন্দ রূহ্ বের করার মাধ্যমে সুস্থ করেছিলেন, যা তার বোবা ও অন্ধত্বের কারণ ছিল।

একবার আমরা আটলান্টার জর্জিয়ায় একজন তরুনীর কাছে তবলিগ করছিলাম এবং অনেক মন্দ রূহ্ দ্বারা তাদের কাজ অনুযায়ী নাম বলে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। এর একটিকে বলা হয়েছে "অন্ধত্ব"। যখন তার স্বামী এ কথা শুনতে পেলেন তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, "ডাক্তার তাকে বলেছেন যে, তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন।" আমি বললাম, "এখন তিনি আর অন্ধ হবেন না।" ঠিক যেভাবে বধিরের রূহ্ ভেতরে আসে ঠিক সেই ভাবে অন্ধের রূহ্ দীর্ঘ সময়

ধরে অন্ধত্বের কাজ করার জন্য ভেতরে ঢোকে। এটি সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বধিরতার কাজ করে না, কিন্তু ধীরে ধীরে কাজ করতে থাকে। মন্দ রূহ্ যা করতে চায় সেভাবেই ঘটে।

আমি একজন মহিলাকে ভাল করে চিনতাম যার একটি কান সম্পূর্ণভাবে বধির ছিল। তিনি লন্ডনের একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। একজন তবলিগকারী তার মধ্য থেকে বধিরের রূহ্ বের করে দিয়েছিলেন এবং সেই মুহূর্তে সেই মহিলা সেই কান দিয়ে পরিস্কারভাবে সব কিছু শুনতে পেলেন। তথাপি তিনি তার আরোগ্য লাভ করার বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে, তিনি ঠিক আগের মত বধির হয়ে গেলেন। তিনি তার মধ্যে আবার রূহ্ ফিরে আসতে সুযোগ দিয়েছিলেন। তাই আমরা যে মন্দ রূহ্কে চিহ্নিত করে বের করে দিই তা বুঝতে পারা প্রত্যেক ঈসায়ীর জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিল শরীফ বলে, শয়তান হল একজন খুনী এমন একজন যে দৈহিকভাবে হত্যা করে। যদি আমরা শয়তানকে আমাদের মধ্যে বাস করতে দেই তাহলে সে তা করবে। সে একজন নির্দয় বিবেকহীন এবং নিষ্ঠুর শত্রু। তাই কার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে তা আমাদের বুঝতে হবে।

মার্ক সুসমাচারে আর একটি উদাহরণ আমরা দেখতে পাই:

> *"ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক জবাব দিল, "হুজুর, আমার ছেলেকে আপনার কাছে এনেছিলাম। তাকে বোবা ভূতে পেয়েছে। সেই ভূত যখনই তাকে ধরে তখনই আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে। তার মুখ থেকে ফেনা বের হয় আর সে দাঁতে দাঁত ঘষে এবং শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার সাহাবীদের সেই ভূতকে ছাড়িয়ে দিতে বললাম, কিন্তু তাঁরা পারলেন না।" তখন ঈসা বললেন, "বেঈমান লোকেরা! আর কতদিন আমি তোমাদের সংগে থাকব? কতদিন তোমাদের সহ্য করব? ছেলেটিকে আমার কাছে আন।" লোকেরা তখন ছেলেটিকে ঈসার কাছে আনল। তাঁকে দেখেই সেই ভূত ছেলেটিকে খুব জোরে মুচড়ে ধরল। ছেলেটি মুখ থেকে ফেনা বের করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ঈসা তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদিন হল তার এই রকম হয়েছে?" লোকটি বলল, "ছেলেবেলা থেকে। এই ভূত তাকে মেরে ফেলবার জন্য প্রায়ই আগুনে আর পানিতে ফেলে দিয়েছে। তবে আপনি যদি আমাদের কোন উপকার করতে পারেন তবে দয়া করে তা করুন।" ঈসা তাকে বললেন, "'যদি করতে পারেন,' এই কথার মানে কি? যে বিশ্বাস করে তার জন্য সব কিছুই সম্ভব।" তখনই ছেলেটির পিতা চিৎকার করে বলল, "আমি বিশ্বাস করছি; আমার মধ্যে*

BACIB
International Bible
CHURCH

এখনও যে অবিশ্বাস আছে তা দূর করে দিন।" অনেক লোক দৌড়ে আসছে দেখে ঈসা সেই ভূতকে ধমক দিয়ে বললেন, "ওহে বধির ও বোবা ভূত, আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও; আর কখনও এর মধ্যে ঢুকো না।" তখন সেই ভূত চিৎকার করে ছেলেটাকে জোরে মুচড়ে ধরল এবং তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল। তাতে ছেলেটি মরার মত পড়ে রইল দেখে অনেকে বলল, "ও মারা গেছে।" ঈসা কিন্তু তার হাত ধরে তুললে পর সে উঠে দাঁড়াল। (মার্ক ৯:১৭-২৭)

এই অংশে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সত্য প্রকাশের বিষয়টি দেখতে পাই। প্রথমতঃ ঈসা লোকটিকে এই কথা বলেন নি যে, "এটি খুব কঠিন" অথবা "আপনার ছেলের যা ঘটেছে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।" তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন, *"ওকে আমার কাছে আন।"* প্রত্যেকটি অসুস্থতার ঘটনায় ঈসার আচরণ ছিল এই রকম। উদাহরণস্বরূপ, যখন শতপতি বলেছেন, "বাড়িতে আমার একজন অসুস্থ গোলাম আছে।" ঈসা তখন বলেছিলেন, "আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব" (মথি ৮:৫-১৩; লূক ৭:২-১০)। ঈসার সুস্থ করা এবং মুক্ত করার ইচ্ছা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানেও তার সুস্থ করার এবং মুক্ত করার জন্য ইচ্ছুক থাকার বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

যখন বিচার-বুদ্ধি মণ্ডলীতে কাজ করতে থাকে তখন সেখানে চমৎকার পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এরপর, ছেলেটির বাবা ঈসাকে বলল, বদরূহ্‌, *"তাকে যেখানে ধরে, সেখানে আছাড় মারে, আর তার মুখে ফেনা উঠে এবং সে দাত কিড়মিড় করে, আর শক্ত হয়ে যায়।"* এই বর্ণনা থেকে অধিকাংশ লোক বলবে যে ছেলেটির মৃগীরোগ রয়েছে। কিন্তু আরও কিছু ঘটনা ছিল যা বুঝতে পারা আবশ্যক ছিল।

ঈসা ছেলেটির বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"কত দিন হল তার এই রকম হয়েছে?" সে বলল, "ছেলে বেলা থেকে।"* ছেলে বেলার অভিজ্ঞতা প্রায়ই শয়তানের উৎপত্তি এবং ভিতরে ঢোকার বিষয়টি বুঝবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

লোকটি ঈসাকে বলল, *"আপনি যদি কিছু করতে পারেন, তবে আমার প্রতি রহম করে উপকার করুন।"* ঈসার উত্তর ছিল, "যে ঈমান আনে, তার পক্ষে সকলই সম্ভব।" তিনি বাবার দায়িত্বকে যথাযথ বুঝতে সাহায্য করলেন। অনেক ঈসায়ী পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের রূহানী দায়িত্ব কি তা বুঝতে পারেন না। আমাদের সন্তানদের জন্য

BACIB
International Bible
CHURCH

বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে আমরা দায়ী। ঈসা বলেন নি, "যদি আপনার ছেলে ঈমান আনে।" বস্তুতঃ তিনি বলেছেন, "যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনার ছেলে সুস্থ হবে।" মথি ১৫ অধ্যায়ে সুর-ফৈনীকীর একজন স্ত্রীলোকের বিষয়ে উল্লেখ আছে। যার একজন মেয়ে ছিল এবং সেই মেয়েটি মন্দ রূহ্‌ দ্বারা ভীষণভাবে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করছিল এবং তার মেয়েকে সুস্থ হবার বিষয়ে তার বিশ্বাস ছিল। ঈসা তাকে বললেন, *"তোমার ঈমানের জোর খুব বেশি"* (আয়াত ২৮)। আর তার মেয়েটি সুস্থতা লাভ করেছিল (দেখুন মথি ১৫:২২-২৮)।

এই লোকটি এবং তার ছেলের ঘটনায় "[ঈসা]" সেই নাপাক রূহ্‌কে ধমক দিয়ে বললেন, *'হে বধির বোবা রূহ্‌, আমিই তোমাদের হুকুম দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও, আর কখনো এর মধ্যে প্রবেশ করো না।' তখন সে চেঁচিয়ে তাকে অতিশয় মুচড়ে ধরল এবং বের হয়ে গেল।"*

ঈসা সুনির্দিষ্টভাবে মন্দ রূহের নাম উচ্চারণ করেছেন, "বধির এবং বোবা রূহ্‌।" যখন মন্দ রূহ্‌ তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল তখন মৃগীরোগও দূর হয়ে গেল। এই ধারণাটি বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মৃগীরোগ মন্দ রূহের কারণ হতে পারে। লোকদের মধ্য থেকে একটি মৃগীরোগের রূহ্‌ আমার সঙ্গে কথা বলছিল। একটি স্ত্রীলোকের দেহ থেকে পুরুষ মানুষের কণ্ঠের মত করে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। মন্দ রূহ, যা অসুস্থতার কারণ তার সঙ্গে কিভাবে আচরণ করব তা আমাদের বুঝতে হবে এবং শিখতে হবে।

পঙ্গু অবস্থা মন্দ রূহের কারণ

অন্য একটি উদাহরণ হল দূর্বলতার রূহ্‌ যা একটি স্ত্রীলোককে আঠারো বছর ধরে কুঁজা করে রেখেছিল। আমরা লূক সুসমাচারে পড়ি,

"সেখানে এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল যাকে একটা ভূত আঠারো বছর ধরে অসুখে ভোগাচ্ছিল। সে কুঁজা ছিল এবং একেবারেই সোজা হতে পারত না। ঈসা তাকে দেখলেন এবং তাকে কাছে ডেকে বললেন, "মা, তোমার অসুখ থেকে তুমি মুক্ত হলে।" এই কথা বলে ঈসা তার উপর হাত রাখলেন, আর তখনই সে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে লাগল। ঈসা বিশ্রামবারে সুস্থ করেছেন বলে মজলিস-খানার নেতা বিরক্ত হয়ে লোকদের বললেন, "কাজ করবার জন্য ছয় দিন তো আছেই। সেজন্য বিশ্রামবারে না এসে ঐ ছয় দিনের মধ্যে এসে সুস্থ হয়ো।" তখন হযরত ঈসা সেই নেতাকে বললেন, "আপনারা ভণ্ড! বিশ্রামবারে আপনারা সবাই কি

আপনাদের বলদ বা গাধাকে গোয়াল ঘর থেকে খুলে পানি খাওয়াতে নিয়ে যান না? তবে ইব্রাহিমের বংশের এই যে স্ত্রীলোকটিকে আঠারো বছর ধরে শয়তান বেঁধে রেখেছিল, সেই বাঁধন থেকে বিশ্রামবারে কি তাকে মুক্ত করা উচিত নয়?" তিনি এই কথা বললে পর যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তারা সবাই লজ্জা পেল। কিন্তু অন্য লোকেরা তাঁর এই সমস্ত মহান কাজ দেখে আনন্দিত হল। (লূক ১৩:১১-১৭)।

স্ত্রীলোকটির শারীরিক সমস্যার কারণ কি ছিল? তা ছিল "দূর্বলতার রূহ্"। ঈসা বলেছিলেন যে, মন্দ রূহের শক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার পর মুহূর্তেই সে সুস্থ হয়েছিল। যে মুহূর্তে সেই রূহ্ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল ঠিক সে মুহূর্তে সে তার পিঠ সোজা করতে পেরেছিল। তার সুস্থতার কারণ বুঝবার জন্য ঈসাকে সক্ষম হতে হয়েছিল, যাতে কিভাবে এর সঙ্গে আচরণ করতে হবে তা তিনি বুঝতে পারেন।

ভবিষ্যত কথনের রূহ্

আমাদের শেষ উদাহরণ হল একটি ঘটনা, যা পৌল এবং সীল ফিলিপিতে সুসমাচার তবলিগ করার সময় ঘটেছিল।

"একদিন যখন আমরা সেই মুনাজাতের জায়গায় যাচ্ছিলাম তখন একজন বাঁদীর সংগে আমাদের দেখা হল। তাকে একটা ভূতে পেয়েছিল যার ফলে সে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারত। তাতে তার মালিকদের লাভ হত। সেই মেয়েটি পৌল এবং আমাদের পিছনে যেতে যেতে চিৎকার করে বলত, "এই লোকেরা আল্লাহ্‌তা'লার গোলাম। কি করে নাজাত পাওয়া যায় এঁরা তা-ই আপনাদের কাছে বলছেন।" সে অনেক দিন পর্যন্ত এই রকম করল। শেষে পৌল এত বিরক্ত হলেন যে, তিনি পিছন ফিরে সেই ভূতকে বললেন, "ঈসা মসীহের নামে আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এই মেয়েটির মধ্য থেকে বের হয়ে যাও।" আর তখনই সেই ভূত বের হয়ে গেল।

(প্রেরিত ১৬:১৬-১৮)

মেয়েটি যা বলেছিল তার প্রতিটি কথাই ছিল সত্য। সে সুসমাচার তবলিগকারীদের কথা ঘোষণা করছিল, কিন্তু একটি মন্দ রূহ্ তার মধ্য দিয়ে এই কাজ করছিল। পৌল এই রূহ্ চিনতে পারলেন এবং তার মধ্য থেকে সেই রূহ্ বের করে দিলেন। বর্তমান কালেও আমাদের একই ভাবে মন্দ রূহ্ চিনতে পারার জন্য সক্ষম হতে হবে। ভাগ্য কথন শয়তান মন্ডলীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যেখানেই আমি গিয়েছি, এমনকি চমৎকার "সম্মানিত" মন্ডলীর লোকদের কাছে গিয়েছি

সেখানে জাদুকরের রূহ্, জাদুবিদ্যা এবং ভবিষ্যৎ কথনের সম্মুখিন হয়েছিলাম। এই লোকের বংশতালিকা, নানা রকম ওজা এবং জ্যোতিষবিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিল। তারা এই রকম ভবিষ্যৎ কথনের রূহ্ দ্বারা ফাঁদে পরিণত হয়েছিল।

রূহ্ চিনতে পারার ফল

ভাল-মন্দ রূহ্ চিনতে পারার দান মসীহের দেহের কার্য সম্পাদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈমানদারদের মধ্যে এর ফল হল, পাক-রূহের উপস্থিতি উপলব্ধি করা, এবং যে উপায়ে আল্লাহ্ কাজ করেন তা বুঝতে পারা। এটি চরিত্রকে প্রকাশ করে এবং মানুষের অন্তরের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে এবং যখন মন্দ রূহ্ অসুস্থতা এবং বিবাদের কারণ হয়, তখন তা চিহ্নিত করতে পারে। যখন মসীহের দেহে পূর্ণমাত্রায় ভাল এবং মন্দ রূহ্ চিনতে পারার শক্তি কাজ করে তখন এটি মন্ডলী এবং জগতে অসাধারণ তবলিগ বয়ে আনে।

তৃতীয় বিভাগ

ক্ষমতার নানারকম দান

অধ্যায় ৭

ঈমান

এখন আমরা পাক-রূহের ক্ষমতার দান ঈমান, আরোগ্য সাধনের নানা মেহেরবানী দান এবং কুদরতি কাজ করার গুণ নিয়ে আলোচনা করব। এভাবে আমরা ঈমানের দান নিয়ে আরম্ভ করি। আসুন আমরা ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখিত তিনি ধরনের ঈমানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করার দ্বারা এই দানের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করি।

বিভিন্ন ধরনের ঈমান

নাজাতের জন্য ঈমান

প্রথমতঃ রোমীয় ১০:১৭ বলে, *"শুনবার মধ্য দিয়ে, ঈমান আসে এবং মসীহের কালামের মধ্য দিয়ে তা শুনতে পাওয়া যায়।"* এই হল ঈমান যা ঈসা মসীহের সুসমাচারের তবলিগ শোনার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ গ্রহণ করে। এইভাবে একজন মানুষ তার হৃদয় খুলে দিলে এবং এই কালাম গ্রহণ করলে তা হৃদয়ে ঈমান উৎপন্ন করে। এই ধরনের ঈমান নাজাতের জন্য প্রয়োজন। ইফিষীয় ২:৮-৯ আয়াতে পৌল নাজাতের আবশ্যকতার সম্পর্কে দৃঢ় ভাবে বলেছেন, *"কেননা রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ এবং তা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্‌রই দান; তা কাজের ফল নয়, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।"* আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দান যা ঈমানের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে নাজাত আনায়ন করে। এই ঈমানের জন্য আমরা অহংকার করতে পারি না, কারণ সুসমাচার তবলিগ শোনার জন্য আমরা আমাদের হৃদয় খুলে দিয়েছি বলে আল্লাহ্ আমাদের এটি দান করেছেন।

আসল বিষয় হল, ঈমান নাজাতের জন্য সম্পূর্ণভাবে অপরিহার্য। এই বিষয়টি ইঞ্জিল শরীফের অন্যান্য বিভিন্ন অংশেও জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত: রোমীয় ৪:৪-৫: "*কাজ করে যে বেতন পাওয়া যায় তা দান নয়, পাওনা। কিন্তু যে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা না করে কেবল আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে আল্লাহ্ তার সেই ঈমানের জন্য তাকে ধার্মিক বলে ধরেন, কারণ তিনিই গুনাহ্‌গারকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করতে পারেন।*" ধার্মিকতা গ্রহণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই ঈমান থাকতে হবে। আমাদের ঈসা মসীহে ঈমান যা সুসমাচার শোনার মধ্য দিয়ে আসে, যা আল্লাহ্‌র দ্বারা ধার্মিকতা হিসাবে আমাদের প্রদান করা হয়।

পৌল লিখেছেন, "*বস্তুত আমাকে যে রহমত দেওয়া হয়েছে, তার গুনে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেক জনকে বলছি, নিজেকে যতটুকু বড় মনে করা উপযুক্ত কেউ তার থেকে বড় মনে না করুক। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে যে পরিমানে ঈমান দান করেছেন, সেই অনুসারে সে নিজের বিষয় মনে করুক*" (রোমীয় ১২:৩)। পৌল বলেন নি, "এই" পরিমানে ঈমান কিন্তু তিনি বলেছেন, "যে" পরিমানে ঈমান। আল্লাহ্ প্রত্যেক ঈমানদারকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ঈমান দান করেছেন। এটি, যা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, "রক্ষাকারী ঈমান" বা নাজাতের জন্য ঈমান কিংবা ঈমান যা নাজাতের সঙ্গে থাকে।

এই সত্য ইবরানী ১১:৬ আয়াতে একই অর্থ প্রকাশ করেছে "*ঈমান ছাড়া [আল্লাহ্‌র] প্রীতির পাত্র হওয়া কারো সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হয়, তার এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তার খোঁজ করে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা।*" ঈমান যা তার কালাম শোনার মধ্য দিয়ে আসে এটি ছাড়া কেউ আল্লাহ্ প্রীতির পাত্র হতে পারেনা, কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হতে পারেনা এবং কেউ নাজাত পেতে পারে না।

পাক-রূহের ফল হিসাবে ঈমান

দ্বিতীয় প্রকারে ঈমান হল পাক-রূহের ফলের অংশ: "*পাক-রূহের ফল হল মহব্বত, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, দয়া, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন এই প্রকার গুনের বিরুদ্ধে আইন নেই*" (গালাতীয় ৫:২২-২৩)। আমরা ইতিমধ্যে রূহের ফলের নয়টি গুণ লক্ষ্য করেছি; কেবল রূহের নয়টি হিসাবে দেখেছি। আমি মনে করি এটি পাক-রূহের চমৎকার অনুপ্রেরণার চিহ্নের একটি অংশ যা দান এবং ফলের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রাখে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি রূহের সমস্ত ফল হল ভালবাসা, কিন্তু ভালবাসা নিজেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রকাশ করে।

রূহের সপ্তম ফল হল "বিশ্বস্ততা" (গালাতীয় ৫:২২) এটি সেই ধরনের বিশ্বস্ততা নয় যার দ্বারা আমরা নাজাত লাভ করতে পারি। রূহের ফলের নয়টি গুণের ধরনের প্রত্যেকটি হল চরিত্রের চিহ্ন। ঈমানের অর্থ হল, "অব্যহত ভাবে সম্পূর্ণ নির্ভর করা" অথবা "নির্ভরযোগ্যতা", অথবা "বিশ্বস্ততা"। যদি কোন ব্যক্তির অব্যবহৃতভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা থাকে তাহলে যে কোন পরিস্থিতিতে বিহ্বলগ্রস্থ হবেন না অথবা অতি আবেগ প্রবণ হয়ে উঠবেন না। খুব কম লোক আছেন যাদের ঐ সময় নিজেদের রক্ষা করার যোগ্যতা রয়েছে। এটি আসে অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের দ্বারা একজন নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন বিশ্বাসযোগ্য; তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। তিনি এমন একজন যার উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন। যদি তিনি বলেন, তিনি সান্ডেস্কুলের ক্লাশ নেবেন তাহলে তিনি প্রতি সপ্তাহে সেখানে উপস্থিত থেকে সান্ডেস্কুল ক্লাশে শিক্ষা দেবেন। এই রকম ঈমান চরিত্রের প্রকাশ করে।

ঈমানের দান যা পাক-রূহ থেকে আসে তা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ঈমান।

অলৌকিক ঈমান

তৃতীয় প্রকার ঈমান, যা পাক-রূহের দানের মধ্যে একটি, তা হল অলৌকিক ঈমান। আর একজন সেই রূহে ঈমান [প্রদান করা হয়] (১ করিন্থীয় ১২:৯)। এর আগে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, আল্লাহ্‌র সমস্ত রকম প্রজ্ঞা আছে। কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে ঐ সমস্ত প্রজ্ঞা আমাদের প্রদান করেন না। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পাক-রূহের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রজ্ঞার বাক্য আমাদের অংশ করে দেন। এটি হল তাঁর প্রজ্ঞার কেবল মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ যা ঐ সময়ের অবস্থার প্রয়োজন মেটায়। একইভাবে, যদি আল্লাহ্‌র সমস্ত জ্ঞান রয়েছে তবুও তিনি আমাদের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন না। কারণ এর ভরের নীচে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাব। তাছাড়া প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তিনি পাক-রূহের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের বাক্য আমাদের অংশ করে দেন। ঠিক একই উপায়ে তিনি ঈমানের দান অংশ করে দেন। পৌল বলেন নি যে, আল্লাহ্ ঈমানের "বাক্য" দিয়েছেন, কিন্তু এটি হল অপরিহার্য একটি বিষয়। আল্লাহ্‌র সমস্ত ঈমান আছে এবং এই দানের মাধ্যমে তিনি এর ক্ষুদ্র অংশ আমাদের অংশ করে দেন। এটি মানুষের ঈমান নয় বা এমন ঈমান নয় যা চেষ্টা করে উৎপাদন করা যায়। এটি খোদায়ী ঈমান। এই ঈমান আসে মুহূর্তের মধ্যে, অলৌকিক ভাবে, পাক-

BACIB
International Bible CHURCH

রূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সরাসরি দান হিসাবে, বাক্যের আকারে বারংবার ভাবে। এই পর্যন্ত আমরা অন্য যে সমস্ত দান নিয়ে আলোচনা করেছি এটি সেই রকম দান, যা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনে কাজ করে। ইচ্ছা করলেই যে কেউ জ্ঞানের বাক্য অথবা প্রজ্ঞার বাক্য লাভ করতে পারে না। যে কেউ ইচ্ছা করলেই ভাল-মন্দ রূহ্ চিনতে পারবে না। একইভাবে যে কেউ ইচ্ছা করলেই ঈমানের দান লাভ করতে পারবে না। এই দানগুলো আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে, কিন্তু আমরা যদি এই দানগুলো লাভ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যোগ্য প্রতিপন্ন হই, তাহলে তার ইচ্ছা অনুসারে আমাদের মধ্য দিয়ে এই দানগুলো কাজ করতে দেবেন।

যদি সমস্ত ঈমানদার যে কোন সময় ঈমানের দান কার্যে পরিণত করেন তাহলে দুনিয়া জড়বৎ এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ আমরা তা নিজ অভিষ্ট লাভের জন্য এবং নিজ ইচ্ছা এবং নিজ প্রয়োজন ব্যবহার করব। একজন মানুষ পর্বতকে পূর্ব দিকে স্থানান্তর করতে পারবে তখনই যখন অন্য একজন পর্বতকে পশ্চিম দিকে স্থানান্তর করবে। নির্দিষ্ট দানগুলো আল্লাহ্ তাঁর কঠোর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রেখেছেন এবং নিশ্চিতভাবে ঈমান হল তাদের মধ্যে একটি।

আল্লাহ্‌র ঈমানের প্রকৃতি

এই কারণে অলৌকিক ঈমান হল মানব জাতীর জন্য বেহেশতী ঈমানের অনুপ্রেরণা। আসুন আমরা কিছু সময় আল্লাহ্‌র ঈমানের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করি।

আল্লাহ্‌র ঈমান অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি অধ্যায়নের বিষয়। তার নিজ কালামের মধ্যে তার ঈমান সমগ্র বিশ্বে বিদ্যমান। *“আসমান নির্মিত হল মাবুদের কালামে, তার সমস্ত বাহিনী তার মুখের শ্বাসে”* (জবুর ৩৩:৬)।

আল্লাহ্‌র “শ্বাসের” প্রতিমূর্তি গুরুত্বপূর্ণ। আমি স্বরধ্বনীর উপর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম এবং চমকপ্রদ কিছু বিষয় খুঁজে পেয়েছি। কোন লোকের পক্ষে শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয়। যখন আপনার মুখ থেকে কোন কথা বের হবে তখন এর সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিশ্বাস বের হয়ে যাবে। দুনিয়ার সকল ভাষার প্রত্যেকটি কথার গঠন কেবল কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসা বাতাসের কম্পন মাত্র। যখন আপনি গণনাতীত সংখ্যার ব্যতিক্রমের বিষয়ে চিন্তা করবেন তখন এটি আপনাকে একেবারে বিহ্বল গ্রস্থ করে দেবে। জবুর ৩৩:৬ আয়াতে উল্লেখিত হিব্রু

শব্দ “শ্বাস” এর অর্থ হল “রূহ্”। “সদাপ্রভুর কথায় মহাকাশ তৈরি হয়েছে; তার মধ্যকার সব কিছু তৈরি হয়েছে তাঁর মুখের শ্বাসে। অন্য কথায়, সমস্ত সৃষ্টি কাজ একই সঙ্গে আল্লাহ্‌র কথা এবং আল্লাহ্‌র রূহের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এই কারণে, যখন আল্লাহ্ কথা বলেন তাঁর শ্বাস এবং তাঁর রূহ্ একজন গমন করে। আল্লাহ্‌র নিশ্বাসিত কথা দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

আসুন আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের কিছু বিষয় দেখি যা এই সত্যকে নিশ্চিত করেছে। পয়দায়েশ ১:২ আয়াতে আমরা পড়ি, *“আল্লাহ্‌র রূহ্ পানির উপর বিচরণ করছিলেন।”* এরপর কি ঘটেছিল? “আল্লাহ্ বললেন, ‘আলো হোক’ তাতে আলো হল” (আয়াত ৩)। আল্লাহ্‌র কালাম তার মুখ থেকে বের হয় এবং যখন আল্লাহ্‌র রূহ্ এবং কালাম একত্রে মিলিত হয়, তখন কালামের আলো যা প্রকাশ করে তাকে বলা হয় আলো। হিব্রু এবং গ্রীক ভাষায় একই শব্দ “কালাম” “বস্তু” হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কারণ পাক-রূহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম উচ্চারিত হয়ে বস্তু সকল অস্তিত্ব লাভ করেছে। যখন আল্লাহ্ বলেছিলেন, “আলো হোক”, তখন আলো হয়েছিল। এটি হল সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি এবং প্রকৃতি।

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর কালাম দ্বারা সৃষ্ট এবং আল্লাহর রূহ্ একই সঙ্গে কাজ করেছেন।

ইবরানী ১১:৩ আয়াতে পাক-রূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালাম নিশ্বাসে বের হয়ে আসবার বিষয়ে একই সত্য পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। *“ঈমানের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, এই আসমান-জমীন আল্লাহ্‌র কালাম দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে এসব দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নি।”* সমস্ত বস্তু সৃষ্টির পেছনে কোন মূল শক্তি কাজ করছে? তাহল, আল্লাহ্‌র রূহের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসা আল্লাহ্‌র কালাম।

আমি একবার পদার্থ বিদ্যায় দর্শনের উপর অধ্যায়ন করেছিলাম। আমি এভাবে বুঝেছিলাম যে, আপনি যদি কোন পদার্থবিদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, টেবিল কি দিয়ে তৈরি করা হয় তবে তিনি আপনাকে উত্তর দিবেন, প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন দ্বারা তৈরি হয়। যদি আপনি তার কাছে জানতে চান যে, এই বস্তুগুলো কেউ কখনো দেখেছে কিনা, তাহলে তিনি এর উত্তরে বলবেন যে, না, দেখেনি।

BACIB International Bible CHURCH

আপনি যদি তাকে এই বস্তুগুলোর মধ্যে কোন একটির বস্তবতা সম্পর্কে পরিস্কারভাবে বলতে বলেন, তাহলে তিনি যথা সাধ্য আপনাকে অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এবং সমীকরণ সম্বন্ধীয় কয়েক প্রকার ফর্মুলা দিতে চেষ্টা করবেন। তিনি মূলতঃ হিব্রু লেখকের সঙ্গে একমত পোষণ করবেন যিনি উনিশ শতক আগে লিখেছেন, "কোন প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে এইসব দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নি।" তাই যা কিছু দৃষ্টিগোচর স্পর্ষণীয় অথবা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তা যা কিছু আমরা দেখতে পাই সেসব বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট নয়।

কালামের অপরিমেয় অনেক বড় করে দেখা অসম্ভব, যদিও অধিকাংশ ঈসায়ী দুঃখজনকভাবে তাদের অবমূল্যায়ন করে থাকেন। ইহিস্কেল ১২:২৫ আয়াতে লেখা আছে, *"কেননা আমি মাবুদ, আমি কথা বলবো; আর আমি যে কালাম বলবো, তা অবশ্যই সফল হবে।"* অন্য কথায় বলেছেন, "আমিই আল্লাহ্‌, আর আমি যখন কোন কিছু বলি, তখন তা ঘটে।" এটি আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন স্বভাব। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভবনা দেখতে পাই যে, যদি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রূহের শ্বাস থাকে আমাদের মধ্য থেকে একই রকম শ্বাস নির্গত হবে, যা এমন ফলদায়ক যে, যেন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ সরাসরি কথা বলেছেন।

ঈমানের দান যে রকম এটি ঠিক সেই রকম

এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঈসার কিছু শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। সুসমাচারের দুটি বর্ণনায় ঈসার ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেবার ঘটনার মধ্যে তুলনা করার দ্বারা আমরা আলোচনা শুরু করি। মথি ২১:১৮-২২। আমরা পড়ি,

> *"পরদিন সকালে শহরে ফিরে আসবার সময় ঈসার খিদে পেল।পথের পাশে একটা ডুমুর গাছ দেখে তিনি গাছটার কাছে গেলেন, কিন্তু তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটাকে বললেন, "আর কখনও তোমার মধ্যে ফল না ধরুক।" আর তখনই ডুমুর গাছটা শুকিয়ে গেল। সাহাবীরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ডুমুর গাছটা এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকিয়ে গেল?" জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা সন্দেহ না করে যদি বিশ্বাস কর তবে ডুমুর গাছের উপরে আমি যা করেছি তোমরাও তা করতে পারবে। কেবল তা নয়, কিন্তু যদি এই পাহাড়কে বল, 'উঠে সাগরে গিয়ে পড়,' তবে তাও হবে। তোমরা যদি বিশ্বাস করে মুনাজাত কর তবে তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে।"*

এখানে দুটি উপায়ে কথা ব্যবহৃত হয়েছে, যা এই অংশে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত: ঈসা ডুমুর গাছ সম্বন্ধে মুনাজাত করেন নি এবং তিনি ডুমুর গাছের কাছে মুনাজাত করেন নি। তাহলে তা মূর্তিপূজা হত। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষে ডুমুর গাছের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং তিনি ডুমুর গাছকে যা করতে বলেছিলেন, ডুমুর গাছটি ঠিক তাই করেছিল। ঈসা তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন যে, যদি তাদের ঈমান থাকে তাহলে ডুমুর গাছটির প্রতি তিনি যা করেছিলেন তারাও তা করতে পারবেন। তাছাড়া যদি তারা পর্বতকে কোন কথা বলেন তাহলে ঠিক একই ভাবে পর্বত তাদের কথা পালন করবে।

দ্বিতীয়ত: ঈসা তাঁর সাহাবীদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি তোমরা কোন কিছুর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত কর, বিশ্বাসপূর্বক মুনাজাতে যা কিছু চাইবে সে সকলই পাইবে। কথা ব্যবহারের দুটি উপায় নিয়ে এই অধ্যায়ে আমি পরে আরো বিশদভাবে আলোচনা করব। কিন্তু পাক-রূহের পরিচালনা অনুযায়ী হয় আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষে কোন কিছুর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন অথবা কোন কিছুর পক্ষে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

আসুন আমরা এখন একই ঘটনা সম্পর্কে মার্কের বিবরণের দিকে লক্ষ্য করি। কারণ এই বিবরণে ঈসার আরো কিছু কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা বাস্তবিক এই সব কিছু বুঝবার জন্য এটি সহায়ক।

> *"পরের দিন যখন তাঁরা বেথানিয়া ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন ঈসার খিদে পেল। তখন ডুমুর ফল পাকবার সময় ছিল না, কিন্তু তবুও তিনি দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটা ডুমুর গাছ দেখে তাতে কোন ফল আছে কিনা তা দেখতে গেলেন। কাছে গিয়ে তিনি তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। সেজন্য তিনি সেই গাছটাকে বললেন, "আর কখনও কেউ যেন তোমার ফল না খায়।" সাহাবীরা তাঁর এই কথা শুনতে পেলেন। ... সকালবেলায় সেই পথ দিয়ে আসবার সময় সাহাবীরা দেখলেন সেই ডুমুর গাছটা শিকড় সুদ্ধ শুকিয়ে গেছে। ঈসার কথা মনে করে পিতর ঈসাকে বললেন, "হুজুর, দেখুন, যে ডুমুর গাছটাকে আপনি বদদোয়া দিয়েছিলেন সেটা শুকিয়ে গেছে।" তখন ঈসা বললেন, "আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস রাখ।"*

(মার্ক ১১:১২-১৪, ২০-২২)

BACIB
International Bible CHURCH

ঈসার উক্তির আক্ষরিক অনুবাদ হল "আল্লাহ্‌র ঈমান", এছাড়া আল্লাহ্‌র ঈমান কেবল প্রমাণ হিসাবে মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, এতে মনে হবে যে আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের এই কথা বলেছেন। কোন ইন্দ্রিয়ে যখন আল্লাহ্‌র রূহ্ দ্বারা নিশ্বাস ত্যাগ করে, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত কথা প্রকাশ করে। ঈসা কথা বলা অব্যহত রেখেছিলেন,

> *"আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ অন্তরে কোন সন্দেহ না রেখে এই পাহাড়টাকে বলে, 'উঠে সাগরে গিয়ে পড়,' আর বিশ্বাস করে যে, সে যা বলল তা-ই হবে, তবে তার জন্য তা-ই করা হবে। সেজন্য আমি তোমাদের বলছি, মুনাজাতের মধ্যে তোমরা যা কিছু চাও, বিশ্বাস কোরো তোমরা তা পেয়েছ, আর তোমাদের জন্য তা-ই হবে।"*
>
> (আয়াত ২২-২৩)

যদি আমরা তেইশ আয়াতের প্রথম এবং শেষ শব্দটি গ্রহণ করি তাহলে আমরা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় দেখতে পাব, *"যে কেউ বলে ----- যা বলে তাই ঘটবে।"* এটি কাউকে বা কোন কিছুকে বাদ দেয়নি। এটি হল, *"যে কেউ"* এবং *"যা কিছু।"* শর্ত হল খোদায়ী ঈমান আল্লাহ্‌র ঈমান থাকা। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের মধ্যে যারা এটি গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে এই ঈমান তার চেয়েও বেশি দিতে অধিকতর ইচ্ছুক রয়েছেন। ঈসার উক্তি ছিল, "অবাক হয়ো না। তোমরা এটি করতে পারবে। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখ।"

যদি আপনি বেহেশতী ঈমানের সঙ্গে কথা বলেন তবে পাহাড় তা-ই করবে যা আপনি বলবেন।

১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে পৌল কয়েকটি রূহানী দানের তালিকা দিয়েছেন, এর মধ্যে ঈমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পর্বত স্থানান্তরের দান:

> *"আমি যদি মানুষের এবং ফেরেশতাদের ভাষায় কথা বলি কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমি জোরে বাজানো ঘণ্টা বা ঝনঝন করা করতাল হয়ে পড়েছি। যদি নবী হিসাবে কথা বলবার ক্ষমতা আমার থাকে, যদি আমি সমস্ত গোপন সত্যের বিষয় বুঝতে পারি, আর যদি আমার সব রকম জ্ঞান থাকে, এমন কি, পাহাড়কে পর্যন্ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমার কোনই মূল্য নেই।"* (১ করিন্থীয় ১৩:১-২)

আপনি পর্বতকে হাত দিয়ে ধরবেন না এবং আপনি এর উপর কোন কুদরতি কাজ করবেন না; আপনি কেবল পর্বতের সঙ্গে কথা বলবেন। যদি আপনি খোদায়ী ঈমানের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে আপনি পর্বতকে যা করতে বলবেন সে ঠিক তাই করবে।

ঈসার মুনাজাত সম্পর্কে উক্তি লক্ষ্য করুন: *"এজন্য আমি তোমাদের বলি, যা কিছু তোমরা মুনাজাতের সময় যাঞ্চা কর, বিশ্বাস করো যে, তা পেয়েছো, তাতে তোমাদের জন্য তাই হবে"* (মার্ক ১১:২৪)। আমি প্রায়ই লোকদের জিজ্ঞাসা করেছি "আপনি কখন গ্রহণ করেছেন?" তাদের উত্তর হল, "যখন আপনি মুনাজাত করেছিলেন।" যে মুহূর্তে আপনি মুনাজাত করবেন, তখনই গ্রহণ করবেন। দেরীতে ঘটতে পারে। কিন্তু যখন আপনি মুনাজাত করবেন তখনই গ্রহণ করতে পারবেন। কোন বস্তুর মধ্যে এটি কার্যকর হওয়া খুবই রহস্যজনক। শয়তানের সব সময় আগামীকাল থাকে, কিন্তু যদি আপনি তাকে কাছে আসতে না দেওয়ার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে দেবার জন্য যা রেখেছেন তা আপনি লাভ করতে পারবেন না। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে যে যতদূর সম্ভব আল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট, *"আমি প্রসন্নতার সময় তোমার মুনাজাত শুনলাম, এবং নাজাতের দিবসে তোমার সাহায্য করলাম"* (২ করিন্থীয় ৬:২)। আল্লাহ্ অনন্তকাল ধরে জীবিত আছেন।

খোদায়ী সর্বেদানা ঈমান

মথি সুসমাচারে আমরা একজন মৃগী রোগীর মধ্য থেকে মন্দ রূহ্ বের করার জন্য সাহাবীদের অক্ষমতা সম্পর্কে পাঠ করি। যখন তারা ঈসার সঙ্গে একাকী ছিলেন তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *"কি জন্য আমরা সেটি ছাড়তে পারলাম না?"* (মথি ১৭:১৯)। ঈসা তাদের খুব সহজ কথায় উত্তর দিলেন, "তোমাদের ঈমান অল্প বলে" (আয়াত ২০)। এরপর তিনি তাদের বলতে লাগলেন,

> *"ঈসা তাঁদের বললেন, "তোমাদের অল্প বিশ্বাসের জন্যই পারলে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি একটা সরিষা দানার মত বিশ্বাসও তোমাদের থাকে তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও,' আর তাতে ওটা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। মুনাজাত ও রোজা ছাড়া এই রকম ভূত আর কিছুতে বের হয় না।"*
>
> (আয়াত ২০-২১)

BACIB
International Bible
CHURCH

আসুন আমরা লূক ১৭:৬ আয়াতের সঙ্গে এর তুলনা করি।

ঈসা বললেন, "একটা সরিষা-দানার মতও যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারবে, 'শিকড় সুদ্ধ উঠে গিয়ে নিজেকে সাগরে পুঁতে রাখ'; তাতে সেই গাছটি তোমাদের কথা শুনবে।

(লূক ১৭:৬)

লক্ষ্য করুন, সমুদ্রে রোপন করার জন্য কেবল গাছকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে না। উভয় অংশে প্রভু বলেছেন, কার্যকর হওয়ার জন্য তোমাদের সকলের সর্ষেদানার মত ঈমান থাকা আবশ্যক। একটি ছোট সর্ষেদানা একটি পর্বতকে স্থানান্তর করার জন্য যথেষ্ট। যদি সেটি আল্লাহ্‌র ঈমান হয় তাহলে এর বিশাল চামুচের প্রয়োজন নেই। সব ধরনের ঈমান প্রকৃত নয়, কিন্তু এটি হল খোদায়ী ঈমান। ঈসা এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি ঈমানের পরিমান নয় কিন্তু এটি হল ঈমানের গুণ।

আমি যখন আমার স্ত্রী লিডিয়াকে বিয়ে করার জন্য পরিকল্পনা করছিলাম, আমি জৈতুন পর্বত বারবার হেঁটে যাচ্ছিলাম এবং ইসরাইল দেশে একজন মিশনারী ঈমানে মানানসই হবে এমন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এই নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। লিডিয়া আমাকে কিছু ঘটনার কথা বলেছিলেন যে, পরদিন সকালে ছেলেমেয়েদের সকালের নাস্তা পাওয়ার জন্য মধ্য রাতে মুনাজাত করার জন্য জেগে উঠেছিলেন। আমি প্রভুকে বলেছিলাম, আমি কখনো এইভাবে এত কাছাকাছি এই বিষয়টি নিয়ে আসিনি এবং ঈমানের সাথে আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিষয়গুলো সব সময় এভাবে মিমাংসা করি নি। আমি এটি বুঝেছিলাম যে, আমি কখনোই এই বিষয়টি অর্জন করতে পারি নি। এখন আমি যখন মুনাজাতের সময় পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন আমি বুঝতে পারি যে, কখন আমি তা গ্রহণ করব। এটি কোন যুদ্ধ ছিল না; এটি কষ্ট করে চেষ্টা চালিয়ে যাবার বিষয় ছিল না। আমি কেবল জেনেছি কোন উপায়ে এটি ঘটবে। এটি ছিল ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন যাপনের উপায়। এর জন্য আমি কোন কৃতিত্ব পেতে পারি না। আমার এটি উল্লেখ করার কারণ হল, আমি আপনাকে দেখতে চেয়েছি যে, যে কোন সময় যখন আল্লাহ্ আপনার হৃদয়ে খোদায়ী ঈমানের সর্ষেদানা বপন করবেন তখন এটি সুস্থির হবে।

হৃদয় এবং মুখের বাক্য

আল্লাহ্‌র ঈমান এবং এর ক্ষমতার অত্যন্ত চমকপ্রদ উদাহরণ ইয়ারমিয়া নবীর আহ্বানের মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁকে বলেছেন, *"মায়ের গর্ভে তোমাকে গঠন করবার আগেই আমি তোমাকে বেছে রেখেছি। তোমার জন্মের আগেই আমি তোমাকে আলাদা করে রেখে জাতিগণের কাছে নবী হিসাবে নিযুক্ত করেছি"* (ইয়ারমিয়া ১:৫)। ইয়ারমিয়া উত্তরে বললেন, *"আমি পারব না, কারণ আমি ছেলেমানুষ।"* আল্লাহ্ তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, *"তুমি ছেলেমানুষ এই কথা বলো না, কারণ তুমিই এই কাজ করবে।"* (দেখুন আয়াত ৬-৮)। এই অংশে এর-পর বলা হয়েছে,

*"তারপর মাবুদ হাত বাড়িয়ে আমার মুখ ছুঁলেন এবং আমাকে বললেন, "এখন **আমি তোমার মুখে আমার কালাম দিলাম**। দেখ, উপড়ে ও ভেংগে ফেলবার জন্য, ধ্বংস ও সর্বনাশ করবার জন্য এবং তৈরী করবার ও স্থাপন করবার জন্য আজ আমি তোমাকে জাতি ও রাজ্যগুলোর উপরে নিযুক্ত করলাম।"* (আয়াত ৯-১০)

যদিও ইয়ারমিয়া নবী হওয়ার জন্য ছেলে মানুষ ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে বলেছিলেন, উপ্‌রে ও ভেঙ্গে ফেলবার জন্য, ধ্বংস ও সর্বনাশ করার জন্য এবং তৈরি করবার ও স্থাপন করবার জন্য আজ আমি তোমাকে জাতি ও রাজ্যগুলোর উপর স্থাপন করলাম।" কিভাবে এটি সম্পাদিত হয়েছিল? "এখন আমি তোমার মুখে আমার কালাম দিলাম" (ইয়ারমিয়া ১:৯)। আর যখন আল্লাহ্‌র রূহের মধ্য দিয়ে ইয়ারমিয়ার মুখ থেকে আল্লাহ্‌র কালাম প্রকাশিত হয়েছিল তখন এটি এমন কার্যকর হয়েছিল যেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলেছেন। যদি আপনি ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নিয়ে অধ্যায়ন করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, ২৫০০ বছর আগের অনেক জাতির ভাগ্য তাঁর ভবিষ্যদ্বণী দ্বারা স্থিরিকৃত হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয়েছিল। এটি হল আল্লাহ্‌র রূহের মধ্য দিয়ে মানুষের মুখ দ্বারা কথিত আল্লাহ্‌র কালামের ক্ষমতা। আল্লাহ্‌র মুখপাত্র হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা ইয়ারমিয়া ১৫ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। ইয়ারমিয়া সাক্ষ্য দিয়েছেন, *"তোমার কালাম প্রকাশিত হলে পর আমি তা অন্তরে গ্রহণ করলাম; সেই*

আল্লাহ্‌র কালামকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আমাদের নিজেদের আল্লাহ্‌র কালাম হজম করতে হবে।

BACIB
International Bible CHURCH

কালাম ছিল আমার আনন্দ ও আমার অন্তরের সুখ," (আয়াত ১৬)। যদি আমরা আল্লাহ্‌র কালাম প্রকাশ করতে চাই তাহলে অবশ্যই প্রথমে আমাদের অন্তরের মধ্যে তা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে যখন আল্লাহ্‌ ইহিস্কেলকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তিনি তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে ধরেছিলেন, সেই হাতে ছিল একটা গুটিয়ে রাখা কিতাব তিনি বললেন, *"তুমি হাঁ কর, আমি তোমাকে যা দিচ্ছি তা খাও"* (ইহিস্কেল ২:৮)। এরপর থেকে ইহিস্কেল ভবিষ্যদ্বাণী বলতে শুরু করলেন। আমাদের যথার্থভাবে বুঝতে হবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী এবং রূহানী দান স্বাভাবিক অন্তর থেকে আসে না। আমাদের অন্তরে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করলেই চলবে না। কিন্তু আমাদের রূহের মধ্যেও তা গ্রহণ করতে হবে। যখন কালাম সেখানে অবস্থান করবে, তখন যেভাবে দাউদ বলেছিলেন, আমরা সেভাবে তা আমাদের অন্তরে গুপ্ত ভাবে রাখব (জবুর ১১৯:১১ আয়াত দেখুন)। তাহলে যখন ইয়ারমিয়া আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাদের খেয়ে ফেলেছিলেন, এবং তা খেয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন। একইভাবে আইউব সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "আমার প্রয়োজনীয় খাবারের চেয়েও তার মুখের কালাম আমি বেশি মূল্য দিয়েছি" (আইয়ুব ২৩:১২)।

যখন আমি সদ্য নাজাতপ্রাপ্ত এবং উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্যদলের একজন সৈনিক হিসাবে কর্মরত ছিলাম, এটি হল সেই সময়কার আমার সাক্ষ্য। আমার খাবারের চেয়ে আল্লাহ্‌র কালামকে অধিকতর পছন্দ করেছিলাম। যদি সকালের নাস্তা খাওয়া ও কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠ করা, এই দুটির মধ্যে একটি বেছে নেবার কোন সুযোগ আসত, তাহলে আমি কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠ করার সময়কে বেছে নিতাম। প্রায় তিন বছর ধরে মরুভূমিতে থাকবার সময় আমি আল্লাহ্‌র কালামের উপর জীবন ধারণ করেছিলাম। সেখানে কোন মন্ডলী, কোন ইমাম কিংবা কোন তবলিগকারী ছিলেন না। কিন্তু আমার কাছে দুটি জিনিস ছিল: কালাম এবং আল্লাহ্‌র রূহ্‌। এই অভিজ্ঞতা আমার সত্ত্বার প্রতিটি ক্ষেত্রে সুগভীর এবং স্থায়ী পরিবর্তন এনেছিল।

সব শেষে, ইয়ারমিয়া ১৫:১৯ আয়াতে, উল্লেখ রয়েছে, *"তখন মাবুদ বললেন, "তুমি যদি মন ফিরাও তবে আমি তোমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনব যাতে তুমি আমার এবাদত করতে পার; যদি তুমি বাজে কথা না বলে মূল্যবান কথা বল তবে তুমি আমার মুখ হয়ে কথা বলবে। এই লোকেরা তোমার দিকে ফিরুক, কিন্তু তুমি তাদের দিকে ফিরবে না।"* ইয়ারমিয়া আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তার কালাম শুনেছিলেন, এবং তা প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ একজন খাঁটি মুখপাত্র

চান। আল্লাহ্‌ যখন কোন আদর্শ স্থাপন করেন, তা কমাতে আমরা অসমর্থ। আল্লাহ্‌ যখন কোন শর্ত আরোপ করেন, তা পরিবর্তন করতে আমরা অসমর্থ। মানুষের আদর্শকে আমরা অবমূল্যায়ন করতে পারি না। আল্লাহ্‌ যখন কোন শর্ত আরোপ করেন, তা পরিবর্তন করতে আমরা অসমর্থ। মানুষের আদর্শকে আমরা অবমূল্যায়ন করতে পারি না। আল্লাহ্‌ আমাদের যেখানে স্থাপন করেছেন আমাদের সেখানেই স্থির ভাবে থাকতে হবে এবং লোকদের তাদের আদর্শে ফিরে আসতে দিতে হবে। আমরা তাদের ফিরিয়ে দিতে পারি না।

ঈমানের কালাম ব্যবহারের দুটি উপায়

এর আগে আমি ঈমান কার্যে পরিণত করার সময়ে কালাম ব্যবহারের দুটি ভিন্ন উপায় সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলাম। প্রথম উপায় হল, আল্লাহ্‌র পক্ষে কোন ব্যক্তি, বস্তু কিংবা অবস্থার কাছে কথা বলা। এই ঈমান প্রকাশের ধর্মতাত্ত্বিক কোন নাম রয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি একথা বলতে চাই, এটি হল ঈমানদারদের ডিক্রীর ক্ষমতা।

আর দ্বিতীয়টি হল, কোন ব্যক্তি, বস্তু কিংবা অবস্থার পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে কথা বলা। ঈমানের এই প্রকাশকে আমরা মুনাজাত বলে থাকি।

ইলিয়াসের উদাহরণ

কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় চরিত্র ইলিয়াস, ঈমানকে কার্যে পরিণত করার সময় এই উভয় উপায়ে কথা ব্যবহার করার উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তিনি এমন সময় ইসরাইলে নবী হিসাবে কাজ শুরু করেন যখন রাজ্যের মধ্যে চলছিল চরম বিশৃঙ্খলা, মন্দ কার্য কলাপ এবং লোকেরা ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। তখন এই রাজ্য শাষিত হত দুষ্ট বাদশাহ্‌ আহাবের দ্বারা। ইলিয়াস আল্লাহ্‌র পক্ষে এই চমকপ্রদ কথা উচ্চারণ করেছিলেন:

> *"গিলিয়দের তিশ্‌বী গ্রামের ইলিয়াস আহাবকে বললেন, "আমি যাঁর এবাদত করি ইসরাইলীয়দের সেই মাবুদ আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি যে, আমি না বলা পর্যন্ত আগামী কয়েক বছরে শিশিরও পড়বে না, বৃষ্টিও পড়বে না।"* (১ বাদশাহনামা ১৭:১)

এটি একটি অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন উক্তি তাইনা? যখন আপনি বৃষ্টি এবং

BACIB
International Bible
CHURCH

কুয়াশাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে, তা হবে প্রভুত্ব। কিতাবুল মোকাদ্দস ব্যক্ত করেছে যে, ইলিয়াসের কথা মত সাড়ে তিন বছর ধরে বাস্তবিক সেখানে কোন বৃষ্টি এবং কুয়াশা পড়ে নি। আহাব ইলিয়াসের খোঁজে প্রত্যেক রাজ্যে এবং জাতির কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্ ১৮:১০)। তিনি মূলত ভেবেছিলেন যে, যদি তিনি ইলিয়াসকে ধরতে পারেন এবং কোন ভাবে যদি অত্যাচার করে তার মুখ থেকে প্রকৃত বিষয়টি বের করতে পারেন, তাহলে আবার বৃষ্টি পড়তে পারে। অবশেষে যখন দেখা হল, আহাব ইলিয়াসকে বললেন, *"হে ইসরায়েলের কাঁটা, একি তুমি?"* (১ বাদশাহ্ ১৮:১৭)। তার উক্তি ছিল, "তুমি এমন একজন, এই সব দুঃখ দুর্দশার কারণ; কেন বৃষ্টি এবং কুয়াশা পড়ছে না, এর কারণ হল তুমি, কেন সমস্ত শষ্য ঝড়ে পড়ছে আর শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত পশু মরে যাচ্ছে, এর কারণ হল তুমি।"

ইলিয়াসের আত্মা, প্রাণ ও দেহ মিলে সমস্ত জীবনই ছিল মুনাজাতের জীবন।

ইলিয়াস যেভাবে কথা বলেছিলেন সেভাবে কথা বলা, একটা দায়িত্ব। আবহাওয়া ছিল ইলিয়াসের কথায় নিয়ন্ত্রনের, আল্লাহ্র নয়, কারণ তিনি ছিলেন ইসরায়েলের আল্লাহ্র দৃশ্যমান প্রতিনিধি। ১ বাদশাহ: ১৮:১, আল্লাহ্ ইলিয়াসকে বলেছিলেন, *"তুমি গিয়ে আহাবকে দেখা দাও, পরে আমি ভূতলে বৃষ্টি প্রেরণ করব।"* ইলিয়াস আহাবের কাছে ঠিক এই বার্তা নিয়ে যান নি তিনি ছিলেন সেই বার্তা। *"তুমি গিয়ে --- পরে আমি ভূতলে বৃষ্টি প্রেরণ করব।"*

লক্ষ্য করুন যে, ইলিয়াস আবার যখন বৃষ্টি চেয়েছিলেন, তখন এর জন্য একান্তভাবে মুনাজাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও তিনি এমন একজন ছিলেন যিনি বৃষ্টি আটকে রেখেছিলেন:

> "তারপর ইলিয়াস আহাবকে বললেন, "আপনি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করুন, কারণ ভীষণ বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে।" এতে আহাব খাওয়া-দাওয়া করতে গেলেন, কিন্তু ইলিয়াস গিয়ে কর্মিল পাহাড়ের উপরে উঠলেন। তিনি মাটিতে হাঁটু পেতে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রাখলেন।"
>
> (১ বাদশাহ্ ১৮:৪১-৪২)

আপনি কি কখনো এই অবস্থায় পড়েছেন? কোন এক সময় আমি উপলব্ধি

করেছিলাম, আল্লাহ্ আমাকে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে ঐ অবস্থার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। আমি কেবল এই কথা বলতে চাই না যে ইলিয়াস মুনাজাত করেছিলেন, কিন্তু এই ইলিয়াস ছিলেন তার মুনাজাত। ইলিয়াসের সমস্ত কিছুই ছিল মুনাজাতের রূহ্, প্রাণ, দেহ। তিনি সম্পূর্ণভাবে তার মুনাজাতের সঙ্গে অবিচ্ছদ্য ভাবে যুক্ত। ছোট এক খন্ড মেঘ দৃশ্যমান না হওয়া পর্যন্ত তিনি মুনাজাত করে যাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর কথা বলার মাধ্যমে তিনি বৃষ্টিকে মুক্ত করে দিলেন (দেখুন, আয়াত ৪৩-৪৫)।

এটি হল তা-ই যাকে ইয়াকুব বলেছিলেন, *"বিশ্বাসের মুনাজাত"* (ইয়াকুব ৫:১৫)। ইয়াকুব ইলিয়াসকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি বিশেষ ধরনের মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন মানব সত্ত্বার অধিকারী, যিনি ঠিক আপনার আর আমার মতই একজন। অন্য কথায়, আমরা একই রকম করতে পারি।

> *"বিশ্বাসপূর্ণ মুনাজাত সেই অসুস্থ লোককে সুস্থ করবে; প্রভুই তাকে ভাল করবেন। সে যদি গুনাহ্ করে থাকে তবে আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন। এজন্য তোমরা একে অন্যের কাছে গুনাহ্ স্বীকার কর এবং একে অন্যের জন্য মুনাজাত কর, যেন তোমরা সুস্থ হতে পার। আল্লাহ্র ইচ্ছামত যে চলে তার মুনাজাতের জোর আছে বলে তা ফল দেয়। নবী ইলিয়াস আমাদের মতই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আকুল ভাবে মুনাজাত করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, আর সাড়ে তিন বছর দেশে বৃষ্টি হয় নি। পরে তিনি আবার মুনাজাত করলেন; তখন আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ল আর মাটিতে ফসল হল।*
>
> (ইয়াকুব ৫:১৫-১৮)

এই একই রকম ক্ষমতা আপনি এবং আমিও লাভ করতে পারি।

উপরের উল্লেখিত আয়াতে আমরা দেখি যে, ইলিয়াস আল্লাহ্র পক্ষে একত্রে মিলে মুনাজাত এবং কথা বলেছিলেন। এটি আমাদের দেখায় যে, ঈমান কার্যে পরিণত করার সময় কথা ব্যবহার করার এই উপায় দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আমরা নিজের ইচ্ছামত আল্লাহ্র পক্ষে কথা বলতে পারি না। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং আমাদের তার ইচ্ছা এবং ক্ষমতার জ্ঞান অনুযায়ী ঈমানের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ইউসার উদাহরণ

আল্লাহ্‌র পক্ষে কথা বলার জন্য একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে ইউসার জীবনে, যখন তিনি এবং ইসরাইলীয়রা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন।

"যেদিন মাবুদ বনি-ইসরাইলদের হাতে আমোরীয়দের তুলে দিলেন সেই দিন বনি-ইসরাইলদের সামনেই ইউসা মাবুদকে বললেন, "হে সূর্য, গিবিয়োনের উপর তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও, হে চাঁদ, অয়ালোন উপত্যকায় তুমি গিয়ে দাঁড়াও।" তাই সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়াল আর চাঁদের গতি থেমে গেল, যে পর্যন্ত না ইসরাইল তার শত্রুদলের উপর শোধ নিল।" এই কথা যাশেরের বইতে লেখা আছে। তখন সূর্য আকাশের মাঝখানে গিয়ে থেমে রইল এবং অস্ত যেতে প্রায় পুরো একটা দিন দেরি করল। এর আগে বা পরে এমন দিন আর কখনও আসে নি যখন মাবুদ এমনিভাবে মানুষের কথা রেখেছেন। সেই দিন মাবুদ বনি-ইসরাইলদের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন।"

(ইউসা ১০:১২-১৪)

যদিও এই অংশে বলেন, ইউসা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলেছেন, কিন্তু ইউসা, যিনি সূর্য এবং চাঁদকে স্থির হয়ে থাকতে বলেছিলেন। একজন মানুষের কথা বলার ফলে বেহেশতী দেহের কার্য প্রভাবিত করেছিল। এটি খুবই অসাধারণ বিষয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমানেও আপনি এবং আমি ঠিক একই রকম সুবিধা এবং অধিকার লাভ করতে পারি।

ইঞ্জিল শরীফে অলৌকিক ঈমানের প্রকাশ

আসুন আমরা ইঞ্জিল শরীফে পাওয়া অলৌকিক ঈমানের কিছু উদাহরণ বা ঈমানের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেখি।

খোদায়ী ক্ষমতায় ঝড় শান্ত হওয়া

প্রথম উদাহরণ, যখন প্রচন্ড ঝড় উঠেছিল তখন ঈসা এবং তার সাহাবীরা একটা ছোট নৌকার মধ্যে ছিলেন।

"সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "চল, আমরা সাগরের ওপারে যাই।" তখন সাহাবীরা লোকদের ছেড়ে ঈসা যে নৌকায় ছিলেন সেই নৌকাতে করে তাঁকে নিয়ে চললেন। অবশ্য সেখানে আরও অন্য নৌকাও ছিল। নৌকা যখন চলছিল তখন একটা ভীষণ ঝড় উঠল এবং ঢেউগুলো নৌকার উপর এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে, নৌকা পানিতে ভরে উঠতে লাগল। ঈসা কিন্তু নৌকার পিছন দিকে একটা বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। সাহাবীরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "হুজুর, আমরা যে মারা পড়ছি সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?" ঈসা উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন এবং সাগরকে বললেন, "থাম, শান্ত হও।" তাতে বাতাস থেমে গেল ও সব কিছু খুব শান্ত হয়ে গেল। তিনি সাহাবীদের বললেন, "তোমরা ভয় পাও কেন? এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি?" এতে সাহাবীরা ভীষণ ভয় পেলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি কে যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে?"

(মার্ক ৪:৩৫-৪১)

ঈসা সমুদ্রের উপর তাঁর হাত রাখেন নি তিনি কেবল সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এটি ঈমানের কথার মধ্য দিয়ে খোদায়ী ক্ষমতার উদাহরণ। গ্রীক ভাষায় "স্থির হও" শব্দের অনুবাদের আক্ষরিক অর্থ হল "স্তব্ধ হও"। আমার এটি মনে হয়েছে যে, এই হঠাৎ, অস্বাভাবিক, নাটকীয় ঝড়ের পিছনে শয়তানের কোন কাজ রয়েছে বলে দেখিয়েছেন। আমি মনে করি তার যাত্রা পথে গেরাসেনীর নাপাক-রূহ্‌ বিশিষ্ট্য লোককে মুক্ত করার মহা ক্ষমতাপূর্ণ একটি কাজ করেছিলেন, সমুদ্রের অপর পাড়ে যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। আমি মনে করি যে, ঐ নাপাক-রূহ্‌ বিশিষ্ট লোককে মুক্ত করার কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তান তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে এক জোট হয়ে তাকে বাঁধা দিচ্ছিল। কখনো কখনো আমরা যখন বিশেষ কোন কাজে ব্যপৃত হই যা আল্লাহ্‌ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তখন শয়তান প্রতিটি অবস্থা এবং পরিস্থিতির মাঝে তার প্রতিনিধিদের স্থাপন করে। আল্লাহ্‌ বিশেষ কিছু করতে যাচ্ছেন এটি আমাদের জন্য একটা মঙ্গলজনক চিহ্ন যেন আমরা নিরুৎসাহ হয়ে না পড়ি এবং চলার পথে জয় হারিয়ে না ফেলি।

যখন ঈসা খোদায়ী ক্ষমতায় কথা বলেছিলেন, ঝড় তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটি আর কোন শব্দের উচ্চারণ করতে পারে নি এবং কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি। যখন ইসরাইল জাতি ঈদুল ফেসাখের রাতে মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল, কিতাবুল মোকাদ্দস বলে, বনি-ইসরাইলের মধ্যে একটি কুকুরও ডাকে নি (দেখুন হিজরত ১১:৭)। যদি আমাদের ঈমান থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ যে কোন কিছু সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দিতে পারেন।

BACIB
International Bible CHURCH

ঈমানের বাক্য দ্বারা মৃতকে জীবিত করে তোলা

ইঞ্জিল শরীফে ঈমানের বাক্য দ্বারা ঈসার মৃত লোককে জীবিত করে তোলার তিনটি ঘটনা রয়েছে। প্রথমটি হল নায়িন নগরে বিধবার ছেলে।

"যখন তিনি সেই গ্রামের দরজার কাছে পৌঁছালেন তখন লোকেরা একজন মৃত লোককে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। যে লোকটি মারা গিয়েছিল সে ছিল তার মায়ের একমাত্র সন্তান, আর সেই মা-ও ছিল বিধবা। গ্রামের অনেক লোক সেই বিধবার সংগে ছিল। সেই বিধবাকে দেখে ঈসা মমতায় পূর্ণ হয়ে বললেন, "আর কেঁদো না।" তারপর তিনি কাছে গিয়ে খাট ছুঁলেন। এতে যারা লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা দাঁড়াল। ঈসা বললেন, "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো।" তাতে যে মারা গিয়েছিল সেই লোকটি উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল। ঈসা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।"

(লূক ৭:১২-১৫)

ঈসা স্ত্রীলোকটির বেদনাদায়ক অবস্থা দূর করে দিলেন এবং তাকে বললেন তিনি যেন না কাঁদেন। এটি হল খোদায়ী করুণা। নিশ্চিত প্রমাণ হল যে, যখন আপনি বেহেশতী করুণার দ্বারা কোন কাজ করবেন তখনই আল্লাহ্ কোন কিছু করতে চাইবেন। ঈসা ঈমানের বাক্যের কথা বলেছিলেন এবং যুবকটিকে উঠতে বলেছিলেন।

সব সময় যখন ঈসা মৃতদের মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করেছেন। যাকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলবেন, তিনি সব সময় সেই ব্যক্তিকে নাম ধরে ডাক দিতেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, যদি তিনি তার নাম ধরে না ডাকতেন তাহলে সমস্ত মৃত লোক জীবিত হয়ে উঠত কারণ তাদের সবার নাম ধরে ডেকে কবর থেকে তাদের বের করে আনার ক্ষমতা তাঁর আছে।

দ্বিতীয় ঘটনা হল যায়ীবের কন্যা সম্পর্কে:

সবাই মেয়েটির জন্য কান্নাকাটি ও বিলাপ করছিল। তখন ঈসা বললেন, "আর কেঁদো না। মেয়েটি মারা যায় নি, ঘুমাচ্ছে।" লোকেরা ঠাট্টা করতে লাগল, কারণ তারা জানত মেয়েটি মারা গেছে। পরে ঈসা মেয়েটির হাত ধরে ডেকে বললেন, "খুকী, ওঠো।" এতে মেয়েটির প্রাণ ফিরে আসল,

আর সে তখনই উঠে দাঁড়াল। তখন ঈসা হুকুম দিলেন যেন মেয়েটিকে কিছু খেতে দেওয়া হয়।" (লূক ৮:৫২-৫৫)

এখানে ঈসা ঈমানের বাক্যে কথা বলেছেন এবং বালিকাটিকে উঠতে বলেছিলেন। কিছু লোক দাবী করেন যে, বর্তমান কালে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার কোন ঘটনা নেই। কিন্তু পূর্ব আফ্রিকায়, যেখানে আমি এবং আমার স্ত্রী লিডিয়া মিশনারী হিসেবে কাজ করেছি সেখানে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার জলন্ত প্রমাণ রয়েছে। আমাদের সেখানে কাজ করবার সময় দুটি ঘটনায় কেউ একজন মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছিল এর মধ্যে আমাদের একজন মহিলা শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত ছিলো, যে মারা গিয়েছিলেন। তার পরিবারের সবাই ক্লিনিকে তার দেহের কাছে ছিলেন এবং বিছানার উপর তার দেহ সটান শোয়ানো ছিল। তারা কাঁদছিলেন বিলাপ করছিলেন এবং মুনাজাত করছিলেন। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা আমাদের মুনাজাত করতে দিতে চান কিনা। তারা রাজি হলেন। আমি তাদের সকলকে বাইরে যেতে বললাম এবং যদিও আমাদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না তবুও আমরা বিছানার দুইপাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম এবং মুনাজাত করতে শুরু করলাম। এক সময় এলো যখন আমরা উভয়ে বিজয়ের নিশ্চয়তা লাভ করলাম এবং মেয়েটি সোজা হয়ে উঠে বসল।

বেহেশতী মমতা হল একটি নিশ্চিত প্রমাণ যে, আল্লাহ কিছু করতে চান।

সে প্রথমে যে কথাটি বলল, তা হল, "কারো কাছে কি একখানা কিতাবুল মোকাদ্দস আছে?" আমি বললাম, হ্যাঁ আছে এবং সে আমাকে বলল আমি যেন জবুর ৪১ অধ্যায় পাঠ করি। আমি জবুর ৪১ অধ্যায় পাঠ করলাম। আমি তাকে আমাদের সঙ্গে ঘরে নিয়ে গেলাম এবং সে দুই এক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেল। পরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন তুমি চেয়েছো যেন আমরা জবুর ৪১ অধ্যায় পাঠ করি?" সে বলল, "ঐ সময় সাদা পোষাক পড়া দুজন লোক আমার পাশে দাড়িয়ে ছিলেন এবং আমি তাকে অত্যন্ত ঢালু, খুব দীর্ঘ সোজা পায়ে চলার পথ দিয়ে হাঁটছিলাম। সে পথ আমাদের একটি জায়গায় নিয়ে গেল। যে জায়গাটি ছিল আলোয় পরিপূর্ণ এবং লোকেরা সাদা পোষাক পরিহিত ছিলেন, তারা সবাই গান করছিলেন। সেখানে একজন লোক বিশাল কিতাব থেকে পাঠ করছিলেন। তিনি জবুর ৪১ অধ্যায় পাঠ করছিলেন, এবং আমি জানতে চেয়েছিলাম এর মধ্যে কি

BACIB International Bible CHURCH

আছে?" জবুর শরীফের এই বাক্যের মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছি যে, এখানে আল্লাহ্‌র কালাম এবং অলৌকিক ঈমানের সংযোগের উদাহরণ রয়েছে।

> *"মাবুদ তাকে রক্ষা করবেন ও বাঁচিয়ে রাখবেন; দেশে সে সুখী হবে। তার শত্রুদের হাতে তিনি তাকে তুলে দেবেন না। সে অসুস্থ হয়ে যখন বিছানায় পড়বে তখন মাবুদ তাকে সান্ত্বনা দেবেন; রোগীর বিছানা থেকে তিনি তাকে তুলে আনবেন। আমি বললাম, "হে মাবুদ, আমি তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি; আমাকে রহমত দান কর, আমাকে সুস্থ কর।" আমার শত্রুরা আমার ক্ষতি চেয়ে বলে, "ও কখন মরবে? কখন ওর নাম মুছে যাবে?"... যারা আমাকে ঘৃণা করে তারা আমার বিরুদ্ধে কানাকানি করে আর আমার অনিষ্টের চিন্তা করে। তারা বলে, "ওর উপর ভয়ানক খারাপ কিছু চেপে বসেছে, যেখানে ও শুয়ে আছে সেখান থেকে আর উঠবে না।" ... কিন্তু তুমি, হে মাবুদ, আমাকে রহমত দান কর; আমাকে তোলো, যাতে আমি তাদের উপর শোধ নিতে পারি।*
>
> (জবুর শরীফ ৪১:২-৫, ৭-৮, ১০)

তৃতীয় ঘটনা হল, ঈসা যখন লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন:

> *"তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। ঈসা উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করি। অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেইজন্যই এই কথা বললাম।" এই কথা বলবার পরে ঈসা জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বের হয়ে এস।" যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। ঈসা লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।"*
>
> (ইউহোন্না ১১:৪১-৪৪)

কি নাটকীয় মুহূর্ত। লক্ষ্য করুন যে, প্রতিটি ঘটনায় ঈসা কথা বলেছেন এবং লোককে উঠতে বলেছেন। একই রকম ঘটনা ঘটেছিল যখন দর্কার মৃত্যুর পর তার দেহ ধৌত করে তাকে কবর দেওয়ার সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। এই সময় পিতরকে দর্কাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন।

> *"তখন পিতর তাদের সংগে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছালে পর সেই উপরের কামরায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। সমস্ত বিধবারা তখন পিতরের চারদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল এবং দর্কা বেঁচে থাকতে যে সব কোর্তা ও অন্যান্য কাপড়-চোপড় তৈরী করেছিলেন তা পিতরকে দেখাতে লাগল। তখন পিতর তাদের সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে হাঁটু পেতে মুনাজাত করলেন। তারপর সেই মৃত স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে বললেন, "টাবিথা, ওঠো।" তাতে দর্কা চোখ খুললেন এবং পিতরকে দেখে উঠে বসলেন। পিতর তখন তাঁর হাত ধরে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। পরে তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের ও বিধবাদের ডেকে তাদের দেখালেন যে, দর্কা বেঁচে উঠেছেন।"*
>
> (প্রেরিত ৯:৩৯-৪১)

লক্ষ্য করুন ঈসার মত পিতরও অবস্থা বুঝে সেই অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করেছিলেন। তিনি তার নাম ধরে ডেকেছিলেন। মুনাজাত করার পর এবং ঈমানের বাক্য গ্রহণ করার পর তিনি টাবিথাকে উঠতে বলেছিলেন। আর তিনি উঠে বসেছিলেন।

ঈমানের বাক্যের মধ্য দিয়ে দন্ডাজ্ঞার কথা

আমাদের সর্বশেষ উদাহরণ হল প্রেরিত পিতার থেকে নেওয়া একটি চমকপ্রদ ঘটনা। ইলুমা, যে ছিল একজন মায়াবী– একজন ভন্ড নবী বা জাদুকর সাইপ্রাস দ্বীপে পৌল এবং বার্নাবাসের তবলিগে বাধা সৃষ্টি করছিল।

> *"তখন পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে শৌল, যাঁকে পৌল বলেও ডাকা হত, ইলুমার দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, "তুমি ইবলিসের সন্তান ও যা কিছু ভাল তার শত্রু। তোমার মধ্যে সব রকম ছলনা ও ঠকামি রয়েছে। মাবুদের সোজা পথকে বাঁকা করবার কাজ কি তুমি কখনও থামাবে না? দেখ, মাবুদের হাত তোমার বিরুদ্ধে উঠেছে। তুমি অন্ধ হয়ে যাবে এবং কিছু দিন পর্যন্ত সূর্যের আলো দেখতে পাবে না।"*
>
> (প্রেরিত ১৩:৯-১১)

কথা বলার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে পৌল ইলুমার উদ্দেশ্যে দন্ডাজ্ঞার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, পৌল, "পাক-রূহে পরিপূর্ণ হয়ে", খোদায়ী ঈমানের বাক্যের মধ্য দিয়ে দন্ডাজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন।

অলৌকিক ঈমানের ফল

যখন আল্লাহ্‌ মানব জাতিকে খোদায়ী ঈমান অংশ অংশ করে ভাগ করে দেন তখন মানুষের কথায় একই ফল বয়ে আনে, যেন আল্লাহ্‌ সরাসরি কথা

বলেছেন। যাদের কাছে এই ঈমান আসে তারা তাদের জীবনে আল্লাহ্‌র কালামকে অনুমোদন দিয়ে থাকে। তারা তাদের অতীতের সব কার্যকলাপগুলো তাদের মন, প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে খতিয়ে দেখে সেখান থেকে বের হয়ে আসে। আর অলৌকিক কালামের ঈমান থেকে তারা পাক-রূহের পরিচালনায় পেয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র কালাম সমস্ত সৃষ্টির উপরে, মৃত্যুর উপর, এবং শয়তানের উপর ক্ষমতাবান, এবং জাগতিক ও রূহানী সমস্ত সৃষ্টির উপর এই কালাম কর্তৃত প্রকাশ করে। যাদের মধ্যে এই ঈমান থাকে তারা এমন শক্তিশালী হয় যে, তারা সমস্ত মন্দতা উপ্‌রে ফেলে এবং যা কিছু ভাল ও ধর্মময় তা গেঁথে তোলে।

অধ্যায় ৮

আরোগ্য সাধনের দান

পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা আরোগ্য সাধনের দান এবং কুদরতি-কাজ করার দান নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করব। এই দুইটি দানের সার্বিক, অবস্থা বুঝবার জন্য আমরা আরোগ্য সাধন এবং কুদরতি কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করব।

আরোগ্য সাধনের কাজ এবং কুদরতি কাজের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণত আরোগ্য সাধনের কাজের ফলে দেহের রোগ বা দেহের ক্ষতের উপশম হয়। এটি প্রায়ই ইন্দ্রিয়ের অগোচরে ঘটে। এছাড়া এটি ধীরে ধীরে ঘটে। এটি সাধারণত মুহূর্তের মধ্যে অথবা এটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে না। অন্য দিকে কুদরতি কাজ সাধারণত ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি গোচর হয় এবং প্রায় মুহূর্তের মধ্যে ঘটে। আর এটি একটি পরিবর্তন ঘটায় যা আরোগ্য সাধনের কাজকে ছাড়িয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, যে পা অন্য পায়ের চেয়ে ছোট সেই পা আপনি "আরোগ্য" করতে সমর্থ নন। কিন্তু আল্লাহ্ ঐ পা লম্বা করতে সমর্থ। মুনাজাতের পরে পা মুহূর্তের মধ্যে এবং দৃষ্টিগোচর ভাবে বেড়ে ওঠার অগণিত ঘটনা আমি সচক্ষে দেখেছি। আমি কান পুনঃস্থাপনের ঘটনারও সাক্ষী। একজন লোক তার কানের

সুস্থতার জন্য মুনাজাত করার অনুরোধ জানাবার পরে উল্লেখ করেছিলেন যে, তার কানের ভিতর অপারেশন করাতে হবে। এরপর যখন তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং ডাক্তার তার কান পরীক্ষা করলেন, তখন ডাক্তার তাকে বললেন যে তার কান সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এটি কেবল আরোগ্য সাধন ছিল না কারণ যা নেই তা আরোগ্য করতে আপনি অসমর্থ। এটি সৃজনী অথবা পুনরুদ্ধারক কুদরতি কাজ।

স্বভাবতই আরোগ্য সাধনের কাজ এবং কুদরতি কাজ একটি অন্যটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে সাধিত আরোগ্যের কাজ যা দৃশ্যমান তা আমাদের কাছে কুদরতি কাজ বলে মনে হতে পারে। এই রকম কিছু সংখ্যক আরোগ্য সাধক কাজের সাক্ষ্য রয়েছে আমার। একবার আমি একটি মেয়ের জন্য মুনাজাত করেছিলাম যার ব্রণ ছিল। বাস্তবিক আমি বেশি আশা করতে পারি নি, কিন্তু এর দশ মিনিট পর তার মুখমন্ডল এক ধরনের উজ্জ্বল গোলাপী রংয়ে পরিবর্তন হয়ে গেল। এটি সম্পূর্ণভাবেই অলৌকিক ছিল। যেখানে ঐ ব্রণের ক্ষত ছিল তার সব কিছুই একেবারে দূর হয়ে গেল। এটি ছিল একটি আরোগ্য সাধনের কাজ, কিন্তু এটি এত দৃশ্যমান ছিল এবং এভাবে মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেছে যে আপনি এই কাজকে কুদরতি কাজ বলে আখ্যায়িত করতে পারেন।

আরোগ্য সাধক দানের প্রকৃতি

আসুন আমরা আরো গভীরভাবে আরোগ্য সাধক দান নিয়ে আলোচনা করি। *"আর একজনকে সেই একই রূহে আরোগ্য সাধনের নানা মেহেরবানী দান দেওয়া হয়"* (১ করিন্থীয় ১২:৯)। এছাড়া এই দানের সঙ্গে উভয় দানগুলো এবং আরোগ্য সাধনের দানগুলো হলো বহুবচন। আমি এটি বুঝাবার জন্য ব্যাখ্যা করেছি যে, প্রত্যেক সময় যখন আরোগ্য সাধনের কাজ সংগঠিত হয় তখন এমন একজনের মধ্য দিয়ে এই দান দেওয়া হয় যিনি তা প্রকাশ করতে পারবেন।

আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনাধীন

রূহের অন্যান্য দানের মত আরোগ্য সাধনের দানও আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনাধীনে কাজ করে। আমি এটি বিশ্বাস করি না যে, যে কেউ চারদিকে গিয়ে যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়, ইচ্ছা করলেই লোকদের আরোগ্য সাধনের কাজ করতে পারে। যদি আপনি আরোগ্য সাধনের দান প্রকাশ করেন, তাহলে কিছু বোকা লোক

BACIB International Bible CHURCH

আপনাকে এই কথা বলতে পারে, "হাসপাতালে চলে যান এবং সবাইকে আরোগ্য করুন।" এটি পুরোপুরি কিতাবুল মোকাদ্দস বহিঃর্ভুত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বৈথেসদার পুকুর ঘাটে একজন রোগীকে ঈসার সুস্থ করার ঘটনার দিকে তাকাই।

> "জেরুজালেমে মেষ-দরজার কাছে একটা পুকুর আছে; সেখানে পাঁচটা ছাদ-দেওয়া জায়গা আছে। হিব্রু ভাষায় পুকুরটার নাম বেথেস্‌দা। সেই সব জায়গায় অনেক রোগী পড়ে থাকত। অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি শরীর যাদের একেবারে শুকিয়ে গেছে তেমন লোকও তাদের মধ্যে ছিল। ... আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছে তেমন একজন লোকও সেখানে ছিল। অনেক দিন ধরে সে এভাবে পড়ে আছে জেনে ঈসা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি ভাল হবার ইচ্ছা আছে?" রোগীটি জবাব দিল, "আমার এমন কেউ নেই যে, পানি কেঁপে উঠবার সংগে সংগে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়। আমি যেতে না যেতেই আর একজন আমার আগে নেমে পড়ে।" ঈসা তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।" তখনই সেই লোকটি ভাল হয়ে গেল ও তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।" (ইউহোন্না ৫:২-৩, ৫-৯)

ঈসা মসীহ্ নিজেও স্বাধীনভাবে একা পিতার ইচ্ছা পালন করেন নি।

"তুমি কি সুস্থ হতে চাও?" আটত্রিশ বছর ধরে যে লোক সুস্থ হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করে আছে তাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা খুব অদ্ভূদ বিষয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সুস্থ হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

লক্ষ্য করুন ঐ পুকুর পাড়ে বহু সংখ্যক অসুস্থ লোক পড়ে ছিল। তথাপি ঈসা একজন লোককে সুস্থ করলেন এবং বাইরে চলে গেলেন। আবার যখন ঈসাকে সুস্থ হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, *"সত্যি সত্যি আমি তোমাদেরকে বলছি, পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারে না, কেবল পিতাকে যা করতে দেখেন, তাই করেন; কেননা তিনি যা যা করেন পুত্রও তাই করেন"* (আয়াত ১৯)। ঈসা কোন কিছু স্বাধীনভাবে করবার দক্ষতার দাবী করেন নি, সব কিছু পিতার ইচ্ছা অনুসারেই করেছেন বলে দাবী করছেন। অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন, *"আমি তোমাদেরকে যে সব কথা বলি তা নিজের থেকে বলি না; কিন্তু আমার মধ্য থেকে তাঁর কথাগুলো সাধন করেন"* (ইউহোন্না ১৪:১০)। অন্য কথায় ঈসা তাঁর

পিতার কথার বাইরে যান নি এবং কোন কিছু নিজের ইচ্ছা মত কোন কিছু করেন নি কিংবা পিতার ইচ্ছা প্রকাশের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত নাও পান তাহলেও তিনি নিজের ইচ্ছা মত কোন কাজ করেন না।

এই সব বিষয়ে আমাদের অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সভায় সুস্থ হওয়ার জন্য যখন পঞ্চাশজন লোক সামনে এগিয়ে আসেন তখন তাদের মধ্যে সারিবদ্ধ করা, তাদের একটা নম্বর দেওয়া এবং এক নম্বর থেকে শুরু করা সাধারণত একেবারেই সন্তোষজনক হবে না। সারির প্রথম জন এমন একজন হতে পারে যার ঈমান নেই, এইজন্য আপনি তার জন্য মুনাজাত করলে তার জন্য কিছুই ঘটবে না। সারির দ্বিতীয় ব্যক্তিরও হয়তো কোন ঈমান নেই। আপনি তার জন্য মুনাজাত করলেন কিন্তু কিছুই ঘটল না, কারো কোন ঈমান নেই। আপনি প্রত্যেক জনের অবিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমরা অভিজ্ঞাতার মাধ্যমে শিখেছি, কোন্ লোককে দিয়ে শুরু করতে হবে তা আল্লাহ্‌কে মনোনীত করতে দিতে হবে।

ঈমানদারদের দেহের জন্য রূহের ক্ষমতা

আরোগ্য সাধনের ক্ষমতা হল পাক-রূহের ক্ষমতা যা ঈমানদারদের দেহের জন্য যথেষ্ট পরিমানে প্রস্তুত রয়েছে। রোমীয় ৮:১১ আয়াতে পৌল লিখেছেন, *"আর যিনি মৃতদের মধ্য থেকে ঈসাকে উঠালেন, তার রূহ্ যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তবে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে মসীহ্‌কে উঠালেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন রূহ্ দ্বারা তোমাদের মৃত্যুর অধীন দেহকেও জীবিত করবেন।"* ভিতরে বাসকারী পাক-রূহের মাধ্যমে আপনিও সেই ক্ষমতা লাভ করতে পারবেন, এটি একই রকম ঘটনা যা ঈসার মৃত দেহকে জীবিত করে তুলেছেন। পৌল এই সাক্ষ্য দেবার সময় একই ধারণা প্রকাশ করেছেন।

> "আমরা সব সময় হযরত ঈসার মৃত্যু আমাদের শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, যেন আমাদের শরীরের মধ্যে ঈসার জীবনও প্রকাশিত হয়। আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের সব সময়ই ঈসার জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যেন আমাদের মৃত্যুর অধীন শরীরে ঈসার জীবনও প্রকাশিত হয়। সেজন্য আমাদের মধ্যে মৃত্যু কাজ করছে কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন কাজ করছে।" (২ করিন্থীয় ৪:১০-১২)

তথাপি আমরা পুনরুত্থিত দেহ লাভ করি নি। কিন্তু যা আমাদের আছে এবং যে উপাধি আমরা দাবী করতে পারি তা হলো মরণশীল দেহে পুনরুত্থিত জীবন।

BACIB
International Bible CHURCH

ঈমানদারদের মধ্য দিয়ে পাক-রূহ্ দ্বারা ঈমানদারদের দেহে ঈসা মসীহের পুনরুত্থিত জীবন প্রকাশ পায়। পৌল বলেছেন, "যেন আমাদের মরণশীল দেহে ঈসার জীবনও প্রকাশ পায়।" জীবন কেবল এভাবেই থাকবে না কিন্তু তা প্রকাশ পাবে। এটি যাকে আমি খোদায়ী আরোগ্য সাধন এবং খোদায়ী স্বাস্থ্য বলে আখ্যায়িত করেছি। এটি আল্লাহ্ রূহের উপস্থিতি যা কবর থেকে ঈসার দেহের উত্থানকে প্রকাশ করে। এইজন্য এর উপস্থিতি আপনি দেখতে পান এবং এটি যা করছে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। ইয়াকুব লিখেছেন, *"তোমাদের মধ্যে কেউ কি রোগগ্রস্থ? সে মন্ডলীর প্রাচীন নেতাদের আহ্বান করুক এবং তারা প্রভুর নামে তাকে তৈলাভিষিক্ত করে তার উপর মুনাজাত করুক"* (ইয়াকুব ৫:১৪)। তেল হল পাক-রূহের প্রতীক যা ঈমানদারদের দেহে পুনরুত্থিত জীবন প্রদান করে।

ঈসায়ী ঈমানদারদের জন্য সুস্থ করাই নয় কিন্তু সুস্থ হওয়াই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

আমি বিশ্বাস করি পুনরুত্থিত জীবন দৈহিক সুস্থতাকে অতিক্রম করে যায়। ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্ এই ইচ্ছা পোষণ করেন না যে তারা মসীহে আরোগ্য লাভ করবে। কিন্তু তার ইচ্ছা এই যেন তারা স্বাস্থবান থাকে। ঈমানদারদের জন্য তার ইচ্ছা উল্লেখ করা হয়েছে ৩ ইউহোন্না ২ আয়াতে: *"প্রিয়তম মুনাজাত করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সমস্ত বিষয়ে, তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাক।"* আমার অভিজ্ঞতায় শিখেছি যে, আরোগ্য লাভ করার চেয়ে সুস্থ থাকা আরো সহজ। আরোগ্য লাভ করা ভাল তবে সুস্থ থাকা আরো ভাল। আমরা আরো শিখেছি যে যখন অসুস্থ অবস্থায় থাকেন তখন সুস্থ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের চেয়ে, আপনি অসুস্থ হবেন না এই বিশ্বাস করা আরো সহজ।

ঈমানদারদের দেহে পাক-রূহের ক্ষমতা আরো উপকার সাধন করে, *"যা উপকার আনে তেমন সব জিনিস দিয়ে তিনি তোমাকে তৃপ্ত করেন; তিনি ঈগল পাখীর মত তোমাকে নতুন যৌবন দেন"* (জবুর ১০৩:৫)। পুনরুত্থিত জীবন অসুস্থতা এবং রোগ ধ্বংস করার চেয়ে আরো বেশি উপযুক্ত এবং এটি বৃদ্ধ বয়সে যেকোন অবস্থায় সমভার রাখতে পারে। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে, *"মৃত্যুর সময় মূসার বয়স একশত বিশ বছর হয়েছিল। তার চোখ ক্ষীণ হয় নি ও তার তেজও হ্রাস পায় নি"* (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৭) মূসা এত দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ছিলেন যে অন্য বনি-ইসরায়েলদের চেয়ে তিনি বাস্তবিক একটি ভিন্ন ধরনের পরিবেশে বাস করছিলেন।

আমরা যে পরিবেশে বাস করি তাতে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। একজন মহিলা আমাকে বলেছিলেন তিনি এবং তার স্বামী ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন যারা পাক-রূহে বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত ঈমানদার ছিলেন না। তারা সকলেই স্বাস্থ্যবান ছিলেন। কিন্তু তাদের অসুস্থতার বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। তিন দিন ধরে তাদের অসুস্থতা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি এবং তার স্বামী বললেন, "আমরা এতই আনন্দিত যে, আমরা এই পরিবেশের বাইরে আছি।" যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আপনি বাস করছেন সেই অভিজ্ঞতায় আপনাকে অনেক কিছু করতে হয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, রূহে পূর্ণ ঈমানদার তার চারপাশ ঈমান নির্ভরতা এবং প্রশংসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষমতা যা আরোগ্য সাধন করে

জর্ডান নদীতে ঈসার বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর থেকে তার মধ্যে পাক-রূহের আরোগ্য সাধনের ক্ষমতা বাস করছিলেন। যখন এই শক্তি প্রায় দৃশ্যমানভাবে তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল, সেই ঘটনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর একটি উদাহরণ হল, যখন একজন স্ত্রীলোক জনতার মধ্য দিয়ে রক্তশ্রাব নিয়ে ঠিক তাঁর পেছনে এসেছিল এবং তাঁর পরিধেয় পোষাকের একটি প্রান্ত স্পর্শ করেছিল।

> "সেই ভিড়ের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল। অনেক ডাক্তারের হাতে সে অনেক কষ্ট পেয়েছিল, আর তার যা কিছু ছিল সবই সে খরচ করেছিল, কিন্তু ভাল হবার বদলে দিন দিনই তার অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। ঈসার বিষয় শুনে সে ভিড়ের মধ্যেই ঈসার ঠিক পিছনে এসে তাঁর চাদরটা ছুঁলো, কারণ সে ভেবেছিল যদি কেবল তাঁর কাপড় সে ছুঁতে পারে তাহলেই সে ভাল হয়ে যাবে। ঈসার চাদরটা ছোঁয়ার সংগে সংগেই তার রক্তস্রাব বন্ধ হল এবং সে তার নিজের শরীরের মধ্যেই বুঝল তার অসুখ ভাল হয়ে গেছে। ঈসা তখনই বুঝলেন তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে। সেজন্য তিনি ভিড়ের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আমার কাপড় ছুঁলো?" (মার্ক ৫:২৫-৩০)

যখন স্ত্রীলোকটি আরোগ্য লাভ করলো তখন ঈসা বুঝতে পারলেন যে, তাঁর

BACIB International Bible CHURCH

মধ্য থেকে আরোগ্যসাধক শক্তি বের হয়ে গেছে। আসুন আমরা আর একটি উদাহরণের দিকে তাকাই, *"একদিন ঈসা যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন ফরীশীরা এবং আলেমেরা সেখানে বসে ছিলেন। গালীল প্রদেশের বিভিন্ন গ্রাম এবং এহুদিয়া প্রদেশ ও জেরুজালেম শহর থেকে এঁরা এসেছিলেন। রোগীদের সুস্থ করবার জন্য মাবুদের কুদরত ঈসার মধ্যে ছিল।"* (লূক ৫:১৭)। দৃশ্যত: সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই আরোগ্য সাধক শক্তি প্রবেশ করেছিল। লূক ৬:১৯ আয়াতে প্রদর রোগগ্রস্থ স্ত্রীলোকটি আরোগ্য লাভ করার ঘটনার মত একই রকম অবস্থা দেখতে পাই *"আর সমস্ত লোক তাকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করলো, কেননা তার মধ্যে থেকে শক্তি নির্গত হয়ে সকলকে সুস্থ করছিলেন।"* যখন আরোগ্য সাধক রূহ্ অথবা কুদরতি কাজ কোন সভার মধ্যে কাজ করবে এবং প্রায় সকলেই অলৌকিকভাবে আল্লাহ্‌র স্পর্শ লাভ করবে তখন আমরা আমাদের জীবনে এবং আমাদের পরিচর্যার কাজে এই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করব। আমি ক্ষুদ্র পরিসরে এটি দেখতে শুরু করেছি এবং এটি আরো বৃহৎ পরিসরে দেখার প্রত্যাশা করছি।

একই রকম অলৌকিক আরোগ্য সাধনের ক্ষমতা তাঁর তবলিগ কাজের মধ্যে এমনভাবে যুক্ত ছিল যে তাঁর ছায়াও আরোগ্য সাধনের কাজ করেছিল।

> "সাহাবীরা যা করছিলেন তা দেখে লোকেরা খাটের উপরে ও মাদুরের উপরে করে রোগীদের এনে রাস্তায় রাস্তায় রাখতে লাগল, যেন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পিতরের ছায়াটুকু অন্তঃ তাদের কারও কারও উপরে পড়ে। জেরুজালেমের আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে অনেক লোক তাদের রোগীদের এবং ভূতের হাতে কষ্ট-পাওয়া লোকদের এনে ভিড় করতে লাগল, আর তারা সবাই সুস্থ হল। (প্রেরিত ৫:১৫-১৬)

এই রকম আরোগ্য সাধনের কাজ কেবল মাত্র ঈসা এবং প্রেরিতদের তবলিগ কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রভুতে একজন ভাইয়ের কথা আমি জানি যিনি আর্জেন্টিনাতে এইভাবে তবলিগ কাজে তা ব্যবহার করতেন। তিনি সভার চূড়ান্ত এক সময়ে বললেন যে, তিনি স্বইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, যেন তার ছায়া অসুস্থ লোকদের উপর পড়ে এবং তারা আরোগ্য লাভ করেছিল। আর্জেন্টিনা এই উদ্দীপনা সভা সমগ্র দেশকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, এর আগে মিশনারীরা চেষ্টা করেও এই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ঐ এলাকায় এই রকম ঘটনা অল্প কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। যখন আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বাধাহীনভাবে কাজ করে তখন যে ফল হবে তা আমরা পরিমাপ করতে সক্ষম হব না।

এককভাবে সুনির্দিষ্ট আরোগ্য সাধনের কাজ

শেষ অংশের উদাহরণ মূলতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বহু সংখ্যক লোককে আরোগ্য করার ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আসুন আমরা একজন একজন করে আরোগ্য লাভ করা সম্পর্কে কিছু কিতাবীয় ঘটনা দেখি। আমরা ঈসার তবলিগ কাজ দিয়ে শুরু করি।

> "বেলা ডুবে যাবার সময়ে লোকেরা সব রোগীদের ঈসার কাছে নিয়ে আসল। তারা নানা রকম রোগে ভুগছিল। **ঈসা তাদের প্রত্যেকের গায়ে হাত দিয়ে তাদের সুস্থ করলেন।"** (লূক ৪:৪০)

আমরা এখানে দেখতে পাই যে, ঈসা লোকদের একজন একজন করে পরিচর্যা করছেন। যাদের উপরে তিনি হাত রেখেছিলেন, তারা সকলেই আরোগ্য লাভ করেছিল। এই ঘটনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ সব সময় একই উপায়ে আরোগ্য সাধনের কাজ করেন না। কিছু কিছু লোক ঈসাকে কেবল স্পর্শ করে আরোগ্য লাভ করেছিল এবং অন্য সময় ঈসা এককভাবে কারো উপরে হাত রেখেছিলেন এবং তারা আরোগ্য লাভ করেছিল।

আমরা কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করার ঘটনার মধ্যে একক ভাবে এটি কাজ করতে দেখি।

> "ঈসা যখন পাহাড় থেকে নেমে আসলেন তখন অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল। সেই সময় একজন চর্মরোগী এসে তাঁর সামনে উবুড় হয়ে বলল, "হুজুর, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।" ঈসা হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি পাক-সাফ হও।" তখনই লোকটির চর্মরোগ ভাল হয়ে গেল। (মথি ৮:১-৩)

কুষ্ঠরোগীর দৃশ্যমান আরোগ্য লাভের কাজকে মূলতঃ কুদরতি কাজ বলে মনে হতে পারে। ঈসা তাকে স্পর্শ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে আরোগ্য লাভ করলো। অবশ্য ঈসা এমন একজনকে স্পর্শ করেছিলেন সাধারণত লোকেরা তাকে স্পর্শ করত না, ঈসা সেই কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করেছিলেন। ঈসা তাকে কিছু আলাদা পদ্ধতিতে আরোগ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার পদ্ধতির বাইরে গিয়ে তাকে স্পর্শ

BACIB
International Bible CHURCH

করে তার প্রতি করুণা দেখিয়েছেন।

মাঝে মাঝে আরোগ্য সাধন করার জন্য ঈসার পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা দেখে বুঝা যায় যে, তা একই নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এটি আমাদের দেখায় যে আমাদের অবশ্যই এই আরোগ্য সাধন কার্যে পাক-রূহের পরিচালনার উপর নির্ভর করতে হবে। একই নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমন পদ্ধতিতে ঈসা লোকদের স্পর্শ করার দ্বারা আরোগ্য করার দুটি ঘটনার দিকে তাকাই আমরা। প্রথম ঘটনাটি কালা বা বধির লোক সম্পর্কে:

> "সেখানে কয়েকজন লোক একটা বধির ও তোতলা লোককে ঈসার কাছে নিয়ে আসল এবং কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যেন তিনি সেই লোকটির উপরে তাঁর হাত রাখেন। ঈসা ভিড়ের মধ্য থেকে সেই লোকটিকে একপাশে নিয়ে গিয়ে তার দুই কানের মধ্যে নিজের আংগুল দিলেন। পরে থুথু ফেলে লোকটার জিভ্ ছুঁলেন। তারপর তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লোকটিকে বললেন, "এপ্ফাথা," অর্থাৎ "খুলে যাও।" তাতে লোকটার কানও খুলে গেল, জিভও খুলে গেল এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগল। (মার্ক ৭:৩২-৩৫)

এরপর আর একটি ঘটনা রয়েছে যা একজন অন্ধ লোকে আরোগ্য লাভ করার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। *"পরে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা বৈৎসৈদা গ্রামে গেলেন। সেখানকার লোকেরা একজন অন্ধ লোককে তাঁর কাছে নিয়ে আসল এবং লোকটির গায়ে হাত রাখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল। ঈসা সেই অন্ধ লোকটিকে হাত ধরে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। তার পরে লোকটির চোখে থুথু দিলেন এবং তার গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?"* (মার্ক ৮:২২ -২৩)। কেন ঈসা তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। সম্ভবত সেখানে এমন অবিশ্বাসের পরিবেশ বিরাজ করছিল যে অন্ধ লোকটি আরোগ্য লাভ করার জন্য বিশ্বাস অর্জন করতে পারত না। কিতাবের এই অংশটি আরো বলে যে, *"লোকটি তাকিয়ে দেখে বলল, "আমি লোক দেখতে পাচ্ছি; তারা দেখতে গাছের মত, আবার হেঁটেও বেড়াচ্ছে"* (আয়াত ২৪)। লোকটি দেখতে পেয়েছিল বটে কিন্তু স্পষ্টভাবে নয়। কিছু কিছু লোক বলে থাকেন, ঈসা মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্য সাধনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। তথাপি ঈসা লোকদের সাজা দেবার পরিমানের উপর নির্ভর করে তাদের আরোগ্য করে থাকেন। *"ঈসা আর একবার লোকটির চোখের উপরে হাত দিলেন। এইবার তার চোখ খুলে গেল এবং সে দেখবার শক্তি ফিরে পেল। সে*

পরিষ্কার ভাবে সব কিছু দেখতে লাগল। ঈসা তাকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার সময় বললেন, "বৈৎসৈদা গ্রামে যেয়ো না" (আয়াত ২৫, ২৬)।

দৃশ্যত ঈসা ঐ গ্রামের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দাঁড়ান নি। সেখানে কিছু অবিশ্বাসের পরিবেশ ছিল। সম্ভবত এটি ছিল তার আত্মীয়-স্বজন যারা আরোগ্য সাধনের জন্য সমস্যার কারণ ছিল। কখনো কখনো কঠিন হৃদয়ের মানুষ আপনার সামনে ঈমান দেখাতে পারে। যদি আপনার সব আত্মীয়-স্বজন অবিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে অন্য কোথাও গিয়ে সেই ঈমান প্রকাশ করতে হবে। ঐ বিশেষ গ্রামের লোকটিকে আরোগ্য করা যায় নি। এমনি যখন সে আরোগ্য লাভ করেছিল সে স্পষ্টভাবে সে আরোগ্য লাভ করে নি, যেন সে আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল।

আরোগ্য সাধনের কাজে আমাদের সম্পূর্ণভাবে পাক-রূহের উপর নির্ভর করতে হবে।

আদি মন্ডলীর তবলিগ কার্যের মধ্য দিয়েও ব্যক্তিগতভাবে আরোগ্য সাধনের কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। প্রেরিত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, পৌল এবং অন্যান্যরা প্রচন্ড ঝড়ে জাহাজ ডুবির পর মাল্টা দ্বীপে ছিলেন। যখন তারা তীরে এসেছিলেন তখন দ্বীপের লোকেরা তাদের সাদরে গ্রহণ করলো এবং সৌজন্য প্রকাশ করলো। সেখানে আল্লাহ্ এমন সুকৌশলে একটি অলৌকিক কাজ করেছিলেন যে সেই দ্বীপে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

> "সেই জায়গার কাছেই পুব্লিয় নামে সেই দ্বীপের প্রধান লোকের একটা জমিদারি ছিল। পুব্লিয় তাঁর বাড়ীতে আমাদের ডাকলেন এবং তিন দিন ধরে খুব আদরের সংগে আমাদের সেবা-যত্ন করলেন। সেই সময় পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশা রোগে বিছানায় পড়ে ভুগছিলেন। পৌল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে মুনাজাত করলেন এবং তাঁর গায়ে হাত দিয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন। এই ঘটনার পরে সেই দ্বীপের বাকি সব রোগীরা এসে সুস্থ হল।" (প্রেরিত ২৮:৭-৯)

লক্ষ্য করুন, এই অংশ বলে যে পৌল তাকে আরোগ্য করেছিলেন। আমরা ঈসা এবং পাক-রূহের ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে কোন ভাবেই আরোগ্য সাধনের কাজ করতে সক্ষম হব না। কিন্তু একটি সময় আমরা তার সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হবো যে, এর ফলে আমরা লোকদের আরোগ্য করতে পারব। *"ঈসা বলেছেন, যে আমার উপর ঈমান আনে, আমি যে সব কাজ করেছি, সেও করবে"* (ইউহোন্না

BACIB
International Bible CHURCH

১৪:১২)। আল্লাহ্ যখন বারজন সাহাবীকে এবং পরে আরো সত্তর জনকে গ্রামের এবং শহরের চারদিকে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, "*অসুস্থদের সুস্থ কর*" (লূক ১০:৯)।

আরোগ্য সাধন দানের ফল

আমরা দেখেছি যে আরোগ্য সাধনের দান লোকদের দেহের ভগ্ন স্বাস্থ্যকে অলৌকিক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যখন এইভাবে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন বুঝতে হবে এটি হল একটি দান যা এমন একজন লোকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে যে এই দান প্রকাশ করতে পারবে। পাক-রূহের পুনরুত্থানের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আরোগ্য সাধনের দান ফলদায়ক হতে পারে। এই ক্ষমতা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আরোগ্য সাধনের কাজ প্রকাশ করতে পারে, যার ফলে অনেকে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করতে পারে। একইভাবে পাক-রূহের নির্দেশ অনুযায়ী এককভাবে সুনির্দিষ্ট আরোগ্য সাধনের কাজ করা যাবে। এছাড়া আরোগ্য সাধনের দান ফল হিসেবে আরোগ্য সাধনের জন্য ঈমানের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ঈসা মসীহের সুসমাচারের পথ খুলে দেয়।

অধ্যায় ৯

কুদরতি কাজ

কুদরতি কাজের প্রকৃতি

আমরা ১ করিন্থীয় ১২:১০ আয়াতে পাঠ করি, "*আর একজনকে কুদরতি কাজ করার গুণ দেওয়া হয়*"। আরোগ্য সাধন দানের মত এই দানও কেবল আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনের মধ্য দিয়ে কাজ করে। কেবল নিজের ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে কেউ কুদরতি কাজ করতে পারে না।

এর আগে আমি এভাবে বলেছিলাম, বহুবচনে "কুদরতি কাজ" হিসাবে এই দান আরো সঠিকভাবে অংকিত করা হয়েছে। এছাড়া পৌল কুদরতি কাজ সম্পর্কে তিন বার লিখেছেন – ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায় ১০ এবং ২৮ আয়াত এবং গালাতীয় ৩ অধ্যায় ৫ আয়াত। এই আয়াতগুলোতে গ্রীক শব্দের অনুবাদ "কুদরতি কাজ" হল Dunamis এর বহুবচনের রূপ। Dunamis শব্দের অর্থ হল "ক্ষমতা", আর এই কারণে আক্ষরিকভাবে অনুবাদ দান হবে "ক্ষমতার কাজ"। এই কাজে আল্লাহ্‌র-দত্ত সামর্থ প্রদান করা হয়েছে, যেন কাজে পাক-রূহের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করা যায়। প্রতিটি কুদরতি কাজ হল– সুনির্দিষ্ট, দানের সুস্পষ্ট প্রকাশ।

কিতাবে কুদরতি কাজের সাধারণ উদ্বৃতি

কিতাবের যে সব স্থানে ক্ষমতা (Dunamis) শব্দটি বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেই স্থানগুলো দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেই। আসুন আমরা ইঞ্জিল

BACIB
International Bible CHURCH

শরীফের দৃষ্টান্ত সমূহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরম্ভ করি, যেখানে অলৌকিক কাজের জন্য সাধারণ ভাবে ক্ষমতা (Dunamis) ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ অলৌকিক কাজ ব্যতীত যা উল্লেখ করা হয়েছে।

মথি ১৩:৫৪ আয়াতে আমরা দেখতে পাই ঈসা যখন প্রথমে তবলিগ শুরু করলেন তখন নাসারতের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল, *"আর তিনি স্বদেশে এসে লোকদের মজলিশখানায় তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন, তাতে তার চমৎকৃত হয়ে বললো, "এই মানুষটি এমন জ্ঞান ও এমন কুদরতি কাজ করার ক্ষমতা কোথা থেকে পেলো?"* এই ঘটনায় ক্ষমতা শব্দটির অনুবাদ হল "কুদরতি কাজ"। কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্য অনুবাদ "অলৌকিক ক্ষমতা" ব্যবহৃত হয়েছে। লোকেরা ঈসার প্রজ্ঞা এবং কুদরতি কাজ দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল, "এই ক্ষমতা কোথা থেকে পেল? আমরা তাঁকে চিনি। তিনি তো কেবল একজন কাঠ মিস্ত্রির পুত্র। কিভাবে তিনি এই সব করতে সমর্থ হলেন?" (দেখুন আয়াত ৫৫-৫৬)।

ঈসা মসীহের জীবন ও তাঁর পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ হয়েছিল তাঁর অলৌকিক কাজ, চিহ্নসমূহ ও অদ্ভূত লক্ষণসমূহ দ্বারা।

প্রেরিত ২:২২ আয়াতে পিতর ঈসা সম্পর্কে এই ভাবে উল্লেখ করেছেন, *"হে ইসরাইল লোকেরা, এসব কথা শোন! নাসরতীয় ঈসা কুদরতি কাজ অদ্ভুদ লক্ষণ ও চিহ্নগুলো দ্বারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ কতৃক প্রমাণিত মানুষ। তারই দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ করেছেন, যা তোমরা নিজেরাই জান ---"* সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তিনটি বিষয়: কুদরতি কাজ, অদ্ভুদ লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা ঈসার জীবন ও তব-লিগ কাজের অলৌকিকভাবে প্রমাণ দিয়েছেন।

ঈসা ছিলেন, "আল্লাহ্ কতৃক প্রমাণিত মানুষ।" ইহুদী শ্রোতাদের বুঝবার জন্য এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। *"কেননা ইহুদীরা চিহ্ন কার্য দেখতে চায়"* পৌল লিখেছেন, *"গ্রীকরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে"* (১ করিন্থীয় ১:২২) যে নবী অলৌকিক চিহ্ন কার্য করেন নি ইহুদীরা তাকে কখনোই নবী হিসাবে স্বীকার করে নেয় নি। এই বিষয়টি তাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত ছিল। তাদের সমগ্র ধর্মীয় পটভূমি এই রকম ছিল যে, যে লোক আল্লাহ্র বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তাদের তা প্রমাণ করতে হয়েছিল। বাস্তবিক আমরা কখনো লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারব না, যখন পর্যন্ত আমরা এই ভাবে অলৌকিক প্রমাণ দিতে পারব যে আমরা তাদের যে সব কথা বলি

তা আল্লাহ্ কতৃক সত্য বলে প্রমাণিত। আমি দুইটি দেশের মিশনারী ছিলাম এবং আমি আমার দেশের বাইরে পা রাখতে পারতাম না, যদি না এই বিশ্বাস আমার মধ্যে না জন্মাত যে আল্লাহ্ আমাকে যে বাণী দিয়েছেন তার অলৌকিক সাক্ষ্য বহন করতে হবে। অন্যথায় আমাদের ঘরে বসে এবং তবলিগের মূল কথা পাঠিয়ে দেওয়া ভাল হবে। লোকদের কাছে কেবল কথা বলার চেয়ে আরো বেশি কিছু করতে না পারা পর্যন্ত এটি আরো ভাল কাজ করবে। এটি হল কুদরতি কাজের ক্ষমতা।

পৌল তাঁর নিজ প্রেরিতত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, *"প্রেরিতের চিহ্ন সকল তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে নানা চিহ্নকার্য, অদ্ভুদ লক্ষণ ও কুদরতি কাজ (ক্ষমতা) দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।"* (২ করিন্থীয় ১২:১২)। "কুদরতি কাজ" পরাক্রম কার্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌল পুনরায় এই বিষয়টি পরিস্কার করেছেন যে, একজন প্রেরিত তার প্রেরিতত্ত্বকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হবে। তার অলৌকিক সাক্ষ্য থাকতে হবে। চিহ্নকার্য সঙ্গে থাকা প্রেরিতদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অধ্যাবসায় তাদের সামর্থে হতাশাগ্রস্থ হয়না কিংবা হাল ছেড়ে দেয় না। লক্ষ্য করুন তিনটি একই রকম সাক্ষ্যের কথা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যা ঈসা প্রেরিত ২:২২ আয়াতে ব্যবহার করেছেন: চিহ্নকার্য, অদ্ভুদ লক্ষণ ও কুদরতি কাজ অথবা পরাক্রম কার্য।

গালাতীয়দের প্রতি লেখা পৌলের পত্রে *ক্ষমতার* আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই পত্রে তিনি আলোচনা করেছেন যে, ঈমানদারগণ অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্র ক্ষমতা দ্বারা নাজাত সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে, পাক-রূহের বাপ্তিস্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং অলৌকিক কাজ দেখেছে কিন্তু এখন তারা মূসার শরীয়তের মধ্যে ফিরে গেছে এবং ইহুদী ভাবাপন্ন শিক্ষকদের প্রভাবের মধ্য দিয়ে বিধি সম্মত দাবী পর্যবেক্ষণ করেছে। এটি খুব কৌতুহল উদ্দীপক বিষয় যে, করিন্থীয়দের ব্যাপারে পৌলের যতটা মনোভঙ্গ হয়েছিল তার চেয়েও মনোভঙ্গ হয়েছিল গালাতীয়দের ব্যাপারে। করিন্থীয়দের ছিল ইন্দ্রিয়গত সব ধরনের গুনাহের সমস্যা। কিন্তু পৌল করিন্থীয়দের কাছে লেখা প্রথম পত্রের শুরুতে কিছুটা সময় নিয়ে আল্লাহ্কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কারণ আল্লাহ্ তাদের কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। গালাতীয়দের কাছে তাঁর লেখা পত্রে, কোন সময় তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ধন্যবাদ জানান নি। তিনি বলেছেন, *"আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, মসীহের রহমতে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্র তার থেকে অন্য রকম সুখবরের দিকে ফিরে যাচ্ছে"* (গালাতীয় ১:৬)। পৌল নীতিহীনতার দ্বারা যতটা বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন তার

BACIB
International Bible CHURCH

চেয়েও বেশি বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন শরীয়ত সম্বন্ধীয় বিষয় দ্বারা, তিনি উভয়ই দোষই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সংশোধন করেছিলেন। কিন্তু লিগ্যালিজম অধিকাংশ ঈসায়ীদের কাছে অত্যন্ত বিপদজনক বিষয়।

লক্ষ্য করুন, গালাতয়িদের কাছে তাঁর তিরস্কারের কথা লিখেছেন:

> "আমি কেবল তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই, তোমরা শরীয়ত পালন করে কি পাক-রূহ্‌কে পেয়েছিলে, না সুসংবাদ শুনে ঈমান এনে পেয়েছিলে? তোমরা কি এতই অবুঝ? পাক-রূহের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন শুরু করে কি এখন নিজের চেষ্টায় পূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছ? তোমরা কি মিথ্যাই এত দুঃখভোগ করেছ? আমি আশা করি তোমাদের সেই দুঃখভোগ অনর্থক হয় নি। আল্লাহ্‌ কেন তোমাদের পাক-রূহ্‌ দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে এত অলৌকিক কাজ করছেন তা ভেবে দেখ। তোমরা শরীয়ত পালন করছ বলেই কি তিনি এই সব করছেন, নাকি সুসংবাদ শুনে ঈমান এনেছ বলে করছেন? (গালাতীয় ৩:২-৫)

অলৌকিক ক্ষমতা সমূহের কাজ "ঈমানের বার্তাসমূহ শোনার মাধ্যমের"।

প্রেরিত পৌল বলেছেন, "তোমরা কি খৎনা করার এবং মূসার শরীয়ত পালনের ফলস্বরূপ পাক-রূহকে পেয়েছেন? না। যখন তোমরা সুসমাচারে তবলিগ শুনে তার উপর ঈমান এনেছিলে, কোন একজন তোমাদের জন্য মুনাজাত করেছিলেন এবং তোমাদের উপর হস্তার্পণ করেছিলেন এবং তোমরা নানা ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিলে, তখন তোমরা পাক-রূহ্‌ পেয়েছিলে। পাক-রূহের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেও তোমরা অ-রূহানী আদেশ এবং নিয়মের দিকে ফিরে যাচ্ছো?"

"তোমাদের পাক-রূহ যুগিয়ে দেন" (আয়াত ৫) কথাটা লোকদেরকে পাক-রূহে বাপ্তিস্মের কাছে আনয়ন করার নির্দেশ করে। এটি খৎনা করার দ্বারা কিংবা মূসার শরীয়ত পালন করার দ্বারা ঘটে নি। কিন্তু এটি ঘটেছে ঈমানের দ্বারা, ঠিক যেভাবে ঈমান আনার মাধ্যমে নাজাত এসেছিল। পৌল এই কারণে পাক-রূহ গ্রহণ করার স্বরূপ একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত কুদরতি কাজ করেছিলেন। এই সব ঘটে সুখবরের বার্তা শোনার মাধ্যমে। কারো কাছ থেকে আপনি আল্লাহ্‌র কালামের ব্যাখ্যা

শুনলেন। এরপর খুব সাধারণ একটি কাজের মাধ্যমে আপনি আপনার ঈমান প্রকাশ করলেন এবং এটি ঘটবে। এর জন্য খুব মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করার কিংবা চিৎকারের প্রয়োজন নেই, এটি আবেগ প্রবণতার বিষয় নয়। এটি কেবল ঈমানের সাথে আল্লাহ্‌র কালাম শোনা। ইবরানী কিতাবে সাধারণভাবে আর একটি কুদরতি কাজের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে:

> "তাহলে নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌ এই যে মহান ব্যবস্থা করেছেন তা যদি আমরা অবহেলা করি তবে কি করে আমরা রেহাই পাব? নাজাত পাবার কথা প্রথমে হযরত ঈসাই বলেছিলেন এবং যাঁরা তা শুনেছিলেন তাঁরা আমাদের কাছে সেই নাজাতের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সেই সংগে আল্লাহ্‌ও অনেক চিহ্ন এবং কুদরতি ও শক্তির কাজ দ্বারা আর নিজের ইচ্ছা অনুসারে পাক-রূহের দেওয়া দান দ্বারা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।"
>
> (ইবরানী ২:৩-৪)

আল্লাহ্‌র ক্ষমতার চারটি প্রকাশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে নানা চিহ্ন কাজ, অদ্ভুদ লক্ষণ ও নানা কুদরতি কাজ এবং পাক-রূহের দান। এই আয়াতের "দান" "বিতরণ" হিসাবে অনুবাদ হলে আরো ভাল হত। সুসমাচারের বার্তায় আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য সর্বাংশে অলৌকিক। বর্তমান কালেও এটি একই ভাবে প্রযোজ্য।

কুদরতি কাজ এবং মুক্তি

সুনির্দিষ্ট কুদরতি কাজ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমি কুদরতি কাজের দান এবং বদরূহ্‌ ছাড়ানোর মধ্যে সম্পর্ক কি তা উল্লেখ করতে চাই। প্রায় সমস্ত জায়গায় যেখানে ক্ষমতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে বদরূহ ছাড়ানো সম্পর্কে উদ্বৃতি আছে। উদাহরণস্বরূপ মার্ক সুসমাচারে আমরা পাঠ করি:

> "ইউহোন্না ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আমরা একজন লোককে আপনার নামে ভূত ছাড়াতে দেখে তাকে নিষেধ করলাম, কারণ সে আমাদের দলের লোক নয়।" ঈসা বললেন, "তাকে নিষেধ কোরো না। আমার নামে অলৌকিক কাজ করবার পরে কেউ ফিরে আমার নিন্দা করতে পারে না।"
>
> (মার্ক ৯:৩৮-৩৯)

লক্ষ্য করুন ঈসা কুদরতি কাজ হিসাবে তার নামে বদরূহ ছাড়ানোর বিষয়ে

BACIB
International Bible CHURCH

উল্লেখ করেছেন। সামরিয়ায় ফিলিপের তবলিগের বর্ণনায় একই রকম অবস্থা দেখতে পাই।

> "লোকেরা তাঁর কথা শুনে এবং তিনি যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তা দেখে তাঁর কথা মন দিয়ে শুনল। অনেকের মধ্য থেকে ভূত চিৎকার করে বের হয়ে গেল এবং অনেক অবশ রোগী ও খোঁড়া সুস্থ হল। ... সেই শিমোনও ঈমান এনে তরিকাবন্দী নিল, আর সে ফিলিপের পিছনে পিছনে সব জায়গায় গেল এবং চিহ্ন-কাজ ও বড় বড় অলৌকিক কাজ দেখে অবাক হল।
>
> (প্রেরিত ৮:৬-৭, ১৩)

গ্রীক থেকে সঠিক অনুবাদ হল, "অনেক চিহ্ন কাজ ও মহা পরাক্রমের কাজ সাধিত হচ্ছে দেখে।" শিমোন যে মহা পরিক্রম কার্য দেখেছিল তা কেবল পক্ষাঘাত গ্রস্থ ও খোঁড়ার দৃষ্টি গোচরীভূত সুস্থতাই ছিল কিন্তু সে দৃশ্যমানভাবে লোকদের মধ্য থেকে নাপাক রূহ্ বের হয়ে যেতেও দেখেছিল। আমিও আমার তবলিগে একই রকম ফল পেয়েছি। প্রভু আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে, যদি আমরা বদরূহ্ ছাড়ানোর কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যাই তাহলে অলৌকিক আরোগ্য সাধনের কাজ অনুসরণ করা হবে। আর আমি দেখেছি যে, খোঁড়া এবং পক্ষাঘাত গ্রস্থ লোক আরোগ্য লাভ করেছে। কিতাবুল মোকাদ্দস কত নির্ভুল, এটা খুব আশ্চর্যের বিষয়।

কুদরতি কাজ এবং মুক্তির মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে *"আল্লাহ্ পৌলের মধ্য দিয়ে খুব আশ্চর্য্য অলৌকিক কাজ করতে লাগলেন। তাঁর ব্যবহার করা গামছা ও গায়ের কাপড় রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে পর তাদের অসুখ ভাল হয়ে যেত এবং ভূতেরাও ছেড়ে যেত।"* (প্রেরিত ১৯:১১-১২)। *"অসামান্য"* কিংবা *"অসাধারণ"* শব্দটি আমাদের বলে যে, কুদরতি কাজ আদি মন্ডলীতে খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখানে আদর্শের বাইরে কিছু বিষয় ছিল।

কিতাবের অংশ সমূহে যেখানে প্রকৃত কুদরতি কাজ অথবা নানা রকম কুদরতি কাজ সবিস্তরে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণে বদরূহ্ বের হয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রকাশের অন্যতম প্রদর্শন।

সুনির্দিষ্ট কুদরতি কাজের প্রকাশ

পানিকে আঙ্গুর রসে পরিণত করা

আসুন আমরা ইঞ্জিল শরীফে লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট কুদরতি কাজের কিছু উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করি। ঈসার সর্ব প্রথম কুদরতি কাজ হলো, পানিকে আঙ্গুর রসে পরিণত করা।

> "এর দু'দিন পরে গালীলের কান্না গ্রামে একটা বিয়ে হয়েছিল। ঈসার মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই বিয়েতে ঈসা এবং তাঁর সাহাবীরাও দাওয়াত পেয়েছিলেন। পরে যখন সমস্ত আংগুর-রস ফুরিয়ে গেল তখন ঈসার মা ঈসাকে বললেন, "এদের আংগুর-রস নেই।" ঈসা তাঁর মাকে বললেন, "এই ব্যাপারে তোমার সংগে আমার কি সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও হয় নি।" তাঁর মা তখন চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা করতে বলেন তা-ই কর।" ইহুদী শরীয়ত মত পাক-সাফ হবার জন্য সেই জায়গায় পাথরের ছয়টা জালা বসানো ছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটাতে কমবেশ পঁয়তাল্লিশ লিটার করে পানি ধরত। ঈসা সেই চাকরদের বললেন, "এই জালাগুলোতে পানি ভরে দাও। চাকরেরা তখন জালাগুলো কানায় কানায় পানি ভরে দিল। তারপর ঈসা তাদের বললেন, "এবার ওখান থেকে অল্প তুলে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" চাকরেরা তা-ই করল।"
>
> (ইউহোন্না ২:১-৮)

ঈসা পরিচারকদের ছয়টি জালায় পানি পূর্ণ করতে বলার বিষয়টি হল– ঈমান। এরপর তিনি সেখান থেকে কিছু তুলে ভোজের মালিকের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। কিছু সময়ের মধ্যে তারা সেখান থেকে কিছু তুলে নিল এবং ঐ সময় তারা ভোজের মালিকের কাছে তা দিল, যা আঙ্গুর রসে পরিণত হয়েছিল। এটি ছিল একটি কুদরতি কাজ (দেখুন ইউহোন্না ২:৯-১১)। আপনি এতে চিহ্নকাজ বলতে পারেন অথবা আপনি একে আশ্চর্য কাজ বলতে পারেন। কিন্তু এই শ্রেণির জন্য উপযুক্ত।

পাঁচ হাজার লোককে আহার দান

আর একটি কুদরতি কাজ হল, ঈসা হাজার হাজার লোককে আহার দানের

জন্য রুটি এবং মাছ টুকরো টুকরো করেছিলেন।

"ঈসা চেয়ে দেখলেন অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে। তিনি ফিলিপকে বললেন, "এই লোকদের খাওয়াবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব?" ফিলিপকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি ঐ কথা বললেন, কারণ কি করবেন তা তিনি জানতেন। ফিলিপ ঈসাকে বললেন, "ওরা যদি প্রত্যেকে অল্প করেও পায় তবু দু'শো দীনারের রুটিতেও কুলাবে না।" ঈসার সাহাবীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন-পিতরের ভাই। আন্দ্রিয় ঈসাকে বললেন, "এখানে একটা ছোট ছেলের কাছে পাঁচটা যবের রুটি আর দু'টা মাছ আছে, কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কি হবে?" ঈসা বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও।" সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। লোকেরা তারই উপর বসে গেল। সেখানে পুরুষের সংখ্যাই ছিল কমবেশি পাঁচ হাজার। এর পরে ঈসা সেই রুটি কয়খানা নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসে ছিল তাদের ভাগ করে দিলেন। সেভাবে তিনি মাছও দিলেন। যে যত চাইল তত পেল। লোকেরা পেট ভরে খেলে পর ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "যে টুকরাগুলো বাকী আছে সেগুলো একসংগে জড়ো কর যেন কিছুই নষ্ট না হয়।" লোকেরা খাবার পরে সেই পাঁচখানা রুটির যা বাকী ছিল সাহাবীরা তা জড়ো করে বারোটা টুকরি ভর্তি করলেন। ঈসার এই অলৌকিক কাজ দেখে লোকেরা বলতে লাগল, "দুনিয়াতে যে নবীর আসবার কথা আছে ইনি সত্যিই সেই নবী।"

(ইউহোন্না ৬:৫-১৪)

ঈসা পাঁচ হাজার লোককে খাবার দিতে চেয়েছিলেন, এর মধ্যে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের সংখ্যা যোগ করা হয় নি। কিন্তু তার হাতে ছিল পাঁচটা যবের রুটি এবং দুইটি মাছ। তিনি কি করলেন? খুব সহজ একটা বিষয়। তিনি প্রভুকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এরপর খাবার বিতরণ করতে শুরু করলেন। এতে সকলেই পেট ভরে খেয়েছিল এবং কিছু খাবার অবশিষ্ট্য ছিল। আপনি কি জানেন শেষে কি পরিমান খাবার সংগ্রহ করা হয়েছিল? কিতাবের এই অংশে বলে যে, এটি বার ঝুড়ি পূর্ণ করেছিল। অন্য এক সময় ঈসা সাতটি যবের রুটি এবং কিছু সংখ্যক মাছ দিয়ে চার হাজার লোককে আহার দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় সাত ঝুড়ি খাবার অবশিষ্ট্য ছিল। লোকেরা কেবল তৃপ্ত হয়ে খেয়েছিল তাই নয় কিন্তু প্রচুর পরিমানে খাবার অবশিষ্ট্য ছিল। (উদাহরণস্বরূপ দেখুন মার্ক ৮:১-৯)।

লক্ষ্য করুন, ঈসা এই কুদরতি কাজটি সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিয়মানুগভাবে পরিচালনা করেছেন। মার্ক ৬ অধ্যায়ে পাচ হাজার লোককে আহার দেওয়ার বিবরণে আমরা পাঠ করি, ঈসা সাহাবীদের বলেছিলেন যেন তারা লোকদের দলে দলে বসিয়ে দেন। আর তারা একশো একশো করে ও পঞ্চাশ জন করে সবুজ ঘাসের উপর বসে গেল। লোকদের আহার দেবার আগে ঈসা চেয়েছিল যেন তারা তাঁর কতৃক ক্ষমতার কাছে নত হয় এবং বশ্যতা স্বীকার করে। রূহানী অর্থে এটি এক ভাবে আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিছু কিছু লোক আছে যারা অন্য কারো সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না এবং অন্য আর কারো কতৃত্বের অধীনে থাকতে চায় না। এর কারণ হল তারা রূহানী ভাবে খাবার খাওয়ার যোগ্য নয়।

ঈসা মসীহ্ লোকদের খাওয়ার পূর্বে চেয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর প্রতি নিবেদিত হই।

জন্ম থেকে অন্ধ একজন মানুষের জন্য সৃষ্টিশীল কুদরতি কাজ

এরপর একজন লোকের আরোগ্য লাভের উল্লেখযোগ্য ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেব, যে লোকটি ছিল জন্মান্ধ।

"পথ দিয়ে যাবার সময় ঈসা একজন অন্ধ লোককে দেখতে পেলেন। সে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। তখন সাহাবীরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, কার গুনাহে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে? তার নিজের, না তার মা-বাবার?" ঈসা জবাব দিলেন, "গুনাহ্ সে নিজেও করে নি, তার মা-বাবাও করে নি। এটা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ... এই কথা বলবার পরে তিনি মাটিতে থুথু ফেলে কাদা করলেন। তারপর সেই কাদা তিনি লোকটির চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।" শীলোহ মানে পাঠানো হল। লোকটি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল এবং চোখে দেখতে পেয়ে ফিরে আসল। এ দেখে তার প্রতিবেশীরা আর যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিল তারা সবাই বলতে লাগল, "এ কি সেই লোকটি নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?"

(ইউহোন্না ৯:১-৩, ৬-৭)

ঈসা কাদা দিয়ে অন্ধ লোকটির চোখ লেপন করলেন এবং তাকে শীলোহ

BACIB
International Bible CHURCH

সরোবরে গিয়ে ধুয়ে ফেলতে বললেন। সে গিয়ে ধুয়ে ফেললো এবং দেখতে পেল। লোকটিকে যা আরোগ্য করেছিল তা ঐ কাদা ছিল না। তথাপি যখন যে ঈমানের কার্য দ্বারা ঈসার নির্দেশের বাধ্য হয়েছিল এবং সরোবরে গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলেছিল, তখন পাক-রূহ্ তার বাধ্যতার সাড়া দিয়েছিলেন এবং সেই কাজটি সম্পাদন করলেন যা কোন কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। পাক-রূহের ক্ষমতা চোখের সেই কাদা পরিবর্তন করলো। আমি বিশ্বাস করি ঈসা কেবল এটি জানানোর জন্য লোকটির চোখে কাদা লেপন করেছিলেন যে, তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং পিতার ইচ্ছা অনুসারে যে কোন সময়, তিনি কাদাকে মানবদেহে পরিণত করতে পারেন। পয়দায়েশ ২:৭ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্ মাটির ধূলি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু আল্লাহ্‌র খোদায়ী রূহ্ প্রবেশ করালেন। আর এর ফলে মানুষ রূহ্ প্রাণ এবং দেহ নিয়ে জীবন্ত প্রাণী হল। এই কারণে এই কুদরতি কাজটি ছিল সহজে লক্ষ্য করা যায় এমন একটি কুদরতি কাজ বলে প্রমাণিত বিষয় হলো ঈসা হলেন বেহেশতী সৃষ্টিকর্তা যিনি মানবজাতির মধ্যে বাস করার জন্য এসেছিলেন।

একজন জন্ম থেকে খঞ্জ লোকের আরোগ্য সাধনের কাজ

প্রেরিতদের তবলিগ কার্যের সময় একজন লোক অলৌকিক ভাবে আরোগ্য লাভ করেছিল যে ছিল জন্ম খঞ্জ এবং যে কখনো হাঁটেনি।

> “লোকেরা প্রত্যেক দিন একজন লোককে বয়ে এনে বায়তুল-মোকাদ্দসের সুন্দর নামে দরজার কাছে রাখত। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিল। যারা বায়তুল-মোকাদ্দসে যেত তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবার জন্য তাকে সেখানে রাখা হত। পিতর ও ইউহোন্নাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকতে দেখে সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইল। পিতর ও ইউহোন্না সোজা তার দিকে তাকালেন। তার পরে পিতর বললেন, “আমাদের দিকে তাকাও।” তখন সেই লোকটি তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকাল। তখন পিতর বললেন, “আমার কাছে সোনা-রূপা কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা-ই তোমাকে দিচ্ছি। নাসরতের ঈসা মসীহের নামে উঠে দাঁড়াও ও হাঁট।” পরে তিনি লোকটির ডান হাত ধরে তাকে তুললেন আর তখনই তার পা ও গোড়ালি শক্ত হল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং হাঁটতে লাগল। পরে সে হাঁটতে হাঁটতে, লাফাতে লাফাতে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে তাঁদের সংগে বায়তুল-মোকাদ্দসে গেল।
>
> (প্রেরিত ৩:২-৮)

যখন এই লোকটি পিতর এবং ইউহোন্নাকে আসতে দেখলো তখন সে বায়তুল মোকাদ্দসের সুন্দর নামক দ্বারে বসেছিল। সে ভিক্ষা পাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল, তখন পিতর বললেন, রূপা কি সোনা আমার নেই, কিন্তু যা আছে, তা তোমাকে দান করি,” এটি সুস্পষ্ট যে, সেই জিনিসটি আপনি দিতে অসমর্থ হবেন যদি তা আপনার কাছে না থাকে। আমাদের মধ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে তা হল অন্য লোকদের দেবার মত আমাদের কোন রূহানীতা নেই। কিন্তু পিতর বলেছিলেন, “আমার কাছে কোন রূপা নেই এবং আমার কাছে কোন সোনা নেই। কিন্তু ঈসার নামে উঠে দাঁড়াও এবং হাঁটো।”

লোকটি যখন সেখানে স্থির হয়ে বসেছিল তখন পিতর তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ধরে তুললেন। যখন সে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছিল ঠিক তখনই সে আরোগ্য লাভ করেছিল। এটি দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবল নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার দ্বারা লোকেরা কাদাচিৎ কোন কিছু গ্রহণ করে। আপনার ঈমানকে কাজে লাগাবার জন্য আপনাকে কোন কিছু করতে হবে। কাজ ছাড়া ঈমান, কাজের সঙ্গে মিল নেই এমন ঈমান মৃত (ইয়াকুব ২:২০,২৬)। আমি কুদরতি কাজে প্রামাণিকভাবে শিখেছি যে, যে ব্যক্তির জন্য কুদরতি কাজ করা হয় তার জন্য ছোট কোন কাজ করতে হয় যাতে তার ঈমান কাজ করতে শুরু করে। অনেক ঘটনায় সেই বিষয়ে আমি বেশি কিছু করিনি, কিন্তু যে মুহূর্তে লোকেরা কাজ করতে শুরু করেছিল তখন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। যেভাবে পিতর লোকটিকে ধরে তুলতে শুরু করেছিল এবং যেভাবে লোকটি সাড়া দিয়েছিল ঐ কাজ চলাকালিন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র অলৌকিক ক্ষমতা তার গোড়ালি এবং পা সবল করেছিলেন।

আমাদের এই প্রজন্মের কাছে আমাদের একটি দায়বদ্ধতা আছে, আর তা হল তাদের দেখানে যে, আমাদের আল্লাহ্ সত্যিই জীবন্ত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক পা সবল হওয়ার ঘটনার সাক্ষী। আমি লোকদের হাঁটুর কাছে বেঁকে বাইরে দিকে গেছে এমন পা দৃষ্টিগোচরভাবে একত্রে সমান হয়ে

BACIB International Bible CHURCH

যেতে দেখেছি। এছাড়া, আমার এক বন্ধু চেয়েছিলেন আমি যেন একজন স্কুল শিক্ষকের জন্য মুনাজাত করি, যিনি গ্রন্থিবাত এবং বিকৃত পায়ের জন্য খোঁড়া ছিলেন। তিনি তার জন্য মুনাজাত করেছিলেন এবং তাকে উঠে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে আদেশ করেছিলেন। আর সেই শিক্ষক ঠিক তাই করেছিলেন। পরদিন হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় তাকে দেখা যাওয়ার বদলে তিনি হেঁটে ক্লাসরুমে প্রবেশ করলেন। আমার বন্ধু বলেছিলেন, আল্লাহ্ জীবন্ত এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল তা আমার একরাশ ও বেশি তবলিগে সেই প্রত্যয় জন্মাতে পারত না। আমাদের প্রজন্মের জন্য আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ সত্য যে জীবন্ত তা তাদের কাছে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা। আমি প্রচুর পরিমানে স্টিকার দেখেছি, তাতে বলা হয়েছে "আমার আল্লাহ্ মৃত নন।" এটি ভাল, কিন্তু আসুন আমরা এর প্রমাণ দেখি। এটি হল তা-ই যা দুনিয়া প্রত্যাশা করে। যখন তারা এটি দেখে তখন কে উত্তর দেবে এটাই বিস্ময়কর বিষয় হয়। অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ের এবং রূঢ় স্বভাবের মানুষ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত মানুষে পরিণত হতে পারে।

মৃত্যু থেকে উতুখের উত্থান

প্রেরিত পৌল উতুখ নামে একজন লোককে মৃত্যু থেকে উত্থিত করার কুদরতি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

> "সপ্তার প্রথম দিনে মসীহের মেজবানী গ্রহণ করবার জন্য আমরা একসংগে মিলিত হলাম। তখন পৌল লোকদের কাছে তবলিগ করতে লাগলেন। পরের দিন তাঁর চলে যাবার কথা ছিল বলে তিনি মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলতেই থাকলেন। আমরা উপরতলার যে ঘরে মিলিত হয়েছিলাম সেখানে অনেকগুলো বাতি ছিল। উতুখ্ নামে একজন যুবক সেই ঘরের জানালার উপর বসে ছিল। পৌল অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিলেন বলে সে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম গভীর হলে পর সে তিনতলা থেকে নীচে পড়ে গেল এবং তাকে মৃত অবস্থায় তুলে নেওয়া হল। তখন পৌল নীচে নেমে গেলেন এবং সেই যুবকের উপর ঝুঁকে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমরা ভয় কোরো না, সে বেঁচে আছে।" ... লোকেরা সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় বাড়ী নিয়ে গেল এবং খুব সান্ত্বনা পেল।
>
> (প্রেরিত ২০:৭-১০, ১২)

তাদের কাছে তবলিগ করার মাঝখানে যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে অনেক লোকেরাই ধৈর্যচ্যুত ঘটতে পারত, তবুও পৌল এটি প্রায় মানিয়ে নিয়েছিলেন। পৌলের মধ্য দিয়ে সাধিত পাক-রূহের ক্ষমতার কুদরতি কাজ, উতুখের মধ্যে জীবন ফিরিয়ে এনেছিল।

কুদরতি কাজ এবং ঈমানের কাজ

আপনি যদি কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যে কুদরতি কাজ নিয়ে অধ্যায়ন করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে প্রায় প্রত্যেক সময় তাদের ঈমানের কাজ তাদের আয়ত্বে রেখেছে। কখনো কখনো এই কাজ খুব সাধারণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যখন মূসা এবং ইসরাইল জাতির লোকেরা মারা নামক স্থানে উপস্থিত হল, তারা পানি পান করতে পারল না, কারণ সেই পানি তিক্ত ছিল। এখন মূসা প্রভুর কাছে কান্নাকাটি করলেন এবং প্রভু তাকে একটা গাছ দেখিয়ে দিলেন। যখন তিনি সেই গাছটি পানিতে ছুঁড়ে ফেললেন আর তাতে পানি মিষ্ট হল (হিজরত ১৫:২৩-২৫)। এটি গাছটি নিজে পানিকে মিষ্ট করে নি, এটি আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় হয়েছিল। তিনি গাছটি ধীরভাবে পানিতে ছেড়ে দেন নি; চারিদিকে পানি ছিটিয়ে দিতে পারে সেই ভাবে তিনি গাছটি পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। অন্য কথায়, তিনি স্বয়ং প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলেন। ঈমান গবেষণার বিষয় নয়; এটি হল অঙ্গীকার। ঈসা যখন কুদরতি কাজ করতেন তখন আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুদ কিছু করতেন, যেমন অন্ধ লোকের চোখে কাদা লেপন করা এবং থুথু ফেলা এবং বধির লোকের জীব স্পর্শ করা। নির্দিষ্ট সরবরে যাওয়া এবং ধুয়ে ফেলার মত বিষয় সম্পর্কে ঈসা অন্য লোকদের এই কথা বলেছিলেন যে, স্বাভাবিকভাবে এটি করা অসম্ভব। কিন্তু এই সাধারণ কাজগুলো আল্লাহ্‌র আরোগ্য সাধনের ক্ষমতাকে মুক্ত করেছিল।

কুদরতি কাজ এবং আরোগ্য সাধনের কাজ

একটি উপায়ে, আরোগ্য দানের কাজ কুদরতি কাজের সঙ্গে একিভূত হয়। কিন্তু ক্ষমতার দান সকলের মধ্যে কুদরতি কাজের পরিচর্যাকে ১ করিন্থীয় ১২:২৮ আয়াত অনুযায়ী আরোগ্য সাধন পরিচর্যার আগে রাখা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ মন্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিতদেরকে, দ্বিতীয়তঃ নবীদেরকে, তৃতীয়তঃ শিক্ষকদেরকে স্থাপন করেছেন; তারপর নানা রকম পরাক্রম কার্য, তারপর আরোগ্য সাধক মেহেরবানী দান ---।" এর আগে আমরা পাঠ করেছি যে, যখন ঈসা তার নিজ নগর নাসারতে এসেছিলেন তখন লোকেরা তাকে তাদের অবিশ্বাসের কারণে গ্রহণ করেন

BACIB
International Bible CHURCH

নি। "তখন তিনি সেই স্থানে আর কোন কুদরতি কাজ করতে পারলেন না, কেবল কয়েকজন রোগগ্রস্থ লোকের উপর হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করলেন" (মার্ক ৬:৫)। "পরাক্রম কার্য" হিসাবে অনুবাদ করা গ্রীক শব্দ হল ক্ষমতা। কুদরতি কাজ বুঝাতে এই শব্দগুলোর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। ঈসা নাসরতে কোন কুদরতি কাজ করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি অল্প কয়েকটি আরোগ্যসাধনের কাজ করেছিলেন। দৃশ্যত: আরোগ্যসাধনের কাজ থেকে কুদরতি কাজ কিছুটা উচ্চ মাত্রার কাজ।

কুদরতি কাজের দানের ব্যবহার করা ছাড়া বর্তমানকালে মন্ডলী সমূহে আর অন্য কোন সুস্পষ্ট দৃশ্যমান কোন কিছুর আবশ্যক নেই। কারণ এটি হল তা-ই যা আল্লাহ্‌র উপস্থিতির এবং ক্ষমতার প্রদর্শন হিসাবে দুনিয়ার লোকদের দেখাবার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের মুনাজাত করা উচিত যেন আল্লাহ্ তাঁর লোকদের কাছে তাঁর এই দানগুলো পরিপূর্ণভাবে অর্পণ করেন।

চতুর্থ বিভাগ

স্বরধ্বনির নানারকম দান

অধ্যায় ১০

নানা রকম ভাষায় কথা বলার শক্তি এবং বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার শক্তি

আমরা এখন রূহানী দানের তৃতীয় গ্রুপ: স্বর সংক্রান্ত দান সমূহ নিয়ে আলোচনা করি। এই নামগুলো উৎপত্তি হয়েছে তাদের কাজ থেকে যা মানুষের স্বরতন্ত্রের মধ্য থেকে অপরিহার্যরূপে কাজ করে। স্বর সংক্রান্ত দানের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাই তা হল, নানা রকম ভাষা বলার শক্তি, বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার শক্তি এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলা।

স্বর সংক্রান্ত দান

আসুন আমরা এই দানগুলোর কিছু মৌলিক সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করি। এই সংজ্ঞাগুলোর উদ্দেশ্য সব কিছুকে জড়িত করা নয়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হল, *এই দানগুলো* আরো অধিক পরিচিত করানো।

নানা ভাষায় কথা বলার শক্তি হলো, পাক-রূহের মাধ্যমে বক্তার বোধগম্য নয় এমন ভাষায় কথা বলার জন্য সমর্থ হওয়া।

বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করার শক্তি হল পাক-রূহের মাধ্যমে বক্তার বোধগম্য ভাষায় কথা বলার জন্য সমর্থ হওয়া। ভবিষ্যদ্বাণী হল পাক-রূহের মাধ্যমে বক্তার বোধগম্য ভাষায় কথা বলার জন্য সমর্থ হওয়া।

আমরা বলেছিলাম যে, পূর্বেকার দানের দুটি গ্রুপ প্রকাশ করার দান এবং ক্ষমতার দান আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনাধীন। কেউ তার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে আরোগ্য সাধক দান কিংবা কুদরতি কাজ করবার দান বা প্রজ্ঞার বাক্য অথবা জ্ঞানের বাক্য লাভ করতে পারবে না। এর অর্থ এই নয় যে, কোন মানুষ এই দানগুলোর কোন একটি অংশ কার্যে পরিণত করতে পারবে না, কারণ মানুষ যদি পাক-রূহের বশে না চলে তাহলে দানগুলো কাজ করতে সমর্থ হবে না।

তথাপি যখন আমরা স্বর সংক্রান্ত দানের কাছে আসি, তখন সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, কিছু পরিমানে - বিভিন্ন লোকের মধ্যে এর ভিন্নতা ঘটে - এই দানগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকে। কথা বলার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, আমি বিশেষ ভাষায় দিন কিংবা রাতে যে কোন সময় আমার মধ্যে তা সঞ্চিত না থাকলেও আমি তা বলতে পারি।

যদি আপনি পাক-রূহকে আপনার জীবনে উৎপাদন করতে না দেন, তবে তিনি তাঁর দানগুলো আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারেন না।

তাছাড়া আমি অতি দ্রুততর সময়ে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করতে পারি। আমি জানি না কিভাবে বার বার ভবিষ্যদ্বাণী বলতে হয়। তবে আমি জানি যে, যদি আমি চেষ্টা করি তাহলে যে কোন উদ্দীপনা সভায় আমি ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারব। আল্লাহ্‌ আমাকে বহু বছর আগে যে দান দিয়েছিলেন তা আমি হারাই নি।

অন্যদিকে আমি যে কোন উদ্দীপনা সভায় কেবল ভবিষ্যদ্বাণী বলি না। আমি খুব দ্রুত শিখেছি যে, যখন এই দানগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রনে থাকে তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যা করব সেই বিষয়ে আমরা দায়ী থাকব। কণ্ঠস্বর সম্বন্ধীয় দানের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম প্রথম করণীয় হল, এই দান দেওয়া হয়েছে, এই দান সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা এবং যেনতেন উপায়ে ব্যবহার করা উচিত নয়।

১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে পৌল, কিভাবে এবং কখন দানসমূহ ব্যবহার করব এবং কিভাবে ব্যবহার করব না সেই সম্পর্কে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, পৌল বলেছেন যে, সাধারণভাবে কোন প্রার্থনা সভায় দুইজন কিংবা তিনজন বিশেষ ভাষায় কথা বলতে পারে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদের নিজেদের সংযত রাখতে হবে। একইভাবে নারীরা দুই কিংবা তিনজন করে প্রার্থনা সভায় কথা বলবেন। যদি কেউ উচ্চস্বরে বিশেষ ভাষায় কথা বলতে চান

BACIB
International Bible CHURCH

তাহলে অবশ্যই সেখানে বিশেষ ভাষার অর্থ ব্যাখ্যাকারী থাকতে হবে (যিনি বিশেষ ভাষায় কথা বলেন তিনি অথবা অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা করবেন) নচেৎ বিশেষ ভাষায় কথা বলা উচিৎ হবে না।

পৌল যে উদাহরণ দিয়েছেন তা থেকে এটা পরিস্কার যে, এই দানগুলো লোকেরা প্রয়োগ করবে নাকি প্রয়োগ করবে না এজন্য তারা তাদের শক্তি নিযুক্ত করবে। এখানে ভুল এবং আকস্মিক দূর্দশা গণনা করা যাবে না, যা লোকদের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধীয় দান নিয়ন্ত্রনের জন্য শিক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব সম্পর্কে না জানার কারণে সৃষ্ট।

নানারকম ভাষা

আর একজনকে নানা রকম ভাষা বলবার শক্তি দেওয়া হয় (১ করিন্থীয় ১২:১০)। এই আয়াত অজানা ভাষায় কথা বলার দান সম্পর্কে উল্লেখ করে নি যা পাক-রূহের বাপ্তিস্মের মাধ্যমে সকল ঈমানদারদের দেওয়া হয়। এই দান সম্পর্কে পৌল লিখেছেন, *"কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে সে মানুষ কাছে নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে কথা বলে; কারণ কেউ তা বুঝতে পারে না, বরং সে রূহ্ নিগুঢ়তত্ত্ব বলে"* (১ করিন্থীয় ১৪:২)। প্রত্যেক ঈমানদার এই ধরনের বিশেষ ভাষা ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তার ব্যক্তিগত রূহানী জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য নিজ বুদ্ধিজ্ঞান দ্বারা বোঝা যায় না এমন "নিগুঢ়তত্ত্ব" অথবা বিষয়ের তিনি কথা বলবেন। তুলনামূলক পার্থক্য হল, নানা রকম উভয় দিক হল, বহুবচন এবং এটি লোকদের সমাবেশে তবলিগের জন্য ঐ সমাবেশে স্থাপিত হয়। এই নানা রকম ভাষাগুলো ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনের জন্য নয় কিন্তু স্থানীয় মন্ডলীতে মসীহের দেহ গেঁথে তোলার জন্য।

প্রকাশ্য বনাম ব্যক্তিগত নানা রকম ভাষা

লোকদের পরভাষায় কথা বলার দানগুলোর ব্যাপারে আরও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার জন্য আসুন আমরা ১ করিন্থীয় ১২:২৮ দেখি যেখানে পৌল পাক-রূহের অনেকগুলো দানের তালিকা দিয়েছেন। *"আর আল্লাহ্ মন্ডলীতে প্রথমত: প্রেরিতদেরকে, দ্বিতীয়ত: নবীদেরকে, তৃতীয়ত: শিক্ষকদেরকে স্থাপন করেছেন, তারপর নানা রকম পরাক্রম কার্য, তারপর আরোগ্য সাধক মেহেরবানী দান, উপক-ার, শাসনপদ, নানা রকম ভাষা দিয়েছেন।"* এই আয়াতে মন্ডলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে পৌল বিশ্বব্যাপী মন্ডলীর কথা বলেন নি কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র লোকদের জন সমাবেশের সমর্থক উল্লেখ করেছেন যারা দান সমূহের কাজের মধ্য দিয়ে একত্রে মিলে একে অন্যের পরিচর্যা করে থাকেন।

উপরের আয়াতে উল্লেখিত দানের তালিকা প্রায় জৈষ্ঠোতা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে কুদরতি কাজের যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি তা হল আমরা দেখেছি যে, আরোগ্যসাধক কাজের চেয়ে কুদরতি কাজের মাত্রা কিছুটা উঁচুতে। এই ধরনের বিন্যাস লক্ষ্যণীয়। অধিকাংশ স্থানে পৌল ইমামবর্গের শাসনের দানের তালিকা দেন নি। উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ১৮:৮-১০ আয়াতে প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ যে দানের তালিকা দিয়েছেন তাতে তিনি এর কোন উল্লেখ পাই না, এই কিতাবে রূহানী দান সম্পর্কে তার তালিকা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। বস্তুত পৌল বিভিন্ন অংশে লিখেছেন যে, সবচেয়ে মূল্যবান দান হল ভবিষ্যদ্বাণী বলা যা তালিকার শেষের দিকের একেবারে কাছাকাছি রয়েছে। তথাপি আমরা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস দেখতে পাই। "*প্রথমত: প্রেরিতদেরকে, দ্বিতীয়ত: নবীদেরকে, তৃতীয়ত: শিক্ষকদেরকে, তারপর নানা রকম পরাক্রম কার্য, তারপর আরোগ্যসাধক মেহেরবাণী দান -----।*" অন্তত প্রথম পাঁচটি স্পষ্টত: জৈষ্ঠোতার তালিকার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

পরভাষায় কথা বলা দানগুলো দেওয়া হয় ঈমানদারদের সভায় শিক্ষা দেবার জন্য।

অন্যান্য সমস্ত পরিচর্যার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে কালামের পরিচর্যা। কারণ এর রয়েছে চূড়ান্ত কতৃত্ব। এই কারণে যারা কালামে পরিচর্যা অলৌকিক পরিচর্যার দ্বারা চালিত, যা কুদরতি কাজের দান এবং আরোগ্য সাধক দানের কাজের মাধ্যমে ঘটে থাকে। তারপর আমরা উপকার এবং শাসনপদ বা পরিচালনার বিষয়টি দেখতে পাই। বা পরিচালনার অর্থ হল সভা বা দল কিভাবে চালিত হবে তার নির্দেশনা দান। সবশেষে আমরা নানা রকম ভাষার বিষয়টি দেখতে পাই।

১ করিন্থীয় ১২:১০ আয়াতে উল্লেখিত নানা রকম ভাষা কথাটির জন্য যে শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে, ১ করিন্থীয় ১২:২৮ আয়াতে উল্লেখিত নানা রকম ভাষা কথাটির জন্য গ্রীকে ঠিক একই রকম শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। এই কারণে আমি আঠাশ আয়াতে অনুবাদ করা নানা রকম ভাষা শব্দগুচ্ছকে প্রধান্য দিয়ে থাকি। প্রসঙ্গত: গ্রীক শব্দ হিসাবে অনুবাদ করা "নানা রকম" কথাটি ইংরেজী শব্দ genus থেকে উৎপত্তি শব্দটি একই রকম। তাই এই দান সম্পর্কে আমরা যে কথা

BACIB
International Bible
CHURCH

বলি তা হলো নানা রকম ভাষার বিভিন্ন ক্ষমতা অথবা নানা রকম ভাষার বিভিন্নতা।

১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে প্রসংগ থেকে এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য আমরা নানা রকম ভাষা ব্যবহার করি না। এর আগে আমি লিখেছিলাম যে, যখন এটি প্রকাশ্য দান হয় তখন অন্যটি হয়ে যায় গুপ্ত দান। যদি আমরা এর পার্থক্য যথাযথভাবে বুঝতে না পারি তাহলে এই নানা রকম ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা হৃদয়ংগম করতে পারব না। নানা রকম ভাষার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে পরিচর্যা করা, ঠিক যেমন, সুনির্দিষ্ট বিন্যাস দেখতে পাই। প্রথমত: প্রেরিতদেরকে, দ্বিতীয়ত: নবীদেরকে, তৃতীয়ত: শিক্ষকদেরকে, তার-পর নানা রকম পরাক্রম কার্য, তারপর আরোগ্যসাধক মেহেরবানী দান ----।" অন্তত প্রথম পাঁচটি স্পষ্টত: জৈষ্ঠোতার তালিকার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

১ করিন্থীয় ১২:২৮ আয়াতে উল্লেখিত দানের তালিকা অনুসারে পৌল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সকল ঈমানদারেরা প্রকাশ্য সমাবেশে নানা রকম ভাষায় কথা বলবার দান লাভ করবে না। তিনি লিখেছেন, "*সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি নবী? সকলেই কি শিক্ষক? সকলেই কি কুদরতি কাজ করে? সকলেই কি আরোগ্য সাধক দান পেয়েছে? সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে? সকলেই কি অর্থ বুঝিয়ে দেয়?* (আয়াত ২৯-৩০)। পৌল বাগ্মীতা বিষয়ক যে প্রশ্ন করেছেন, আমি মনে করি, প্রত্যেকেই একমত হবেন যে, প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তর হবে না।

কোন কোন লোক এই আয়াত থেকে এই ধারনা লাভ করতে পারেন যে, যেহেতু নানা রকম ভাষার দান সকলে লাভ করে না তাই পাক-রূহের বাপ্তিস্মের ফলস্বরূপ নানা রকম ভাষায় কথা বলা অপরিহার্য নয়। তথাপি পৌল এই প্রশ্ন করেছেন, জনসাধারনের সমাবেশে সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে?" উত্তর হলো না। আমি অনেক লোকের কথা জানি যারা পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন এবং নিয়মিতভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অজানা ভাষার মাধমে যোগাযোগ রাখতে সমর্থ হয়েছেন, আর জনগণের সমাবেশে নানা ভাষার পরিচর্যা করেন না। তাই পৌল পাক-রূহের বাপ্তিস্মের ফল সম্পর্কে কথা বলেন নি। তিনি ঈমানদারদের প্রকাশ্য সমাবেশের পরিচর্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কথা বলেছেন।

প্রকাশ্য সমাবেশের জন্য নানা রকম ভাষা

নানা রকম ভাষা সম্পর্কে পৌল যা বুঝতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আমার

উপলব্ধি আমি প্রকাশ করতে চাই। আমি অধ্যায়ন এবং ধ্যান ও মুনাজাত এবং একইভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভের বছরগুলো থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি। কিন্তু আমি এ কথা বলতে চাই যে, আমি আমার মতে স্থির আছি, যা অন্যরা ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে।

এটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হিসেবে বুঝানো হয়েছে বলে আমি মনে করি না। উদাহরণস্বরূপ, কখনো রুশ ভাষা, কখনো গ্রীক ভাষা, কখনো ফ্রেঞ্চ ভাষা, কখনো সংস্কৃত ভাষা এবং এই রকম আরো অনেক ভাষা।

বিভিন্ন রকম দান যার মধ্যে রয়েছে প্রশংসা করা, মধ্যস্থতা করা, ও ভর্ৎসনা করা, এবং উচ্চে তুলে ধরা।

আমি নিউজিল্যান্ডে পাক-রূহের কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং আমি আমার ধারাবাহিক বাণী তুলে ধরেছিলাম, সেখানে আমি নানা রকম ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলাম। আর আমি ইতিমধ্যে এই বিষয়টি দেখতে পেয়েছি যে, এই দানের উভয় অংশ হল বহুবচন এবং আমি শেষে এসে দেখেছি যে, আমি ভিন্ন কোন ভাষা প্রকাশ করি নি। কোন এক সকালে আমি স্পষ্ট এবং পরিস্কারভাবে এই শব্দ গুচ্ছ নিয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম: নানা রকম ভাষা: প্রশংসা, মধ্যস্থতা, তিরস্কার এবং উৎসাহদান বা উপদেশ।" আমি উপলব্ধি করলাম যে পাক-রূহ্ আমার কাছে নানা রকম ভাষার মধ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন রকম মুনাজাত যা মুনাজাতের ধরণের জন্য উপযুক্ত, তার একটি অংশের অর্থ প্রকাশ করেছেন। এটি উপদেশ বা পরামর্শকেও নির্দেশ করে।

আমি উল্লেখ করেছি যে, নানা রকম এবং বিভিন্ন ভাষা ইংরেজী genus শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য ব্যবহার অথবা যে উপদেশ এই সব দেওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে নানা রকম ভাষার পার্থক্য করা যায়। এর পটভূমি হিসাবে আমরা ১ তীমথিয় থেকে দুটি অংশ দেখি। পৌল লিখেছেন,

> "আমি আশা করছি শীঘ্রই তোমার কাছে যেতে পারব। কিন্তু যদি কোন কারণে আমার যেতে দেরি হয় সেজন্য আমি তোমার কাছে এই সব লিখছি, যেন তুমি জানতে পার আল্লাহ্‌র পরিবারের লোকদের চালচলন কি রকম হওয়া উচিত। এই পরিবার হল জীবন্ত আল্লাহ্‌র জামাত, যা ভিত্তি ও খুঁটির মত আল্লাহ্‌র সত্যকে ধরে রাখে" (১ তীমথিয় ৩:১৪-১৫)

BACIB
International Bible
CHURCH

১ তীমথিয় পত্র যে কারণে লেখা হয়েছে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় মন্ডলীতে আচরণ সংশোধন করার জন্য তীমথিকে উপদেশ দেওয়া। এটি চিন্তা করতে করতে আমরা বিভিন্ন রকম মুনাজাতের সম্পর্কে জোর দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হতে পারি যা পৌল তাঁর চিঠির প্রথম দিকে লিখেছেন:

"প্রথমেই আমি বলছি, সকলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যেন মিনতি, মুনাজাত, অনুরোধ ও শুকরিয়া জানানো হয়।" (১ তীমথিয় ২:১)

অন্য কথায় স্থানীয় জনসাধারণের প্রাথমিক পরিচর্যা হলো মুনাজাত। যদি আমরা এটি দেখতে না পাই তাহলে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক সত্য সম্পর্কেও বুঝতে পারব না এবং আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা রেখেছেন তার পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমরা সক্ষম হব না। যদি আমরা মুনাজাত এড়িয়ে যাই তাহলে ইঞ্জিল শরীফে যে ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে তা অর্জন করতে আমরা ব্যর্থ হব। মুনাজাত হল উৎপাদক যা শক্তি উৎপন্ন করে, যা জন-সাধারণের জীবনের অন্যান্য দিকগুলো পরিচালনা করে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি মুনাজাত বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মন্ডলীর কোন অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, এটি পরিচালনা করার জন্য আপনার কোন ক্ষমতা নেই। এটি ঠিক এই রকম যে, একটি গৃহে আলো, তাপ এবং শব্দ নিয়ন্ত্রনের জন্য বিদ্যুতের তার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে লাগানো হল কিন্তু জেনারেটরের সঙ্গে সংযোগ দেওয়ার জন্য জেনারেটরের অভাব ছিল। এই তার থাকলেও কোন কাজ হবে না কারণ এখানে কোন শক্তি বা ক্ষমতা ছিল না। আমি এভাবেই স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে মুনাজাতের স্থান সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়েছি।

মুনাজাত এবং নানা রকম ভাষার সম্পূর্ণ বিষয়টি আমর মনের অত্যন্ত কষ্টের কারণ হয় যখন শুনতে পাই লোকেরা নানা রকম ভাষা সম্পর্কে এমন ভাবে উল্লেখ করে যেন তা খুব ক্ষুদ্র এবং তা খুব তুচ্ছ বিষয়। এটি এমন ভয়ানক একটি বিষয় যা ঈসায়ী জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রভাব বিস্তার করে। দশ বছর ধরে এর উপর অধ্যায়ন এবং ধ্যান করার পরেও আমি এর গভীরতার কাছাকাছি কোথাও পৌঁছাতে পারি নি। যদিও নানা রকম ভাষার দান উপলব্ধি করা এবং এর গভীরে প্রবেশ করা অন্যতম কঠিন বিষয় তবুও অনেক দিক দিয়ে এটি অন্যতম পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত কার্যকর হয় যখন তা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়।

চার প্রকার নানা রকম ভাষা

আসুন আমরা এখন বিভিন্ন রকম মুনাজাতের সঙ্গে, নানা রকম ভাষার সঙ্গে, বিভিন্ন রকম মুনাজাতের সম্পর্কের কথাই আমি ইঙ্গিত করিনি, কিন্তু আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করতে চেয়েছি যে, এর বিভিন্ন দিকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশংসা

যদিও আমরা প্রকাশ্য সমাবেশে নানা রকম ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে কথা বলেছি, কিন্তু সমাবেশের আকার বিশাল হওয়ার প্রয়োজন নেই। দুইজন কি তিনজন ঈমানদার ঈসার নামে একত্রে মিলিত হলে তাকে সবচেয়ে ছোট সমাবেশ বলা যাবে (দেখুন মথি ১৮:২০)। অন্যতম কার্যকর মুনাজাতের দলের রূহানী খেলোয়ারী মনোভাব দেখানো অথবা রূহানী রোমাঞ্চ অনুভব করার আকাঙ্খার পরিবর্তে অনেক সময় খুব ছোট দল মুনাজাতে প্রভুর প্রতি খুব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কখনো কখনো যখন মুনাজাতের দল বিশাল আকার ধারন করে তখন কিছু লোকের উদ্দেশ্য আপত্তিজনক হতে পারে এবং সেখানে একই ঐক্য, শক্তি এবং একই রকম রূহানী প্রভাব নাও থাকতে পারে। যখন লোকেরা সব সময় মনে করে যে, তারা চাইছে যেন তাদের মুনাজাতের দল ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, লোকদের সংখ্যা যেখানে প্রকৃত বিষয় নয়; তাহলে বুঝতে হবে এটি হল একতার এবং উদ্দেশ্যের মান যা মুনাজাতকে কার্যকর করে তুলে।

এইজন্য আমরা মনে করতে পারি যে, দুই জন, পনের জন, পঞ্চাশ জন অথবা পাঁচশো লোকের দল, যারা প্রভুর সামনে উপস্থিত হয়, তারা তাঁর পরিচর্যা করে। প্রভুর পরিচর্যা করার এই ধারণা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক ঈসায়ী মুনাজাত সম্পর্কে এই ধারনা রয়েছে যে, মুনাজাত হল কেবল কিছু তালিকা নিয়ে একত্রে মিলিত হওয়া, যেন তারা যা চায় আল্লাহ্ যেন তাই করেন। তথাপি অভিজ্ঞতা দেখায় যে, যদি আমরা প্রভুর পরিচর্যা করি, তাহলে তিনি তাঁর সময় মত অতি দ্রুত আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করবেন। সচরাচর আমাদের খুব বড় করে শুরু করার এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাদানুবাদের প্রয়োজন নেই।

কিছুক্ষণ আগে আমি যে বর্ণনা দিয়েছি সেই অনুযায়ী কোন দলের মধ্যে, দলটি ছোটও হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে, সেই দলের মধ্যে কেউ একজন প্রশংসার নানা ভাষা লাভ করতে পারেন। যখন আপনি তা শুনতে পারবেন তখন

BACIB
International Bible CHURCH

বুঝতে পারবেন যে, মানবীয় রূহ্ সৃষ্টিকর্তার মহিমা এবং প্রশংসা করেছে এবং তাঁর এবাদত করেছে। এটি একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। আর এর ফল হল এটি দলের অন্য সকলকে যুক্ত করবে। তারা সকলে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা করতে থাকবে। প্রশংসার নানা ভাষার উদ্দেশ্য হল, সকল দলকে এবাদত ও প্রশংসা করার জন্য চালিত করা। কোন অনুবাদ ছাড়াই এটি তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে থাকে– যদিও কখনো কখনো নানা ভাষায় অনুবাদ যা সম্পূর্ণরূপে প্রশংসা এবং এবাদত করে থাকে, আর এটি অত্যন্ত চমৎকার বিষয় হতে পারে।

মধ্যস্থতা

আসুন আমরা মধ্যস্থতার শ্রেণীর অধীনে অন্য একটি অবস্থার কথা চিন্তা করি। একটি দল কোন এক ব্যক্তির জন্য অথবা কোন অবস্থার জন্য মুনাজাত করতে পারে, কিন্তু এতে প্রতীয়মান হবে না যে, তারা সফলতার মধ্য দিয়ে মুনাজাত করেছে। কিংবা তারা হয়তো জানে না যে, কিভাবে মুনাজাত করতে হবে অথবা কিভাবে মুনাজাতের সভা পরিচালনা করতে হবে। এই রকম অবস্থায় পাক-রূহ্ আল্লাহ্ কোন একজনকে মধ্যস্থতাকারী নানা রকম ভাষা প্রদান করতে পারেন। অথবা এটি দলের জন্য মোটামুটি সঠিক নির্দেশনা হিসাবে এবং প্রভুর ইচ্ছা জানার জন্য মুনাজাত হতে পারে।

যদি আমরা প্রভুর পরিচর্যা করি, তবে প্রভুও তাঁর উপযুক্ত সময়ে আমাদের পরিচর্যা করবেন।

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে, মধ্যস্থতাকারীর নানা রকম ভাষার জন্য আহ্বান জানাবার পর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তথাপি নানা রকম ভাষা এবং অনুবাদ হিসাবে দুটো সরাসরি যুক্ত নয়। এছাড়া মধ্যস্থতার নানা রকম ভাষা ভবিষ্যদ্বাণীকে মুক্ত করে দেয়, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করতে চান। আমি বহুবার এমন ঘটতে দেখেছি। আমরা নানা রকম ভাষা ও অনুবাদ করার মধ্যে পার্থক্যের বিষয় এবং নানা রকম ভাষা ভবিষ্যদ্বাণীর অনুগামী হওয়ার বিষয় শিখেছি।

(তিরস্কার) ধমক

প্রকাশ্য অন্য ধরনের নানা রকম ভাষা, যাতে লোকেরা অনেক বিস্ময়কর বিষয় দেখতে পায়। এমনকি ধমকের রীতিতে নানা রকম ভাষা বিশৃঙ্খল হতে পারে। আমরা ইঞ্জিল শরীফে বহুবার পড়েছি যে, ঈসা পরিস্থিতিকে ধমক দিয়েছেন। তিনি পিতরের শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিয়েছিলেন (লূক ৪:৩৮-৩৯)

যা সম্পূর্ণরূপে কোন শারীরিক অবস্থা, এমন কোন কিছুকে আপনি ধমক দিবেন না। যদি আপনি এমন কিছুকে ধমক দেন, যার পেছনে রয়েছে কোন ব্যক্তি বা বিষয়, এর অর্থ হল বদরূহ্ হয়তো এর মধ্যে জড়িত রয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি যে, যখন ঈসা এবং সাহাবীরা গালীল সাগর পার হয়ে যাচ্ছিলেন এবং ঝড়ের ফলে তাদের নৌকা প্রায় ডুবে যাবার মত হয়েছিল তখন ঈসা জেগে উঠে বাতাসকে এবং ঢেউকে ধমক দিয়েছিলেন (দেখুন মার্ক ৪:৩৫-৪১)। গ্রীকে "স্থির হও" (আয়াত ৩৯) শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো "স্তব্ধ হও"। পাক-রূহ্ ঈসায়ীদের মধ্যে কখনো কখনো একই রকম কাজ করে থাকেন। যখন আমরা সুনির্দিষ্ট শারীরিক অথবা মানসিক বিষয়ক প্রয়োজনে মুনাজাত করতে শুরু করি, উদাহরণস্বরূপ, পাক-রূহ্ কারো উপর ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছেন বলে মনে হতে পারে। আমি বহুবার এই অবস্থা দেখেছি। এটি বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের মতো বের হয়ে আসে, এবং তীব্র প্রবাহমান নদীর মত যা সমস্ত ময়লা আবর্জনা ধূয়ে মুছে পরিস্কার করে নিয়ে যায়। এই পাক-রূহ্ কোন কিছুর মধ্যে শয়তানের উপস্থিতি এবং কাজ থাকলে তা থেকে মুক্ত করার জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যে সমস্ত লোকের এই ভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্পর্কে পরিচিত নন তারা ভয় পাবে এবং তারা জানতে চাইবে কিভাবে পাক-রূহ্ এই রকম শব্দ করতে পারে। আমরা শিখেছি যে পাক-রূহ্‌র রয়েছে আল্লাহ্‌র অসীম প্রজ্ঞা এবং আমরা যে বিষয়ে মুনাজাত করি তার পিছনের অবস্থা তিনি দেখতে পান। এই অবস্থার জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

আমার স্ত্রী লিডিয়া বহুবার এই উপায়ে অসুস্থতার জন্য মুনাজাত করেছেন এবং গর্জনের মত করে সেই মুনাজাত বের হয়ে এসেছে। আমি এই ঘটনার দ্বারা সেই লোকটি আরোগ্য লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ওহিওতে একটা মুনাজাতের সভায় উপস্থিত ছিলাম, সেখানে পরিবেশ খুব শান্ত ছিল কারণ লোকেরা পাক-রূহে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল না। একজন লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কি আমার জন্য মুনাজাত করবেন? আমি আর্থাইটিসে ভুগছি।" আমি এবং আমার স্ত্রী তার পিঠের উপর হাত রাখলাম। হঠাৎ তিনি প্রচন্ড জোরে গর্জন দিয়ে উঠলেন। লোকটি প্রায় দুই ইঞ্চি মাটি থেকে উপরে লাফিয়ে উঠলেন এবং আবার নিচে নেমে এলেন। তিনি বলে উঠলেন, "ওহ! আপনি আমাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। তবে আমার আথ্রাইটিজ ভাল হয়ে গেছে।"

এটি হল ধমকের জন্য নানা রকম ভাষার উদাহরণ। এখানে কোন অর্থ

BACIB
International Bible CHURCH

করবার প্রয়োজন নেই; এর অর্থ করা প্রাসঙ্গিক হবে না। কখনো কখনো এই রকম নানা রকম ভাষা কিছুটা হতবুদ্ধি করে দিতে পারে। তথাপি আপনি যদি হতবুদ্ধি ভাবকে থামিয়ে দেন তাহলে আপনি দানকে থামিয়ে রাখবেন। আমি একজন লোকের কথা জানতাম যিনি এই দান পেয়েছিলেন।

উপদেশ

কোন অবস্থার পেছনের অবস্থা দেখবার জন্য আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা পাক-রূহের আছে।

প্রকাশ্য সমাবেশে চতুর্থ প্রকার নানা রকম ভাষা হল উপদেশ যেখানে পাক-রূহ্‌ সমবেত হওয়া ঈমানদারদের দলের কাছে সুনির্দিষ্ট কথা বলেন। যেহেতু স্পষ্টভাবে এটি নানা রকম ভাষার মধ্য দিয়ে দেওয়া হয় তাই দলের কাছে বোধগম্য ভাষায় এর অর্থ প্রকাশ না করা পর্যন্ত এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার শক্তি

আসুন আমরা এখন বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান নিয়ে আলোচনা করি, যা আমরা বিশেষ ভাষায় এর আগে বলা কথার অর্থ বক্তার বোধগম্য ভাষায় বলবার জন্য পাক-রূহের দেওয়া শক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছি। তাছাড়া এটি স্পষ্ট যে, কেবল মাত্র একটি অবস্থার প্রসঙ্গে অর্থ করা হয়ে থাকে, যেখানে এর আগে বিশেষ ভাষায় সেই কথা বলা হয়েছিল। যদি সেখানে বিশেষ ভাষায় কথা বলা না হয়, তাহলে সেখানে সেই ভাষার অর্থ করবার জন্য কোন যুক্তি বা কারণ থাকতে পারে না।

পৌল লিখেছেন, *"আমি চাই যেন তোমরা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পার, কিন্তু আরও বেশী করে চাই যেন তোমরা নবী হিসাবে কথা বলতে পার। অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে, জামাতের লোকদের গড়ে তুলবার জন্য **যদি সে তার কথার মানে বুঝিয়ে না দেয়**, তবে তার চেয়ে নবী হিসাবে যে কথা বলে সে-ই বরং বড়"* (১ করিন্থীয় ১৪:৫)। প্রেরিত লিখেছেন যে, বিশেষ যে কথা বলা হয় তা যতি অর্থ করা না হয় তাহলে তা মন্ডলীকে গেঁথে তুলতে পারবে না। স্পষ্টত: এই ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক নানা ভাষার অর্থ করার দ্বারা এটি ভবিষ্যদ্বাণীর সমকক্ষ করে। এটি একই উদ্দেশ্য সাধন করে এবং সুস্পষ্টভাবে একই মান দ্বারা বিবেচনা করা হবে। আমরা আবার দেখতে পাই যে, বিশেষ ভাষায় কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলা সম্পর্কে পৌল ১৪:৫ আয়াতে প্রকাশ্য সমাবেশে বিশেষ

ভাষায় বলা কথার অর্থ করবার সম্পর্কে লিখবার সময় সেই উক্তি উল্লেখ করেন নি। যদি কোন গুপ্ত বিষয় বোধগম্য না হয় তাহলে তা অর্থ করা যাবে না।

পৌল বলেছেন (১ করিন্থীয় ১৪:১৮-১৯) কিছু লোক উনিশ আয়াত জানার পর বিশেষ ভাষার আলোচনা করেন, কিন্তু তারা আঠারো আয়াতটি পাঠ করেন না। তারা প্রশ্ন করেন, *"পৌল কি একথা বলেন নি যে, বিশেষ ভাষায় দশ হাজার কথা বলার চেয়ে বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটি কথা বলতে চান?"* হ্যাঁ, তা ঠিক তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করেছেন কারণ তিনি করিন্থীয়বাসী সকলের চেয়ে বেশি ভাষায় কথা বলে থাকেন (১ করিন্থীয় ১৪:১৮-১৯)। যখন আপনি পৌলের লেখা পত্র থেকে করিন্থীয় মন্ডলীর লোকেরা কত বেশি বিশেষ ভাষায় কথা বলতে পারে সেই বিষয়ে কোন নকশা তৈরি করবেন তখন দেখতে পাবেন যে, পৌল সুস্পষ্টভাবে আরো বেশি বিশেষ ভাষায় কথা বলেছেন। একইভাবে এটি সুস্পষ্ট যে, পৌল প্রকাশ্য সমাবেশে সাধারণভাবে বিশেষ ভাষায় কথা বলেন নি। পৌল কোথায় এই সব বিশেষ ভাষায় কথা বলেছেন? স্পষ্টভাবে বলা যায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করবার সময় তিনি এই বিশেষ ভাষায় কথা বলেছেন। এটি আমাদের আবার দেখায় যে, দুই ধরনের বিশেষ ভাষা সমভাবে পৃথক, কারণ তিনি বলেছেন যে মূলত প্রকাশ্য সমাবেশের সময় এটি ব্যবহার করা এবং বিশেষ ভাষায় কথা বললে তার কোন উপকার হবে না। যদি এটি কাউকে গড়ে তুলতে না পারে অথবা কারো উপকার সাধন করতে না পারে তাহলে এটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে যাবে। কিন্তু সমাবেশে আমাদের লক্ষ্য হবে সহ ঈমানদারদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধ রক্ষা করা, তাদের দোয়া এবং তাদের পরিচর্যা করা এবং এর উপর ভিত্তি করে আমাদের কাজ করা। আমাদের এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন আমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি এবং তা তারা বুঝতে পারে।

কোন সভায় আমরা উপস্থিত ঈমানদারদের আশীর্বাদ করব ও তাদের পরিচর্যা করব।

আমি একটি অবস্থা বহুবার দেখতে পেয়েছি, যেখানে কেউ বিশেষ ভাষায় কথা বলেছেন এবং সেখানে ঐ বিশেষ ভাষার অর্থ করা হচ্ছে না; তাহলে তা কেবল বিশৃঙ্খল, গন্ডোগল সৃষ্টি করা ছাড়া কোন কাজ অথবা পরিচর্যা সম্পন্ন হবে না। এটি বিশেষ ভাষার অপব্যবহার। এছাড়া প্রকাশ্য সমাবেশে মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, সব কিছুই নিয়ন্ত্রনে রাখা যাতে ঈমানদারগণকে গড়ে তোলা যায় এবং তারা দোয়া লাভ

BACIB International Bible CHURCH

করতে পারে। এই কারণে প্রকাশ্য সমাবেশে উৎসাহ এবং উপদেশ দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাষার তবলিগ করা হলে তার অর্থ করবার প্রয়োজন রয়েছে।

১ করিন্থীয় ১৪:২৮ আয়াতে পৌল বলেছেন, *"কিন্তু অর্থকারক না থাকলে সেই ব্যক্তি মন্ডলীতে নীরব হয়ে থাকুক, কেবল নিজের ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কথা বলুক।"* মনে করুন আপনি অনুভব করলেন যে এর কোন অর্থ করা হবে না। তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? এটা খুব সহজ। আপনি এটি ফিসফিস করে বলবেন; আপনি নিজের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করবেন। আমি কিছু লোকের কথা জানি যারা কয়েক বছর আগে পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারা যে শান্ত ভাবে অনুচ্চ স্বরে বিশেষ ভাষায় মুনাজাত করতে পারেন তা তারা জানেন না। কিন্তু পৌল উপরের আয়াতে অর্থ করবার অভাবের সমস্যার সমাধানের সম্পর্কে কথা বলেছেন।

অর্থ করার প্রকৃতি

বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে আমাদের অবশ্যই এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। প্রতিটি শব্দের মানে বুঝবার জন্য অনুবাদ করে এর অর্থ করা অপরিহার্য নয়। কিন্তু বিশেষ ভাষায় যে কথা বলা হয় তা সাধারণভাবে বুঝবার জন্য অনুবাদ করা প্রয়োজন। বিশেষ ভাষার অর্থকারীর মধ্য দিয়ে আমার নিজের তবলিগের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি এটি ব্যাখ্যা করব।

অর্থকারক ব্যবহার করার দ্বারা আমি শিখেছি যে, বেশি অপ্রাসঙ্গিক প্রচার-বাণী পরিপাটি করে সাজিয়ে বলতে গেলে এবং তা পরিহার করতে গেলে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি দেখেছি যে কোন কৌতুক বা রসিকতা করলে তা সুফল বয়ে আনে না, কারণ এটি অনুবাদ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়। একইভাবে আমি অতি মাত্রায় অমার্জিত ভাবে আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করি না। কারণ এই এছাড়া উচ্চ শব্দময় কথার আধিক্য কোন ফল বয়ে আনবে না। কারণ এই কথাগুলো অর্থকারককে অপ্রতিভ করে দেবে এবং আপনি কখনো তা বুঝতে পারবেন না। যখন আপনি কোন অর্থকারককে দিয়ে বাণী-প্রচার করবেন তখন আপনি সকলকে খাবার দিতে পারবেন না; কথার সব অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে। কেবলমাত্র একটি বিষয় অর্থকারকের মধ্য দিয়ে তবলিগ করা যাবে তা হল যার প্রকৃত অর্থ রয়েছে এবং যা উপকারী।

আমি আর একটি ব্যাখ্যা দেব। আমি যখন পূর্ব আফ্রিকায় ছিলাম, তখন আমার ইংরেজী ভাষার বাণী-প্রচার সোয়াহিলি (swahili) ভাষায় অনুবাদ করা হতো, যা প্রধানত সেই জায়গার প্রধান ভাষা ছিল। দেশের মধ্যে দুজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদকারী আমার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। একজন অন্য জনের চেয়ে কমপক্ষে দুটি শব্দের বেশি বলেন। প্রথমজন স্পষ্টভাষী সংক্ষেপে এবং যথাযথভাবে অনুবাদ করেন। তথাপি যে কোন ভাবে তিনি বাণীগুলো ভালোভাবে অনুবাদ করতেন।

এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি হৃদয়ংগম করতে পেরেছি যে, তবলিগের যে অর্থ করা হয় তা যথাযথভাবে অনুবাদ করা হয় না। এমনভাবে এটি উল্লেখ করতে হবে যেন তা বোধগম্য হয়। এই কারণে বিশেষ ভাষার অর্থ করবার সময় কেবল এর সাধারণ অর্থগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে।

তথাপি আক্ষরিক অনুবাদের রীতিতে অর্থ করা সম্ভব। আমি একটি ঘটনার সাক্ষী, কোন কোন জায়গায় একজন লোক বিশেষ ভাষার অর্থ করেছিলেন, তবে যে ভাষায় কথা বলা হচ্ছিল তা তিনি জানতেন না এবং এমন একজনের মাধ্যমে এর যাচাই করা হয়েছিল যিনি ভাষাটি জানেন এবং প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ দিয়ে যথার্থভাবে অর্থ করেছিলেন। কেন বিশেষ ভাষার ব্যাপ্তি অনুযায়ী বিশেষ ভাষায় অর্থ দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত অথবা খুব অল্প হয় এই উদাহরণগুলোর ব্যাখ্যা সাহায্য করতে পারে।

এছাড়া অর্থ করবার বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে দেখিয়েছে যে, প্রত্যেক অর্থকারীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যারা বিশেষ ভাষার অর্থ করার চর্চা করছেন তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। যদি আপনি শুনতে পান যে, লোকে বিশেষ ভাষার অর্থ করবার চর্চা করছেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা যে দান পেয়েছেন সেই দান ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম, কেন কোন কোন লোক অর্থ করবার সময় কিং জেমস্ ইংলিশ ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে আমার উত্তর হলো, কোন একজন হয়তো King James Bible অধ্যায়ন করেই বড় হয়ে উঠেছেন এইজন্য এটি তার হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে রয়েছে তাই তার মধ্যে যা রয়েছে স্বাভাবিকভাবে তাই বের হয়ে আসে। অন্যরা চলতি ইংরেজী ভাষায় অর্থ করেন। আর তারা যে অর্থ করেন তা ভিন্ন ধরনের হয় এবং দানগুলো তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যবহার করেন।

যখন আমি নিউজিল্যান্ডে ছিলাম, ঐ একই সময়ে আল্লাহ্ আমাকে মুনাজাতের জন্য নানা ভাষায় কথা বলবার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, একটি টিভি চ্যানেলের প্রধান খবরের কার্যক্রমে আমাদের একটি এবাদতের সভা সম্প্রচার করেছিল। যে লোকটি ধারণকৃত দৃশ্যগুলো প্রেরণ করেছিলেন তিনি ঈসায়ী ছিলেন না। কিন্তু তিনি নানা রকম ভাষায় কথা বলবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আমি নানা রকম ভাষার উপর কথা বললাম। এরপর আমরা আল্লাহ্র এবাদত করলাম এবং নানা ভাষায় তার প্রশংসা করলাম। তারা খবরের প্রথম সময়ে বিশ মিনিট ধরে এটি সম্প্রচার করেছিলেন। পরে আমার বন্ধুরা আমাকে বলেছিলেন, এটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তা পরে পুনঃপ্রচার করেছিলেন। যা ঐ বছরে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের খবরটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হিসাবে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু ঐ শহরের একটি ঈসায়ী দল তা শুনেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন, "যা আপনারা দেখেছিলেন তা যথার্থ ছিল না। কারণ যখন মিঃ প্রিন্স নানা রকম ভাষায় কথা বলেছিলেন তখন আপনি তার কণ্ঠস্বর এবং তার বাচনভঙ্গি চিনতে পেরেছিলেন।" তারা উপলব্ধি করতে পারে নি যে, পাক-রূহের দান যখন কাজ করে তখন কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অথবা তার কণ্ঠের স্বাভাবিক শব্দকে সরিয়ে রাখে না। এইজন্য যখন লোকেরা নানা ভাষার ব্যাখ্যা করেন, তারা প্রত্যেকেই একইভাবে নিজস্ব ভঙ্গিমায় তা করে থাকেন।

পরভাষার অনুবাদ হয়তো আক্ষরিক অনুবাদ হবে না কিন্তু তাতে সত্যিকারের অর্থ থাকতে হবে।

পুরাতন নিয়মের নবীদের উচ্চারণ ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, আমোস, হোসিয়া এবং ইশাইয়ার কথাগুলো লক্ষ্য করুন যারা প্রায় সমসাময়িক কালের ছিলেন। তাদের পরস্পরের উচ্চারণগুলো আপনি চিনতে ভুল করবেন না। কিন্তু তারা সকলেই পাক-রূহ্ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পাক-রূহ্ মানুষের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য ভালবাসেন এবং তাতে পরম আনন্দ লাভ করেন। তিনি কখনো মানবীয় সত্ত্বাকে রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করেন না। তিনি কখনো মানুষের বৈশিষ্ট্যকে দূরে সরিয়ে রাখেন না এবং মানুষকে রোবট কিংবা যন্ত্রের মত ব্যবহার করেন না। কিন্তু বদরূহ্ এই ভাবে কাজ করছে। আল্লাহ্র রূহ্ এবং শয়তানের রূহের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ্ মানুষের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যকে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং দূরে সরিয়ে রাখে, তাহলে বুঝতে হবে তা

আল্লাহ্র রূহ্ হতে পারে না।

বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দানের কাজ

কোন উপায়ে বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান কাজ করে এরপর আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণ নীতি নিয়ে শুরু করব, ১ করিন্থীয় ১২:৬ বলে, "*ক্রিয়াসাধকগুণ নানা প্রকার* ["কার্য" KJV], *কিন্তু আল্লাহ্ এক, তিনি সকলের মধ্যে সকলের ক্রিয়ার শাসনকর্তা।*" অন্য কথায়, দুজন মানুষ একই পরিচর্যা করেছেন, এটি তাদের জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে। আসুন আমরা অতি পরিচিত দুটি উদাহরণের দিকে তাকাই। দুজন তবলিগকারী মানুষ– তাদের মধ্যে একজন হলেন বিলি গ্রাহাম এবং অন্যজন ওরাল রবার্টস, যারা স্পষ্টভাবে তবলিগ করবার দান লাভ করেছিলেন। তথাপি একজনের তবলিগ এবং অন্যজনের তবলিগের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজে নজর পড়ে এমন পার্থক্য রয়েছে। যদিও তবলিগ একইভাবে কার্যে বৈসদৃশ্য রয়েছে। তাদের দুজনের দান একইভাবে সত্য। একজন আরোগ্য সাধনের যে দান পেয়েছেন তা একভাবে কাজ করে অন্য দিকে আর একজন যিনি একইভাবে আরোগ্যসাধনের যে দান পেয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে। পরবর্তী বিষয় হলো, বিভিন্ন উপায়ে যার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান পেতে পারেন।

দুই জন মানুষের হয়তো একই পরিচর্যা কাজ থাকতে পারে কিন্তু তা তাদের জীবনে একেবারে ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে।

প্রারম্ভিক শব্দগুচ্ছ বা বাক্য

এছাড়া বৈশিষ্ট্য এবং রীতির পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ঠিক একই উপায়ে বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান কাজ করে না। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোন এক ব্যক্তিকে প্রথমে প্রারম্ভিক শব্দগুচ্ছ দেওয়া হতে পারে। তাহলে তিনি অবশ্যই বিশ্বাসে স্থির থেকে নুতন কাজে প্রবৃত্ত হতে পারবেন। আমার জীবনে প্রায়ই এই রকম ঘটনা ঘটেছে। যখন আমি বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান পেয়েছিলাম তখন প্রথম বাক্যটি আমার মনে সুস্পষ্ট এবং জোরালোভাবে দেওয়া হয়েছিল। যদি আমি প্রথম বাক্যটি ঈমানের সঙ্গে এবং ক্ষমতার সঙ্গে বলতাম তাহলে অবশিষ্ট্যগুলো অনুগমন করত। কিন্তু যদি আমি

BACIB
International Bible CHURCH

অনিচ্ছা প্রকাশ করতাম তাহলে কিছুই ঘটত না। মনে করুন আমি এভাবে বললাম, "প্রভু যদি তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বাণীগুলো জানাতে, তাহলে আমি তা বলতে পারতাম। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই যে, আরও কোন বাণী আমার কাছে আসবে কি না। যদি আমি কেবল এই বাক্যটি বলি তাহলে তা অনেক বেশি অবিবেচকের মত হবে।" আমি সম্পূর্ণবাণী কখনোই গ্রহণ করি নি, কারণ আপনি তাহলে ঈমানের নীতিকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। ইবরানী ১১:৬ আয়াত আমাদের বলে যে, *"কিন্তু ঈমান ছাড়া [আল্লাহ্‌র] প্রীতির পাত্র হওয়া কারো সাধ্য নয়।"* আল্লাহ্‌র জন্য যে সমস্ত কাজ আমরা করব তা ঈমানের সঙ্গে করতে হবে।

অনেক লোক আছেন যা ইতস্ততঃ করেন এবং যে উদ্দেশ্যে তারা অর্থ করবার কাজ করছেন তা তারা গ্রহণ করেন না। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি যারা এই কথা বলেছেন, "আমি মনে করি আল্লাহ্ আমাকে অর্থ করবার দান দিয়েছেন। কিন্তু আমি মাত্র একটি বাক্য পেয়েছি।" আমি তাদের বলেছি, "আপনি যে একটি বাক্য পেয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যবহার করতে শুরু না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আর কোন বাক্য লাভ করবেন না।" একইভাবে কিছু কিছু লোক বলে থাকেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, আমি পাক-রূহের বাপ্তিস্ম পেয়েছি। কিন্তু আমি কেবল একটি শব্দ বলতে পারি।" আমি তাদের বলেছি তারা যেন সেই শব্দটি বলতে থাকে, তারা যে শব্দটি পেয়েছে এ জন্য তারা যেন কৃতজ্ঞ থাকে। তাহলে আল্লাহ্ তাদের আরো অনেক কথা তাদের জানাবেন। আপনি আরো না পাওয়া পর্যন্ত যা পেয়েছেন তা ব্যবহার করা হল কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কিত সাধারণ নীতি যা অর্থ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কালাম বা কিতাবের সঙ্গে তা বুঝতে পারার চাপ অনুভব করা

কোন কোন সময় সাধারণভাবে এমন হতে পারে যে, কোন পরভাষায় কথা বলার পর কোন লোকের এমন অভিজ্ঞতা হতে পারে যেন তার পেটের মধ্যে "প্রজাপতি" নরাচরা করছে, বা এমন কোন অভিজ্ঞতা যে, আল্লাহ্ কোন কিছু বলতে চাইছেন, তখন তার মধ্যে পবিত্র কিতাব থেকে কোন কথা বা কোন বিশেষ আয়াত তার মনে পড়ছে তা বলার জন্য। যদি এমন কিছু আপনার মধ্যে ঘটে থাকে তবে সেই আয়াতটি বা কিতাবের সেই কথা আপনাকে প্রকাশ করা দরকার এবং তারপর আপনাকে পূর্ণ ব্যাখ্যায় যেতে হবে। এর পর এমন কিছু ঘটতে পারে যার জন্য আপনি কোন পরিকল্পনা করেন নি। এমন অদ্ভূত ঘটনা সেখানে ঘটতে পারে যা

আপনি কখনও চিন্তাও করেন নি এবং এমন সব কথা হয়তো আপনার মুখ থেকে বের হয়ে আসতে পারে যে, আপনি নিজেই আপনার কথা শুনে অবাক হবেন।

সাধারণ চিন্তা অথবা ধারনা

অন্য একজনকে হয়তো সাধারণ চিন্তা দেওয়া হয়েছে যা তিনি তার মনোনীত শব্দ দিয়ে সজ্জিত করেছেন। পাক-রূহ্ প্রকৃত শব্দ প্রদান করেন না। কিন্তু অনুপ্রেরণা যোগায় এমন চিন্তার ধারাবাহিকতায় এবং প্রকাশ করার জন্য তা সেই ব্যক্তির কাছে অর্পন করা হয়।

কালাম শোনা, কালাম দেখতে পাওয়া, একটি ছবি দেখতে পাওয়া

লোকেরা গুটানো কিতাবে লিখিত কালাম দেখে অথবা কার্যতঃ কালাম শোনার মাধ্যমেও বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান পেতে পারেন। অন্যরা হয়তো দর্শন পেতে পারেন অথবা কোন কল্পনার মধ্যে কোন চিত্র দেখতে পারেন এবং এরপর তারা যা দেখেছেন তা বর্ণনা করেন। একজন লুথারান ইমাম একবার আমার কাছে এলেন এবং বললেন, "আমাদের মন্ডলীতে পাক-রূহের অবতরণ হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ অথবা ষাট জন লোক চার্চের পুলপিটের সামনে পাক-রূহের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন। আমরা কাজ করার জন্য পাক-রূহের দান পেয়েছি। আমরা যা বিশ্বাস করি সেই বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান ও আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমরা এমন উপায়ে তা পেয়েছি যে, তা আমি এর আগে কখনো শুনি নি। একজন লোক নানা রকম ভাষায় কথা বলেছেন, এবং অন্য একজন তার কল্পনায় একটি চিত্র দেখেছেন অথবা দর্শন দেখেছেন। তারা সেই যা দেখেছেন তা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং এতে মনে হলো যে, এটি বিশেষ ভাষার অর্থ করবার কাজ।" তিনি আরো বললেন, "অদ্ভুত বিষয় হলো, এই একইভাবে আমরা মন্ডলীর সমস্ত লোকেরা এটি লাভ করেছিলেন। এটা কেন হলো?"

উত্তরে আমি তাকে বললাম, "এটি এমন একটি বিষয় যা আমি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নই। তবে আমি বুঝতে পারছি যে, লোকেরা যা ঘটতে দেখেছে তাতে তাদের বিশ্বাস রয়েছে। ঈসা বলেছেন, *"তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হোক"* (মথি ৯:২৯)। যদি আপনি এই বিশ্বাস করেন যে, একটি উপায়ে এটি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তাহলে খুব সাধারণ উপায়ে তা গ্রহণ করবেন।" পাক-রূহের দান প্রকাশ করা লোকদের জন্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এটি হল তার কারণ। অধিকাংশ

লোকেরা কোন কিছু না দেখা পর্যন্ত তা তারা বিশ্বাস করে না। যে মুহূর্তে তারা তা ঘটতে দেখবে তখনই বিশ্বাস করবে যে, তা ঘটেছে।

বিশেষ ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য মুনাজাত

আমরা বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান পাওয়ার জন্য মুনাজাত করব না কি করব না এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। পৌল লিখেছেন,

> "তোমাদের বেলায়ও এই কথা খাটে। তোমরা যখন পাক-রূহের দেওয়া দান পাবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছ তখন যে যে দানের দ্বারা জামাতকে গড়ে তোলা যায় সেগুলোই বেশী করে পাবার চেষ্টা কর। এজন্য অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে সে মুনাজাত করুক যেন তার মানে সে বুঝিয়ে দিতে পারে।" (১ করিন্থীয় ১৪:১২-১৩)

সমস্ত দান কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্য হল ঈমানদারদের দেহের উন্নতি সাধনের জন্য আকাঙ্খা। পৌল বলেছেন, যখন বিশেষ ভাষার অর্থ করা হয় তখন সেই বিশেষ ভাষার দান প্রকাশ্য সমাবেশে আরো উন্নতি সাধিত হয়। আর তাই আপনি যদি বিশেষ ভাষায় কথা বলেন তখন আপনি এই মুনাজাত করবেন যেন তার অর্থ করতে পারেন। আমি আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা শিখেছি যে, যদি আপনি লোকদেরকে এই শিক্ষা দিতে পারেন যে, এটি হল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং তাদের এর উপর কাজ করার জন্য যুক্তি দেখান তাহলে তারা একইভাবে বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান গ্রহণ করবেন। যা কিছু উত্তম ও মঙ্গলজনক সেই সব বিষয় পিতার কাছে চাওয়া সম্পর্কে ঈসা যা বলেছেন তা আমাদের মনে রাখা উচিত:

> "তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে আছে, যে তার ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, কিংবা মাছ চাইলে সাপ দেবে, কিংবা ডিম চাইলে বিছা দেবে?" (লূক ১১:১১-১৩)

যদি আপনি আল্লাহ্‌র সন্তান হয়ে থাকেন এবং পাক-রূহের কোন একটি দানের জন্য তৎপর অথবা অত্যন্ত আকাঙ্খিত হন তাহলে আপনি সেই দানের জন্য যাঞ্চা করুন। আর বিশেষ ভাষায় অর্থ করবার জন্য মুনাজাত করার পর আপনি কি করবেন? আপনি কেবল বিশেষ ভাষার অর্থ করবেন। আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, আপনি সঠিক বিষয়টি লাভ করেছেন? উত্তরে বলব, আল্লাহ্ এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, যদি আপনি সঠিক বিষয়ের জন্য যাঞ্চা করেন তাহলে আপনি কোন অন্যায্য কিছু

লাভ করবেন না। এটি হল ঈমান। এর মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে যেন তার লোকেরা নানা রকম ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং বিশেষ ভাষার অর্থও করতে পারেন।

ঈমানদারদের সামাবেশে বিন্যাস এবং ভিন্নতা

উপসংহারে আসুন আমরা পৌল বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান ব্যবহার করার যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমরা পুনরালোচনা করি।

> "যদি কেউ অন্য ভাষায় কথা বলে তবে দু'জন বা বেশী হলে তিনজন এক একজন করে কথা বলুক, আর অন্য একজন তার মানে বুঝিয়ে দিক। যদি মানে বুঝাবার কেউ না থাকে তবে তারা জামাতে কথা না বলুক; তারা একা একা নিজের সংগে আর আল্লাহ্‌র সংগে কথা বলুক।"
>
> (১ করিন্থীয় ১৪:২৭-২৮)

ঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর মত যে কোন সভায় বিশেষ ভাষার অর্থ করবার কাজ অত্যাধিকভাবে করা উচিৎ নয়। একটি সভাতেও বিশেষ কোন দানের কাজ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় এবং অত্যাধিক ভাবে এর ব্যবহার করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তার সন্তানদের জন্য কেবল এক থালা খাবার দিয়ে টেবিল সাজাতে চান না। তিনি সর্বোত উপায়ে তার দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির জন্য বৈচিত্রে ভরা পুষ্টিকর খাবার দিয়ে থাকেন।

অধ্যায় ১১

ভবিষ্যদ্বাণী

এই অধ্যায়ে আমরা কণ্ঠস্বরের তৃতীয় দানের উপর আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত করব, যাকে বলা হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণীর দান বা ভবিষ্যদ্বাণী বলবার দান। ১ করিন্থীয় ১২:১০ আয়াত বলে, "আর একজনকে ভবিষ্যদ্বাণী [দেওয়া হয়]।" আমরা এই দানকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছি, এই দান হল ঈমানদারদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলার দক্ষতা, যে কথা পাক-রূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পাক-রূহের দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী কেবল তবলিগের অনুপ্রেরণা নয়। এটি মানুষের বিচারবুদ্ধি, শিক্ষা, জ্ঞান অথবা সেমিনারী প্রশিক্ষণ থেকে উপস্থাপিত হয় না। অন্যান্য সমস্ত দানের মত এই দানও কেবলমাত্র পাক-রূহের অলৌকিক কার্যের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব।

ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আকাঙ্ক্ষা করা এবং পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা

পৌল বলেছেন, "*এই মহব্বতের জন্য তোমরা বিশেষভাবে চেষ্টা কর, আর পাক-রূহের দেওয়া দান, বিশেষভাবে নবী হিসাবে কথা বলবার ক্ষমতা পাবার জন্য তোমাদের আগ্রহ থাকুক*" (১ করিন্থীয় ১৪:১)। এর আগে আমি বলেছিলাম, দানগুলো এমন একটি উপায় যার মধ্যে ভালবাসাকে কার্যকর করে এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এটি ভবিষ্যদ্বাণীর দানের জন্য বিশেষভাবে সত্য, কারণ পৌল বলেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে (দেখুন ১ করি ১৪:৩-৫)। যদি আপনি মণ্ডলীকে ভালবাসেন তাহলে মণ্ডলীর রূহানী উন্নতি সাধন করতে চাইবেন। আর এই অভিপ্রায়ে আপনি মণ্ডলীর উন্নতি সাধন করতে চাইছেন যে, আপনি এমন একটি

দানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন, যে দান বিশেষভাবে এই কাজটি করে থাকে।

পৌল মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের "*তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও*" (১ করিন্থীয় ১২:৩১), এবং আমাদের "*বিশেষত যেন ভবিষ্যদ্বাণী*" বলতে পারি এজন্য আকাঙ্ক্ষী হতে হবে (১ করিন্থীয় ১৪:১)। এছাড়া আমি বলতে চাই শ্রেষ্ঠ দান হল এমন একটি দান যা তা প্রদান করার সময় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সর্বোত্তমভাবে পূর্ণ করে। তথাপি যদি এমন কোন দান মনোনীত করে থাকেন যা শ্রেষ্ঠত্বে অন্য দানগুলোকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে প্রতীয়মান হবে যে, এটি হল ভবিষ্যদ্বাণী। এটি হল একমাত্র দান, যে দান সম্পর্কে কিতাবে বিশেষভাবে বলেছে যেন আমরা তার জন্য আকাঙ্ক্ষী হই এবং তা পাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি (আরও দেখুন ১ করি ১৪:৩৯)। এই কারণে কোন ঈমানদার, যিনি এই বিষয়ে আগ্রহী নন এবং যিনি ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন না তিনি কিতাবীয় উৎসাহকে অবহেলা করেন।

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কিতাবীয় ভিত্তি

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর লোকদের বলেছিলেন, এটা সেই ঘটনার মত যার কথা নবী যোয়েল বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ বলছেন, '*শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে*' (প্রেরিত ২:১৬-১৭)। আল্লাহ্ শেষ কালে যা করবেন বলেছিলেন তিনি ঠিক সেই কাজটি করেছিলেন। তিনি সমস্ত লোকের উপর পাক-রূহ্ ঢেলে দিয়েছিলেন। ডিনোমিনেশনাল এবং ননডিনোমিনেশনাল মণ্ডলীর সমস্ত লোকেরা কি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারবে? ইহুদীরাও কি এই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারবে? আল্লাহ্ বলেছেন "*মানুষের*"। মানব জাতির প্রত্যেকটি শ্রেণী, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া শেষকালে পাক-রূহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।

যখন পাক-রূহ্‌কে ঢেলে দেওয়া হবে তখন কি ঘটবে বলে যোয়েল বলেছিলেন?

> 'শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা **নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে**, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে।

BACIB
International Bible CHURCH

এমন কি, সেই সময়ে আমার গোলাম ও বাঁদীদের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব, আর **তারা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে।**

(প্রেরিত ২:১৭-১৮)

এই অংশে ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। শেষ কালে প্রত্যেক স্থানে আল্লাহ্‌র লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের এই চমৎকার রূহানী দান লাভ করবে। আমরা দেখেছি যে, বর্তমান কালেও পাক-রূহের অবতরণ ঘটছে এবং আমরা যা কল্পনা করছি তার চেয়ে আরও ব্যাপক এবং আরও চমকপ্রদ মাত্রায় এই বিষয়টি দেখতে পাব। সতেরো আয়াতে চারটি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি দল হল প্রাচীনেরা, আর অন্য তিনটি দল হল সমস্ত যুবকেরা, পুত্ররা ও কন্যারা। আমেরিকায় এবং সমগ্র বিশ্বে যুবকদের উপর আল্লাহ্‌র মহাপরাক্রম কার্য সাধিত হতে দেখেছি। তারা আংশিক সুসমাচার গ্রহণ করতে চাইছে না। তারা কেবল ধর্মতাত্ত্বিক নিরস বক্তব্য মেনে নিতে চায় না। বর্তমান কালে যুবকরা চায় বাস্তবতা। আল্লাহ্‌র বলা কথা অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য এবং দর্শন ও স্বপ্ন দেখার জন্য এবং প্রত্যাদেশের জন্য যা তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন তা তারা পেতে চায়।

শেষ দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র রূহ্ বেশী করে ঢেলে দেওয়া হবে।

লক্ষ্য করুন, স্ত্রীলোকেরাও ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: *"তোমাদের পুত্ররা ও তোমাদের কন্যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে"* (প্রেরিত ২:১৭) এবং *"আবার আমার গোলামদের উপরে এবং আমার বাঁদীদের উপরে সেই সময়ে আমি আমার রূহ্ সেচন করব"* (আয়াত ১৮)। প্রেরিত প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা জেনেছি যে, যারা সাহাবীদের সঙ্গে উপরের কুঠরিতে অপেক্ষা করছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ঈসার মা মরিয়ম এবং অন্য স্ত্রীলোকেরা (দেখুন প্রেরিত ১:১৪)। তারা সকলেই পাক-রূহে বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন এবং প্রেরিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত কথা লেখা হয়েছে সবই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভবিষ্যদ্বাণী বলার পরিচর্যা কাজ পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদের জন্য সমান ভাবে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রেরিত কিতাবে আমরা পাঠ করি, *"সুসমাচার তবলিগকারী ফিলিপ....তার চারটি কুমারী কন্যা ছিলেন যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন"*

(প্রেরিত ২১:৮-৯)। পূর্বের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিবেচনায় এটি একেবারেই অসম্ভব যে, ফিলিপের চারজন কুমারী মেয়ে থাকতে পারে যাদের বয়স পনের বছরের বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন তাদের বয়স পনেরো কিংবা ষোল বছর হয় তখন তাদের বিয়ে হয়। ফিলিপের মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ কিশোরীদের চেয়েও অল্প বয়েসী। আমি মনে করি এটি সুন্দরভাবে এবং স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিশুরাও ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিল। শিশুরাও যে অত্যন্ত চমৎকার পরিচর্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করার দান লাভ করেছে সে প্রসঙ্গে আমার এবং আমার স্ত্রী লিডিয়ার অনেক সাক্ষ্য রয়েছে।

১ করিন্থীয় ১১:৫ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রীলোকদের কাছেও ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচর্যার দ্বার খুলে গিয়েছিল। *"যে কোন স্ত্রী মাথা ঢেকে না রেখে মুনাজাত করে কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী বলে, সে তার নিজের মাথার অপমান করে।"* সুস্পষ্টভাবে পৌল চেয়েছেন যখন কোন স্ত্রীলোক ভবিষ্যদ্বাণী বলবে তখন যেন তিনি মাথা ঢেকে রাখেন, তিনি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যেন স্ত্রীলোকেরাও ভবিষ্যদ্বাণী বলেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি

১ করিন্থীয় ১৪:৩-৪ আয়াতে পৌল ভবিষ্যদ্বাণীর দানের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং কাজ সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন: "কিন্তু যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী বলে যে মানুষের কাছে গেঁথে তুলবার এবং উৎসাহ ও সান্ত্বনার কথা বলে। যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে সে নিজেকে গেঁথে তোলে, কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে।"

তাই আমরা তিনটি উপায়ে ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিশেষ ভাষায় কথা বলার মধ্যে পার্থক্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করলাম:

ভবিষ্যদ্বাণী

১. লোকদের কাছে বলা হয়।
২. বক্তা এবং শ্রোতার বোধগম্য কথা বলা হয়।
৩. মণ্ডলীকে গেঁথে তোলা হয়।

বিশেষ ভাষায় কথা বলা:

১. আল্লাহ্‌র কাছে বলা হয়।
২. গুপ্ত কথা বলা হয়।

BACIB
International Bible CHURCH

৩. এককভাবে ঈমানদারদের গেঁথে তোলা হয়।

এর উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে লোকদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়, এমনকি ভবিষ্যদ্বাণীর দানের অপব্যবহারও করা হয়। এরপর ইঞ্জিল শরীফে মণ্ডলীতে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত সাধারণ রীতি এবং সঠিক প্রকৃতির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

লোকদের জন্য প্রদান করা হয়েছে

পৌল বলেছেন, *"কিন্তু যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে মানুষের কাছে ..."* (১ করি ১৪:৩)। এর আগে তিনি বিশেষ ভাষা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে কথা বলে" (আয়াত ২)। এখানে তিনি তার তুলনামূলক পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রধান উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বাণী শোনার পর তা লোকদের কাছে বলা।

ঈমানদারদের নির্দেশ করা হয়েছে

নির্দিষ্ট কোন লোকদের কাছে কথা বলতে হবে। মণ্ডলী অথবা ঈমানদারদের সমবেত দলের কাছে। পরে পৌল ১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে লিখেছেন, *"তাহলে দেখা যায়, ঈমানদারদের জন্য বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা কোন চিহ্ন নয়, বরং অ-ঈমানদারদের জন্য ওটা একটা চিহ্ন; কিন্তু অ-ঈমানদারদের জন্য নবী হিসাবে কথা বলা কোন চিহ্ন নয়, বরং ঈমানদারদের জন্য ওটা একটা চিহ্ন"* (আয়াত ২২)।

এই আয়াতের প্রথম অংশে অ-ঈমানদারদের জন্য রূহানী চিহ্ন হিসেবে বিশেষ বিশেষ ভাষার নির্দিষ্ট কাজের বিষয়ে পৌল উল্লেখ করেছেন। যেখানে একজন ঈমানদার পাক-রূহের দ্বারা বিশেষ ভাষায় কথা বলেন, যা তিনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু সেখানে যে সকল অ-ঈমানদারগণ উপস্থিত রয়েছেন তা বুঝতে পারেন। এই ভাবে আল্লাহ্‌ অ-ঈমানদারদের মনে অলৌকিক দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি করেন। এছাড়া বিশেষ ভাষা নিয়মিত ব্যবহার করার জন্য নয়। এটি সাময়িক অথবা বিরল ব্যবহারের জন্য। এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে পৌল বলেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র মাধ্যমে অ-ঈমানদারদের কাছে বলার জন্য ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু এটি ঈমানদারদের পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়। যে উপায়ে আল্লাহ্‌ অ-ঈমানদারদের কাছে কথা বলেন সেই উপায়ে

তিনি ঈমানদারদের কাছে কথা বলেন না।

এই সম্পর্কে ইঞ্জিল শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পুরাতন নিয়মে, যেখানে আল্লাহ্‌ প্রায়ই তার নবীদের সেই সমস্ত লোকদের কাছে কথার বলার জন্য ব্যবহার করেছেন, যে লোকেরা সম্পূর্ণ অ-ঈমানদার। উদাহরণস্বরূপ, ইলিয়াস যে সমস্ত লোকদের কাছে কথা বলবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিলেন তাদের ঈমানের প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল না। নবী ইয়ারমিয়া ইসরাইলের চারদিকের সমস্ত অ-ইহুদী জাতিদের কাছে বলবার জন্য বাণী পেয়েছিলেন। এই কারণে আমরা অবশ্যই পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইঞ্জিল শরীফে যা মসীহের দেহ সেই মণ্ডলীতে ভবিষ্যদ্বাণী বলার মধ্যে পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করব। ইঞ্জিল শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র নাজাতপ্রাপ্ত লোকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে এবং এর কণ্ঠস্বর সব সময় আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য উপযোগী।

ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত পরিচর্যাকারীদের দেওয়া হয় ঈমানদারদের কাছে বলার জন্য।

১ করিন্থীয় ১৪:২৪-২৫ আয়াতে পৌল যা বলেছেন তা আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন, *"কিন্তু যদি সবাই নবী হিসাবে কথা বলে আর তখন কোন অ-ঈমানদার বা জামাতের বাইরের লোক ভিতরে আসে, তবে সেই লোক সকলের কথার মধ্য দিয়ে নিজের গুনাহ্‌ সম্বন্ধে চেতনা পাবে এবং সেই সব কথার দ্বারাই তার দিলের বিচার হবে। তাতে তার দিলের গোপন বিষয়গুলো বের হয়ে পড়বে, আর সে তখন মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র গৌরব করে বলবে, "সত্যিই, আল্লাহ্‌ আপনাদের মধ্যে আছেন।"*

এই আয়াতগুলোর যে চিত্র তা হল, ঈমানদারদের একটি দল যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলার মাধ্যমে পরস্পরের পরিচর্যা করছে এবং অ-ঈমানদারদের প্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। কারও ভবিষ্যদ্বাণীর কথার দ্বারা অথবা গুপ্ত কথা প্রকাশের দ্বারা তার দোষ দেখতে পাওয়া এবং আল্লাহ্‌ তার সম্পর্কে যতটুকু জানেন বলে সে মনে করেছিল এর মাধ্যমে সে বুঝতে পেরেছে যে, আল্লাহ্‌ তার সম্পর্কে আরও অনেক বেশি জানেন। এর ফলে তার মনে দৃঢ় ঈমান এলো এবং সে উপলব্ধি করতে পারল যে, আল্লাহ্‌ বাস্তবিক এখানে আছেন। তথাপি এটি ব্যতিক্রমী, বিরল ঘটনা। সাধারণত ভবিষ্যদ্বাণী ঈমানদারদের পরিচর্যার জন্য বলা হয়।

গেঁথে তুলবার, উৎসাহ ও সান্ত্বনার জন্য

যে ব্যক্তি মণ্ডলীর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলেন, তিনি কি করেন? *" যে ব্যক্তি.... সে মানুষের কাছে গেঁথে তুলবার উৎসাহ ও সান্ত্বনার কথা বলে... যে ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে"* (১ করিন্থীয় ১৪:৩-৪)। ভবিষ্যদ্বাণী গেঁথে তোলা, উৎসাহ এবং সান্ত্বনা দেবার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কারণ আল্লাহ্ ঈমানদারদের নিরুৎসাহ এবং দমন করেন না। উপরে আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি, ঈমানদারদের সামনে তাদের বিরুদ্ধে বিচারের সতর্কবাণী তুলে ধরেন না, কিন্তু অ-ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের সামনে তুলে ধরেন।

আসুন আমরা আর একটু গভীরভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর এই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

প্রথম উদ্দেশ্য হল গেঁথে তোলা। অনেক লোকের কাছে এই কথাটি অপ্রচলিত এবং ইমামীয় শব্দ বলে মনে হতে পারে। তবুও অধিকাংশ লোকের কাছে গেঁথে তোলা শব্দটি খুব পরিচিত, যা দিয়ে তৈরি বা গঠন করা বোঝানো হয়। গেঁথে তোলার সাধারণ অর্থ হল "গড়ে তোলা কিংবা অধিকতর শক্তিশালী করা।" এর অর্থ হল যে কোন নির্দিষ্ট পরিচর্যায় মসীহের দেহের সদস্য হিসেবে লোকদের আরও কার্যকর করে তৈরি করা। যদি আপনি ভবিষ্যদ্বাণী বলার দান পেয়ে থাকেন, তাহলে এটি আপনাকে প্রভু এবং তাঁর লোকদের আরও ভাল ভাবে পরিচর্যা করার জন্য সক্ষম করে তুলবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল উৎসাহ দেওয়া। এর অর্থ হল, "উদ্দীপিত করা, অনুপ্রাণিত করা, সতর্ক করা এবং জাগ্রত করা।" সতর্কীকরণ, কঠোর সাবধান বাণী এবং এমনকি তিরস্কারও বোঝানো হতে পারে। তথাপি উৎসাহ দণ্ডাজ্ঞাকে যুক্ত করে না (রোমীয় ৮:১)।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হল সান্ত্বনা দেওয়া। যার সমরূপ শব্দের অর্থ হল "প্রফুল্ল করা"।

প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী কখনো দোষারোপ করে না

আমি উপরে উল্লেখ করেছি যে, প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী এবং উৎসাহ দান বিশেষতঃ দোষারোপ করে না। আমি আবার এই বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই, কারণ বহু বছর ধরে আমি লোকদের ভবিষ্যদ্বাণী বলে দাবী করা অনেক দৃষ্টান্তের কথা শুনেছি। তথাপি সম্পূর্ণ ফলাফল বিশৃঙ্খলা এবং নিন্দা হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই পাক-রূহের প্রকৃত প্রকাশ নয়। আল্লাহ্ কখনোই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন না এবং পাক-রূহ্ কখনো আল্লাহ্‌র লোকদের দোষারোপ করার পরিচর্যা করেন না। কিছু সংখ্যক ঈমানদারদের মধ্যে যা ভবিষ্যদ্বাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা কথাটি বলা হয় তা বাস্তব বিষয় নয়। এটি গেঁথে তোলা, উৎসাহ এবং সান্ত্বনা দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যে কাজ করে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু লোক আছে যারা মনে করে তারা লোকদের কঠোরভাবে দমন করতে পারে এবং তাদের অপ্রয়োজনীয়, অকর্মণ্য এবং দোষী বলে মনে করে তাদের ছেড়ে চলে যায় এবং তারা মনে করে তাদের চেয়ে তারা অনেক বেশি রূহানী জীবন যাপন করে। এটি প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কয়েক বছর আগে আমি এভাবে চিন্তা করছিলাম, এই কথাটি ভেবে যদি আমি একে একে সবাইকে পরিত্যাগ করা শুরু করতাম যে তারা কত ভয়ঙ্কর, তাহলে আমি এক চরম ব্যর্থ তবলিগকারীতে পরিণত হতাম। আর তাহলে পাক-রূহ্ আমাকে দূরে সরিয়ে দিতেন এবং আমাকে দেখাতেন যে, আমি একজন তবলিগকারী হিসেবে সঠিকভাবে আমার দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়েছি। পাক-রূহ্ কখনো লোকদের ভয়ানক বলে মনে করে পরিত্যাগ করেন না এবং এটি তবলিগের কিংবা পরিচর্যার বিষয় হবে না।

বিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয় শিক্ষা দেবার জন্য, উচ্চ তুলে ধরার ও সান্ত্বনা দেবার জন্য।

প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী শয়তানের উদ্দেশ্য সাধন করে না। এটি শয়তানের উদ্দেশ্য নষ্ট করে দেয়। যদি তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী দোষারোপ এবং নিরুৎসাহিত করে তাহলে বুঝতে হবে এটি শয়তানের কাজ করছে। আল্লাহ্‌র লোকদের বিরুদ্ধে শয়তানের মহা এবং বারবার ব্যবহৃত অস্ত্র হল দোষারোপ করা এবং নিরুৎসাহিত করা। আমি শুনেছিলাম বিলিগ্রাহাম একজন লোকের উক্তি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ কখনো নিরুৎসাহিত ব্যক্তিকে ব্যবহার করেন না। আমি এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কারণ নিরুৎসাহিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তি নন যিনি পাক-রূহের প্রভাবে চালিত হন, যে পাক-রূহ্ ঈমানদারদের নিরুৎসাহিত করেন না। এটি উপলব্ধি করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার জীবনে কোন প্রভাব, ইঙ্গিত অথবা

BACIB
International Bible CHURCH

বাণী আসে যার ফলে আপনি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন তাহলে এটি পাক-রূহের কাজ বলে গণ্য করবেন না।

অন্যতম একটি সমস্যা হল যে, অনেক ঈসায়ী বিশ্বাস করে যখন তারা অন্যদের দোষী বলে মনে করে এবং পরে চারদিকের লোকদের কাছে গিয়ে বলতে পারে যে, তারা কত মন্দ, তাহলে তারা নম্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তথাপি যখন আপনি ঈসা মসীহে নতুন সৃষ্টি হয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র হস্তকৃত শিল্পকর্ম হয়েছেন, এরপর সব সময় আপনি আপনার নিজের সমালোচনা করেছেন, আপনি আল্লাহ্‌র কাজের সমালোচনা করেছেন। আপনি আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করছেন না; আপনি মহিমান্বিত করেছেন শয়তানকে।

শয়তান যে লোকদের নিজেকে দোষী বলে গণ্য করার মনোভাব সৃষ্টি করে, ২ করিন্থীয় ৫:১৯ আয়াতে আমরা তা পাঠ করি, *"এর অর্থ হল, আল্লাহ্ মানুষের গুনাহ্ না ধরে মসীহের মধ্য দিয়ে নিজের সংগে মানুষকে মিলিত করছিলেন, আর সেই মিলনের খবর জানাবার ভার তিনি আমাদের উপর দিয়েছেন।"* আল্লাহ্ আমাদের সম্মিলনের বার্তা জানিয়েছেন, কিন্তু দোষারোপের বার্তা নয়। চারদিকের সমস্ত লোকদের প্রতি এই মনোভাব থাকা রূহানী বিষয় হবে না যে, তারা কত গুনাহ্গার। এটি তাদের কোন উপকার সাধন করবে না। আমাদের চারপাশের লোকদের মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি কর তে হবে যে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে চান, তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তিনি তাদের পাশে রয়েছেন। আল্লাহ্ কারও বিপক্ষে নন। তিনি চীনা, রাশিয়ান, আরব, ইউরোপীয় অথবা আমেরিকানদের বিপক্ষে নন। তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য, আর এটি হল সুসমাচারের বার্তা। এটি হল সুখবর।

ঈসা মসীহে কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই (রোমীয় ৮:১)। এই নীতি উপলব্ধি করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি বিশেষত ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহার করা হয়। যদি ঈমানদারগণ এমন স্থানে অবস্থান করতে পারেন যেখানে দণ্ডাজ্ঞা নেই তাহলে মণ্ডলী একটি সৈন্যদলে পরিণত হবে যা শয়তান জয় করতে পারবে না। এর আগে আমি বলেছিলাম, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে শয়তানের যে মহা একক অস্ত্র রয়েছে তা হল ঈমানদারগণ নিজেদেরকে যেন দোষী বলে মনে করে, তারা যেন মনে করে তারা অনুপযুক্ত, ব্যর্থ এবং তারা হতাশাগ্রস্ত। তথাপি এই সব বিষয়ের উপর জয় লাভ করার জন্য আল্লাহ্ ঈমানদারদের সম্পূর্ণ অধিকারের যে মহা অস্ত্র দিয়েছেন তা হল ভবিষ্যদ্বাণীর দান, যা গেঁথে তোলে এবং উৎসাহ দান করে।

ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের সান্ত্বনা দানকারীর মধ্য দিয়ে আসে

ঈসা পাক-রূহ্‌কে সহায় বসলে অভিহিত করেছেন (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ইউহোন্না ১৪:১৬, ২৬)। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সহায় হিসেবে পাক-রূহের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নাজাত দানের কাজের সম্পর্ক রয়েছে। গ্রীকে পারাক্লীত্স শব্দটির অনুবাদ হল *"সহায়," "সাহায্যকারী"* অথবা *"পরামর্শদাতা,"* যা ১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে অনূদিত "সহায়" শব্দের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। পারাক্লীতস শব্দের অর্থ হল "এমন একজন যাকে আপনার পাশে আসবার জন্য ডাকা হয়েছে।" পাক-রূহের কাজ হল উৎসাহ দান করা, উদ্দীপিত করা, অনুপ্রাণিত করা, প্রফুল্ল করা, সাহায্য করা এবং পরামর্শ দান করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজিতে আক্ষরিকভাবে "উকিল" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। এটি এসেছে একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে, যার অর্থ "কারও শরণাপন্ন হওয়া।" আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে আপনি নিশ্চয়ই কোন উকিল বা আইনজীবির শরণাপন্ন হবেন। কেবল আপনার ব্যাপারে আপনার পক্ষে ওকালতি করা ছাড়া যদি আপনি তাকে কোন অর্থ প্রদান করেন তাহলে আপনি অত্যন্ত নির্বোধ একজন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবেন। টাকার বিনিময়ে যে আইনজীবীকে আপনি নিয়োগ করেছেন আপনার পক্ষে আদালতে কথা বলার জন্য তিনি যদি কোর্টে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে প্রকাশ করেন যে, আপনি একজন মহা অপরাধী ব্যক্তি, তাহলে টাকার বিনিময়ে এই আইনজীবীকে নিযুক্ত করে আপনার উপকার কী হবে? তিনি তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেছেন এমনটা নিশ্চয়ই আপনি ভাববেন না।

একই ভাবে পাক-রূহ্‌কে আল্লাহ্‌র মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে আপনাকে সাহায্য করার জন্য। তিনি মসীহে আপনার নাজাতের ভিত্তির উপর আপনাকে নির্দোষ বলে সমর্থন দেবার জন্য এসেছেন, কিন্তু আপনাকে দোষী বলে প্রমাণ করার জন্য নয়। পাক-রূহ্ শ্রেষ্ঠ আইনজীবী। তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান থেকে এসেছেন। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ঈসার মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি এসেছেন আমাদের বিষয়ে আমাদের পক্ষ সমর্থনে বাদানুবাদ করার জন্য। এইজন্য দোষারোপ অথবা নিরুৎসাহকে গ্রহণ করবেন না। এছাড়া যদি এমন কিছু থাকে যার কারণে আপনি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেকে অযোগ্য বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে এটি পাক-রূহের কথা নয়।

যথাসময়ে ভবিষ্যদ্বাণী কথা বলে

ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাদের কাছে যথা সময়ে বলা হয় যারা রূহানীভাবে, মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে ক্লান্ত। আসুন আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের অতি চমৎকার দুটি অংশ দেখি, যা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মেসাল ১৫:২৩ আয়াতে বলা হয়েছে, *"মানুষ তার সুখের উত্তরের আনন্দ পায়; আর ঠিক সময়ে বলা কথা কেমন উত্তম।"* পুরাতন নিয়মে নবী ইশাইয়ার কিতাবে আমরা ঈসার অন্যতম অতি চমৎকার একটি চিত্র দেখতে পাই। এটি হল নবীর মধ্য দিয়ে ঈসার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কথা বলা: *"আল্লাহ্ সার্বভৌম মাবুদ শিক্ষাগ্রহীদের জিহ্বা দিয়েছেন, কিভাবে ক্লান্ত লোককে কালাম দ্বারা সুস্থির করতে হয়"* (ইশাইয়া ৫০:৪)।

যারা নানা রকম ভয়ের মধ্যে আছে তাদের কাছে কথা বলার জন্য পাক-রূহ্ কথা বলা শক্তি দিয়ে থাকেন।

প্রকৃত শিক্ষার উত্তম চিহ্ন হল যারা ক্লান্ত তাদের কাছে যথা সময়ে কথা বলা। আমি এমন অনেক লোকের কথা জানি যারা শিক্ষিত তবে জ্ঞানী নন এবং তারা নিঃসন্দেহে এই কাজ করতে সক্ষম নন। বস্তুত আমি কিছু লোককে খুঁজে পেয়েছি যারা কিছুটা নিরাশ করতে পারে। আপনাকে ঘৃণা করার প্রবণতা তাদের থাকতে পারে, আপনার সমালোচনা করতে পারে, তারা আপনাকে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে মনে করতে পারে। সব কিছু সম্পর্কে তাদের এত ভাল জ্ঞান রয়েছে যে, তারা জানে ঠিক কিভাবে মন্দ কাজ করতে হয় এবং কিভাবে অত্যাধিক মন্দ কিছু ঘটাতে পারা যায়। ঈসার মধ্য দিয়ে তিনি ক্লান্ত লোকদের কাছে যথা সময়ে কথা বলবার জন্য মহামূল্যবান দক্ষতা প্রদান করেন।

যারা শোনে ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কাছে আসে

ইশাইয়া ৫০:৪ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আমরা পড়ি, "তিনি আমাকে প্রত্যেকদিন সকালে জাগিয়ে দেন আর আমার কানকে সজাগ করেন যাতে আমি একজন সাহাবীর মত শুনি।"

যদি আপনি না শোনেন তাহলে আপনি বলতেও পারবেন না। যদি আল্লাহ্ শুনবার জন্য আপনার কানকে সজাগ না করেন তাহলে অন্যদের কাছে কোন কিছু তবলিগ করতে কিংবা বলতে পারবেন না। ঈসার তবলিগের অন্যতম মহা রহস্য যা

এই আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে, তা হল প্রত্যেক দিন সকালে তিনি পিতা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলতেন। তবলিগ করতে বাইরে বের হবার আগে এবং জনতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে ঈসা তাঁর পিতার সঙ্গে থাকতেন। যে কথা তাঁকে বলা হয়েছিল, অন্যদের কাছে যাতে তিনি বলতে এজন্য তাকে যে সান্ত্বনা এবং উৎসাহের বাণী দেওয়া হয়েছিল এ সম্পর্কে তিনি আল্লাহ্‌র সেই কথা শুনেছিলেন।

মেসাল ২১:২৮ আয়াতে বলা হয়েছে, "মিথ্যা সাক্ষী ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু যে লোক মনোযোগ দিয়ে শোনে তার কথা চিরকাল স্থায়ী।" যা কিছু মহা মূল্যবান এমন কিছু বলতে যাওয়ার আগে আপনাকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শুনতে হবে। সময়োপযোগী কথা বলবার আগে আপনার কানকে সজাগ রাখতে হবে। প্রথমে গ্রহণ করার আগে নবীদের মধ্যে কেউ কখনো পরিচর্যা করতে পারেন নি। নবী ইহিস্কেলকে আল্লাহ্ বলেছিলেন যে, তিনি তাঁকে যে কালাম দিয়েছেন তা যেন তিনি খেয়ে ফেলেন এবং এর পর তিনি যেন সেই কথা লোকদের কাছে তুলে ধরেন (ইহিস্কেল ৩:১)। বর্তমানে ভবিষ্যদ্বাণীর দানে এটি প্রযোজ্য। রূহে পরিচর্যা করার বিষয়টি আপনার চিন্তাপ্রসূত নয়। আপনার রূহ্‌কে বাক্য গ্রহণ করতে দিতে হবে, তাহলে আপনি রূহের মাধ্যমে তবলিগ করতে পারবেন। যিনি তার রূহে কখনো কোন কিছু গ্রহণ করেন নি, তার রূহ্ থেকে তবলিগ করার জন্য কিছুই থাকবে না।

ভবিষ্যদ্বাণী আসে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে

২ করিন্থীয় ৪:১২ আয়াত বলে, *"সেজন্য আমাদের মধ্যে মৃত্যু কাজ করছে কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন কাজ করছে।"* যদি আমরা অন্যদের জীবনে পরিচর্যার কাজ করতে চাই তাহলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুকে কাজ করতে দিতে হবে। আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা, আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারা এবং আমাদের নিজেদের সঙ্কল্পের মৃত্যু ঘটাতে হবে। আমাদের পথ খুলে দিতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র রূহ্ এবং ইচ্ছা সরাসরি কাজ করতে পারে।

২ করিন্থীয় পত্রের অন্যতম চমৎকার বিষয় হল সান্ত্বনা, যা আমরা পাক-রূহ্ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হিসেবে দেখেছি। পত্রের প্রথমেই পৌল এই চমৎকার কথাগুলো লিখেছেন, *"আমাদের হযরত ঈসা মসীহের আল্লাহ্ ও পিতার প্রশংসা হোক। তিনিই মমতায় পূর্ণ পিতা; তিনিই সমস্ত সান্ত্বনার আল্লাহ্"* (২ করিন্থীয় ১:৩)। যা কিছু সান্ত্বনাদায়ক, উৎসাহমূলক এবং যা কিছু উন্নতি সাধন করে তার উৎপত্তি আল্লাহ্‌র মধ্য থেকে। তিনি সমস্ত সান্ত্বনার আল্লাহ্।

BACIB International Bible CHURCH

পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রচণ্ড ক্লেশ, দুঃখভোগ এবং পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পৌল 'সান্ত্বনায় সান্ত্বনাপ্রাপ্ত', 'সান্ত্বনা দেন' অথবা 'সান্ত্বনার' কথাগুলো পাঁচবার ব্যবহার করেছেন।

> "আমাদের সব দুঃখ-কষ্টে তিনি সান্ত্বনা দান করেন, যেন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সান্ত্বনা আমরা অন্যদের দুঃখ-কষ্টের সময়েও দিতে পারি। মসীহের মত করে আমরা যেমন অনেক কষ্ট সহ্য করছি তেমনি তাঁর মধ্য দিয়ে অনেক সান্ত্বনাও পাচ্ছি।"
>
> (২ করিন্থীয় ১:৪-৫)

আল্লাহ্ উদ্ধার করেছেন, তিনি উদ্ধার করেন, এবং তিনি উদ্ধার করবেন!

তিনি বলেছেন তাদের উপর এত প্রচণ্ড চাপ ছিল যে, তা তাদের পক্ষে পরিমাপ করার কোন উপায় ছিল না। এই চাপ প্রতিরোধ করার কোন শক্তি তাদের ছিল না। আশাহীন জীবনের প্রতিটি অবস্থায় এটি তাদের চাপের মধ্যে রেখেছিল। *"এশিয়া প্রদেশে আমরা যে কষ্টে পড়েছিলাম, আমরা চাই তা যেন তোমরা জানতে পার। সেখানে সহ্যের অতিরিক্ত এমন চাপ আমাদের উপর পড়েছিল যে, বাঁচবার আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম"* (আয়াত ৮)।

এরপর পৌল এই সুন্দর উক্তি করেছেন: *"আমরা ভেবেছিলাম যে, এবার আমরা নিশ্চয়ই মারা যাব। কিন্তু এই অবস্থা আমাদের এজন্য হয়েছিল যেন আমরা নিজেদের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্, যিনি মৃতদের জীবিত করে তোলেন, তাঁর উপর ভরসা করি। এক ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেছিলেন এবং এখনও করছেন। আমরা তাঁর উপর এই আশা রাখি যে, তিনি সব সময়ই আমাদের রক্ষা করতে থাকবেন"* (আয়াত ৯-১০)।

লক্ষ্য করুন পৌল উদ্ধার কথাটি তিনটি কালে উল্লেখ করেছেন: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। তিনি উদ্ধার করেন, তিনি উদ্ধার করেছেন এবং তিনি উদ্ধার করবেন। এটি হল সান্ত্বনার বাণী!

একই ভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা "মৃত্যুর কাছাকাছি" অবস্থায় আসতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অন্যদের কাছে সান্ত্বনার তবলিগ করতে সমর্থ হব না। যিনি বাস্তবিক সান্ত্বনার বাণী তবলিগ করবেন তাকে অবশ্যই তার স্বার্থপরের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং আত্মতৃপ্তির মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্য দিয়ে বিশেষ

অধিকারের আশীর্বাদ আসে। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এটি হল মানব জীবনের ভবিষ্যদ্বাণীর অভ্যন্তরীণ কাজ।

আমি আবার এই বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছি, কারণ আমি ভবিষ্যদ্বাণী ভীষণভাবে অপব্যবহার এবং অতি তুচ্ছভাবে ব্যবহার হতে দেখেছি। তাই অন্যদের প্রয়োজনে তবলিগের চেয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রদর্শনের এটি একটি উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে স্বৈরাচারী করে তোলা ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য নয়। এটি আপনাকে আপনার চারপাশের লোকদের কাছে গিয়ে আঙ্গুল তুলে এই কথা বলবার জন্য সমর্থ করে না যে, "আল্লাহ্ এই কথা বলেছেন...."। এটি লোকদের সান্ত্বনার জন্য পরিচর্যা করে। এটি এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে গেঁথে তোলে এবং বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে যাতে ঈমানদারগণ প্রভুর সেবা করার জন্য ভালভাবে নিজেকে সজ্জিত করতে পারে এবং সমর্থ হতে পারে এবং মসীহের দেহের মধ্যে তাদের স্থান এবং কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

ভবিষ্যদ্বাণী এবং পাক-রূহের অন্যান্য দান

আসুন আমরা ভবিষ্যদ্বাণী এবং অন্যান্য কণ্ঠস্বরের ও সত্য প্রকাশের দানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করি।

ভবিষ্যদ্বাণী এবং নানা রকম ভাষা

প্রথমত: এর আগে আমি লিখেছিলাম, নানা ভাষার কথা প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণীকে নেতৃত্ব দেয়। আমরা প্রেরিত ১৯:৬ আয়াতে দেখতে পাই যে, পৌল ইফিষে কয়েকজন সাহাবীর দেখা পেয়েছিলেন, যাদের কাছে তিনি তবলিগ করেছিলেন এবং ঈসার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, *"তখন পৌল তাদের উপর হাত রাখলে পর তাদের উপর পাক-রূহ্ আসলেন, আর তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলতে লাগল।"* যদি আমরা পাক-রূহ্ বাধাদানকারী না হয়ে পাক-রূহ্‌কে কাজ করবার জন্য সুযোগ দিই, তাহলে অনর্গল বলতে থাকা নানা রকম ভাষা ভবিষ্যদ্বাণীকে চালিত করে। আমি নিশ্চিত পঞ্চাশত্তমীর দিনে এই ঘটনা ঘটেছিল এবং ইফিষেও ঘটেছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রজ্ঞার বাক্য ও জ্ঞানের বাক্য

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দানের জন্য মাধ্যমে হিসেবে পরিণত হতে

BACIB
International Bible CHURCH

পারে। আমরা জানি যে, দান সমূহ হল রংধনুর রংয়ের মত। যদিও আমরা বিভিন্ন রঙের পার্থক্য করতে পারি, কিন্তু আমরা এটি বলতে পারব না যে, একটি রং সুনির্দিষ্ট ভাবে কোথায় শেষ হয়েছে এবং অন্যটি কোথায় আরম্ভ হয়েছে। একই ভাবে প্রজ্ঞার বাক্য অথবা জ্ঞানের বাক্যের মত ভবিষ্যদ্বাণী অন্যান্য দানের মধ্যে মিশে আছে।

জ্ঞানের বাক্য কথিত বাক্যের মধ্যে যা প্রদান করতে পারে তা হল ভবিষ্যদ্বাণী। এই অবস্থায় একাধিক দান কাজ করতে পারে।

একই সময়ে একের অধিক দান আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ আপনি কফির ফল থেকে তৈরি কালো তরলটিকে কাপের মধ্যে দিলেন এবং বললেন, এটি এক কাপ কফি। আর এই কথাটি সত্য। তথাপি মনে করুন আপনি কাউকে এক কাপ কফি দিলেন এবং বললেন, “আপনি কি কফিতে চিনি এবং দুধ নিতে চান?” উত্তরে তিনি যদি হ্যাঁ বলেন এবং আপনি কাপে চিনি এবং দুধ মেশান তারপরেও আপনি এটি কফি বলবেন। তথাপি কালো তরলটি দুধ এবং চিনির মাধ্যমে পরিণত অবস্থায় এসেছিল। একই ভাবে যা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী বলেন এবং কখনো কখনো ভবিষ্যদ্বাণী প্রজ্ঞার বাক্য ও জ্ঞানের বাক্য অন্তর্ভুক্ত করে। এরপরও আমরা এটি ভবিষ্যদ্বাণী বলব। কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এর মধ্যে অন্য উপাদান রয়েছে।

প্রেরিত ১৩:২ আয়াত বলে, *“তাঁরা যখন রোজা রেখে মাবুদের এবাদত করছিলেন তখন পাক-রূহ্ তাঁদের বললেন, “বার্নাবাস আর শৌলকে আমি যে কাজের জন্য ডেকেছি আমার সেই কাজের জন্য এখন তাদের আলাদা কর।”* আমাদের বলা হয়নি যে, কিভাবে পাক-রূহ্ এই উক্তি করেছিলেন। খুব সম্ভবত মনে হয় এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে মনে হয় এই ভবিষ্যদ্বাণী বার্নাবাস কিংবা শৌলের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়নি কারণ তাদের প্রথম পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অন্য তিন জনের মধ্যে একজনের মধ্য দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পেয়েছে। তথাপি লক্ষ্য করুন যে, কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়েও বেশি কিছু ছিল। এটি ছিল আল্লাহ্ এবং যিনি আদেশ দেন তার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা প্রকাশের প্রজ্ঞার নির্দেশনামূলক বাক্য।

প্রেরিত ২০ অধ্যায়ে জেরুশালেমে যাত্রাকালে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে পৌলের সাক্ষ্য দেখতে পাই। মিলেটাস বন্দর থেকে তিনি ইফিষ মন্ডলীর যে প্রাচীন লোকদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাদের কাছে বলেছিলেন, *““এখন আমি পাক-রূহের বাধ্য হয়ে জেরুজালেমে যাচ্ছি। সেখানে আমার উপর কি ঘটবে তা আমি জানি না। আমি কেবল এই কথা জানি, পাক-রূহ্ প্রত্যেক শহরে আমাকে এই কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাকে জেল খাটতে ও কষ্ট পেতে হবে”* (আয়াত ২২-২৩)। পৌল তার যাত্রাকালে সমস্ত স্থানে ঈমানদারদের সঙ্গে সহভাগীতায় মিলিত হয়েছিলেন, আর তখন পাক-রূহ্ প্রকাশ করেছিলেন যে সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে।

প্রতিটি নগরে পাক-রূহ্ কিভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে পৌল নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। কিন্তু তিনি ‘বলে’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভব্য যে মনে হয় এই কথাগুলো হয় নানা রকম ভাষার অর্থ করার মধ্য দিয়ে অথবা ভবিষ্যদ্বাণী বলার মধ্য দিয়ে এসেছিল। জেরুশালেমের পথে যাত্রার সময় পৌল একটি নগরের পর আর একটি নগরে যখন গিয়েছিলেন তখন কোন ভাই কিংবা বোন ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে সেই কথা বলতে পারেন– কোন বর্ণনা বা অন্য কোন কিছুর মধ্য দিয়েও বলতে পারেন– বন্ধন এবং ক্লেশ জেরুশালেমে অপেক্ষা করছে। পৌল যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেই বিষয়ে এই সব ছিল জ্ঞানের বাক্য।

মিলেটাস বন্দর থেকে তিনি তার অব্যহত যাত্রার সময় তার কাছে এই সব কথা আবার প্রকাশ করা হয়েছিল। পৌল এবং তার সঙ্গীরা টায়ার বন্দরে উপস্থিত হলেন, *“আর সেখানকার সাহাবীদের সন্ধান করে আমরা সাত দিন সেখানে অবস্থিতি করলাম। তারা রূহের দ্বারা পৌলকে বললেন, যেন তিনি জেরুশালেমে না যান”* (প্রেরিত ২১: ৪)। “রূহের দ্বারা পৌলকে বললেন”, শব্দগুচ্ছ প্রজ্ঞার বাক্যকে বুঝতে পারে অথবা এটি প্রজ্ঞার বাক্যের অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকেও বুঝাতে পারে। প্রকৃত যে কোন দানের যে ফল ছিল তাহলো যেন পৌলকে জেরুশালেমে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে এবং বাধা দিতে পারে।

পৌল টায়ার থেকে কৈসরিয়াতে গেলেন। সেখানে এহুদিয়া থেকে আগাব নামে একজন নবী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এলেন। *“তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমর-বাঁধনি খুলে নিলেন এবং তা দিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, “পাক-রূহ্ বলছেন, ‘জেরুজালেমের ইহুদীরা এই কোমর-বাঁধনির মালিককে এভাবে বাঁধবে এবং অ-ইহুদীদের হাতে দেবে”* (প্রেরিত ২১:১১)।

BACIB
International Bible
CHURCH

পৌলের জেরুশালেমে যাত্রা ছিল অনেকটা ট্রাফিক লাইটের অনুক্রমের মত। তিনি এক স্থানের পর অন্য স্থানে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে সংকেত ছিল লাল– থামা। তিনি সেখানে থেমেছিলেন এবং অপেক্ষা করেছিলেন, এরপর যখন সেই আলো সবুজ সংকেত দিল তখন তিনি অন্য স্থানে চলে গিয়েছিলেন। আর এইভাবে তার যাত্রা চলছিল। আমরা দেখেছি যে পৌলের জীবন এবং তবলিগের এই অংশের মধ্য দিয়ে, সামনে যা কিছু ঘটবে তার ভবিষ্যদ্বাণী এবং অন্যান্য দানের সমন্বয়ে ঈমানদারদের মধ্য দিয়ে পাক-রূহ্ সব কিছুর সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। আল্লাহ্ ঈমানদারদের মধ্য দিয়ে কাজ করেছেন, যাদের নাম উল্লেখ করা হয় নি। যে সমাবেশের মধ্যে কাজ করেন সে সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি। তথাপি রূহের এই চমৎকার দানগুলো বাস্তবিক পৌলকে তার তবলিগ কার্যে সাহায্য করেছিল এবং নির্দেশনা দিয়েছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর সম্পর্কযুক্ত দানগুলো তীমথির তবলিগ কার্য সম্পাদনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পৌল তীমথির কাছে লিখেছিলেন, যিনি ইফিষ শহরে আল্লাহ্ দত্ত তবলিগ সম্পন্ন করছিলেন, *“স্নেহের সন্তান তীমথিয়, তোমার সম্বন্ধে অন্যেরা নবী হিসাবে যে কথা বলেছিলেন সেই কথা অনুসারে আমি তোমাকে এই নির্দেশ দিচ্ছি। সেই কথা মনে রেখে তুমি মসীহের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাও”* (১ তীমথিয় ১:১৮)। দৃশ্যত: অতীতে বিভিন্ন স্থানে সম্ভবত তার বাড়িতে, যা লুস্ত্রায় ছিল– তীমথি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বলে যে তিনি তার বিশেষ পরিচর্যার কার্যে সম্পন্ন করবেন। তাকে সতর্ক করা হয়েছিল যে তাকে বিরোধিতা এবং কঠিন অবস্থার সম্মুখিন হতে হবে। তাকে বলা হয়েছিল যেন তিনি সামনে এগিয়ে যান। যখন তিনি এই পরিচর্যার কাজে প্রবেশ করেছিলেন এবং এই সব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন পূর্বে তার সম্পর্কে করা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করে নিজেকে সবল করেছিলেন।

এই রকম উৎসাহ এবং সবল হওয়ার বিষয়টি হলো ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যতম একটি কাজ। মনে করুন, আল্লাহ্র ইচ্ছার বাণী আপনি গ্রহণ করলেন, আপনি অপ্রত্যাশিতভাবেই তার ইচ্ছার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং এর পর বিরোধীতার ঘটনার মত কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলেন। তখন আপনি চিন্তা করতে পারেন, “সম্ভবতঃ আমি একটা ভুল জায়গায় আছি।” অথবা, “এর দ্বারা আমি এই কাজ সম্পন্ন করি নি” এরপর আপনি চিন্তা করতে পারেন, “না, আমি ভবিষ্যদ্বাণীর এই বাক্য পেয়েছি। এটি আমাকে বলেছে যে আমি এই পথে যাবার জন্যই চলছি এবং

আমাকে বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হবে। আল্লাহ্র ইচ্ছা পালন করার জন্য আমি কেবল প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

১ তীমথিয় ৪:১৪ আয়াতে পৌল একই রকম চিন্তাধারায় লিখেছিলেন, *“জামাতের নেতারা যখন তোমার উপরে তাঁদের হাত রেখেছিলেন তখন নবী হিসাবে কথা বলবার মধ্য দিয়ে যে বিশেষ দান তোমাকে দেওয়া হয়েছিল সেই দান তুমি অবহেলা কোরো না।”* প্রথম অধ্যায়ে আমি এভাবে উল্লেখ করেছিলাম যে, এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর অর্থ হতে পারে রূহানী দান অথবা এটি পরিচর্যা কার্যকে বুঝাতে পারে। সম্ভবতঃ রূহানী পরিচর্যার কথা বুঝিয়েছে বা এটি প্রেরিতিক পরিচর্যা হিসাবে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। তাদের পরিচর্যা কাজের ভার প্রাচীনদের হস্তার্পন দ্বারা দেওয়ার বিষয়টি প্রেরিতদের জন্য কিতাব সম্মত। তীমথি যখন একই সময়ে বিরোধীতা এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েছিলেন তখন পৌল তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রাচীনদের হস্তার্পন সহকারে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা এই পরিচর্যা কাজের জন্য তাকে পৃথক করার বিষয়টি তিনি যেন ভুলে না যান। যদি আপনি এই পত্রের মাঝের লাইনগুলো পাঠ করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে পৌল অব্যাহতভাবে তীমথিকে উদ্দীপিত করেছেন। তিনি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বলেছেন, “হতাশ হবে না, কখনো ত্যাগ করবে না। তোমার মধ্যে যে অনুগ্রহ দান আছে তা অবহেলা করো না। ভয়কে আসতে দিও না। আল্লাহ্ তোমাকে তার পরিচর্যা কাজের জন্য ডেকেছেন। তিনি তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাও এবং তার ইচ্ছা পূর্ণ কর।” এটি তীমথির কাছে লেখা উভয় পত্রের অন্যতম বিষয়।

আপনার মধ্যে যে দান আছে তা অবহেলা করবেন না। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাই তা পূর্ণ করুন।

আমি আর একটি বই লিখেছি যেখানে আমি হস্তার্পন দ্বারা অনুগ্রহ দান প্রদান করা সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা যা আলোচনা করেছি তা উল্লেখ করেছি লোকেরা কখনো কখনো ভবিষ্যদ্বাণী পায়, এতে তাদের দেখায় যে তাদের জীবনের কঠিন সময়ে যেন তারা এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের উৎসাহ এবং সরল হওয়ার জন্য স্মরণ করে। বইটি প্রথমবার মুদ্রিত হবার পর নিউজিল্যান্ডে একজন ইমামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি আমাকে বলেছিলেন, “আপনাকে আমি বলতে চাই যে, আপনার বইটি আমার হাতে এসেছে এবং এটি

BACIB
International Bible CHURCH

এমন একটি বই যা আমার জন্য খুবই উপযুক্ত। যখন আমি আমেরিকায় একটি কিতাবুল মোকাদ্দস বিদ্যালয়ে ছিলাম তখন আমার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়েছিল আমাকে বিশেষ পরিচর্যা করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজ আমি সম্পাদন করব। আমি নিউজিল্যান্ডে কাজটি পেয়েছি এবং বিষয়টি অনঢ় হয়ে আছে। আমি আরো হতাশগ্রস্থ হয়ে গেলাম এবং কোন কিছুই ঘটল না। আমি আপনার বই-টি পেয়েছি এবং ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই অংশটি পাঠ করেছি যা পূর্বে করা হয়েছিল এবং তীমথি এই কাজটি করার জন্য কিভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল তা পাঠ করেছি। যখন আমি এই বিষয়টি পাঠ করেছি তখন ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যে ভবিষ্যদ্বাণী আমেরিকায় আমার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে, আমি আমার পরিচর্যার কাজ সম্পন্ন করতে পারি নি এবং তা সম্পন্ন করার জন্য এই অংশটি আমাকে উদ্দীপিত করেছিল।

এরপর থেকে আল্লাহ্ এই লোকটিকে আশ্চর্যভাবে দোয়া করেছিলেন যাতে তিনি ঈমানে সামনে পদক্ষেপ রাখতে পারেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে তার উপর যে পরিচর্যার কাজ ন্যাস্ত করা হয়েছিল তাতে সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী তার জীবনে কেবল অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল না কিন্তু এটি ছিল তার নিজেকে খুঁজে পাওয়া এবং তার পরিচর্যা কার্য সম্পন্ন করার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

স্থানীয় সমাবেশে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ

কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী স্থানীয় সমাবেশে সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেবার মধ্য দিয়ে আমরা উপসংহার টানি।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যেন সকলে ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারে

প্রথম অধ্যায়ে আমরা একজন নবীর পরিচর্যা কাজ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর দানের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছিলাম। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে যে, সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারে তবে এটি নবীর সুনির্দিষ্ট পরিচর্যায় সমস্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করে না। পৌল বলেছেন, "কারণ তোমরা সকলে এক এক করে ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পার, যেন সবাই শিক্ষা পায় ও সকলেই উৎসাহিত হয়" (১ করিন্থীয় ১৪:৩১)। সকল ঈমানদারগণ যেন ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারে আল্লাহ্‌র এই ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদি আমরা ভবিষ্যদ্বাণী না বলে থাকি তাহলে বুঝতে হবে এটি আল্লাহ্‌র

ইচ্ছা নয়। এর কারণ হল আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যে প্রবেশ করিনি।

যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলে তাদের পরস্পরকে মেনে নিতে হবে

"কারণ তোমরা সকলে এক এক করে ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পার, যেন সবাই শিক্ষা পায় ও সকলেই উৎসাহিত হয়" (১ করিন্থীয় ১৪:৩১)। আমরা কোন সমাবেশে এক সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী বলব না। কারণ এতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আমরা একজন একজন করে ভবিষ্যদ্বাণী বলব যেন সকলেই শিখতে পারে। কিছু লোক আছে যারা বুঝতে পারে না। রূহানী দানের কাজের মধ্যে দিতে আমাদের তাদের শিখাতে হবে। অল্প সংখ্যক লোক সব সময় যথার্থ ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী বলার মাধ্যমে আরম্ভ করে। পৌল বলেছেন, যদি আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর দান পেয়ে থাকি, "তবে এসো, ঈমানের পরিমাণ অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বলি" (রোমীয় ১২:৬)। আমাদের যতটুকু ঈমান আছে সেই অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বলি এবং এরপর আমরা থামব। যদি আমরা দানের মধ্যে কাজ করতে শুরু করি তাহলে আমরা এর মধ্যে বেড়ে উঠব এবং পরিপক্ব হব। যদি আমরা একেবারেই শুরু না করি তাহলে আমরা কখনোই পরিপক্ব হব না। কিছু লোক আছে যদি তারা কোন কাজ যথাযথভাবে করতে না পারে তাহলে তারা সেই কাজ করে না এবং এর সম্ভাব্য ফল হল তারা কখনোই তা করবে না।

পৌল লিখেছেন, *"আর নবীরা দুই কিংবা তিন জন করে কথা বলুক, অন্য সকলে সেই সব কথার বিচার করে দেখুক। কিন্তু যে বসে রয়েছে এমন আর কারো কাছে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম ব্যক্তি নীরব থাকুক"* (১ করিন্থীয় ১৪:২৯-৩০)। কথা বলবার সময় আছে এবং কথা বলা বন্ধ করবারও সময় আছে। আমি এবং আমার স্ত্রী লিডিয়া এই বিষয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম, যখন আমরা পূর্ব আফ্রিকায় টিচার্স টেনিং কলেজে তরুণদের মধ্যে কাজ করছিলাম। রবিবার বিকালে আমাদের এবাদতের সময় আমি প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ সতর্কতার সাথে কালাম তবলিগ করছিলাম। এরপর এবাদতের জন্য সভা উন্মুক্ত করে দিলাম যেন আল্লাহ্ যা চান তা করতে পারেন। আমরা প্রভুর প্রশংসা করতে শুরু করলাম। কেউ কেউ মনে হল অর্থ করা সহ নানা রকম ভাষা বলছিল কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী বলছিল। ঐ সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন হাত উঠিয়ে বলল, "স্যার, প্রভু এই মাত্র আমাকে কিছু বললেন।" আমি বললাম, "খুব ভাল, যদি প্রভু তোমাকে কিছু বলে থাকেন তাহলে তুমি তা তোমার মধ্যে চেপে রেখো না। তুমি উঠে এসো এবং আমাদের কাছে সব

BACIB
International Bible
CHURCH

কিছু প্রকাশ কর।” এরপর আমি দলের অন্যান্যদের বললাম, “ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে, শ্রোতাদের মধ্যে কারও কাছে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, তাহলে বক্তা নীরব হোক। তাই তোমরা সবাই নীরব হও এবং এসো আমরা সবাই এখন শুনি।”

এই অবস্থায় আমরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিছু ঘটনা ঘটতে দেখলাম। এদের অন্তর্ভুক্ত একজন যুবক যে বাস্তবিক একজন বিদ্রোহী ছিল। সে এত বেশি বিরক্তিকর ছিল যে, এমনকি আফ্রিকান শিক্ষকও চেয়েছিলেন আমি যেন তাকে বহিষ্কার করি। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাকে ধরে রেখেছিলেন এবং সে পরিবর্তিত হল। তার পরিবর্তনের প্রায় এক সপ্তাহ পরে সে একটা প্রার্থনা সভায় বসেছিল এবং বলল, “স্যার।” উত্তরে আমি বললাম, “হ্যাঁ, বল কি বলতে চাও।” সে বলতে লাগল, “প্রভু আমাকে এই মাত্র বললেন যে, আজ রাস্তার উপরে যানবাহন সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দসের একটি আয়াত রয়েছে।” আমি বললাম, “হ্যাঁ, আছে। তুমি তা নাহূম কিতাবে দেখতে পাবে। আমি মনে করি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পথে রথগুলো পরস্পর আঘাত লাগা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।” যখন সে ঐ আয়াতটি খুঁজে পেল তখন এত আনন্দিত হল যে, সে তার আসন থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

যদি আমরা ভবিষ্যদ্বাণী না করি তার কারণ হয়তো আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হই নি।

প্রভু কিভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন করলেন সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। প্রভু তাকে বলেননি যে, আয়াতটি কোথায় আছে। তিনি বলেছিলেন এ সম্পর্কে একটি আয়াত আছে এবং সে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল আয়াতটি কিতাবুল মোকাদ্দসের কোথায় আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বারংবার এই রকম ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমরা। আমি কখনো এমন আর অন্য কোন অবস্থা দেখিনি যেখানে এত বাস্তবানুগভাবে এই আয়াতের অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছে, *“কিন্তু যে বসে রয়েছে এমন আর কারো কাছে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম ব্যক্তি নীরব থাকুক।”* (১ করিন্থীয় ১৪:৩০)। এটি হল মসীহের দেহের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি পরিচর্যার কাজ।

এর আগের অধ্যায়ে আমি বলেছিলাম, সমস্ত প্রার্থনা সভায় কেবল একজনই গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা ঠিক নয়। তা নানা রকম ভাষা এবং বিশেষ ভাষার অর্থ করা হতে পারে কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারে অথবা অন্য কিছুও হতে পারে। কেবল মাত্র এক ধরনের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজেদের

সীমাবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। কখনো কখনো যখন লোকেরা প্রথম নানা রকম ভাষায় কথা বলে, তখন সকলেই নানা রকম ভাষাতেই কথা বলতে চায়। যখন তারা ভবিষ্যদ্বাণী বলা শুরু করে তখন সকলেই ভবিষ্যদ্বাণীই বলতে চায়, ইত্যাদি। আমাদের নিয়মানুগভাবে সব কিছু করতে হবে এবং বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে যেন আবদ্ধ হয়ে থাকি। বিভিন্ন ধরনের উপায় আছে যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন এবং কথা বলতে পারেন ও দোয়া করতে পারেন।

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করব। ১ করিন্থীয় ১৪:৩২ আয়াত বলে, *“আর নবীদের রূহ্‌ নবীদের বশে থাকে”।* একজন প্রকৃত নবী কখনো নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন না। তিনি যা কিছু বলেন এবং করেন তার জন্য সব সময় পাক-কিতাবের কাছে এবং মসীহের দেহের কাছে দায়ী থাকেন। তিনি আল্লাহ্‌র উপর দোষ চাপিয়ে দেন না এবং বলেন না, “আমি এটি বাধা দিতে পারি না। আল্লাহ্‌ আমাকে দিয়ে এটা করিয়েছেন।” এটা কিতাবুল মোকাদ্দস সম্মত নয়। আমি শুনেছি নির্বুদ্ধিতার পক্ষে প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় খোঁড়া যুক্তি দেওয়া হয়। যখন আমরা রূহে পরিচর্যার কাজ করি তখন আমরা যা কিছু করি তার জন্য আমরা দায়ী থাকি। আল্লাহ্‌ আমাদের ইচ্ছা বাতিল করে দেন না। তিনি আমাদের উপর বল প্রয়োগ করেন না অথবা দমন করে রাখেন না। আমরা পাক-রূহের বাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলার সময় ঈমানদার হিসেবে কীভাবে মসীহের দেহের বশীভূত থাকব তা শেখার দায়ভার আমাদেরই।

BACIB
International Bible
CHURCH

অধ্যায় ১২

কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করা যায়

আগের অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছিলাম যদি ঈমানদারদের সমাবেশে বলা ভবিষ্যদ্বাণী রূহানী বিচারে এবং মসীহের দেহের বিচারে উপস্থিত না হয় তাহলে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে মেনে নেওয়া কিতাবুল মোকাদ্দস বহির্ভূত হবে। কয়েক বছর ধরে যে মূল বিষয়টি আমি দেখেছি তা হলো, যদি ভবিষ্যদ্বাণী রূহানী মান দ্বারা পরীক্ষা করা না হয় তা হলে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বলার চেয়ে একেবারেই ভবিষ্যদ্বাণী না বলা ভাল। আমি বিচারের বিভিন্ন মান উপস্থাপন করতে চাই যা এই উদ্দেশ্যে ইঞ্জিল শরীফ আমার জন্য উপস্থাপন করেছে।

"আর নবীরা দুই কিংবা তিন জন করে কথা বলুক, অন্য সকলে সেই সব কথার বিচার করে দেখুক" (১ করিন্থীয় ১৪:২৯)। এই আয়াতে "নবীরা" শব্দটি হয়তো একজন নবীর পরিচর্যাকে অথবা ঈমানদারদের বুঝিয়েছেন যারা ভবিষ্যদ্বাণীর দান ব্যবহার করেছেন। এই নির্দেশনাবলী উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি "অন্য সকলে সেই সব কথার বিচার করে দেখুক" এই কথার মধ্যে "অন্য সকলে" কথাটা সমাবেশে উপস্থিত অন্য নবীদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যারা ভবিষ্যদ্বাণী বিচার করার জন্য যোগ্য ছিলেন।

নবীরা একা কাজ করেন না

যারা নতুন চুক্তি (নিয়ম) অধীনে ভবিষ্যদ্বাণী বলে তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে তাদের নিজেদের কাজ করে না। ইঞ্জিল

শরীফে নবী শব্দটি সব সময় বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কেবল একটি স্থান ছাড়া। এমনকি এখানে একজন নবীর চেয়ে বেশি নবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফে নবীগণ হলেন:

১। মসীহের দেহের অংশ

২। দেহের সদস্য হিসাবে ক্রিয়াকলাপ

৩। দেহের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

পুরাতন নিয়মের সঙ্গে এর কিছুটা তুলনামূলক পার্থক্য রয়েছে। যেখানে আপনি ইলিয়াসের মত নবীকে দেখতে পাবেন যিনি ব্যক্তি স্বতন্ত্রে রূঢ় ধরনের ছিলেন। যিনি দুষ্টতা এবং স্বধর্ম ত্যাগের পটভূমির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। মাবুদ ইলিয়াসকে দেখিয়েছেন যে, ইসরাইল ত্যাগ করে যাওয়া একমাত্র তিনিই বিশ্বস্ত ব্যক্তি নয়। তথাপি বস্তুত: ঐ সময় ইসরাইল জাতির কাছে আল্লাহ্‌র প্রধান মুখপাত্র হিসাবে ইলিয়াস কাজ করেছিলেন। ইঞ্জিল শরীফ এই ধারণা পোষণ করে দেহের অনেক সদস্য এক সঙ্গে মিলে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সমস্ত কাজ সম্পাদন করে। কোন সদস্য একা একা কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারে না।

এই কারণে মন্ডলীতে নবীরা দলের মধ্যে পরিচর্যা করেন। যখন একজন পরিচর্যা করতে থাকবেন তখন অন্যরা বিচারের কাজ করবেন অথবা এর সত্যতা যাচাই করবেন। পৌল বলেছেন একটি সভায় দুইজন কিংবা তিনজন নবী কথা বলবেন তাদের সকলে নয় এবং তারা যা বলবে অন্য নবীরা তার সত্যতা যাচাই করে দেখবেন। ইঞ্জিল শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীত পরিচর্যা কাজের বৈশিষ্ট্যমূলক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাবে প্রেরিত ১১:২৭-২৮ আয়াতে: *"সেই সময়ে কয়েকজন নবী জেরুশালেম থেকে এন্টিয়কে আসলেন। তাদের মধ্যে আগাব নামে এক ব্যক্তি উঠে পাক-রূহের আবেশে জানালেন যে, সারা দুনিয়াতে মহা দুর্ভিক্ষ হবে; তা ক্লৌদিয়ের রাজত্বের সময়ে ঘটলো।"* গত অধ্যায়ে আমরা আগাবের আর একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্পর্কে পড়েছি। জেরুশালেমে পৌল কি ঘটবে সেই সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন যে, নারীরা দলবদ্ধ হয়ে এসেছিলেন: *"কয়েক নবী জেরুশালেম থেকে আসলেন"* (প্রেরিত ১১:২৭)। আগাবকে পরিচর্যা করার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাকে যে বাণী দিয়েছিলেন, সেই বাণী তিনি বহন করে এনেছিলেন। তথাপি নিজে একক ভাবে এই কাজ করেন নি।

BACIB
International Bible
CHURCH

অনেক ঈমানদার একাকী তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীত পরিচর্যার করতে গিয়ে বিপথগামী হয়েছেন। আমি এই রকম ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কিছু সংখ্যক ঘটনায় বস্তুত: আপনি কম বেশি এমন লোকদের খুঁজে পাবেন যারা কোন সমাবেশে, ধর্মীয় সভায় কিংবা মুনাজাতের সভায় নিজেদের আল্লাহ্‌র একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে উপস্থাপন করে থাকে। এটি কেবল অনুচিত তাই নয়, কিন্তু সমস্ত মনোভাব সম্পূর্ণ ভাবে ইঞ্জিল শরীফের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের বিপরীত। আমি একটি ডিনোমিনেশনের কথা জানি যার সদস্যরা সাধারণভাবে একজন নবীকে নিযুক্ত করেন যিনি একজন প্রেরিতকে নিযুক্ত করেন। এই বিশেষ দুইজন প্রকৃতপক্ষে মন্ডলীর সদস্যদের চালিত করেন।

এছাড়া মসীহের দেহে কোন একনায়ক নেই। এই রকম একনায়কত্ব সৃষ্টির জন্য কোন দান বা পরিচর্যা অভিপ্রেত নয়। একসঙ্গে সহভাগ করে পরিচর্যা করতে হবে এবং এই পরিচর্যার জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ভবিষ্যদ্বাণী বিচারের প্রকৃতি

এই কারণে ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই বিচারের অধীনে থাকতে হবে। ভবিষ্যদ্বাণী অংশ অংশ করে বিচার করবার বিষয় বুঝাতে চাইনি। কিন্তু বুঝতে চেয়েছি যদি এটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসে থাকে, যদি এটি সত্য হয়ে থাকে এবং এটি যদি এমন কিছু হয়ে থাকে যাতে আমাদের বাস্তবিক মনোযোগ দেবার প্রয়োজন রয়েছে তাহলে তা বিচারবুদ্ধি দ্বারা পার্থক্য উপলব্ধি করতে হবে। পৌল পুনরায় এই সত্যটি ১ থিষলনীকীয় ৫:১৯-২১ আয়াতে উল্লেখ করেছেন: *"রূহ্‌কে নিভিয়ে ফেলবেন না। নবীদের তুচ্ছ করো না কিন্তু সব বিষয় পরীক্ষা করে দেখ, যা ভাল, তা ধরে রাখ।"*

কোন কোন লোক যেভাবে করেছে সেভাবে আমরা পাক-রূহের দান এবং প্রকাশকে প্রত্যাখ্যান করে পাক রূহ্‌কে নিভিয়ে ফেলব না। যেখানে রূহানী দানের অপব্যবহার হয় সেখানে সাধারণত: এই রকম ঘটনা ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আমি ইংল্যান্ডের একটি মন্ডলীর কথা জানি যার এবাদত গৃহের প্রধান বসবার স্থানের দেওয়ালে একটি চিহ্ন রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, "ভিত্তি ছাড়া নানা রকম ভাষায় কথা বলবেন না।" নানা রকম ভাষায় কথা এত অপব্যবহার করা হয়েছিল এবং এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল যে, তারা এই সমস্যার সঙ্গে এটে উঠতে পারছিলেন না, তাই তারা এই ভিত্তিতে সমস্যা দূর করেছিলেন। একইভাবে আমি আমেরিকায় একটি ঈসায়ী ধর্মসভার কথা জানি যারা কেবল বৃহস্পতিবারে নানা রকম ভাষায়

বাণী বলার জন্য অনুমতি দিয়েছিল। এর জন্য আমরা হাসতে পারি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি বিখ্যাত ধর্মসভার খুব বড় অভ্যাস। এটি কিতাবুল মোকাদ্দস সম্মত সমস্যার সমাধান নয়। যদিও তারা ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে সেখানে কিছু বাস্তব সমস্যা রয়েছে, যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তরটি পাক-রূহ্‌কে নিভিয়ে ফেলে না কিন্তু এটি ঈমানদারদের সমাবেশে রূহানী দানের যথাযথ ব্যবহারের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস সম্মত নির্দেশনাবলী প্রকাশ করে।

পৌল বলেছেন, *"নবীদের বাণী তুচ্ছ করো না"* (১ থিষল: ৫:২০)। এই কোথাও এমন পরিস্থিতি হতে পারে। যেখানে ভবিষ্যদ্বাণীকে তুচ্ছ করা হবে। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, যদি কিতাবুল মোকাদ্দস ভবিষ্যদ্বাণী তুচ্ছ করতে না বলতো তাহলে এমন সময় উপস্থিত হয়েছিল যে আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী তুচ্ছ করতে হতো কারণ আমি অনেক অপরিপক্ব, অপ্রয়োজনীয় বলতে শুনেছি। আমি বুঝতে পেরেছি কেন পৌল এই উক্তি করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণী তুচ্ছ করে অথবা ভবিষ্যদ্বাণী নিভিয়ে ফেলে সাধারণত সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এটি সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করে; *"যা ভাল তা ধরে রাখে"* (১ থিষল ৫:২১)। যে ভীবষ্যদ্বাণী বলা হয় তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে কি না, তা প্রাসঙ্গিক কিনা, অভ্রান্ত কিংবা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা অনুসন্ধান না করে গ্রহণ করবেন না। এটি পরীক্ষা করুন, যা ভাল তা ধরে রাখুন। যখন আপনি কোন মাছ খান তখন মাছের মাংস খেয়ে কাঁটা ফেলে দেন। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কেও একই রকম করুন। মাংস খান তবে নিজের বদ হজম ঘটাবার জন্য হাঁড় গিলে ফেলার চেষ্টা করবেন না।

রূহানী নানারকম দান ব্যবহার কারার নীতিগুলো সম্বন্ধে কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসন্ধান করে দেখুন।

প্রেরিত ইউহোন্না ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করে দেখা সম্পর্কে ১ ইউহোন্না ৪:১ আয়াতে বলেছেন, *"প্রিয়তমেরা তোমরা সকল রূহ্‌কে বিশ্বাস করো না, বরং রূহ্‌গুলোকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে কি না; কারণ অনেক ভন্ড নবী দুনিয়াতে বের হয়েছে।"* এই আয়াতে গ্রীক শব্দের অনুবাদ "পরীক্ষা", যা একই রকমভাবে "পরীক্ষা" শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে, ১ থিষলনী: ৫:২১ আয়াতে "সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করে দেখ" কথার মধ্যে। লক্ষ্য করুন যে, ভন্ড নবী হলো এমন একজন যার মধ্যে যখন আপনি কোন ভবিষ্যদ্বাণীর পরীক্ষা করে দেখেন তখন ব্যক্তিগতভাবে ঐ নবীর পরীক্ষা করেন না। কিন্তু আপনি রূহ্‌কে পরীক্ষা

করে দেখেছেন যা নবীর মধ্য দিয়ে কথা বলে। আমরা সতর্ক করতে চাই যে অনেক ভন্ড নবী আছেন যারা জগতের বিভিন্ন স্থানে ছাড়িয়ে পড়েছেন, তারা ভ্রান্তির রূহের মধ্য দিয়ে কাজ করছে। ১ ইউহোন্না ৪:৬ আয়াতে ইউহোন্না *"সত্যের রূহ্"* এবং *ভ্রান্তির রূহের"* মধ্যে পার্থক্য ধরেছেন। ভ্রান্তির রূহ্ কখনো কখনো ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে ভ্রান্তিগুলো গোপন করার চেষ্টা করে। বাস্তবিক, আমি শুনেছি লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণী নিজের কাজে ব্যবহার করার দ্বারা ভ্রান্ত মতবাদকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী বলার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তারা যা সফল হবার জন্য চেষ্টা করছে, তাদের সেই মতবাদ যেন আপনি বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়।

ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষার জন্য কার্যকর নীতি

আসুন আমরা এখন ভবিষ্যদ্বাণীর বিচার করার জন্য কার্যকর নয়টি নীতি নিয়ে আলোচনা করি। বর্তমানকালে অসুস্থতার জন্য রোগ নির্ণয় করতে যদি আপনি ডাক্তারের কাছে যান তাহলে তিনি আগেকার দিনে যেভাবে রোগ নির্ণয় করা হতো সেভাবে করবেন না। আগেকার দিনে ডাক্তাররা আপনার পালস্ দেখতেন, শরীরের তাপ মাপতেন এবং আপনাকে জিহ্বা বের করার জন্য বলতেন, আর যদি আপনার জিহ্বা গোলাপী রং হতো, তাহলে ডাক্তার বলতেন আপনি অসুস্থ। কিন্তু এর পরিবর্তে বর্তমান কালের ডাক্তার আপনার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা ধরনের পরীক্ষা করাতে বাধ্য করবে। এরপর প্রত্যেকটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, তিনি সম্পূর্ণভাবে আপনার রোগ নির্ণয় করতে পারবেন। ভবিষ্যদ্বাণী বিচারের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করতে হবে। আপনি কেবল একটি বা দুটি পরীক্ষা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন না। সার্বিকভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং যদি নিশ্চিত হতে চান তাহলে আপনাকে এইগুলোর মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে এবং যদি আপনি কেবল এইগুলোর মধ্য দিয়ে কাজ করবেন তখন আপনি আপনার বিচার সম্পন্ন করতে পারবেন।

পরীক্ষা # ১:

ভবিষ্যদ্বাণী কি গেঁথে তোলে নাকি দোষারোপ করে

ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রথম পরীক্ষার বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ১ করিন্থীয় ১৪:৩ আয়াত বলে, "কিন্তু যে

ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে মানুষের কাছে গেথে তুলবার এবং উৎসাহ ও সান্তনার কথা বলে।" যখন আমি শুনতে পাই, কোন ভবিষ্যদ্বাণী দোষারোপমূলক, নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক তখন তা প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে গ্রহণ করি না। কারণ এটি কিতাবুল মোকাদ্দসের নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

কোন এক রবিবার শিকাগো শহরে একটি মন্ডলীর ধর্মীয় সভায় তবলিগ করছিলাম এবং এবাদতের অংশ হিসাবে প্রশংসা করছিল। আর আমি মঞ্চের উপর বসে অপেক্ষা করছিলাম কথা বলার জন্য। গান আরম্ভ হবার সময় পেছন দিকের কাছাকাছি একটি স্থান থেকে একজন লোক দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের ব্যক্ত করলেন। তিনি যে বাণী বললেন তা খুব কম অর্থবহ ছিল। যা আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, এটি হলো দোষারোপের সাধারণ উপলব্ধি এবং বিচারের সতর্কতা যা মানুষের মাথার উপর ঝুলছে। আমি মঞ্চে বসে ছিলাম এবং ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এই রাগের বশবর্তী হয়ে কিছু করলাম না। দু একটি গান গাওয়া হলে পর লোকটি আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং একইভাবে কথা বললেন। আমি আর শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকটি যখন কথা বলছিলেন আমি তখন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললাম, "আমি আপনাদের সকলকে এই কথা বলতে চাই যে, ভবিষ্যদ্বাণীর দানের যথার্থ প্রকাশ হিসাবে আমি এটি মেনে নিতে পারি না। কারণ কিতাবুল মোকাদ্দস এই কথা বলে, ভবিষ্যদ্বাণী হবে গেঁথে তুলবার, উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেবার জন্য। আমাদের ভাই এ পর্যন্ত দোষারোপ এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যে সব কথা বলেছেন তা আমি শুনেছি, যা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।"

পাক-কিতাবের নানারকম পরীক্ষার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এটি কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল বলে আপনি চিন্তা করতে পারেন। কিছু সময় পরে অন্য একজন ভাই, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলবার দান পেয়েছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আমি আমার মতামত প্রকাশ করতে চাই, এবং আমি ভাই প্রিন্সের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এটি প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী নয়।" এরপর তৃতীয় আর একজন ভাই উঠে দাঁড়ালেন এবং একই কথা বললেন, এবং আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস সম্মতভাবে বিষয়টি মিমাংসা করলাম। অন্যরা এর বিচার করে দেখেছেন, তারা তাদের সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন এবং লোকটি একেবারে

চুপ হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম তিনি আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু পরের রবিবার তিনি আবার ফিরে আসলেন এবং আরো অনেক বেশি ভদ্র এবং শালীনতাপূর্ণ আচরণ করলেন।

কিন্তু সেই দিন বিষয়টি মিমাংসা হবার পর আমি লোকদের বললাম, "যা আমি করেছি তা কেন করেছি এর একটি প্রধান কারণ আমি আপনাদের বলতে চাই। আমাদের সামনের সারিগুলোর মধ্যে দুই সাড়ির সবাই ছিল যুবক [এদের মধ্যে ছিল কিশোর এবং কলেজের শিক্ষার্থীরা]। যখন ঐ লোকটি ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিলেন, তখন আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং তাদের মুখ একটি বিষয় প্রকাশ করেছিল তা হলো, এটি মেকী। আমি এই যুবকদের কেবল এই কথা বলতে চাই, আমি তাদের সাথে একমত, এটি মেকী। আমি দেখেছি অনেক যুবকেরা পাক-রূহের সমস্ত কাজ এবং তাদের প্রাচীনদের হস্তার্পন দ্বারা যে পাক-রূহের দান পেয়েছিল তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা এটি ভুল এটি ঠিক এমন তথাকথিত ভাল কিছু করবার দাবী করে থাকে। তারা মন্ডলী মর্যাদাপূর্ণ করার এবং শোভনীয় করার দাবী করে, আমি এর অনুসঙ্গী হব না।"

সাধারণত: বলা হয়, আমি বিশ্বাস করি এই পরিস্থিতিতে আমি সঠিক কাজটি করেছি। সচারাচর ধর্মীয় কাজগুলো, হয় কোরাস গাওয়ার চেষ্টা করা হয় অথবা সমবেত ভাবে বলা হয় "আমিন। প্রভুর মহিমা হোক।" এতে বুঝানো হয় যেন সব কিছুই সঠিক ছিল, যদিও তা ছিল না। আল্লাহ্ এতে সন্তুষ্ট হন বলে আমি বিশ্বাস করি না। যদি আমরা ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য অনুমতি দেই তাহলে আমাদের উপর এই দায়-দায়িত্ব বর্তায় যেন আমরা কিতাবের মাধ্যমে এর বিচারের কাজ করি এবং বিচার বুদ্ধি দ্বারা সত্যতা যাচাই করি। কোন রকম পরীক্ষা ছাড়া ভবিষ্যদ্বাণী বলা অত্যন্ত বিপদজনক। এটি হল একজন যুবকের মত যে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন স্পোর্টস কারের ব্রেক এবং স্টিয়ারিং পরীক্ষা করতে মনোযোগ দেয়নি। সে হয়তো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কয়েক বছর ধরে আমি ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুর বিনাশ ঘটতে দেখেছি। ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যবহারের ফলে আমি অনেক পরিবারকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছি, মন্ডলী ভাগ হয়ে যেতে দেখেছি এবং লোকদের আর্থিকভাবে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছি। ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মাধ্যম, আর এর যদি অপব্যবহার হয় তাহলে এটি লোকদের ধ্বংস হওয়ার জন্য অপব্যবহার হতে পারে।

একটি সময় আসে যখন আল্লাহ্ তার লোকদের তীব্র তিরস্কার করেন এবং শাস্তি দিয়ে সংশোধন করেন। এর জন্য একটি স্থান রয়েছে, কিন্তু এটি কোন ভাবেই তার শেষ কথা নয়। আসুন আমরা ইয়ারমিয়ার দৃষ্টান্তের দিকে লক্ষ্য করি। প্রভু তাকে নবী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, *"তোমাকে মায়ের গর্ভে গঠন করবার আগেই আমি তোমাকে বেছে রেখেছি। তোমার জন্মের আগেই আমি তোমাকে আলাদা করে রেখে জাতিদের কাছে নবী হিসাবে নিযুক্ত করেছি।" ... তারপর মাবুদ হাত বাড়িয়ে আমার মুখ ছুঁলেন এবং আমাকে বললেন, "এখন আমি তোমার মুখে আমার কালাম দিলাম। দেখ, উপ্ড়ে ও ভেংগে ফেলবার জন্য, ধ্বংস ও সর্বনাশ করবার জন্য এবং তৈরী করবার ও স্থাপন করবার জন্য আজ আমি তোমাকে জাতি ও রাজ্যগুলোর উপরে নিযুক্ত করলাম"* (ইয়ারমিয়া ১:৫, ৯-১০)। যা আল্লাহ্ রোপন করেন নাই উৎপাটন করবার এবং ভেঙ্গে ফেলবার সময় রয়েছে। ঈসা বলেছেন, *"আমার বেহেশতী পিতা যে সব চারা রোপন করেন নি, সে সব চারা উপরে ফেলা হবে"* (মথি ১৫:১৩)। তথাপি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত আছে। নিপাত করার এবং ধ্বংস করার স্থান রয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত উদ্দেশ্য গঠন করা হয়েছে। যদি আমরা যা যথার্থ তা লাভ করতে না পারি তাহলে আমরা পাক-রূহের সঙ্গে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারব না। গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র লোকদের সঙ্গে তার আচরণ সব সময় ভাল এবং মঙ্গলজনক।

একটি সময় আছে রোপন করার ও উৎপাটন করার, কিন্তু আল্লাহর শেষ ইচ্ছা হল স্থাপন করার।

পৌল ২ করিন্থীয় পত্রে এই নীতির পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি করিন্থীয় মন্ডলীর সংশোধনের জন্য স্পষ্টভাবে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন, তিনি তার কর্তৃত্ব ও জাহির করেছেন, যা আলোচ্য বিষয় ছিল। এইভাবে করবার পর তিনি বলেছিলেন, *"বাস্তবিক আমাদের কতৃত্বের বিষয়ে কিছুটা বেশি গর্ব করলেও আমি লজ্জা পাব না; প্রভু তোমাদের উৎপাটনের জন্য নয় কিন্তু তোমাদের গেঁথে তুলবার জন্য সেই কর্তৃত্ব দিয়েছেন"* (২ করিন্থীয় ১০:৮)। লক্ষ্য করুন, পৌলকে যে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল তা গেথে তুলবার জন্য, ধ্বংন করার জন্য নয়। পরের অধ্যায়ে পৌল একই রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন: *"এই কারণেই আমি অনুপস্থিত থেকে এসব কথা লিখলাম, যেন উপস্থিত হলে প্রভুর দত্ত ক্ষমতা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে না হয়; সেই ক্ষমতা তিনি ভেঙ্গে ফেলবার জন্য নয় কিন্তু গেথে তোলার জন্যই আমাকে দিয়েছেন"* (২ করিন্থীয় ১৩:১০)।

BACIB
International Bible CHURCH

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে পাক-রূহ্ দোষী বলে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আমাদের সংশোধন করে থাকেন। কিন্তু দোষী বলে সাব্যস্ত করা এবং দোষী বলে দন্ডাদেশের রায় দেওয়ার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। দোষী বলে সাব্যস্তকরণ সুনির্দিষ্ট। যদি আপনি মিথ্যা কথা বলে থাকেন বা টাকা চুরি করেন, তাহলে তিনি আপনাকে দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করবেন যেন আপনি সেই মিথ্যা কথা বলে থাকেন বা টাকা চুরি করেন, তাহেলে তিনি আপনাকে দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করবেন যেন আপনি সেই মিথ্যা কথা প্রত্যাহার করে নেন এবং চুরি করার টাকার ক্ষতিপূরণ দেন এবং ক্ষমা চান। দোষী সাব্যস্ত করণ কখনো অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য হয় না। এটি সব সময় সুনির্দিষ্ট এমন কিছুর মধ্য দিয়ে চালিত করে যা আপনি করতে পারবেন। দোষী বলে রায় অস্পষ্ট হয়ে থাকে। যদি আপনি শয়তানের কোন একটি অভিযোগ দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন, তাহলে সে আরো দুটো অভিযোগের নাগাল পরে। যদি এই দুটো অভিযোগ ধরে রাখেন তাহলে শয়তান আরো চারটি অভিযোগ করবে। যখনই আপনি আপনাকে দোষী বলে রায় দেবার অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করবেন তখন আপনি পাক-রূহের কাজের বাইরে চলে যাবেন এবং বিড়াল যেমন ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করে আপনিও ঠিক তেমনি শয়তানকে দিয়ে নিজেকে খেলতে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত: এটি প্রায়ই তবলিগকারী বা লোকেরা যারা নিজেদের পরিচর্যাকারী বলে দাবী করে, যারা শয়তানের কাজের অংশ হিসাবে তার পক্ষে এই কাজ করে থাকে।

পরীক্ষা #২:

ভবিষ্যদ্বাণী কি কিতাবুল মোকাদ্দসের সঙ্গে সহমত পোষণ করে?

দ্বিতীয় পরীক্ষা হলো, ভবিষ্যদ্বাণী কিতাবুল মোকাদ্দসের সঙ্গে একমত কিনা। পাক-কিতাব সম্মত পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় তীমথিয় ৩:১৬ আয়াত বলে, "সমগ্র পাক-কিতাব আল্লাহ্‌র নিঃশ্বসিত এবং তা শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের জন্য উপকারী।" সমগ্র পাক-কিতাবের পিছনে কতৃত্বকারী হলেন পাক-রূহ্ এবং এবং তিনি কখনোই নিজেকে অস্বীকার করেন না। ভবিষ্যদ্বাণীতে যা বলা হয়ে থাকে পত্রে কিংবা পাক-কিতাবের প্রকৃতিতে বিরোধিতা করে নি। পৌল আল্লাহ্‌র কালামে অটলতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

"তোমরা কি মনে কর আমি কোন তামাশার মনোভাব নিয়ে এটা ঠিক করেছিলাম? সাধারণ মানুষ যেমন একই সময়ে "হ্যাঁ" আবার "না" বলে, আমি কি তেমনি করে কোন কিছু ঠিক করি? আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য, এই কথা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি যে, তোমাদের কাছে আমাদের কথা একই সময়ে "হ্যাঁ" এবং "না" হয় না। যাঁর কথা সীলবান, তীমথিয় এবং আমি তোমাদের কাছে তবলিগ করেছি সেই ঈসা মসীহ্ ইব্‌নুল্লাহ্, একই সময়ে "হ্যাঁ" এবং "না" নন; ২০ তিনি সব সময় "হ্যাঁ"। আল্লাহ্‌র সমস্ত ওয়াদা মসীহের মধ্য দিয়ে "হ্যাঁ" হয়ে ওঠে। তাই আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য মসীহেরই মধ্য দিয়ে আমরা "আমিন" বলি। (২ করিন্থীয় ১:১৭-২০)

অন্য কথায়, আল্লাহ্ একদিন এক রকম কথা অন্য দিন অন্য রকম কথা বলেন না।

ভবিষ্যদ্বাণীর পাক-কিতাবীয় পরীক্ষা হিসাবে যা লক্ষ্য করে এসেছি ইশাইয়ার এই কথাগুলো সেই ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য: *"লোকে যখন তোমাদের সেই লোকদের কাছে যেতে বলে যারা মৃত লোকদের ও ভূতদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে আর ফিস্‌ফিস্ ও বিড়বিড় করে, তখন তোমাদের কি আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়া উচিত নয়? যারা জীবিত আছে তাদের হয়ে কেন মৃতদের সংগে পরামর্শ করতে যাবে?"* (ইশাইয়া ৮:১৯)। যদি আপনি উত্তর পেতে চান, আপনার কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে কি আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়া উচিৎ নয়? যদি আপনি জীবিতদের খুঁজতে চান, তাহলে কি আপনার মৃতদের কাছে যাওয়া উচিত? এই অংশটি সুনির্দিষ্টভাবে, মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য চেষ্টা করা সম্পর্কে বলে। এটি নূতন কোন অভ্যাস নয় এবং এটি প্রথম প্রকাশের সময় থেকে সব সময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অভিশাপের অধীনে রয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র উত্তর রয়েছে: *"আল্লাহ্‌র শরীয়ত এবং সাক্ষের কাছে* (আল্লাহ্‌র লিখিত কালামের কাছে)। *যদি তারা আল্লাহ্ কালাম অনুসারে কথা না বলে তাহলে বুঝতে হবে তাদের মধ্যে কোন আলো নেই"* (আয়াত ২০)। যদি তারা পাক-কিতাব অনুসারে কথা না বলে, তাহলে যে রূহ্ তাদের মধ্যে রয়েছে এবং যার মধ্য দিয়ে কথা বলে তা পাক-রূহ্ নয়। সমস্ত প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর রূহ্ হলেন পাক রূহ্।

পরীক্ষা # ৩:

মসীহের সঙ্গে নবীদের সম্পর্ক কী?

তৃতীয় পরীক্ষা হলো, মসীহের সঙ্গে নবীদের সম্পর্ক কি? ইউহোন্না ১৬:১৩-

BACIB International Bible CHURCH

১৪ আয়াত বলে, *“পরন্তু তিনি, সত্যের রূহ্, যখন আসবেন, তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সমস্ত সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন, তা-ই বলবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদের জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন; কেননা যা আমার, তাই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন।”* পাক-রূহের অন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, যে তিনি সব সময় ঈসা মসীহ্‌কে মহিমান্বিত করেন। এটি সত্য যে যা ঘটবে তা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। কিন্তু তিনি সব সময় ঈসাকে মহিমান্বিত করার মধ্য দিয়ে এই কাজ করে থাকেন। যখনই কেউ আপনার কাছ থেকে যে কোন প্রকাশ কিংবা নতুন কোন মতবাদ অথবা ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আসেন, তাহলে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, “প্রভু ঈসা মসীহের প্রতি এই লোকটির মনোভাব কি? তিনি কি তাকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাকে মহিমান্বিত করেছেন? কেবল মাত্র যা তার প্রাপ্য সেই প্রাধান্য কি তিনি তাকে দিয়েছেন?

প্রেরিত ইউহোন্না প্রকাশিত কালামে লিখেছেন,

> *“তাতে তিনি আমাকে বললেন, ‘দেখো, এমন কর্ম করো না, আমি তোমার সহ গোলাম এবং তোমার যে ভাইয়েরা ঈসার সাক্ষ্য ধারণ করে, তাদেরও সহগোলাম, আল্লাহ্‌কেই সেজদা কর, কেননা ঈসার যে সাক্ষ্য তাই ভবিষ্যদ্বাণীর রূহ্।”* (প্রকাশিত কালাম ১৯:১০)

সমস্ত সত্য ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রূহ্ প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী বলা থেকে শুরু করে শেষ ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্ত যা কিছু বলা হবে।

লোকেরা তাদের জীবনে ঈসাকে প্রাধান্য দেবার পরিবর্তে তারা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কোন কোন লোক তার উপরে মানুষের আদর্শ, শিক্ষক অথবা তবলিগকারীকে স্থান দেয়। অন্যরা প্রথম স্থান দেয়, কোন ঈসায়ী ধর্ম সম্প্রদায়, কোন বিশেষ মন্ডলী অথবা কোন দলকে। যদি কখনো এমন কোন দলের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে যারা বলে, “যদি আপনি যা সত্যতা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।” আপনি একটি বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে পারেন: যখন আপনি তাদের দলে যোগ দেবেন, তখন বুঝতে হবে আপনি ভুল করেছেন! যে কোন দল যাদের এই ধরণের রূহ্ আছে।

কলসীয় ১:১৮ আমরা পাঠ করি, *“আর তিনিই [ঈসা] দেহের অর্থাৎ মন্ডলীর মাথা; তিনিই আদী, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম জাত, যেন সমস্ত বিষয়ে তিনি অগ্রগন্য হন।” “সমস্ত বিষয়ে”* এই কথাটি ভবিষ্যদ্বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পরীক্ষা #৪:

নবী এবং ভবিষ্যদ্বাণী কি উত্তম ফল বয়ে আনে?

ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ ফল হল এর ফল। গালাতীয় ৫:২২-২৩ আয়াতে পাক-রূহের চমৎকার নয়টি ফলের তালিকা দেওয়া হয়েছে: *“মহব্বত, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, দয়া বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ইন্দ্রিয় দমন।”* এইজন্য আমাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক: নবী এবং ভবিষ্যদ্বাণী কি পাক-রূহের এই সব গুণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ?

রোমীয় ১৪:১৭ আয়াতে আমরা আল্লাহ্‌র রাজ্য এবং সুসমাচার কি সেই বিষয়ে খুব স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। *“কারণ আল্লাহ্‌র রাজ্য ভোজন পানে নয়, কিন্তু ধার্মিকতা শান্তি, এবং পাক-রূহে আনন্দ।”* আল্লাহ্‌র রাজ্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলী নয় যা আপনি গ্রহণ করতে পারেন আবার নাও গ্রহণ করতে পারেন, যা আপনি পরিধান করতে পারেন, পরিধান করতে নাও পারেন, কোন স্থানে আপনি যেতেও পারেন, আবার নাও যেতে পারেন। এর মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে: ধার্মিকতা, শান্তি এবং পাক-রূহে আনন্দ।

লক্ষ্য করুন, ধার্মিকতা প্রথমে এসেছে। আনন্দ এবং শান্তির যে কোন উপস্থাপন ধার্মিকতাকে পাশ কাটিয়ে যায় তাহলে তা হবে প্রবঞ্চনা। আমি অনেক দলের সঙ্গে ছিলাম যারা আনন্দ লাভ করতে চেয়েছে, তারা হাত তালি দিত, প্রভুর প্রশংসা করত এবং তাদের অনেক ভাল সময় কাটত। কিন্তু শেষে আমি একটি বিষয় শিখেছিলাম, এটি কেবল আত্ম-বঞ্চনা করতে পারে। কিছু কিছু দল যাদের আমরা অনেক সুখি বলে মনে করতে পারি কিন্তু তা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিষয়ে যা আবশ্যক তার উপর এর ভিত্তি নয়। কখনো কখনো আমরা পাক-রূহ্ সম্পর্কে এত বেশি কথা বলি যে, আমরা ভুলে যাই যে তিনি পাক তিনি আল্লাহ্‌র রূহ্।

আমি ভানকারী লোকদের সম্মুখিন হয়েছিলাম যারা আল্লাহ্‌র কালাম অনুযায়ী জীবন-যাপন করা ছাড়া তাদের আনন্দ দান করার চেষ্টা করছিল। আল্লাহ্ যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এটি তার কোন ফল বয়ে আনবে না। তার রীতি হল ধার্মিকতা, শান্তি এবং পাক-রূহের আনন্দ।

BACIB
International Bible CHURCH

মথি ৭:১৫ আয়াতে ঈসা মন্দ ফল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আমাদের সতর্ক করেছেন: *"ভন্ড নবীদের থেকে সাবধান; তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে কিন্তু অন্তরে গ্রসকারী নেকড়ে বাঘ।"* মেষ ঈসায়ী সাহাবীদের প্রতীকস্বরূপ। নেকড়ে মেষের স্বভাব শত্রু এবং সে ধ্বংস করতে আসে। নেকড়ের মেষের পোষাক পরিধান করার উদ্দেশ্য কি? মেষদের শিকার করার উদ্দেশ্যে মেষের বেশ ধারণ করা। নেকড়ে যদি তার স্বরূপে, ছদ্মবেশ ছাড়া আসে তাহলে সে ততটা বিপদজনক হবে না। নেকড়ে খুব বিপদজনক হবে যদি সে মেষের পোষাক পরিধান করে। এটি হল অনেক ভন্ড নবীদের স্বভাব। তারা প্রকৃতপক্ষে যা বিশ্বাস করে তা আপনাকে বলবে না। তারা আপনার কাছে একজন ঈসায়ী হিসাবে ঘোষণা দিয়ে আসবে। তারা ঘোষণা দেবে যে তারা সুসমাচারের বাণী লাভ করেছে। সম্ভবত তারা মহৎ কিছু প্রকাশ করার ঘোষণা ও দিতে পারে এবং তারা আপনাকে এমন নতুন এক অভিজ্ঞতার কাছে নিয়ে যাবে যে অভিজ্ঞতা আপনি আগে কখনো লাভ করেন নি।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল পাক-রূহের মধ্য দিয়ে ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ লাভ করা।

এটি একটি মেষরক্ষক কুকুর সাথে নেয় যাতে বুঝা যায় যে, মেষদের মধ্যে নেকড়ে গুপ্তভাবে রয়েছে। মেষরক্ষক কুকুর তার দৃষ্টি দ্বারা তাকে চিনতে পারবে না কিন্তু তার ঘ্রাণের অনুভূতি দিয়ে চিনতে পারবে। কিতাবুল মোকাদ্দসে ঘ্রাণের অনুভূতি পাক-রূহের বিচার বুদ্ধির নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র মেষপাল চরাবার দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাদের এই আলাদা অনুভূতি রপ্ত করার আবশ্যক রয়েছে যেন তারা গুপ্তভাবে লুকিয়ে থাকা নেকড়ে খুঁজে বের করতে পারেন, এমন কি যদি তারা সুন্দর, সাদা মেষচর্ম পরিধান করে থাকে, তথাপি যেন তাদের চিহ্নিত করতে পারেন। তথাপি ঈসা বিচারবুদ্ধির অনুভূতি ছাড়া নবী আসল নাকি ভন্ড তা পরীক্ষা করার বিষয়ে ভিন্ন উপায় প্রকাশ করেছেন। ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে সতর্ক করার পর তিনি বলেছেন, *"তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদেরকে চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটা গাছ থেকে আঙ্গুর ফল, কিংবা শিয়াল কাঁটা থেকে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে?"* (মথি ৭:১৬)। যদি আপনি সব সময় ফল প্রাপ্তির আশা করেন তাহলে আপনি তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা খাবেন, এরপর আপনি আঙ্গুরের আশা করতে পারেন না। আর আপনি লতাগুলোকে আঙ্গুর লতা বলবেন না কারণ আঙ্গুর গাছ কাঁটা গাছ উৎপন্ন করে না।

যদিও পরবর্তী তালিকাগুলো নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ তালিকা নয়, তথাপি এখানে ফলের অতি সাধারণ কিছু নমুনা রয়েছে যা পাক-রূহের ফল নয়, এটি চিনবার জন্য আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হবে। যে লোকেরা নিজেদের ঈসা মসীহের তবলিগকারী, সুসমাচারকারী, পরিচর্যাকারী অথবা নবী বলে দাবী করে থাকেন সেই সমস্ত লোকেদের মধ্যে আমি এই বিষয়গুলোর এক বা একাধিক বিষয় দেখতে পেয়েছি: অহংকার, ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, অত্যুক্তি, বা প্রবঞ্চণা, ললুপতা, অর্থনৈতিকভাবে দায়িত্বহীনতা, মন্দ বিষয়ে আসক্তি, অনৈতিকতা, বিবাহের ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গা এবং ঘর ভাঙ্গা। পরবর্তী সময়ে যখন কোন অতিথি শহরে আসবেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কি অন্য কারো গাড়িতে চলে বা অন্য কারো স্ত্রীর সঙ্গে শহরে ভ্রমন করেছেন? তিনি কি তার ঋণ পরিশোধ করেছেন অথবা তিনি কি কারো প্রাপ্য দেওয়ার জন্য বাহিরে গিয়েছেন বা কাউকে তার প্রাপ্য দিয়ে বিদায় দিয়েছেন? এই রকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য রয়েছে ঐ অতিথি পরিচর্যাকারীর উদ্দেশ্যে। যদি আপনি এই প্রশ্নগুলো না করেন তাহলে কোন একদিন আপনাকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।

ঈসা ভন্ড নবী এবং মন্দ ফল সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ কথার দ্বারা আলোচনা চালিয়ে গেছেন:

> "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার বেহেশতী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে, 'প্রভু, প্রভু, তোমার নামে কি আমরা নবী হিসাবে কথা বলি নি? তোমার নামে কি ভূত ছাড়াই নি? তোমার নামে কি অনেক অলৌকিক কাজ করি নি?' তখন আমি সোজাসুজিই তাদের বলব, 'আমি তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও।'
>
> (মথি ৭:২১-২৩)

দান এবং ফলের মধ্যে পার্থক্য স্মরণ করুন– প্রদান করা দান বিদ্যমান থাকা এবং মসীহের চরিত্র অধিক কাল ধরে উন্নতি সাধন করা। ঈসার নামে মন্দ রূহ্ ছাড়ানো এবং মন্দভাবে জীবন-যাপন করা সম্ভব। ভবিষ্যদ্বাণী বলা এবং মন্দভাবে জীবন-যাপন করা সম্ভব। কুদরতি কাজ করা অন্য যে কোন লোকের স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসবাস করা, টাকা আত্মসাৎ করা অথবা মিথ্য কথা বলা সম্ভব। আমি এমন

লোকদের জানি যারা এমন কাজ করেছেন এবং করে যাচ্ছে। ঈসার নামে এবং ঈমানের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে। বাস্তবিক এই কারণে কোন লোক ভবিষ্যদ্বাণী বললে তবলিগ করলে, মন্দ রূহ্ ছাড়ালে এবং কুদরতি কাজ করলেই প্রমাণিত হবে না যে, তিনি যথার্থভাবে জীবন-যাপন করেছেন। কোন ব্যক্তি যথার্থভাবে জীবন-যাপন করছে কিনা এবং একমাত্র প্রমাণ হল তিনি যথার্থ ভাবে জীবন-যাপন করছে। কোন ব্যক্তির যথার্থভাবে জীবন-যাপন করার একমাত্র নিশ্চিত প্রমান হল সে ব্যক্তি যথার্থভাবে জীবন-যাপন করেছেন: তিনি প্রকৃতই যথার্থভাবে জীবন-যাপন করছেন। যে সমস্ত লোক জীবন-যাপন করবে না তারা বেহেশত লাভ করতে পারবে না। এটি খুব সহজ একটি বিষয়। আমরা অতিরিক্ত ভাবা ব্যক্তি মেনে নেই এবং দুর্বোধ্য বিষয়ে শিথিলভাবে চিন্তা করি। পিতর তাঁর দ্বিতীয় পত্রে ভন্ড শিক্ষকদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন:

> “কিন্তু যে বুদ্ধিহীন জীব-জানোয়ারেরা তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছার অধীন এবং ধরে মেরে ফেলবার জন্যই যাদের জন্ম, এই ভণ্ড শিক্ষকেরা তাদেরই মত। তারা যা বোঝে না তার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলে। নিজেদের নোংরামির মধ্যেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের খারাপ কাজের পাওনা হিসাবে তারা কষ্ট ভোগ করবে। এই লোকেরা দিনের বেলায় ভোজ সভায় হৈ-হল্লা করে মদ খেতে আনন্দ পায়। যখন তারা তোমাদের সংগে খেতে বসে তখন হৈ-হল্লা করে মদ খেতে খেতে তাদের কামনায় তারা সেই খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে লজ্জা ও অসম্মান আনে। তাদের চোখ জেনায় ভরা এবং তারা গুনাহ্ কাজ করা কখনও বন্ধ করে না। যারা অস্থিরমনা তাদের তারা লোভ দেখিয়ে ভুল পথে নিয়ে যায়। তাদের দিল কেবল লোভ করতেই শিখেছে। তাদের উপর বদদোয়া রয়েছে। তারা সোজা পথ ছেড়ে ভুল পথে গেছে। তারা বাউরের ছেলে বালামের পথ ধরেছে। বালাম খারাপ কাজের পুরস্কার পেতে চেয়েছিল। (২ পিতর ২:১২-১৫)

এই সব ভন্ড শিক্ষকরা ঈসায়ী প্রেম উৎসবে যোগ দেন এবং এমন কি তারা প্রভুর ভোজে অংশ নিয়ে থাকে, কিন্তু তারা নাপাক এবং অতিমন্দ। এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে কিভাবে মন্ডলীর ঈমানদাররা যে কোন ধরনের মিথ্যাকে সহজেই গ্রহণ করে নেন।

পিতর বলেছেন এই সব ভন্ড শিক্ষকদের অন্তর *“অর্থ লালসায় অভ্যস্ত”*

এবং “বালামের পথ ধরেছে।” অন্য ভাবে বলা যায়, তারা টাকার পেছনে দৌড়াতো এটি ছিল বালামের সমস্যা। বলাম কি একজন নবী ছিলেন না? হ্যাঁ নবী ছিলেন। আপনি যদি শুমারী ২৩-২৫ অধ্যায় পাঠ করেন তাহলে বালামের মুখ থেকে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়েছিল তার চেয়ে আরো চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী কিতাবুল মোকাদ্দসে আপনি খুঁজে পাবেন বলে আমি মনে করি না। তথাপি তার অন্তর খাঁটি ছিল না।

কিতাবুল মোকাদ্দসে কেবল তিনটি অধ্যায়ে বালাম সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিল শরীফে বিভিন্ন সময়ে বালামের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বালাক, যিনি ছিলেন মোয়াবের বাদশাহ্, তিনি বালামকে বলেছিলেন যেন তিনি ইসরাইল জাতিকে অভিশাপ দেন। কিন্তু তিনি তা দিতে পারেন নি, কারণ যখনই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলতে গিয়েছেন তখন কেবল সত্য ছাড়া আর অন্য কিছুই তিনি বলতে পারেন নি। প্রভু তাকে যা বলতে বলেছিলেন, সেই কথা ছাড়া তিনি আর অন্য কথা বলতে পারেন নি। বালাম দৃশ্যত: আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যা কখনো ঘটে নি। তিনি বলেছিলেন, *“ইয়াকুবের ধূলিকে গণনা করতে পারে? ইসরাইলের চতুর্থাংশের সংখ্যা কে নির্নয় করতে পারে? ধার্মিকের মৃত্যুর মত আমার মৃত্যু হোক, তার শেষ গতির মত আমার শেষ গতি হোক”* (শুমারী ২৩:১০)।

একটি মাত্র সাক্ষ্য আছে যে, কোন এক ব্যক্তি যখন সঠিক ভাবে জীবন যাপন করে, তখন সে সঠিক ভাবেই চলে।

এটি ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত উচ্চাকাঙ্খা। বালাম ছিলেন লোভী এবং ধার্মিকতায় জীবন-যাপনের চেয়ে তার কাছে টাকা-পয়সা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বনি-ইসরাইলেরা তাকে হত্যা করেছিল। ইউসা কিতাবে আমরা মানশার বংশের লোকদের সম্পর্কে পাঠ করি যখন তারা জর্ডানের পূর্বপারস্থ নিজ অধিকারে প্রবেশ করেছিল। *“বনি-ইসরাইল তলোয়ার দ্বারা যাদের হত্যা করেছিল, তাদের মধ্যে বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বালামকে হত্যা করেছিল”* (ইউসা ১৩:২২)। বালাম ধার্মিকতার মৃত্যুর মত মৃত্যুবরণ করেন নি। কিন্তু তিনি ধার্মিকের মতও জীবন-যাপন করেন নি। অর্থের আকাঙ্খা তাকে বিপথগামী করেছিল। এর আগে আমি লিখেছিলাম, যারা বিশেষ ক্ষেত্রে রূহানী দান এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকেন তাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য সেই দান ব্যবহার করবার জন্য প্রলোভন আসতে যখন

ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর ফলাফল মূল্যায়ন করা হয় তখন আমাদের নবীর ফল এবং চরিত্র বিবেচনা করতে হয়।

পরীক্ষা # ৫:

নবীর উক্তি কি সত্য?

যদি ভবিষ্যদ্বাণীর উক্তি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে নি। আসুন আমরা দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের একটি অংশ দেখি। প্রভু বলেছেন,

"কিন্তু আমি হুকুম দিই নি এমন কোন কথা যদি কোন নবী আমার নাম করে বলতে সাহস করে কিংবা সে যদি দেব-দেবীর নামে কথা বলে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে।' "কোন একটা কথা সম্বন্ধে তোমরা মনে মনে বলতে পার, 'মাবুদ এই কথা বলেছেন কিনা তা আমরা কি করে জানব?' কোন নবী যদি মাবুদের নাম করে কোন কথা বলে আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে, তবে বুঝতে হবে সেই কথা মাবুদ বলেন নি। সেই নবী দুঃসাহস করে ঐ কথা বলেছে। তাকে তোমরা ভয় কোরো না।

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২০-২২)

একজন লোক হয়তো কোন উক্তি করলেন যা ঘটলো না। আল্লাহ্‌র কালাম খুব সরলভাবে বলেছে এবং কার্যতঃ এটি তা নয় যা প্রভু বলেছেন, কারণ যদি প্রভু এই কথা বলতেন তাহলে তা ঘটতো। এই রকম নবীকে আমরা ভয় করব না। মূসার শরীয়ত অনুসারে, নারীকে মৃত্যুবরণ করতে হবে; যারা তার লোকদের প্রতারিত করবে আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে এইভাবে বিবেচনা করবেন।

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলেন তিনি তার দানের সীমা অতিক্রম করার দ্বারা ভ্রান্তিতে পতিত হতে পারেন। তিনি সঠিকভাবে আরম্ভ করলেও পরে অনেক দূর সরে গেছেন। পৌল লিখেছেন, "*আর আমাদেরকে যে রহমত দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ দান পেয়েছি, তখন সেই দান যদি ভবিষ্যদ্বাণী হয়, তবে এসো, ঈমানের পরিমান অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বলি*" (রোমীয় ১২:৬)। লোকেরা রূহে ভবিষ্যদ্বাণী বলা শুরু করতে পারে এবং আবেগ প্রবণ হয়ে উঠতে পারেন, গর্বে-স্ফিত হতে পারেন, অত্যন্ত আগ্রাহান্বিত হতে উঠতে পারেন এবং পাক-রূহ্ প্রকৃত পক্ষে তাদের যা দিয়েছেন

তার থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারেন। আমি এর সম্পর্কে কিছু ঘটনার বিষয় জানি। লোকেরা প্রতারিত হয় নি। তারা ভন্ড নবী নয়। কিন্তু পাক-রূহ্ থেকে সরে গিয়ে মাসিংক বশের কাছে ফিরে গেছে।

আল্লাহ্ আমাদের এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। আমাদের ঈমানের পরিমান অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বলা সম্পর্কে পৌল যে কথা বলেছেন ঠিক তার আগে তিনি লিখেছেন, "*বস্তুত আমাকে যে রহমত দেওয়া হয়েছে, তার গুনে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেক জনকে বলছি, নিজেকে যতটুকু বড় মনে করা উপযুক্ত কেউ তার থেকে বড় মনে না করুক*" (আয়াত ৩)। ঈমানের পরিমাপ অনুসারে আল্লাহ্ আপনাকে যে রহমত দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে আপনি যথার্থভাবে কাজ করতে পারবেন। তথাপি আপনি যদি ঈমানের এই পরিমান থেকে বাইরে চলে যান তাহলে বুঝতে হবে আপনি পাক-রূহের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন না; আপনি আপনার নিজের মাংসিক ইচ্ছা এবং নিজের বৈশিষ্ট্য দিয়ে কাজ করছেন।

পরীক্ষা # ৬:

ভবিষ্যদ্বাণী কি আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতার উন্নতি বর্ধনের জন্য করা হয়েছে?

এই পরীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পঞ্চম পরীক্ষাটি আমাদের বলে যে যদি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয় তাহলে বুঝতে হবে আমরা ভন্ড নবীর সঙ্গে আলোচনা করছি। এইজন্য আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, যদি কোন নবী ভবিষ্যদ্বাণী বলে থাকেন আর তা পূর্ণ হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই একজন প্রকৃত নবী। তথাপি এটি আবশ্যক বিষয় নয়। এমনকি ভবিষ্যদ্বাণীর উক্তি যদি সঠিক হয়ে থাকে বা অলৌকিক প্রকাশ হয়ে থাকে তবুও এটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসবে না যদি এর ফল আল্লাহ্‌র এবং পাক-কিতাবের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার উন্নতি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে এ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে:

"ধরে নাও, তোমাদের মধ্যে কোন নবী বা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে এমন কেউ দেখা দিল এবং তোমাদের কাছে কোন চিহ্ন বা কুদরতির কথা বলল আর তা সত্যিই ঘটল। সেই লোকও যদি তোমাদের কাছে নতুন এমন দেব-দেবীর সম্বন্ধে বলে, 'চল, আমরা দেব-দেবীর কাছে গিয়ে তাদের পূজা করি,' তবে তোমরা সেই নবী বা স্বপ্ন-দেখা লোকের কথা শুনো না। তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে তোমাদের সব মন-প্রাণ

BACIB
International Bible
CHURCH

দিয়ে মহব্বত কর কিনা তা তিনি তোমাদের পরীক্ষায় ফেলে দেখিয়ে দিচ্ছেন। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কথামতই তোমাদের চলতে হবে এবং তাঁকেই ভয় করতে হবে। তোমরা তাঁর হুকুম পালন করবে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলবে; তোমরা তাঁর এবাদত করবে ও তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে। সেই নবী বা সেই স্বপ্ন-দেখা লোকটাকে হত্যা করতে হবে, কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌, যিনি মিসর থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং সেই গোলামীর দেশ থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন, সে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উসকানি দিয়েছে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যে পথে চলতে তোমাদের হুকুম দিয়েছেন সেই পথ থেকে তোমাদের ফিরাতে চেষ্টা করেছে। তোমাদের মধ্য থেকে সেই খারাপী তোমরা শেষ করে দেবে।"

(দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৫)

এই অংশে বলা হয়েছে, একজন লোক অলৌকিক চিহ্ন কার্য নির্ধারণ করলেন, আর তা সফল হল। তথাপি তিনি একজন ভন্ড নবী, শয়তানের গোলাম, আল্লাহ্‌র লোকদের তার প্রতি তাদের বাধ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে।

আমি আফ্রিকাতে এই রকম কিছু ঘটনা দেখেছি। কোন একটি গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ছিল, যা খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। এটি পরিবার একজন ওঝার কাছে গেল এবং তারা চাইল যেন অন্য পরিবারের উপর যাদুমন্ত্র করা হয়। তারা তাকে একটা ছাগল দেবার পর সে তার উপর মন্ত্র পড়লো। সে বলল কোন এক রাতে গ্রামে একটি শিয়াল মাঝ রাতে ডেকে উঠবে। যখন শিয়ালটি ডেকে উঠবে তখন ঐ পরিবারের সব চেয়ে ছোট শিশু মারা যাবে। আপনারা কি জানেন কি ঘটেছিল? শিয়ালটি ডেকে উঠেছিল এবং শিশুটি মারা গিয়েছিল। সে ঠিক যা বলেছিল তাই ঘটেছিল। সে সঠিক অলৌকিক উক্তি করেছিল। কিন্তু সে আল্লাহ্‌র সেবাকারী ছিল না। যদিও তা সফল হয়েছিল তবুও সে শয়তানের একজন সেবাকারী ছিল। এর আর একটি কিতাবীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় পৌলের তবলিগ কার্যে, যখন পৌল এবং সীল সুসমাচার তবলিগ করার জন্য প্রথমবার ফিলিপীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভাল-মন্দ রূহ্‌দের চিনে নেওয়ার শক্তি সম্পর্কিত অধ্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে এই ঘটনা আলোচনা করেছি।

"একদিন যখন আমরা সেই মুনাজাতের জায়গায় যাচ্ছিলাম তখন একজন বাঁদীর সংগে আমাদের দেখা হল। তাকে একটা ভূতে পেয়েছিল যার ফলে

সে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারত। তাতে তার মালিকদের লাভ হত। সেই মেয়েটি পৌল এবং আমাদের পিছনে যেতে যেতে চিৎকার করে বলত, "এই লোকেরা আল্লাহ্‌তা'লার গোলাম। কি করে নাজাত পাওয়া যায় এঁরা তা-ই আপনাদের কাছে বলছেন।" সে অনেক দিন পর্যন্ত এই রকম করল। শেষে পৌল এত বিরক্ত হলেন যে, তিনি পিছন ফিরে সেই ভূতকে বললেন, "ঈসা মসীহের নামে আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এই মেয়েটির মধ্য থেকে বের হয়ে যাও।" আর তখনই সেই ভূত বের হয়ে গেল।"

(প্রেরিত ১৬:১৬-১৮)

মেয়েটি যা কিছু বলেছিল সবই ছিল সত্য। স্পষ্টত: সে ছিল ফিলিপীর প্রথম ব্যক্তি যে পৌল এবং সীল কারা ছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে ঘোষণা করেছিল। তথাপি সে ছিল শয়তানের সেবাকারী। বদ্‌রূহের কারণে সে এই সব কথা বলতো। শয়তানের মেয়েটিকে ব্যবহারে চাতুরী লক্ষ্য করুন। সম্ভবত: সে তাকে ঈমানদারদের নতুন সমাবেশেরে নীচের তলার উপর উপস্থিত করতে চেয়েছিল যাতে পৌল এবং সীলের তবলিগের মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে পারে। সে হয়তো চেয়েছিল ফিলিপীর লোকেরা যেন বুঝতে পারে সুসমাচারের মধ্যে নুতন কিছুই নেই। এটি কেবল সেই বিষয় যা তারা তাদের দৈবজ্ঞ রূহ-বিশিষ্টা মেয়েদের এবং দৈববাণী দ্বারা ব্যবহার করছে, যা নয় শতাব্দী যাবৎ গ্রীক দেশের কৃষ্টির অংশ হয়ে আছে। শয়তান কতটা ধূর্ত। সে সব সময় সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে না। সে সমর্থ হলেও মানুষকে প্রতারিত করে না। আপনাকে আটকে ধরার জন্য সে যথেষ্ট সত্য কথা বলে, আর এরপর সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

এমন কি যদিও কোন ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে প্রমানিত হয় তবুও তা আল্লাহ্‌ থেকে নাও হতে পারে।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৩ অধ্যায় থেকে নেওয়া উপরের অংশ থেকে আমি অন্য আর একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। কিংস জেমস ভার্সান প্রভুর পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া (৫ আয়াত) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যখন কোন ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় তখন আমরা বিশেষ এক ধরনের চাপ অনুভব করি, তাহলো এটি পাক-রূহ্‌ থেকে আসে নি। যদি আপনি এমন একটি জায়গায় উপস্থিত হন যেখানে আপনি অনুভব করলেন "যেহেতু এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাই আমি এই কাজ করব।"

এই কাজ করবেন না। এটি ভবিষ্যদ্বাণী কাজের পথ নয়।

আমি একজনের কাছ থেকে দাওয়াত পেয়েছিলাম, যিনি বলেছিলেন, "আপনি কি পুনরুত্থান সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছেন? যখন আমি তাকে বললাম, কেন? তিনি বললেন, "এখানে কিছু ঈমানদার আছেন যাদের একটি ছেলে মারা গিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছিলেন যে, সে মৃত্যু থেকে জীবিত হতে যাচ্ছে।" "কতদিন আগে সে মারা গিয়েছিল?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "ওহ! তিন দিন আগে।" "কিভাবে সে মারা গিয়েছিল?" "আমরা তা জানি না।" "ছেলেটির কত বয়স হয়েছিল?" "ছয় সপ্তাহ।" তারা তিন দিনের জন্য মৃত্যুর কারণ ঘোষণা দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন?" আমি বললাম, "এ সম্পর্কে আমি কি চিন্তা করেছি যদি আপনি তা জানতে চান তাহলে শুনুন, আমি মনে করি, ছেলেটি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবে না। এই মুহূর্তে আমি আপনার সম্পর্কে যে বিষয়টি অনুভব করেছি তাহলো, এক ধরনের চাপ যা পাক-রূহের চাপ নয়। আপনারা সবাই চাপের মধ্যে আছেন। বিষয়টিকে গ্রহণ করুন এবং খুব সতর্ক হোন।" আমি শুনেছিলাম এরপর আর কিছুই ঘটে নি। আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, যদি ছেলেটি মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করে তাহলে এই ব্যাপারে আমাকে ফোন করে জানানো হতো। এটি ঘটেছিল পাক-রূহে বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানতে চেয়েছিলেন এবং "রূহানী" হতে চেয়েছিলেন। যারা তাদের শিশু পুত্রকে হারিয়েছিলেন যদিও তাদের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু আমি উল্লেখ করেছি যে, এটি এক ধরনের চাপ।

আমি আমার নিজের জীবনে এই ধরনের চাপ অনুভব করেছি। যদি আপনি কখনো এই ধরনের চাপের মধ্যে পড়েন, তাহলে ব্রেক কষুন এবং গাড়ি থেকে বের হয়ে আসুন এবং আপনি কি চালাচ্ছিলেন তা খুঁজে বের করুন, কারণ এটি পাক-রূহ্ নয়।

পরীক্ষা # ৭

ভবিষ্যদ্বাণী কি স্বাধীনতা এবং শান্তি বয়ে এনেছে?

পৌল দ্বিতীয় করিন্থীয় ৩:১৭ আয়াতে লিখেছেন: "আর প্রভুই সেই রূহ্ এবং যেখানে প্রভুর রূহ্ সেখানে স্বাধীনতা।" নিচের কিতাবীয় অংশগুলো তিনটি বিষয় শিক্ষা দেয় যা পাক-রূহের কাজ নয়:

"বস্তুত: তোমরা গোলামীর রূহ্ পাত্ত হও নাই যে, যার জন্য ভয় করবে; কিন্তু দত্তক পুত্রের রূহ্ পেয়েছো, যে রূহে আমরা আল্লাহ্‌কে আব্বা, পিতা বলে ডাকি।" রোমীয় ৮:১৫)

"কেননা আল্লাহ্ গোলযোগের আল্লাহ্ নন, কিন্তু শান্তির আল্লাহ্।"

(১ করিন্থীয় ১৪:৩৩)

"কেননা আল্লাহ্ আমাদেরকে ভীরুতার রূহ্ দেন নি, কিন্তু শক্তির, মহব্বত ও সুবুদ্ধির রূহ্ দিয়েছেন।" (২ তীমথিয় ১:৭)

গোলামী, গোলযোগ এবং ভয় পাক-রূহ্ থেকে আসে না। আমরা ইংল্যান্ডের একটি মন্ডলীতে ছিলাম। সেখানে একজন তরুনী ছিল যার বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর। কোন একজন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই তরুণীটি এই মন্ডলীর একজন যুবককে বিয়ে করবেন। তিনি তাকে ভালবাসতেন না এবং তিনি কোন মতেই তাকে বিয়ে করতে চান নি। কিন্তু তিনি দুঃসহ্ মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যদি তিনি তাকে বিয়ে না করেন, তাহলে তিনি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবেন এবং তার জীবনে অত্যন্ত ভীতিজনক কোন কিছু ঘটবে। আমি এবং আমার স্ত্রী তার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ আপনাকে ভীতিজনক কিছু ঘটাবেন না। তিনি আপনাকে ভয়ের রূহের কাছে পাঠাবেন না, এবং তিনি আপনাকে কোন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে পড়তে দেবেন না। এই উপায়ে পাক-রূহ্ কাজ করেন না। আমরা তাকে তার এই গোলামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করছিলাম এবং তার জীবন সম্ভব্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। অনেক সময়, মন্ডলীতে, বিশেষতঃ মুনাজাতের দলে, সেখানে কোন একজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন স্ত্রীলোক যিনি এমনভাবে তার ভবিষ্যৎ কথনের দক্ষতা ব্যবহার করেন যার ফলে লোকেরা তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তিনি এ ব্যাপারে অবগত নাও হতে পারেন কিন্তু তিনি তার নিজের জন্য শিষ্য তৈরি করছিলেন। ঐ দলের মধ্যে যারা তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে অসমর্থ ছিল তারা ছুটে আসত সেই বোনের কাছে। এই ধরনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সুসমাচার বিরোধী। ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ঈমানদার হলেন একজন ইমাম। প্রত্যেক ঈমানদারের সরাসরি আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করার অধিকার রয়েছে। যদি আপনি সরাসরি আল্লাহ্‌র

কাছ থেকে কিছু শুনতে না পান, তাহলে বুঝতে হবে আপনার রূহানী জীবনে কোন ত্রুটি আছে এবং আপনার এটি সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে।

পরীক্ষা # ৮:

ভবিষ্যদ্বাণী কি জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং জীবন নিয়ে যায়?

পাক-রূহের মাধ্যমে দেওয়া প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী সমাবেশের মধ্যে সব সময় সজীব জীবন দান করেন এবং আল্লাহ্‌র সমগ্র উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কোন সভা চলাকালীন সময় কোন দানের কাজ ঘটতে পারে, এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর বাণী খুব মঙ্গলজনক ধর্মীয় গাম্ভীর্যে পূর্ণ এবং এমন কি তা কিতাবের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এটি পাক-রূহের কাজ নয়।

নীচের উদাহরণগুলো বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করা সম্পর্কে, কিন্তু কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আমি একবার একটি ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে রূহের দান সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। যদি কোন সভায় অন্যায় বা অনুচিত কিছু ঘটে তাহলে ঐ সভা পরিচালনার জন্য যে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পিত থাকে তাকে ঐ অবস্থা নিয়ন্ত্রন করার বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলাম। আমি আমার কথা বলা শেষ করার পরও মঞ্চের উপর একজন স্ত্রীলোক খুবই চমৎকার নানা ভাষায় কথা বলছিলেন। আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, হয়তো কেউ একজন এর অর্থ করবেন। একজন লোক উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি স্পষ্টরূপে চাইলেন যেন আমরা নানা ভাষার অর্থ করার উপর বিশ্বাস করি। তা ছিল সবাই কিতাবীয়, যেমন, "শেষকালে এইরূপ হবে," এই কথা আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, "আমি মানুষের উপর আপন রূহ্‌ সেচন করব" ইত্যাদি। তিনি যা কিছু বলেছেন আমি এর পক্ষে পাক-কিতাবের উদ্ধৃতি দিতে পারি। কিন্তু এটি পুরাতন এবং মৃত। এর মধ্যে কোন জীবন নেই।

পাক-রূহ্‌ হলেন আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্তা মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণকর্তা নন।

যখন তিনি তার কথা বলা শেষ করলেন, আমি মনে মনে চিন্তা করলাম *"আমি এখন কি করব? এই মাত্র আমি সবাইকে বলেছি যে, কিছু করা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌ বাস্তবিক আমাকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন।* আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং অত্যন্ত শান্তভাবে বললাম, "একজন ভাই পাক-কিতাবের কিছু উক্তি উদ্বৃত্ত করেছেন যা তিনি মুখস্ত করেছিলেন। আসুন আমরা এখন আল্লাহ্‌র কাছে যাঞ্চা করি যেন নানা ভাষার অর্থ করা হয়।" সেখানে পিনপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল এবং এর পর নানা ভাষার অর্থ করা হলো। এটি ছিল প্রাণবন্ত, ক্ষমতাশীল এবং সভার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি সবাইকে অনুপ্রণীত করেছিল, এবং লোকেরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রশংসায় ফেটে পড়েছিল।

পাক-রূহ্‌ জীবনের স্রষ্টা, কিন্তু মৃত্যুর নয়। তিনি প্রাণহীন করেন না। যদি কোন কিছু প্রাণহীন হয়ে থাকে, সেটি যতই উত্তম ও ধর্মময় বলে মনে হোক না কেন, তথাপি তা আল্লাহ্‌র রূহ্‌ দ্বারা কৃত নয়।

পরীক্ষা # ৯:

ভবিষ্যদ্বাণী মানে কি সাবধানবাণী?

আল্লাহ্‌ আমাদের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু স্থাপন করেছেন যাতে আমরা কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা বুঝতে সমর্থ হই। প্রথম ইউহোন্না: ২:২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, *"কিন্তু তোমরা তার কাছ থেকে যে অভিষেক পেয়েছো, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে এবং কেউ যে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়, এতে তোমাদের প্রয়োজন নেই; কিন্তু তার সেই অভিষেক যেমন সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছে এবং তা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়, এমন কি তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি তোমরা তার সংস্পর্শেই থাক।"* এই অভিষেক পাক-রূহের বাপ্তিস্মের মত ঠিক একই রকম নয়। আপনার পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর এটি রূহে চলে। যখন আপনি পাক-রূহে বিচরণ করবেন তখন আপনার অন্তরে যা স্থাপিত হয়ে আছে তা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং যা মিথ্যা তা প্রত্যাখ্যান করবে।

যখন আপনি কোন সভায় থাকবেন এবং দানসমূহ করতে থাকবে, আপনার অন্তরে অভিষেকের সদিকে মনোযোগ দেবেন। কোন কোন লোক তাদের বুকে প্রকৃত ব্যথা অনুভব করে থাকেন যখন তারা ভ্রান্তিজনক কোন কিছু দেখতে পান। যদি আপনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই রকম সতর্কবাণী পেয়ে থাকেন তখন আপনি লাফিয়ে উঠবেন না এবং একথা বলবেন না, "এই লোকটি একজন ভন্ড নবী।" আপনি বরং এতে করে ঝামেলাতেই পড়বেন, কারণ নিশ্চয়ই লোকটির সাথে আপনার তর্কাতর্কি বেধে যাবে। কোন একজন লোক বলবে সে বিশ্বাস করে এটি ভবিষ্যদ্বাণী কথন সঠিক এবং অন্য জন বলবে সে বিশ্বাস করে এটি সত্য নয়। এই

BACIB International Bible CHURCH

চুড়ান্ত পরীক্ষা হল বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয়। যখন অন্য আটটি পরীক্ষা উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় তখন আপনি বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় পরীক্ষার উপর ভিত্ত করে মন্ডলীর লোকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না। এই পরীক্ষাটির উদ্দেশ্য আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করা। আপনি কি করবেন? যদি আপনি রূহের দ্বারা বস্তুগতভাবে সতর্ক হন যে কোন কিছু ভ্রান্তিজনক রয়েছে তাহলে শান্ত হয়ে বসুন এবং অন্য আটটি পরীক্ষা প্রয়োগ করুন। যদি সেই লোকটি ভুল করে থাকে তাহলে একটি অথবা অন্য আরো পরীক্ষাগুলো তা দেখাবে।

এই নয়টি পরীক্ষা প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষার জন্য। এই কারণে ঈমানদারগণ স্বাধীনভাবে সুরক্ষিতভাবে পাক-রূহের পরিপূর্ণতায় দান সমূহ ব্যবহার করতে সমর্থ হবে।

পঞ্চম বিভাগ

পাক-রূহের নানারকম দান ব্যবহার করা

অধ্যায় ১৩

কিভাবে রূহানী দান ব্যবহার করতে হয়

ব্যবহারিক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে পাক-রূহের নয়টি অলৌকিক দান নিয়ে অধ্যয়নের কাজটি আমরা শেষ করব। একজন ঈমানদার কীভাবে পাক-কিতাব সম্মতভাবে এই দানগুলোর ব্যবহার শুরু করবেন?

যে কোন দান ব্যবহারের ভিত্তি হল ঈমান

পাক-রূহের দানের ব্যবহার সহ আল্লাহ্‌র পক্ষে সমস্ত পরিচর্যার ভিত্তি আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। একটি সাধারণ কথায় এর সারসংক্ষেপ করা যেতে পারেঃ ঈমান। ইবরানী ১১:৬ আয়াত বলে, *"ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ আল্লাহ্‌র কাছে যে যায়, তাকে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ্‌ আছেন এবং যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে তাদের পাওনা পায়।"* এটি অত্যন্ত স্পষ্ট উক্তি যা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও প্রায়শই উপেক্ষা করেন। এটি বলা হয়নি যে, নৈতিকতা ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রীতির পাত্র হওয়া কারও সাধ্য নয়। বরং এখানে বলা হয়েছে ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রীতির পাত্র হওয়া কারও সাধ্য নয়। আল্লাহ্‌ অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে নৈতিক আচার ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, কিন্তু কেবল নৈতিকতা দ্বারা আমরা তাঁর আনুকূল্য লাভ করতে পারব না। যা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্য করে কেবল তার উপরে ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

পাক-কিতাব বলে যিনি আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হন তাঁর বিশ্বাস থাকতে হবে– ঈমান ব্যবহারের আবশ্যকতা রয়েছে। প্রথমত, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিদ্যমান। অনেক লোক তা বিশ্বাস করে কিন্তু কেবল এটিই যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর অন্বেষণ করে তিনি তাদের পুরস্কারদাতা।

অন্য কথায় বলা যায়, এই আয়াত ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হলে আমার বিশ্বাস, যদি আমি আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হই এবং তাঁর কথা অনুসারে আন্তরিকভাবে তাঁর অন্বেষণ করি তাহলে তিনি তাঁর কথা অনুসারে আমাকে পুরস্কার প্রদান করবেন। আমি যদি তা বিশ্বাস না করি তাহলে বুঝতে হবে আমি প্রকৃত ভিত্তির উপরে নেই যা তাঁর কাছে আমাকে উপস্থিত করে।

রোমীয় ১৪:২৩ আয়াতে একই রকম ধারণা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াত বলে, *"আর যা কিছু ঈমান অনুযায়ী নয় তা-ই গুনাহ্‌"* কোন কিছু যা ঈমান অনুযায়ী করা হয় না তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। এটি একটি ধর্মীয় কার্যকলাপ হতে পারে, যেমন এবাদতখানায় যাওয়া এবং প্রভুর জন্য প্রশংসামূলক গান করা অথবা তা মুনাজাতও হতে পারে। কিন্তু যদি এই সব ঈমান অনুসারে করা না হয় তাহলে তা গুনাহ্‌। কারণ একটি মৌলিক আবশ্যকতা তিনি স্থির করেছেন যেখান থেকে তিনি সরে আসবেন না।

আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে যদি আমরা আল্লাহ্‌র খোঁজ করি, তবে তিনি তার কালাম অনুসারে আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

যেহেতু ঈমান অপরিহার্য, তাই এই প্রশ্ন করা দায়িত্ব রয়েছে, কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র দাবী, ঈমান গ্রহণ করতে পারি। এর উত্তর পাওয়া যায় রোমীয় ১০:১৭ আয়াতেঃ *"তাহলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র কালাম শুনবার ফলেই ঈমান আসে, আর মসীহের বিষয় তবলিগের মধ্য দিয়ে সেই কালাম শুনতে পাওয়া যায়।"* এই আয়াতে অত্যন্ত উৎসাহমূলক চিন্তা রয়েছেঃ ঈমান নিজে থেকে আসে। যদি আপনার ঈমান না থাকে তাহলে আপনি তা লাভ করতে পারবেন না। আপনি হতাশ হয়ে এ কথা বলতে পারবেন না, "এটি কোন কাজে লাগে না। আমার কোন ঈমান নেই।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বারো মাস ধরে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় আমি ব্যক্তিগতভাবে এই পাঠটি শিখেছি। আমি নিজেকে বারবার বলেছি, "আমি জানি যদি আমার ঈমান থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ আমাকে সুস্থ করবেন। কিন্তু এতে প্রতীয়মান হয় না যে, আমার ঈমান আছে।" একদিন আমি একটা বই পড়ছিলাম যেখানে রোমীয় ১০:১৭ আয়াত থেকে একটি উদ্ধৃতি ছিল। ঈমান নিজে

BACIB
International Bible CHURCH

থেকে আসে, এই উক্তিটিকে আমার রূহ্ আঁকড়ে ধরল এবং এটি ছিল ঘন অন্ধকারের মধ্যে তীব্র আলোর রশ্মির মত। আমি বুঝতে পারলাম, যদি আমার ঈমান না থাকে, যদি আমি এই শর্ত পূরণ না করি তাহলে আমি তা লাভ করতে পারব না। সেই শর্ত হল আল্লাহ্‌র কালাম শোনা।

শোনা হল আল্লাহ্‌র কালাম এবং ঈমানের মধ্যবর্তী অবস্থা। যথার্থভাবে "শোনা" ছাড়া কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠ করা সম্ভব। ঠিক সেভাবে যথার্থভাবে না শুনে কোন তবলিগ শোনাও সম্ভব। আল্লাহ্ তাঁর কালামে যা বলেছেন তা যথার্থভাবে না শোনা পর্যন্ত ঈমান আসবে না।

শুনতে পাওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা হল, আমরা মনে মনে এই চিন্তা পোষণ করে আছি যে, আল্লাহ্ যা বলবেন তা আমি জানি, আর তাই আল্লাহ্ যদি ভিন্ন কোন কথা বলেন তা আমরা শুনতে পাই না। এটি আমার আরোগ্য সাধন কাজের সমস্যা ছিল। যখন আমি, আরোগ্য সাধন কাজ সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দস কী বলে সেই বিষয়ে পাঠ করতাম, আমার উত্তর ছিল, "এটি সত্যি হবার জন্য খুব বেশী ভাল কিন্তু এটি এইভাবে করা যাবে না।" আল্লাহ্ আমাকে দেখিয়েছেন যে, আমার নিজের মতামত, অন্য লোকদের মতামত, ধর্মীয় কৃষ্টি, ডিনোমিনেশনাল শিক্ষা দূরে সরিয়ে না রাখা পর্যন্ত এবং আল্লাহ্ তাঁর মধ্যে আমাকে যা বলেছেন তা না শোনা পর্যন্ত আমি ঈমান গ্রহণ করতে পারব না। আমি আমার রূহ্‌কে শান্ত করলাম এবং আমার মনের পূর্ব ধারণা এবং প্রথা ও পূর্ব সংস্কার দূর করে দিলাম। সেই সাথে আমার রূহ্‌কে আল্লাহ্ যা বলতে চান সেজন্য আমি কেবল অপেক্ষা করতে লাগলাম। এরপর ঈমান আসতে শুরু করল এবং আমি আরোগ্য লাভ করেছিলাম।

ঈসায়ী জীবনে অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণে আল্লাহ্ তাঁর কালামে যা বলেছেন তা শুনবার সক্ষমতা লাভের জন্য অভ্যাস করতে হবে। শুনবার জন্য সক্ষমতা লাভ করতে অভ্যাস করা একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির সময় গ্রহণ করে নেয় না এবং তাঁর কালামের উপস্থিতি বিবেচনা করে না, সে শুনতে পাওয়ার বিষয়টি শিখতে পারবে না।

রূহানী দান সম্পর্কে আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ্‌র কালামের অংশগুলো শোনা যা এই দানসমূহের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ্‌র কালাম থেকে আটটি আনুক্রমিক সত্যের দিকে মনোযোগ দেব। যদি আপনি এই সত্যগুলোকে শুনে থাকেন তাহলে রূহের দানসমূহ গ্রহণ করা এবং ব্যবহার করার

জন্য আপনার ঈমান সহজে গড়ে তুলতে পারবেন। গত অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি সেখান থেকে নিচের সত্যগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। আপনি এখনো আপনার মন থেকে মানুষের ঐতিহ্য, ডিনোমিনেশনগত শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত সংস্কার দূর করে দিতে পারেন, যেভাবে আমি করেছি। আল্লাহ্ যাতে আপনার সাথে কথা বলতে পারেন এজন্য প্রস্তুত থাকুন, যেন আপনার জীবনে এই সত্যগুলো প্রয়োগ করতে পারে।

রূহানী দানের জন্য ঈমান গেঁথে তোলে এমন কিছু সত্য

সত্য # ১

দানের প্রধান উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করা

আসুন আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রূহানী দানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে চিন্তা করি। প্রেরিত পিতর লিখেছেন,

> "বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র রহমত পেয়ে যে লোক বিশ্বস্ত ভাবে তা কাজে লাগিয়েছে, সেই রকম লোক হিসাবে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে যেরকম দান পেয়েছ তা একে অন্যের সেবা করবার জন্য ব্যবহার কর। যদি কেউ প্রচার করে তবে সে এভাবে প্রচার করুক যেন সে আল্লাহ্‌র নিজের মুখের কথা বলছে। যদি কেউ সেবা করে তবে আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তিতে সে সেবা করুক, যেন ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে সব কিছুতে আল্লাহ্ প্রশংসা পান। প্রশংসা ও শক্তি চিরকাল তাঁরই। আমিন।"
>
> (১ পিতর ৪:১০-১১)

উপরের আয়াত অনুসারে যে যেমন দান লাভ করেছেন তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উত্তম ধনাধ্যক্ষ্যের মত অন্যদের পরিচর্যা করবেন, যা রূহের এই সব অনুগ্রহ দানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিচর্যার উদ্দেশ্য কী? দানের প্রধান উদ্দেশ্য হল যেন আল্লাহ্ ঈসা মসীহের মাধ্যমে মহিমান্বিত হন। সব সময় যখনই আমরা আল্লাহ্‌র কালাম অনুযায়ী রূহানী দান ব্যবহার করি ততবারই আমরা ঈসা মসীহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র জন্য মহিমা বয়ে আনি। সব সময় যখনই আমরা এইভাবে রূহানী দান ব্যবহার করতে ব্যর্থ হই, তখন বুঝতে হবে আমরা আল্লাহ্‌র মহিমা হরণ করেছি।

BACIB
International Bible
CHURCH

সত্য # ২

ঈমানদারদের প্রতি দানের পরিচর্যা রূহানী ও নৈতিক উন্নতি সাধন করে

এরপর আসুন আমরা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রূহানী দানের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করি। আমরা দেখেছি যে, রূহানী দানের উদ্দেশ্য হল রূহানী ও নৈতিক উন্নতি সাধন বা ঈমানদারদের গেঁথে তোলা। হয় ক্রিয়াপদ অথবা বিশেষ্য পদ হিসেবে এই অধ্যায়ে সাতবার শব্দটি এসেছে। এবার আমরা এরকম চারটি সংঘটনের দিকে মনোযোগ দেব, যার মধ্যে তিনটি আমরা এর আগে আলোচনা করেছি।

অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে সে নিজেকেই গড়ে তোলে, কিন্তু নবী হিসাবে যে কথা বলে সে জামাতের [মণ্ডলীর] লোকদের গড়ে তোলে। [ঈমানদারদের সম্মিলিত দল]

(১ করিন্থীয় ১৪:৪)

আমি চাই যেন তোমরা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পার, কিন্তু আরও বেশী করে চাই যেন তোমরা নবী হিসাবে কথা বলতে পার। অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে, জামাতের লোকদের গড়ে তুলবার জন্য যদি সে তার কথার মানে বুঝিয়ে না দেয়, তবে তার চেয়ে নবী হিসাবে যে কথা বলে সে-ই বরং বড়।

(আয়াত ৫)

তোমাদের বেলায়ও এই কথা খাটে। তোমরা যখন পাক-রূহের দেওয়া দান পাবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছ তখন যে যে দানের দ্বারা জামাতকে গড়ে তোলা যায় সেগুলোই বেশী করে পাবার চেষ্টা কর।

(আয়াত ১২)

ভাইয়েরা, তবে কি বলব? তোমরা যখন জামাতে এক জায়গায় মিলিত হও তখন তোমাদের মধ্যে কেউ প্রশংসা-কাওয়ালী গায়, কেউ শিক্ষা দেয়, কেউ আল্লাহ্‌র সত্য প্রকাশ করে, কেউ অন্য ভাষায় কথা বলে, আবার কেউ তার মানে বুঝিয়ে দেয়। যে যা-ই করুক না কেন সমস্তই যেন জামাতকে গড়ে তুলবার জন্য করা হয়। (আয়াত ২৬)

অন্যতম যে উপায়ে ঈসায়ীরা নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে গেঁথে তুলতে

সমর্থ হয় তা হচ্ছে রূহানী দানের ব্যবহারের দ্বারা। যদি আমরা রূহানী দানের ব্যবহার না করে থাকি তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের গেঁথে তোলার উপায় হরণ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন আমি একটি ঈমানদারদের দলের মধ্যে আছি। নানা রকম ভাষায় কথা বলবার দান দেওয়া হল যার অর্থ করবার আবশ্যকতা রয়েছে। যদি আমি বিভিন্ন ভাষায় অর্থ করবার দান লাভ করে থাকি কিন্তু আমার ভয় কিংবা আমার বিব্রতকর অবস্থার কারণে আমি তা ব্যবহার করতে অস্বীকার করি তাহলে আমি যে কেবল নিজেকে বঞ্চিত করব তা নয়, কিন্তু আমি ঈমানদারদের সমস্ত দলকে দোয়া লাভ করা থেকে বঞ্চিত, যা অর্থ করবার মধ্য দিয়ে আসত। আমরা যদি রূহানী দান ব্যবহার করতে পারি তাহলে রূহানী দানের ব্যবহারের ব্যর্থতার জন্য আমরা দোষী হব না।

সত্য # ৩

ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল তারা যেন রূহানী দান ব্যবহার করতে পারেন

তৃতীয় সত্যটি পূর্বে উল্লেখিত দুটি সত্যের মধ্যে কিন্তু ঈমানদারগণকে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে: এটি সকল ঈমানদারগণের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যেন তারা রূহানী দান ব্যবহার করে।

রূহানী দানের ব্যবহার করার কাজ এমন কিছু নয় যা তবলিগকারী, মিশনারী বা সুসমাচার তবলিগকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইঞ্জিল শরীফ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, ঈমানদারদের দ্বারা গঠিত স্থানীয় দল যারা রূহানী দান ব্যবহার করতে সক্ষম।

পাক-রূহের নানারকম দান ব্যবহার শুধুমাত্র বাণী-প্রচারকদের, মিশনারীদের বা মণ্ডলী স্থাপনকারীদের জন্য নয়।

১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে পৌল দান সম্পর্কে যা বলেছেন আসুন আমরা তা স্মরণ করি:

"সকলের উপকারের জন্যই এক এক মানুষের মধ্যে এক এক রকম করে পাক-রূহ্ প্রকাশিত হন। ... এই সমস্ত কাজ সেই একই পাক-রূহ্ করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন।" (১ করিন্থীয়

BACIB | International Bible CHURCH

১২:৭, ১১)

এই আয়াতসমূহে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হল প্রত্যেক ঈমানদারদের রূহানী দান বা উপকার করার দান, অপরের উপকার সাধনের দান গ্রহণ এবং ব্যবহার করবে।

সত্য # ৪

ভালবাসা এবং দান একসঙ্গে কাজ করে

চতুর্থত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ভালবাসার ফল এবং রূহের দানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। লক্ষ লক্ষ ঈসায়ী যে কোনভাবে এই বিশ্বাসের উপনীত হয়েছে যে, ভালবাসা এবং দান পরস্পর বিরোধী, যেন একটি অন্যটিকে বর্জন করেছে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবে কিতাবুল মোকাদ্দস বিরোধী। ১ করিন্থীয় ১২:৩১ আয়াতে পৌল বলেছেন, *"আমি বরং বলি, তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও"।* লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় বাক্যে "বরং" শব্দটি রাখা হয়েছে। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে বলা *"আরও উৎকৃষ্ট এক পথ"* হচ্ছে ভালবাসা।

১ করিন্থীয় ১৩:১৩ আয়াত বলে, *"তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস, আশা আর মহব্বত– এই তিনটিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে; কিন্তু এগুলোর মধ্যে মহব্বতই সবচেয়ে বড়।"* কিছু লোক বলে থাকে ভালবাসা হল শ্রেষ্ঠ দান, কিন্তু তা সঠিক নয়। ইঞ্জিল শরীফে কোথাও ভালবাসাকে দান বলা হয়নি। ভালবাসা হল ফল। কোন কোন লোক আপনাকে বলবে ভালবাসা হল শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র দান যা আমাদের চাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাদের এই সব কথার বিপরীতে পাক-কিতাবের কোন ভিত্তি নেই। পৌল বলেছেন যেন আমরা আন্তরিকভাবে শ্রেষ্ঠ দানের জন্য আকাঙ্ক্ষী হই। যদিও দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে, আর তা হল ভালবাসা। বিশেষ অর্থে, আরও উৎকৃষ্ট পথ দেখাবার শর্ত হল আন্তরিকভাবে শ্রেষ্ঠ দান লাভ করার জন্য যত্নবান হওয়া।

লক্ষ্য করুন, পৌল ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে আলোচনা চালিয়ে গেছেন, যা আল্লাহ্‌র ভালবাসার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, পৌল এই উক্তি করেছেন, *"আমি বরং বলি, তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও"* (১ করিন্থীয় ১২:৩১)। এর ঠিক পরের অধ্যায়টি ভালবাসার উপরে লেখা হয়েছে। তিনি এই কথা লিখেছেন, *"এই মহব্বতের জন্য তোমরা বিশেষভাবে চেষ্টা কর, আর পাক-রূহের দেওয়া দান, বিশেষভাবে নবী হিসাবে কথা বলবার ক্ষমতা পাবার জন্য তোমাদের আগ্রহ থাকুক।"* (১ করিন্থীয় ১৪:১)। তিনি আবার দৃঢ়ভাবে ভালবাসা এবং দান এই উভয় সম্পর্কে বলেছেন। এর আগে আমি বলেছিলাম কোন কোন লোক এই অংশটি এভাবে পড়বে, "তোমরা মহব্বতের অনুধাবন কর অথবা রূহানী দান সকলের জন্য উদযোগী হও।" পৌল বলেছেন আমাদের অবশ্যই ভালবাসার অনুধাবন করতে হবে এবং রূহানী দান সকলের জন্য উদযোগী হতে হবে। আর এটি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত। কারণ পাক-রূহের দান হল এমন একটি মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে খোদায়ী ভালবাসা প্রবাহিত হয়। তারা পরস্পর হাত ধর-াধরি করে চলে। তারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং বাস্তবিক আপনি তাদের পরস্পরের কাছ থেকে কোন ক্রমেই আলাদা করতে পারবেন না। যদি আপনার কোন দান না থাকে তাহলে বুঝতে হবে, যে প্রধান পথের মাধ্যমে ভালবাসা কাজ চালায় তা আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন, কারণ ভালবাসার প্রকাশের একটি উপায় রয়েছে।

ভালবাসা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পাক-কিতাব বিরোধী কিছু বলবেন না। ভালবাসার প্রকৃতি সম্পর্কে পৌল বলেছেন, ভালবাসা ফল উৎপন্ন করে, ভালবাসা পরিচর্যা করে, ভালবাসা গেঁথে তোলে। যদি আমরা আমাদের সহ-ঈমানদারদের ভালবাসি, তাহলে আমরা তাদের গেঁথে তুলতে চাইব। আমরা কিভাবে তাদের গেঁথে তুলব? রূহানী দান দিয়ে। ১ করিন্থীয় ১৪:১ আয়াতে পৌল কেন বলেছেন, "... *বিশেষ যেন ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারে?"* কারণ ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে আমরা আমাদের সহ-ঈমানদারদের গেঁথে তুলতে পারব। তাদের গেঁথে তোলার মাধ্যমে আমরা তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করতে পারব। যদি আমরা চুপ করে বসে থাকি এবং তাদের জন্য কোন কিছু না করি তাহলে আমরা আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হই।

১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে তেরোটি আয়াতে পৌল ভালবাসা সম্পর্কে লিখেছেন। তথাপি পৌল ২ করিন্থীয় ৮ ও ৯ অধ্যায়ে ৩৯টি আয়াতে অর্থ বা টাকা-পয়সা সম্পর্কে লিখেছেন। ভালবাসা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে অর্থ সম্পর্কে তিন বার এরকম অনেক আয়াতে আরও বেশি বলা হয়েছে। এর মানে কি এই যে, ভালবাসার চেয়ে অর্থ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ? না! এর মানে হল, যদি আমরা ভালবাসি তাহলে একটি কাজ আমাদের করতে হবে, আর তা হল আমাদের টাকা-পয়সা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যদি আমরা আমাদের ভালবাসা

সম্পর্কে কথা বলে থাকি অথচ আমাদের টাকা-পয়সা আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য ব্যবহার না করি তাহলে এর মধ্যে কোন ভালবাসা নেই। এর চেয়ে আরও বড় বিষয় হল, আমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করব। পাক-রূহের দানের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। যদি আমাদের ভালবাসা থাকে তাহলে আমরা রূহানী দান সকলের ব্যবহারের দ্বারা ভালবাসা প্রকাশ করতে চাইব।

সত্য # ৫

যদি আমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসি তাহলে তাঁর দানগুলো গ্রহণ করব

যদি আমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসি তাহলে আমরা তাঁর দান গ্রহণ করতে এবং সেই দান ব্যবহার আকাঙ্ক্ষী হব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি কল্পনা করতে পারেন, একজন মা তার মেয়ের জন্য জন্মদিনের চমৎকার একটি কেক তৈরি করছে, কয়েক ঘণ্টা তা বেকিং করলেন, তার উপরে কিশমিশ, মোরব্বা ইত্যাদি দিলেন এবং তার উপর অলঙ্করণ করলেন এবং যখন তিনি তা সামনে নিয়ে আসলেন তখন মেয়েটি কি বলবে, "মা, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু তোমার তৈরি করা এই কেকটা আমি চাই না?" আমি কখনো শুনিনি যে, কোন ছেলে মেয়ে এই রকম কথা বলেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ভালবাসাকে অস্বীকার করা বোঝায়। অথবা, মনে করুন একজন যুবক একজন তরুণীর জন্য একটা চমৎকার হীরের আংটি কিনলো, যাকে সে ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। যখন সে তাকে আংটিটা দিল, তখন যদি মেয়েটি বলে, "প্রিয়তম, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি তোমার দেওয়া আংটি চাই না," তাদের কখনো বিয়ে হবে এমন সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

যাদের আমরা ভালবাসি তাদের এমন কোন দান যদি আমরা অগ্রাহ্য করি তাহলে তা ভালবাসা প্রকাশ করবে না। একইভাবে যখন আমরা আল্লাহ্‌র দান প্রত্যাখ্যান করি তখন তাতে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকাশ ঘটে না। যদি আমরা এই ভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করব। মথি ৭:১১ বলে, *"তোমরা খারাপ হয়েও যদি নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তবে যারা তোমাদের বেহেশতী পিতার কাছে চায় তিনি যে তাদের ভাল ভাল জিনিস দেবেন এটা কত না নিশ্চয়!"* লূক ১১:১৩ আয়াতে প্রায় একই রকম কথা বলা হয়েছে, কেবল *"উত্তম উত্তম দ্রব্য"* কথাটির পরিবর্তে আমরা মূল কথাটি পড়ি "পাক-রূহ্‌"।

এর আগে উল্লেখিত আমাদের উদাহরণের ছোট মেয়েটির কথা চিন্তা করুন, যার মা একটা চমৎকার কেক তৈরি করেছিলেন এবং মেয়েটি বলেছিল, "হয়েছে কি মা, আমি কিন্তু নিশ্চিত নই তুমি কেকটি ভাল করে তৈরি করেছ কিনা। হয়তো তুমি কেকের মধ্যে এমন কিছু দিয়েছ যা আমার পেটে গিয়ে বদহজমের কারণ হতে পারে।" তার মায়ের সঙ্গে তার কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে? তবুও অনেক ঈসায়ী আল্লাহ্‌কে বলে, "পাক-রূহের এই দানগুলো যা তোমার কালাম সম্বন্ধে লেখা হয়েছে– প্রকৃতপক্ষে আমি মনে করি না যে, এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।" এই মনোভাব প্রায় অভক্তির প্রকৃতিস্বরূপ। কোন কোন লোক বলে থাকে, "আমি পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, যদিও এর অর্থ হল নানারকম ভাষায় কথা বলা।" আমার বেহেশতী পিতা অনন্তকাল থেকে আমার মঙ্গলের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি কোন সমালোচনা করতে চাই না। যদি আমি তা করি তাহলে আমি তাঁর অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী সন্তান হিসেবে গণ্য হব।

আল্লাহ্‌ রূহানী দানগুলো অনন্তকাল ধরে প্রস্তুত করেছেন আমাদের উপকারের জন্য।

আসুন আমরা পাক-কিতাবের আরও একটি অংশ দেখি। প্রেরিত ইয়াকুব লিখেছেন, *"হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, ভ্রান্ত হয়ো না"* (ইয়াকুব ১:১৬)। কেন তিনি ভ্রান্ত না হওয়া সম্পর্কে এই বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা একদিন পরবর্তী আয়াতে একমত পোষণের বিষয়টি না দেখা পর্যন্ত খুব বিস্ময়ের মধ্যে ছিলাম। ***"জীবনের প্রত্যেকটি সুন্দর ও নিখুঁত দান** বেহেশত থেকে নেমে আসে, আর তা আসে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, যিনি সমস্ত নূরের পিতা। চঞ্চল ছায়ার মত করে তিনি বদলে যান না"* (আয়াত ১৭)। যা খাঁটি নয় এমন কোন কিছুই আল্লাহ্‌ আপনাকে দেবেন না। কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকবেন না। যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তা আসে তবে তা অবশ্যই উত্তম হবে।

যদি আল্লাহ্‌র দানের মূল্য বা উৎকর্ষ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আপনার ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। ইয়াকুব বলেছেন আমরা যেন এই ভাবে ভ্রান্ত বা প্রতারিত না হই। আল্লাহ্‌র দানগুলো চাওয়া এবং অন্বেষণ করার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমরা আল্লাহ্‌কে যতই বেশি ভালবাসব আমরা তত বেশি তাঁর দানসকলের উৎকৃষ্টতার মূল্যায়ন করতে পারব। যদি আমরা তার দানগুলো প্রত্যাখ্যান করি, যা তিনি ক্রুশের উপর তার পুত্রের বহুমূল্য রক্তপাত দ্বারা ক্রয়

BACIB
International Bible
CHURCH

করেছেন, তাহলে আমরা পিতার অন্তরের অত্যন্ত দুঃখের কারণ হব। আমরা আমাদের নাজাতদাতার অন্তরেও দুঃখের কারণ হব। আমরা আমাদের নাজাতদাতার অন্তরেও দুঃখ দেব।

সত্য # ৬

দানগুলো শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু এখনো বিদ্যমান আছে

কীভাবে কিছু কিছু লোকেরা বিশ্বাস করে যে, দান সকলের কাজ আদি মণ্ডলীতে শেষ হয়ে গেছে, তা এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। সমগ্র পাক-কিতাবে আমি একটি ইঙ্গিত খুঁজে পাইনি যেখানে বুঝানো হয়েছে যে, দানগুলো প্রৈরিতিক যুগেই শেষ হয়ে গেছে। প্রথমত: কখন প্রৈরিতিক যুগ শেষ হয়েছে? প্রেরিতগণ যত দিন ছিলেন ততদিনই যদি প্রৈরিতিক যুগের স্থায়িত্ব হয় তাহলে যতদূর আমি পাক-কিতাব সম্বন্ধে বুঝতে পারি, তা হল ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত এই যুগ চলতে থাকবে।

দ্বিতীয়ত পৌল লিখেছেন,

> "আমি সব সময় তোমাদের জন্য আমার আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানিয়ে থাকি, কারণ মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত পেয়েছ। সেই রহমত এই যে, তোমরা মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে সব দিক থেকে, অর্থাৎ সব কিছু বলবার ক্ষমতায় ও জ্ঞানে বেড়ে উঠেছ, কারণ মসীহের সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষ্য তোমাদের দিলে গাঁথা হয়ে আছে। সেইজন্যই যখন তোমরা আমাদের হযরত ঈসা মসীহের প্রকাশিত হবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করে আছ তখন আল্লাহ্‌র দেওয়া কোন দানের অভাব তোমাদের হচ্ছে না।" (১ করিন্থীয় ১:৪-৭)

কতদিন পর্যন্ত মণ্ডলীতে দানগুলোর কাজ চলমান থাকবে? আমাদের প্রভু ঈসা ফিরে আসা পর্যন্ত। মণ্ডলী প্রভু ঈসার জন্য অপেক্ষা করে থাকার সময় পর্যন্ত কোন দানের অভাব ঘটবে না। লক্ষ্য করুন, দান কী করে এ সম্পর্কে পৌল কী লিখেছেন: "তাতেই তোমরা সর্ব বিষয়ে, সব রকম বাক্যে ও সব রকম জ্ঞানে ধনবান হয়েছ।" দানবিহীন মণ্ডলী হল শক্তিহীন মণ্ডলী। কণ্ঠস্বরের দান সম্পর্কে উল্লেখ করার সময় পৌল লিখেছেন, *"সর্ব বিষয়ে সব রকম বাক্যে।"* প্রত্যাদেশের দান উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, *"সব রকম জ্ঞানে ধনবান হয়েছ।"*

"এরূপে মসীহের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে রয়েছে।" যখন দানগুলো কাজ করতে থাকে– যখন খোঁড়া হাঁটতে থাকে, অন্ধ দেখতে পায় এবং প্রত্যাদেশের দান ব্যবহৃত হয়, লোকেরা বুঝতে পারে ঈসা সেখানে উপস্থিত আছেন। তারা বুঝতে পারবে তিনি কোন মতবাদ নন বা অতীতের দূরবর্তী কোন ব্যক্তি নন, কিন্তু তিনি এখনো জীবিত আছেন এবং মণ্ডলীর মধ্যে আছেন। আর সাক্ষ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

> *"সেইজন্যই যখন তোমরা আমাদের হযরত ঈসা মসীহের প্রকাশিত হবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করে আছ তখন আল্লাহ্‌র দেওয়া কোন দানের অভাব তোমাদের হচ্ছে না। আমাদের হযরত ঈসা মসীহ্ই শেষ পর্যন্ত তোমাদের স্থির রাখবেন, যার ফলে তাঁর আসবার দিনে তোমরা সব রকম নিন্দার বাইরে থাকবে।"* (১ করিন্থীয় ১:৭-৮)

উপরের আয়াতগুলো এই বিষয়য়ের উপর জোর দিয়েছে যে, যুগের শেষে আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের আগমন পর্যন্ত এই দানগুলো যথাযথভাবে চলমান থাকবে। বাস্তবিক দানগুলো প্রত্যাহার করা হবে, এই ইঙ্গিতের চেয়ে ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করে যে, এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার যুগ আসা পর্যন্ত তারা ক্রমবর্ধমানভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করবে।

> *"শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে। এমন কি, সেই সময়ে আমার গোলাম ও বাঁদীদের উপরে আমি আমার রূহ্ ঢেলে দেব, আর তারা নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র কালাম বলবে। আমি উপরে আসমানে আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা দেখাব, আর নীচে দুনিয়াতে নানা রকম চিহ্ন দেখাব, অর্থাৎ রক্ত, আগুন ও প্রচুর ধোঁয়া দেখাব। মাবুদের সেই মহৎ ও মহিমাপূর্ণ দিন আসবার আগে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে ও চাঁদ রক্তের মত হবে।"*
>
> (প্রেরিত ২:১৭-২০)

পাক-কিতাবের এই অংশ প্রভু ঈসা মসীহের গৌরব এবং প্রতাপে আগমনের দিন সম্পর্কে বলে। এটি সুস্পষ্ট যে, অলৌকিক দানগুলো এখানে– ভবিষ্যদ্বাণী নানা নকম ভাষায় কথা বলা, গুপ্ত সত্য প্রকাশ করা সম্পর্কে বলেছে। পাক-রূহের অলৌকিক কার্যের সামগ্রিক চিত্র হল– এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার যুগ আসা

পর্যন্ত এটি চলমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে যখন পিতর দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন ঐ সময় যদি তাঁরা শেষকালে অবস্থিতি করেন তাহলে দুই হাজার বছর পরে আমরা শেষ কালের আরও কত না নিকটবর্তী হয়েছি! যদি শেষ কালে মণ্ডলীতে দানগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, আমরা একেবারে শেষ কালে উপস্থিত হয়েছি, তাহলে আমাদের দানগুলো আরও বেশি প্রকাশ করার জন্য প্রত্যাশা করতে হবে। ঘটনাগুলো যথাযথভাবে ঘটছে। যে সময়ে এখন আমরা বাস করছি প্রায় প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমান পরিমাপে দানগুলো প্রত্যার্পণ করা হবে।

মন্ডলীতে রূহানী দানের কাজের বৃদ্ধির আর একটি কারণ রয়েছে। শয়তানের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেষ কালের যত কাছাকাছি আমরা আসছি শয়তান তত বেশি যুদ্ধাবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং সে যা করতে চায় এজন্য উপায় এবং মাধ্যম খুঁজছে যেন তাদের মধ্য দিয়ে সে তার অলৌকিক শক্তির ব্যবহার করতে পারে এবং প্রকাশ করতে পারে। পৌল ১ তীমথিয় ৪:১ আয়াতে লিখেছেন *"পাক-রূহ্ পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, ভবিষ্যতে কিছু লোক ঈসায়ী ঈমান থেকে দূরে সরে যাবে এবং ছলনাকারী রূহ্ ও ভূতদের শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়বে।"* লক্ষ্য করুন শেষকালে প্রলুব্ধকারী ধর্মীয় রূহ্ এবং বদরূহ্ ক্রমবর্ধমান তৎপরতার মাধ্যমে মন্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষা নিয়ে আসবে। এটি কত অযৌক্তিক যে যেখানে আল্লাহ্ তার লোকদের মাধ্যমে শয়তানের শক্তিকে খর্ব করতে চান সেখানে কি করে তিনি গোলামদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার জন্য শয়তানকে শক্তি বৃদ্ধি করার অনুমতি দেবেন।

যখন অবশ-রোগীরা হেঁটে বেড়ায় ও অন্ধরা দেখতে পায় তখন লোকেরা জানে যে, ঈসা মসীহ্ সেখানে আছেন।

এরপর পৌল তীমথিয়ের প্রতি তার দ্বিতীয় পত্রে লিখেছেন, *"এই কথা মনে রেখো যে, শেষ কালে ভীষণ সময় উপস্থিত হবে। মানুষ কেবল নিজেকেই ভালবাসবে, টাকার লোভী হবে, গর্ব করবে, সবাইকে তুচ্ছ করবে, সকলের দুর্নাম করবে, আর মা-বাবার অবাধ্য হবে। তারা অকৃতজ্ঞ ও ভয়হীন হবে, তাদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা থাকবে না, আর তারা ঝগড়া করে আপোস করবে না। তারা পরের নিন্দা করবে, নিজেকে দমন করতে পারবে না, নিষ্ঠুর হবে, আর যা ভাল তা ঘৃণা করবে। তারা বেঈমান, অন্যায়কারী ও অহংকারে পূর্ণ হবে। আল্লাহ্‌কে ভাল না বেসে তারা জাগতিক সুখকে ভালবাসবে। বাইরের চেহারা দেখলে মনে হবে যেন আল্লাহ্‌কে তারা কত না ভয় করে, কিন্তু আসলে আল্লাহ্-ভয়ের শক্তিকেই তারা অস্বীকার করে। এই রকম লোক এই রকম লোকদের কাছ থেকে দূরে থেকো।*

(২ তীমথিয় ৩:১-৫)

শেষকালে আমরা আমাদের চারিদিকে মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয় দেখতে পাব। কিছু কিছু লোক যারা ঐ নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকবে। তারা আল্লাহ্‌র ভক্তির ভানকারী ধর্মপরায়ন হবে। কিন্তু এর শাক্তিকে অস্বীকার করবে। পাক-রূহের শক্তি হল প্রকৃত আল্লাহ্ ভক্তির শক্তি। এইজন্য আমরা শেষকালে মন্ডলীতে পাক-রূহের উপস্থিতি এবং শক্তিকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে সতর্ক হব।

২ তীমথিয় ৩:১৩ আয়াতে শেষকাল সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা বলেছি, *"কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও ভণ্ডেরা দিন দিন আরও খারাপ হবে। তারা অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাবে আর নিজেরাও ভুল পথে চালিত হবে।" "প্রবঞ্চকেরা"* শব্দের গ্রীক অনুবাদে যাদুকর বা যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে শয়তানের ক্ষমতার চর্চা করে তাদের বুঝানো হয়েছে। তাহলে ঈসায়ীদের ক্রমাগতভাবে পাক-রূহের দ্বারা আরো কত বেশি শক্তিতে ভূষিত হতে হবে?

সত্য # ৭:

পরিচর্যার জন্য বাপ্তিস্ম এবং দানগুলো অপরিহার্য

তারা জগতে তার অস্তিত্ব উপস্থিতি ছাড়া, অলৌকিকভাবে পাক-রূহের শক্তি দ্বারা ভূষিত না হওয়া পর্যন্ত ঈসা তার নিজ প্রেরিতদের বাইরে যেতে এবং তবলিগ, পরিচর্যা অথবা তার পক্ষে কোন ধরনের সেবা কাজ শুরু করার অনুমতি দেন নি। আমরা দেখেছি যে, তার জাগতিক পরিচর্যা কাজের শেষে তিনি তার অনুসারীদের বলেছেন, *"দেখ, আমার পিতা যা দেবার ওয়াদা করেছেন তা আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। বেহেশত থেকে শক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এই শহরেই থেকো"* (লূক ২৪:৪৯)। প্রতিজ্ঞাত পাক-রূহ তার উপর নেমে না আসা পর্যন্ত তারা জেরুশালেম শহরে অপেক্ষা করেছিলেন।

প্রেরিত ১:৮ আয়াতে এটি আবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, বেহেশতে তুলে নেবার আগে ঈসা তার শেষ কথায় একইভাবে সতর্ক করেছিলেন: *"তবে পাক-রূহ্ তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর জেরুজালেম, সারা*

এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।” তিনি দর্শন দেখেছেন, পাক-রূহের অলৌকিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সব সময় ক্রমাগতভাবে সুসমাচার প্রচারিত হবে।

সত্য # ৮:

“চিহ্নগুলোর অনুবর্তী” সহ সুসমাচার তবলিগ করা হবে,

“ঈসা সেই সাহাবীদের বললেন, “তোমরা দুনিয়ার সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ কর। ... যারা ঈমান আনে তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে– আমার নামে তারা ভূত ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলে ধরবে, যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, আর তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা ভাল হবে।” সাহাবীদের কাছে এই সব কথা বলবার পরে হযরত ঈসাকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হল। সেখানে তিনি আল্লাহ্‌র ডান দিকে বসলেন। পরে সাহাবীরা গিয়ে সব জায়গায় তবলিগ করতে লাগলেন। হযরত ঈসা তাঁদের মধ্য দিয়ে তাঁদের সংগে কাজ করতে থাকলেন এবং তাঁদের অলৌকিক কাজ করবার শক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তাঁরা যা তবলিগ করছেন তা সত্যি।”

(মার্ক ১৬:১৫, ১৭-২০)

এটি হল আল্লাহ্‌র আদর্শ। আমরা সুসমাচার তবলিগ এবং তিনি চিহ্নগুলোর অনুবর্তী সহ কালাম দৃঢ় করবেন। মার্ক পাঁচটি চিহ্নগুলোর তালিকা দিয়েছেন যা ঈমানদারদের দ্বারা এবং ঈমানদারদের কাছে সুসমাচার তবলিগের অনুবর্তী হবে। সমস্ত সৃষ্টি সুসমাচার না শোনা পর্যন্ত এবং সমস্ত পৃথিবীতে সুসমাচার তবলিগ না হওয়া পর্যন্ত চিহ্নগুলো অনুবর্তী সহ অব্যহতভাবে এই তবলিগের কাজ চলতে থাকবে। এখন পর্যন্ত চিহ্নগুলো প্রকাশের কাজ বন্ধ না হওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত তবলিগের কাজ চলছে।

কিভাবে সুসমাচার এবং অনুবর্তী চিহ্নগুলো আদি মন্ডলীতে প্রদর্শিত হয়েছিল তা স্মরণ করুন। সামেরিয়ায় ফিলিপের তবলিগে, অলৌকিক চিহ্নগুলো যা তার তবলিগের অনুবর্তী ছিল। তিনি তার বাণীতে সাক্ষ্য রেখেছিলেন।

“এই কথা শোনামাত্র অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল। এই ঘটনার কথা যারা শুনল তারা সবাই ভীষণ ভয় পেল। পরে যুবকেরা উঠে তার গায়ে কাফন দিয়ে জড়াল এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে দাফন করল। এর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে অননিয়ের স্ত্রী সেখানে আসল, কিন্তু কি ঘটেছে তা সে জানত না।” (প্রেরিত ৮:৫-৭)

প্রেরিত ২৮ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, পৌল এবং তার সঙ্গীরা জাহাজ ডুবির ফলে মাল্টা দ্বীপে উঠেছিলেন। দুটি অলৌকিক কাজ ঐ এলাকার অ-ইহুদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের কাছে সুসমাচারের তবলিগের পথ খুলে গিয়েছিল: মারাত্মক বিষধর সাপের কামড়ের পরও বেঁচে থাকা এবং পুব্লিয়র পিতার জ্বর এবং আমাশয় রোগ থেকে সুস্থ করেছিলেন এবং ঐ দ্বীপের অন্য রুগীরাও সুস্থ হয়েছিল। এটি অধিক পরিমানে সেমিনারী প্রশিক্ষণ ছিল না, কিন্তু এটি ছিল আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অলৌকিক প্রকাশ যা লোকদের পৌলের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত করেছিল। বর্তমান জগতে একই রকম অবস্থা বিদ্যমান। রোমীয় ১৫:১৮-১৯ আয়াতে পৌল বলেছেন,

পরিপূর্ণরূপে সুসমাচার প্রচার করার মানেই হল সেখানে অতি-প্রাকৃতিক চিহ্নগুলো বর্তমান রয়েছে।

“মসীহ্‌ আমার মধ্য দিয়ে যা করেছেন তার বাইরে কোন কথা বলবার সাহস আমি করব না। তিনিই আমার কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে, কুদরতি ও চিহ্ন-কাজের মধ্য দিয়ে এবং পাক-রূহের শক্তি দিয়ে অ-ইহুদীদের আল্লাহ্‌র বাধ্য করেছেন। তার ফলে আমি জেরুজালেম থেকে শুরু করে ইল্লুরিকা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় মসীহের বিষয় সুসংবাদ সম্পূর্ণভাবে তবলিগ করেছি।”

মসীহের সুসমাচার সম্পূর্ণভাবে তবলিগ করার অর্থ কি? এর অর্থ হলো নানা চিহ্ন ও অদ্ভুদ লক্ষণের পরাক্রমে পাক-রূহের শক্তির দ্বারা অলৌকিক সাক্ষ্য দান। এই অলৌকিক সাক্ষ্য দানের ফলাফল কি? এটি অ-ইহুদীদের আজ্ঞাবহ করেছিল।

এছাড়া, আমি এটি আমার বিশাল মিশনারীর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছি। নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের পরাক্রমের প্রকাশ ছাড়া কেবল নির্দিষ্ট পরিমানে আজ্ঞাবহতা লাভ করতে পারবেন। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান এবং ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ মেনে নেওয়া, যেমন বাপ্তিস্ম এবং মন্ডলীর সদস্যপদ। তথাপি আল্লাহ্‌র অলৌকিক শক্তি যা লোকদের কাছে প্রকৃত এবং জীবন্ত আল্লাহ্‌কে প্রকাশ করে, যা লোকদের আল্লাহ্‌র কাছে অকপট হৃদয়ে আত্মসমর্পণ করায়। এটি তা-ই যা লোকদের পরিবর্তীত করেছিল এবং তাদের প্রকৃত সাহাবী করেছিল।

কেন আমরা সুসমাচারের বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনোযোগ দেব এ সম্পর্কে ইবরানী কিতাবের লেখক তিনটি কারণ দেখিয়েছেন:

"তাহলে নাজাতের জন্য আল্লাহ্ এই যে মহান ব্যবস্থা করেছেন তা যদি আমরা অবহেলা করি তবে কি করে আমরা রেহাই পাব? নাজাত পাবার কথা প্রথমে হযরত ঈসাই বলেছিলেন এবং যাঁরা তা শুনেছিলেন তাঁরা আমাদের কাছে সেই নাজাতের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সেই সংগে আল্লাহ্ও অনেক চিহ্ন এবং কুদরতি ও শক্তির কাজ দ্বারা আর নিজের ইচ্ছা অনুসারে পাক-রূহের দেওয়া দান দ্বারা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।"

(ইবরানী ২:৩-৪)

সুসমাচার নীচে উল্লেখিত কারণ সমূহের সম্পর্কে গভীর মনোযোগী হতে আদেশ করছে। প্রথমত এটি স্বয়ং ঈসা মসীহের মাধ্যমে ঘোষিত হওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত: যারা নিজে উপস্থিত থেকে তার কথা শুনছেন, যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের দ্বারা এই সব লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তৃতীয়ত: আল্লাহ্ পাক-রূহের অলৌকিক চিহ্নকাজ এবং দানের মাধ্যমে তার কালামের সাক্ষ্য বহন করছেন। যাদের কাছে আমরা তবলিগ করি যদি আমরা তাদের কাছে আল্লাহ্র প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতার দাবী করি তাহলে আমাদের সুসমাচার তবলিগ করার দায় দায়িত্ব রয়েছে যা আল্লাহ্র মাধ্যমে অলৌকিক ভাবে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

রূহানী দান সকলের জন্য ব্যবহারিক উপদেশ

আমি এখন আপনাদের রূহানী দান সকলের ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ব্যবহারিক নির্দেশনা দিতে চাই।

ঈমানদারদের মণ্ডলীর মধ্যে পাক-রূহের দানগুলো কাজ করে থাকে

প্রথমত: পাক-রূহের দান সকলের উদ্দেশ্য হল একমতাবলম্বী ঈসায়ীদের সমাবেশের মধ্যে কাজ করা। মথি ৫:১৫, আমরা পাঠ করি, *"কেউ বাতি জ্বেলে ঝুড়ির নীচে রাখে না কিন্তু বাতিদানের উপরেই রাখে। এতে ঘরের সমস্ত লোকই আলো পায়।"* প্রকাশিত কালাম ১:২০ আয়াতে উল্লেখিত সাতটি প্রদীপ আসন সাতটি মন্ডলী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসের সময়কালীন প্রদীপসমূহ তেল দ্বারা পূর্ণ থাকত এবং প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় থাকত। যদি কোন

BACIB | International Bible CHURCH

আলোকিত প্রদীপ প্রকৃত ভাল কাজে ব্যবহার করা হত তাহলে তা প্রদীপ আসনের উপর রাখা হতো। যদি আপনি তা কোন ধরনের পাত্রের নীচে রাখেন যদিও তা আলো দেয়, কিন্তু তা ঘরের সব জায়গায় প্রকৃত আলো দেবে না।

মোসাল ২০:২৭ আয়াত বলে, *"মানুষের রূহ্ হল মাবুদের বাতি; তা মানুষের অন্তরের গভীর জায়গাগুলো খুঁজে দেখে।"* পাক-রূহের বাপ্তিস্মে একজন ব্যক্তির রূহ প্রজ্বলিত হয় এবং তা দহের জন্য স্থাপন করা হয়। তথাপি এটি যথেষ্ট নয়। প্রজ্বলিত প্রদীপ অবশ্যই এর-পর সঠিক স্থানে, প্রদীপ-আসনের উপর স্থাপন করতে হবে, যা মন্ডলী, ঈসায়ী দল, একত্রে কাজ করা মসীহের দেহকে উপস্থাপন করে।

পাক-রূহের দানগুলো কার্যকর করার জন্য অন্যান ঈমানদারদের সঙ্গে সহভাগি খুবই প্রয়োজনীয়।

যদি আপনি যথার্থভাবে ঈমানদারদের দলের যুক্ত না থাকেন যারা দানগুলো বিশ্বাস করেন এবং তা ব্যবহার করেন, তাহলে যার মধ্যে আপনি প্রকৃতভাবে রূহানী দান সকলের কাজ করবেন তা পরিমাপ করার খুব নির্দিষ্ট সীমা থাকবে। আপনি ব্যর্থ হবেন এবং অবশেষে সম্ভবত আপনি নিভে যাবেন এবং আপনি ধূমায়িত পাত্রের মত হবেন যা এক সময় অব্যহতভাবে জ্বলছিল। আপনাকে অবশ্যই অন্য ঈমানদারদের সঙ্গে সহভাগীতায় যুক্ত থাকতে হবে যারা একই সত্যে এবং একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এরপর আসনের উপরে এই সকল পৃথক প্রদীপগুলোর একত্রিত আলো ঘরের মধ্যে অন্য সকলকে প্রকৃত আলো প্রদান করবে। পাক-রূহের দানগুলো যথার্থভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বিষয় হলো অন্য ঈমানদারগণের সঙ্গে সহভাগীতা রক্ষা করা, যারা এই সমস্ত দান একইভাবে ব্যবহার করে থাকেন।

অঙ্গ-প্রতঙ্গে আপনার কাজ খুঁজে দেখুন

দ্বিতীয় বিশেষ উপদেশ যা প্রেরিত পৌল প্রকাশ করেছেন:

"আমাদের প্রত্যেকের শরীরের অনেকগুলো অংশ আছে, কিন্তু সব অংশগুলো একই কাজ করে না; ঠিক সেভাবে আমরা সংখ্যায় অনেক হলেও মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে একটা শরীরই হয়েছি। আমাদের সকলের একে অন্যের সংগে যোগ আছে। আল্লাহ্র রহমত অনুসারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দান পেয়েছি। সেই দান যদি নবী হিসাবে আল্লাহ্র

> *কালাম বলবার ক্ষমতা হয় তবে বিশ্বাস অনুসারে সে আল্লাহ্‌র কালাম বলুক। যদি তা সেবা করবার ক্ষমতা হয় তবে সে সেবা করুক। যে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা পেয়েছে সে শিক্ষা দিক; যে উৎসাহিত করবার ক্ষমতা পেয়েছে সে উৎসাহিত করুক; যে অন্যকে দান করবার ক্ষমতা পেয়েছে সে সরল মনে দিক; যে নেতা হবার ক্ষমতা পেয়েছে সে আগ্রহের সংগে পরিচালনা করুক; যে অন্যদের সাহায্য করবার ক্ষমতা পেয়েছে সে খুশী মনে তা করুক।"* (রোমীয় ১২:৪-৮)

পৌল বিভিন্ন দানের তালিকা দিয়েছেন যা আমরা সম্পাদন করতে পারি। তথাপি তিনি বলেছেন সকল ঈমানদারগনের এই রকম কাজ নয়। দানগুলো সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। মসীহের দেহে আপনার কি কাজ রয়েছে তা আপনাকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। আল্লাহ্‌ আপনার জন্য দেহে সুনির্দিষ্ট একটি স্থান রেখেছেন, সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করার জন্য কাজ দিয়েছে। যদি তিনি আপনাকে হাত দেওয়ার জন্য নিয়োজিত করেন তাহলে পা হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করলে কোন উপকার সাধিত হবে না। কারণ এর ফলে আপনি সব সময় অসফল হবেন এবং কখনো এতে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হবেন না।

দেহে আমাদের কাজ উদঘাটন এবং প্রজ্ঞার জন্য মুনাজাতের মধ্য দিয়ে খুঁজে পাব, আমাদের রূহানী শক্তির এবং যে ক্ষেত্রে আমরা সেবা কাজ করার জন্য আকাঙ্খী তার মূল্য নিরূপন করার দ্বারা এবং ঈমানদারদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে যে কিভাবে তারা আমাদের দেহে কাজ করতে দেখেছে এবং কোথায় আমরা অংশ-গ্রহণ করছি। আর একটি বিষয় আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে তা হলো, মসীহের দেহে আমাদের কাজ আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দেওয়া ঈমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পাক-কিতাব আমাদের বলে যে আল্লাহ্‌ আমাদের একটি পরিমানে ঈমান দান করেছেন (দেখুন রোমীয় ১২:৩)। যদি আল্লাহ্‌ আপনাকে একটি হাত হওয়ার জন্য সংকল্প করেন তাহলে তিনি হাত হিসাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান প্রদান করবেন। তিনি পা হিসাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান প্রদান করবেন না। যে সমস্ত লোকেরা সব সময় ঈমানের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে তারা প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি জ্ঞাত করে যে তারা দেহে যথাযথ স্থানে স্থাপিত নেই। আমাদের শারীরিক দেহের মধ্যে আমার হাত, হিসাবে কাজ করার জন্য কোন সমস্যা হয় না। এটি কোন প্রকার বিরুক্তি বা গোলমাল ছাড়া কাজ করে। এটি সচেতন ভাবে বল প্রয়োগের দ্বারা চেষ্টা করা নয়। আমি যদি আমার হাতকে পায়ের মত কাজ করবার জন্য চেষ্টা করি তাহলে যে কোন উপায়ে এটি সব সময় বল প্রয়োগের দ্বারা

কঠোরভাবে চেষ্টা করতে থাকবে। এতে ব্যর্থতা এবং বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটবে কারণ আমার হাত এর জন্য স্বংকল্পবদ্ধ নয়। অধিকিন্তু, যেখানে ঈসাইরা বল প্রয়োগ এবং প্রতিকূলতার ফলে সহজেই এবং অব্যাহতভাবে ঈমানের জন্য নৈরাশ্যে ভুগছে, তাহলে আপনি নিশ্চিত হবেন যে, তারা দেহের সেই স্থানে নেই যেখানে তাদের স্থাপিত থাকা উচিৎ ছিল। খোদায়ীভাবে তাদের যে কাজে মনোনীত করা হয়েছিল, সেই কাজ তারা সমাধা করে নি।

যদি আপনি দেহের মধ্যে সঠিক কাজ খুঁজে পান, তখন আপনি আবিষ্কার করবেন যে, আপনার বিশ্বাস দরকার।

যদি আপনি দেহে আপনার প্রকৃত কাজ দেখতে পান, তাহলে বুঝতে হবে আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে আল্লাহ্‌ আপনাকে সমানুপাতে এবং একটি পরিমানে ঈমান দান করেছেন, এইজন্য এই বিশেষ কাজ করবার প্রয়োজন রয়েছে। যখন আপনি আপনার স্থান কোথায় তা বুঝতে পারবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে, ঈমানও এর সঙ্গে চলছে। মসীহের দেহে আমাদের কাজ সম্পাদন করবার মাধ্যমে, ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাধ্য হতে চাওয়ার জন্য দানগুলো ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে আমাদের জীবনে প্রকাশ পাবে। এই দানগুলোর সঙ্গে আমাদের কাজের মিল থাকতে হবে এত আমাদের কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন লোককে তবলিগকারী হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তাহলে তিনি হয়তো আরোগ্য সমাধানের নানা মেহেরবানী দান, অথবা কুদরতি কাজ করবার গুণ লাভ করতে পারেন। যদি কোন লোককে নবী হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তাহলে তিনি হয়তো প্রজ্ঞার বাক্য, জীবনের বাক্য এবং ভাল মন্দ রূহদের চিনে নেবার শক্তি লাভ করতে পারেন। যদি আপনি বুঝতে না পারেন যে, আপনার প্রকৃত কাজ কি, তাহলে যথার্থ দানগুলো আপনার জীবনে কখনো কাজ করবে না। তথাপি যদি আপনি আপনার কাজগুলো কি তা বুঝতে পারেন তাহলে ঈমানের মধ্য দিয়ে দান সকলের কাজগুলোর বিকাশ সাধন করুন যা আপনার কাজগুলো কার্যকর হওয়ার জন্য আবশ্যক।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী দানগুলো বিতরণ করা হয়

আমাদের অবশ্যই একথাও মনে রাখতে হবে যে, দানগুলো বিতরণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে। ১ করিন্থীয়, ১২:১১ আয়াত বলে, "*এই সমস্ত*

BACIB
International Bible CHURCH

কাজ সেই একই পাক-রূহ্ করে থাকেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন।" আর ইবরানী ২:৪ আয়াত বলে, *"সেই সংগে আল্লাহ্‌ও অনেক চিহ্ন এবং কুদরতি ও শক্তির কাজ দ্বারা আর নিজের ইচ্ছা অনুসারে পাক-রূহের দেওয়া দান দ্বারা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।"* আমরা আমাদের ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থাপন করতে এবং "আমি এই দানটি বা ঐ দানটি লাভ করব", এই কথা বলতে অসমর্থ। *"কারণ যত লোক আল্লাহ্‌র রূহ দ্বারা চালিত হয় তারাই আল্লাহ্‌র সন্তান"* (রোমীয় ৮:১৪)। যদি আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান হিসাবে জীবন ধারণ করতে চাই তাহলে পাক-রূহের পরিচালনায় নিজেদের উন্নতি সাধন করতে হবে। এটি হল সমগ্র ঈসায়ী মৌলিক আবশ্যক বিষয়। এটি অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে রূহানী দানের কাজে বেশি প্রযোজ্য।

পাক-রূহের প্রকাশ করার বিশেষ দান বা দানগুলো যা তিনি আমাদের দিয়েছেন এবং আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরাও অন্যান্য দানগুলোও প্রয়োজনীয় বিশেষ মুহূর্তে ব্যবহার করি। যদিও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের দানগুলো দেওয়া হয়েছে তবুও আমরা এই মুনাজাত করতে পারি যেন দানগুলো আমাদের জীবনে প্রকাশিত হয় এবং যেন পাক-রূহ্ আমাদের যে সমস্ত দান দিতে চান তা গ্রহণ করতে পারি এবং প্রকাশ করতে পারি।

যখন কিছু কিছু লোক দান সকলের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করে যা তাদের নয়, অন্যরা তখন আরো আত্মপ্রসন্ন লাভ করে এবং তাদের মনোভাব এই রকম "যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয় তাহলে তিনি আমাকে একটা দান দিতে পারেন।" যদি আপনি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য রক্ষা পেয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ তা শুনবেন। কিন্তু যদি আপনি কয়েক বছরের জন্য রক্ষা পেয়ে থাকেন এবং যদি এটাই আপনার মনোভাব হয়ে থাকে এটি হলো সচারচর অলসতার ফল। এজন্য শেষ কালে তার কালামে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আপনাকে আরো বেশি করে জানতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ্‌র কালামে প্রকাশিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই যেন সমস্ত ঈমানদারগণ নির্দিষ্ট দানগুলো লাভ করেন। নানা রকম ভাষা বলবার এই দানগুলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য এবং ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য। পৌল লিখেছেন, *"আমি চাই যেন তোমরা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পার, কিন্তু আরও বেশী করে চাই যেন তোমরা নবী হিসাবে কথা বলতে পার। অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে, জামাতের লোকদের গড়ে তুলবার জন্য যদি সে তার কথার মানে বুঝিয়ে না দেয়, তবে তার চেয়ে নবী হিসাবে যে কথা বলে সে-ই বরং বড়"* (১ করিন্থীয় ১৪:৫)।

আপনি বলতে পারেন এটি কেবল মাত্র পৌলের মতামত। কিন্তু এর খুব অল্প সময় পর তিনি লিখেছেন, *"যদি কেউ নিজেকে নবী বলে বা রূহানী লোক বলে মনে করে তবে সে স্বীকার করুক যে, আমি তোমাদের কাছে যা কিছু লিখলাম তা সবই প্রভুর হুকুম"* (আয়াত ৩৭)। পৌল তার নিজের মতামত লিখেন নি। তিনি খোদায়ী ক্ষমতা দিয়ে খোদায়ী প্রত্যাদেশের মাধ্যমে লিখেছেন। সমস্ত ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নানা রকম ভাষায় কথা বলা এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই দান সকলের জন্য আমাদের মুনাজাত করা প্রয়োজন এবং এই দানগুলো ব্যবহার করার জন্য পদক্ষেপ রাখা।

অধিকন্তু কতজন ঈমানদার ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারেন? সকলেই। কতজন নানা রকম ভাষায় কথা বলতে পারেন? সকলেই। যদি কারো মনে সন্দেহ থাকে যে তারা রূহানী দান গ্রহণ করুক এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কিনা, তারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, নানা ভাষায় কথা বলা এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলা সমস্ত ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌ ইচ্ছা– সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, যা হলো আল্লাহ্‌র কালাম।

যদি আপনি চান তাহলে আপনি পাবেন

যখন আমরা রূহানী দানের জন্য মুনাজাত করব, যেমন ভবিষ্যদ্বাণী– বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করা অথবা অন্য রূহানী দানের জন্য যা আমাদের কাজের জন্য অনুপ্রাণীত করবে– তাহলে আমরা অবশ্যই ঈমানে তা লাভ করব। আমরা বুঝতে পারব যে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইব তাই পাব। যা উত্তম তিনি তা-ই আমাদের দেবেন, তাই চাওয়ার জন্য আমরা যেন কোন ভয় না করি।

পাক-রূহের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ঈসা বলেছেন,

> *"এইজন্য আমি তোমাদের বলছি, চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; তালাশ কর, পাবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য খোলা হবে। যারা চায় তারা প্রত্যেকে পায়; যে তালাশ করে সে পায়; আর যে দরজায় আঘাত করে তার জন্য দরজা খোলা হয়। তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে আছে, যে তার ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, কিংবা মাছ চাইলে সাপ দেবে, কিংবা ডিম চাইলে বিছা দেবে? তাহলে তোমরা খারাপ হয়েও যদি তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তবে যারা বেহেশতী পিতার কাছে চায়, তিনি যে তাদের পাক-রূহ্‌কে দেবেন এটা কত না নিশ্চয়!"* (লূক ১১:৯-১৩)

BACIB
International Bible
CHURCH

মথি ৭ অধ্যায় থেকে আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ দেখতে পাই, ঈসা বলেছেন, *“তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে আছে, যে তার ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, কিংবা মাছ চাইলে সাপ দেবে”* (আয়াত ১১)।

পাক-রূহে বাপ্তিস্ম সম্পর্কে এই অংশসমূহ উল্লেখ করার সময় আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু আমরা চাইব তার নীতির উপর জোর দিয়েছে, এর মধ্যে পাক-রূহের ব্যক্তিগত দান সকলের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি আমরা বেহেশতী পিতার কাছে দানের জন্য যাঞ্চা করি তাহলে যা কিছু আমরা গ্রহণ করব তা নিয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। ঈসা বলেছেন যদি আমরা আল্লাহ্‌র কাছে ভাল কিছুর জন্য যাঞ্চা করি তাহলে কি তিনি মন্দ কিছু দিবেন? উত্তর হলো কখনো না। যদি আপনি রুটি চান তাহলে আপনাকে কি দিবেন? রুটি দিবেন। যদি আপনি ডিম চান তাহলে তিনি আপনাকে কি দিবেন? ডিম দিবেন। যদি আপনি মাছ চান তাহলে তিনি আপনাকে কি দিবেন? মাছ দিবেন। যদি আপনি ভবিষ্যদ্বাণী বলার দান চান, তাহলে তিনি আপনাকে কি দিবেন? ভবিষ্যদ্বাণী বলার দান। এটি হল আল্লাহ্‌র কালামে লিখিত নিশ্চয়তা যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে ভাল কিছু চান তাহলে আপনি যা করেছেন ঠিক তাই আপনি পাবেন। সর্বোপরি মনে রাখবেন, যা ভাল, যদি এমন কিছু আপনি চান তাহলে যা মন্দ এমন কোন কিছুই আপনাকে দেওয়া হবে না।

যদি আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ভালকিছু চান তবে তিনি কখনও আপনাকে মন্দকিছু দেবেন না।

যদি আপনি দোকান থেকে লিখিত ওয়ারেন্ট সহ কোন ওয়াশিং মেশিন কিনেন, এতে যদি আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে তাহলে আপনি দোকানে ফিরে গিয়ে ওয়ারেন্টি অনুসারে পরিশোধ করা সম্পূর্ণ টাকা দাবী করবেন না। আমাদের প্রত্যেকেরই পাক-রূহে যথেষ্ট পরিমানে ঈমান রয়েছে। যদি অনেক ঈমানদারদের আল্লাহ্‌র প্রতি এভাবে অর্ধেক ঈমান থাকে তাহলে তারা পাক-রূহের মধ্যে আছে। তারা এখনই দানের ক্ষেত্রে বিচরণ করবে। এর অর্থ হল আল্লাহ্‌কে তার কালামে গ্রহণ করেছে। যখন আপনি চাইবেন যা ন্যায্য আপনি তা পাবেন।

আপনি যা চেয়েছেন, যখন আপনি তা পাবেন তখন আপনি হয়তো অবাক হয়ে যাবেন। যখন আপনি চাইবেন, উত্তর হলো, আপনি পাবেন। *“সেজন্য আমি তোমাদের বলছি, মুনাজাতের মধ্যে তোমরা যা কিছু চাও, বিশ্বাস কোরো তোমরা তা পেয়েছ, আর তোমাদের জন্য তা-ই হবে”* (মার্ক ১১:২৪)। কখন আপনি তা গ্রহণ করবেন? যখন আপনি চাইবেন। *“এর পরে ঈসা সেই লোকটিকে বায়তুল-মোকাদ্দসে দেখতে পেয়ে বললেন, “দেখ, তুমি ভাল হয়েছ। গুনাহে জীবন আর কাটায়ো না, যেন তোমার আরও ক্ষতি না হয়।” তখন সেই লোকটি গিয়ে ইহুদী নেতাদের বলল যে, তাকে যিনি ভাল করেছেন তিনি ঈসা”* (ইউহোন্না ৫:১৪-১৫)।

শয়তানের সব সময় একটি আগামী কাল রয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে এখনই হলো আল্লাহ্‌র সময়। *“আল্লাহ্ পাক-কিতাবে বলেছেন, “উপযুক্ত সময়ে আমি তোমার কথা শুনেছি এবং নাজাত পাবার দিনে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি।” দেখ, এখনই উপযুক্ত সময়, আজই নাজাত পাবার দিন”* (২ করিন্থীয় ৬:২)। যদি আপনি শয়তানের আগামী কালের দিকে মনোযোগ দেন তাহলে আপনি কখনো আল্লাহ্‌র বর্তমান উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। মনে করুন আপনি বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার দান চাইলেন এবং আপনি তা লাভ করলেন। আপনি কি করবেন? আপনি বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবেন। তাহলে এর আগে আমরা যে ভাবে আলোচনা করেছি ঠিক সেই ভাবে নিশ্চয়ই ঈমানদারদের সমাবেশে যথাযথভাবে প্রয়োগ করবেন।

আপনি হয়তো বলবেন, “আপনি এর আগে এটা করিনি। যা ন্যায্য যদি আমি তা বলতে না পারি?” নিজেকে প্রশ্ন করুন, “আমি কি যা ন্যায্য তা চেয়েছিলাম নাকি যা মন্দ তা চেয়েছিলাম?” যদি উত্তর এরকম হয় যে, যা ন্যায্য তাই চেয়েছিলাম, তা হলে এরপর নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন “আমি কি বিশ্বাস করি যে আমি তা পেয়েছি?” যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, আপনি তা পেয়েছেন, তাহলে আপনি বিশ্বাসে পদক্ষেপ রাখেন, তাহলে যা ন্যায্য তাই ঘটবে। আপনি কি করে জানবেন? কারণ আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন। আপনি যা অনুভব করেন বা অন্য কেউ যা বলে তার দ্বারা এটি ঘটে না, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র কালাম ঘোষণা করেছে যদি আপনি যা ন্যায্য তাই চান তাহলে আপনি তা পাবেন। এটি করার পর আপনাকে সব কিছু করতে হবে।

এটি ভবিষ্যদ্বাণী বলার ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার কালাম অনুযায়ী যা কিছু প্রকাশিত হয় বলে আপনি বুঝতে পারেন সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখন আপনি তা চাইবেন, আপনি তা পাবেন। যখন আপনি তা পাবেন আপনি তা ব্যবহার করবেন। যদি আপনি তা ব্যবহার না করেন তাহলে বুঝতে হবে আপনি তা পান নি। এটি হলো ঈমানের পদ্ধতি।

যারা যাবে চিহ্নগুলো তাদের অনুবর্তী হবে

পরবর্তী বিশেষ নির্দেশনা হল এই চিহ্নগুলো তাদের অনুবর্তী হবে যারা "যাবেন"। এটি দানগুলো ঈমানের সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য এবং তা ব্যবহার করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের দানগুলোকে কেবল মতবাদ বলে মনে করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র পরিচর্যা কাজে বাধ্য থাকার মাধ্যমে এবং আমাদের ঈমান সহভাগ করার মাধ্যমে আমাদের করণীয় কাজ করতে হবে। কারণ আমরা সব সময় দেখতে পাই যে, এই ভাবেই আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে দানগুলো প্রকাশিত হয়। ঈসা তার সাহাবীদের বলেছেন, *"ঈসা সেই সাহাবীদের বললেন, "তোমরা দুনিয়ার সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ কর।"* (মার্ক ১৬:১৫)। ঈসার বেহেশতে চলে যাওয়ার পর, সাহাবীরা, *"পরে সাহাবীরা গিয়ে সব জায়গায় তবলিগ করতে লাগলেন। হযরত **ঈসা তাঁদের মধ্য দিয়ে তাঁদের সংগে কাজ করতে থাকলেন** এবং তাঁদের অলৌকিক কাজ করবার শক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তাঁরা যা তবলিগ করছেন তা সত্যি"* (আয়াত ২০)।

ঈমানদারগণ মন্ডলীতে কেবল বসে থাকবে না তাদের তবলিগ করার জন্য বাইরে যেতে হবে। যদি আপনি আপনার গাড়ি মন্ডলীর গাড়ি রাখার স্থানে রাখেন এবং আপনার জীবনে অবশিষ্ট্য দিনগুলো সেখানেই অবস্থান করেন, তাহলে অন্যরা কিভাবে অনুসরণ করবে? আপনি কেবল সেই বিষয়কে অনুসরণ করতে পারেন যা চলমান।

অনেক সময় লোকেরা জানতে চায় রূহানী দান প্রকাশ করার জন্য তাদের কি করা উচিত। তথাপি তারা সকলেই মন্ডলীতে অবস্থান করতে চায় এবং প্রশংসার গান গাইতে চায়। এর জন্য আপনার কোন দানের প্রয়োজন নেই। কয়েক শতাব্দী ধরে লোকেরা মন্ডলীর মধ্যে অবস্থান করে আছে এবং তারা কখনো কোন দান ব্যবহার করেন নি। পাক-রূহের অনেক দান আদর্শ হিসাবে, মন্ডলীর নিয়ম অনুযায়ী এবাদতের সময় ব্যবহার করা হয়নি যদিও লোকেরা পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে। তারা কখনো আরোগ্য সাধনের কাজ দেখেনি, তারা কখনো প্রজ্ঞার বাক্য অথবা জ্ঞানের বাক্য শোনে নি। আমি একটি মন্ডলীতে ছিলাম, যে মন্ডলীর লোকেরা বিশ কিংবা ত্রিশ বছর ধরে পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু একবারও নানা ভাষায় কথা বলা, বিশেষ বিশেষ ভাষার কথার অর্থ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া অন্য কোন দানের ব্যবহার দেখা যায় নি।

তথাপি অন্য পরিবেশে দানগুলো সমৃদ্ধ লাভ করতে পারে। আমি যুবকদের পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকায় ভ্রমন করতে দেখেছি, উদাহরণস্বরূপ Youth with a Mission এবং তারা সুসমাচার তবলিগ করতে শুরু করেছেন। চমকপ্রদ কুদরতি কাজ সাধিত হয়েছিল। কিভাবে কুদরতি কাজের দান লাভ করা যায় এজন্য কি তারা কোন কিতাবুল মোকাদ্দস স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? না। তারা অন্যদের কাছে যাওয়া এবং তবলিগ করার জন্য বাধ্য হয়েছিল এবং কি ঘটবে তারা আগে থেকেই তা জানতেন, এবং তাদের চারপাশে চারপাশের প্রয়োজন মেটাবার জন্য তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে চিহ্ন কার্য সকল প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। যারা যাবেন চিহ্নগুলো তাদের অনুবর্তী হবে। যদি আপনি চান যেন চিহ্নগুলো আপনার অনুবর্তী হয় তাহলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং অন্যদের কাছে তবলিগ করুন।

আমাদের অবশ্যই সকলকে দান ব্যবহার করতে শিখতে হবে

দানগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে কিছু ভুল করতে পারেন বলে মনে করে আপনি হয়তো ভয় পেতে পারেন। কেবল আপনিই প্রথম নন। প্রায় সকলেই রূহানী দানগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে শিক্ষা নবিসের মত শুরু করে। যদি আপনি যথার্থভাবে শুরু করতে চান তাহলে আপনি কি জানেন কি ঘটবে? আপনি কখনোই শুরু করতে পারবেন না।

যদি আপনি কোন ভুল করে থাকেন, সেটাই যথার্থ। আল্লাহ্ আপনাকে উঠাবেন। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে, ধার্মিক সাত বার পড়লেও আল্লাহ্ তাকে আটবার তুলবেন (দেখুন মেসাল ২৪:১৬)। তিনি যে মাটিতে পরে থাকবেন না, তিনি উঠে দাঁড়াবেন। পৌলের কথা স্মরণ করুন *"কারণ তোমরা সবাই এক এক করে নবী হিসাবে কথা বলতে পার **যেন সবাই শিক্ষা এবং উৎসাহ পায়**"* (১ করিন্থীয় ১৪:১)। রূহানী দান সকলের ব্যবহার করতে শিখবার মত এই রকম বিষয় রয়েছে। ইবরানী ৫:১৪ আমাদের বলে আমাদের জ্ঞান ব্যবহার দ্বারা পরিপক্বতা আসে। যদি আপনি ব্যবহার না করেন তাহলে আপনি কখনো পরিপক্ব হবেন না। দানগুলো ব্যবহার করতে শিখতে হলে আপনাকে ঈমানদারদের দলের মধ্যে থাকতে

আপনার রূহানী দানগুলো ব্যবহার করুন, যদি ভুল করে থাকেন, তবে আল্লাহ্ই তা ঠিক করে দেবেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

হবে যারা আপনাকে ভালোবাসেন, যারা আপনার প্রতি ধৈর্যশীল এবং আপনার কাজে প্রতিরোধ করে না কিন্তু আপনাকে উৎসাহিত করেন।

আমাদের অবশ্যই আমাদের উপদেশসমূহ পরীক্ষা করতে হবে

পরিশেষে, যখন আপনি এতদূর পর্যন্ত আসবেন তখন উদ্দেশ্যসমূহ দুইবার পরীক্ষা করুন। রূহানী দানে ব্যবহারের জন্য যথার্থ উদ্দেশ্য যা মন্ডলীকে গেঁথে তুলতে পারে। *"তোমাদের বেলায়ও এই কথা খাটে। তোমরা যখন পাক-রূহের দেওয়া দান পাবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছ তখন যে যে দানের দ্বারা জামাতকে গড়ে তোলা যায় সেগুলোই বেশী করে পাবার চেষ্টা কর"* (১ করিন্থীয় ১৪:১২)।

সমস্ত ভাল কাজের জন্য সুসজ্জীভূত

পাক-রূহের দান সকলেই এই অধ্যায়নের উপসংহারে এসে আমি আপনাদের উৎসাহিত করতে চাই, যে ভাবে পৌল তীমথিকে উৎসাহিত করেছিলেন,

> *"কিন্তু তুমি যা শিখেছ এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছ তাতে স্থির থাক, কারণ কাদের কাছ থেকে তুমি সেগুলো শিখেছ তা তো তুমি জান। ... পাক-কিতাবের প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, যাতে আল্লাহ্‌র বান্দা সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভাল কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।"* (২ তীমথিয় ৩:১৪, ১৬-১৭)

পাক-রূহের দানগুলো সমস্ত ভাল কাজের জন্য আপনাকে সুসজ্জীত হতে সাহায্য করবে, মন্ডলীকে গেঁথে তুলতে এবং জগতের নাজাতের জন্যও সুসজ্জিত করবে।

লেখক পরিচিতি

ডেরেক প্রিন্স

ডেরেক প্রিন্স (১৯১৫-২০০৩) ভারতের ব্যাঙ্গালুরুর একটি ব্রিটিশ সেনা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন ভাষার (গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু এবং অরামীয়) শিক্ষার্থী হিসাবে ইংল্যান্ডে এ্যান্টন কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটিতে এবং পরে ইসরাইলে হিব্রু ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা জীবনে হিসাবে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং স্বঘোষিত নাস্তিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যখন তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল কোরে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছিলেন তখন প্রিন্স দর্শন অধ্যয়নের অংশ হিসেবে কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যায়ন শুরু করেন। ঈসা মসীহের অভূতপূর্ব এক দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে তিনি ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হন। কিছুদিন পর তিনি পাক-রূহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। জীবন পরিবর্তনকারী এই অভিজ্ঞতা তার সমগ্র জীবনের কার্যকলাপের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। যার ফলে এর পর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যায়নে এবং শিক্ষা দানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেমে সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি সেখানকার একটি শিশু আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা লিডিয়া ক্রিস্টেনসেন-কে বিয়ে করেন। বিয়ের পরই তিনি লিডিয়ার আটজন পালিতা কন্যার পিতৃত্ব লাভ করেন। এদের মধ্যে ছিল ছয় জন ইহুদী, এক জন ফিলিস্তিনী এবং একজন ব্রিটিশ। এই পরিবারটি একত্রে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসরাইল দেশে নতুনভাবে জীবন-যাপনের সূচনা দেখেছিল। এরপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডেরেক যখন কেনিয়ায় একটি কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করছিলেন তখন প্রিন্স দম্পতি আর একটি মেয়েকে দত্তক নেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স দম্পতি বসবাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন এবং

তিনি একটি মণ্ডলীতে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হন। জন এফ কেনেডির গুপ্ত হত্যার ফলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সময় তিনি আমেরিকাবাসীদের এই শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, কিভাবে তাদের জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা যায়। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার পক্ষে অন্যতম মধ্যস্থতাকারী শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিণত হন। তার লেখা বই Shaping History through Prayer and Fasting পৃথিবীর চারপাশে বসবাসকারী ঈসায়ীদের তাদের সরকারের জন্য মুনাজাত করতে তাদের দায়িত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে। অনেকে মনে করেন বইটির গোপন অনুবাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা পতনের সহায়কস্বরূপ ছিল।

লিডিয়া প্রিন্স ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং ডেরেক ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রূত বেকারকে বিয়ে করেন। সে সময় রূতের তিন জন দত্তক সন্তান ছিল। প্রথম স্ত্রীর মত দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গেও জেরুশালেমে প্রভুর পক্ষে পরিচর্যা করার সময় ডেরেকের সাক্ষাত হয়। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তারা জেরুশালেমেই বাস করতে শুরু করেন। রূত ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের জেরুশালেমে মৃত্যুবরণ করেন।

২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে আটাশি বছর বয়সে তার নিজের মৃত্যুর অল্প কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ ডেরেককে তার পরিচর্যার কাজে যেভাবে আহ্বান করেছিলেন তিনি সেই কাজে অটলভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। আল্লাহ্ তাকে আহ্বান করেছিলেন যেন তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন, আল্লাহ্র প্রকাশিত সত্য লোকদের জ্ঞাত করেন, যারা অসুস্থ এবং দৈহিক ও মানসিকভাবে ভারগ্রস্ত তাদের জন্য মুনাজাত করেন এবং পাক-কিতাবের আলোকে চলমান বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনায় তার ভাববাণীমূলক অন্তর্দৃষ্টি মানুষের কাছে তুলে ধরেন। তিনি পঞ্চাশটির অধিক বই লিখেছেন যা ষাটটিরও অধিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র তা বিতরণ করা হয়েছে। তিনি বংশধর অভিশাপ, কিতাবুল মোকাদ্দসে ইসরাইলের তাৎপর্য এবং শয়তানতত্ত্বের মত এমন যুগান্তকারী বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষা দানে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

নর্থ ক্যারোলিনার শার্লোট শহরে ডেরেক প্রিন্স মিনিস্ট্রিজ এর আন্তর্জাতিক সদরদপ্তর অবস্থিত। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানটি এখনো তার শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শাখা দপ্তরের মধ্য দিয়ে মিশনারী, মণ্ডলীর নেতৃবর্গ এবং সভ্যসভ্যাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। প্রিন্সের রেডিও অনুষ্ঠান Keys to

Successful Living (বর্তমানে Derek Prince Legacy Radio হিসেবে পরিচিত) শুরু হয় ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং বারোটির বেশি ভাষায় তা সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে ডেরেক প্রিন্সের সুস্পষ্ট শিক্ষা ডিনোমিনেশন ও মাণ্ডলিক বিভাজন নির্বিশেষে সারা বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার কাছে পৌঁছে গেছে।

কিতাবুল মোকাদ্দসের একজন বিশেষজ্ঞ এবং প্রধান ইমামদের উর্ধ্বতন ইমাম হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডেরেক প্রিন্স শিক্ষাদানের পরিচর্যা প্রতিষ্ঠা করেছেন যা ছয়টি মহাদেশে এবং ষাট বছরের অধিক সময় ধরে বিস্তার লাভ করেছে। ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলেছিলেন, "এটা আমার আকাঙ্ক্ষা এবং আমি বিশ্বাস করি এটা প্রভুর ইচ্ছা যে, আমার মধ্য দিয়ে যে কাজ প্রভু ষাট বছর আগে শুরু করেছিলেন সেই পরিচর্যা কাজ ঈসা মসীহের পুনরাগমন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"

BACIB | International Bible CHURCH